বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৭ সংখ্যা-১০ অক্টোবর- ২০২৪

বাংলাদেশ প্রতিদিন The Daily Star প্রথম আলো সংবাদ

প্রতিদিন ভোরবেলায় এভাবে কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় লাইন ধরে বসে থাকেন দিনমজুরেরা। দৈনিক ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা নেন তাঁরা। পুরো দিনের কাজ না পেলে তাঁরা কম সময়ের ঠিকা কাজও করেন। গতকাল বগুড়ার শেরপুর উপজেলার সকাল বাজার এলাকায়। ছবি : সোয়েল রানা

যুগান্তর দৈনিক ইত্তেফাক সমকাল বণিক বার্তা THE FINANCIAL EXPRESS

কালের কণ্ঠ NEW AGE সময়ের আলো

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৬৮
শ্রম বাজার	৬৯ - ৯১
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৯২ - ১১১
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১১২ - ১২৩
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২৪ - ১৪১
সংবাদপত্রে বিলুস	১৪২ -১৪৪

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১ অক্টোবর ২০২৪।

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে দেবপ্রিয়

১৫ বছরেও শ্রমিকরা উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা পাননি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে শ্রমজীবীরা তার ন্যায্য হিস্যা পাননি। কাজের পরিবেশ উন্নত হয়নি, মজুরি যথোপযুক্ত নয়, এমনকি তারা অধিকার আদায়ে আন্দোলনও করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সোমবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের নাজিয়া-সালমা হলরুমে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এ সময় অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে কারণ হিসেবে শ্রমিক নেতারা উল্লেখ করেছেন শ্রমিকদের মজুরি যথোপযুক্ত নয়। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাসস্থান, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ যেসব ব্যবস্থা থাকার কথা, সেগুলোও যথেষ্ট নয়।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, শ্রমিকদের কল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা। যেমন ভবিষ্য তহবিলসহ সামাজিক সুরক্ষার অন্য যেসব উপকরণ, সেগুলো যথাযথ নয়। আইনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও তারা নির্বিঘ্নে তা করতে পারছেন না। সেই সঙ্গে অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলো চালুর যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটছে; বড় বড় কায়েমি স্বার্থের প্রভাবে তা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন শিল্প ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিক নেতাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে দেশের শ্রম আইনের সামঞ্জস্য না হওয়ায় শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে শ্রমিক নেতারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিকদের এসব আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় আমলে নেওয়া হবে।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠনের এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কমিটি অনুসন্ধান করে কী পেল এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রথমে কমিটির কাজের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্যরা কে কোন কাজ করবেন, তা বণ্টন করা হয়েছে। ১১ জন মানুষ ২৩টি বিষয়ে কাজ করছেন। কে কোন বিষয়ে কাজ করছেন, তা প্রধান উপদেষ্টাকে জানানোর পর সাংবাদিকদের জানানো হবে।

এ ছাড়া সরকারি পরিসংখ্যানের যথার্থতা যাচাইয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, যেমন আজ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা হলো। খাতওয়ারি আরও আলোচনা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী ও সাহায্য দাতাদের সঙ্গেও আলোচনা হবে। এর মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য আসছে, এখন তা আত্মস্থ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর আমরা তরুণ উদ্যোক্তা পদ্ধতির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা বহুবিধ পদ্ধতির একটি অংশমাত্র। এ সবকিছুর সম্মিলিত ফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হব। তখন সাংবাদিকদের তা জানানো হবে।

তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, কমিটি আশাবাদী।

শ্রমিকদের কল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও তারা নির্বিঘ্নে করতে পারছেন না

শ্রমিকদের মজুরি যথোপযুক্ত নয়

শ্রমিকদের বাসস্থান মাতৃত্বকালীন সুবিধার কথা থাকলেও সেগুলো যথেষ্ট নয়

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তাদের সমস্যা সম্ভাবনার কথাও আমরা শুনেছি। সেগুলো বিস্তারিত পরে জানানো হবে। সাংবাদিকদের উদ্দেশে দেবপ্রিয় বলেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমরা ঢাকার বাইরে যাব। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে টাউন হলে বৈঠক হবে। এ সবকিছু সংশ্লেষ করে আমরা খসড়া তৈরি করব। তিন মাসের যে সূচি আমাদের দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এসব করা হবে।

শ্বেতপত্র কমিটি কি অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করছে, নাকি অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গবেষণা পদ্ধতির মূল বিষয় হলো কোনো একটি উৎসের প্রতি আস্থা না রেখে আরেকটি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা। যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। এসব তথ্য যারা ব্যবহার করে, তারা কী সমস্যায় পড়ছে, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এরপর এর সঙ্গে নতুন তথ্য-উপাত্ত যুক্ত হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, মোদ্দাকথা হলো, বহুবিধ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে গত ২৮ আগস্ট দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

শ্বেতপত্রে মোট ছয়টি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ, সরকারি ব্যয় (সরকারি বিনিয়োগ, এডিপি, ভর্তুকি ও ঋণ), ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের বিষয়াদি থাকবে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবে উৎপাদন, সরকারি কেনাকাটা ও খাদ্য বিতরণ এবং বাহ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে থাকবে রফতানি, আমদানি, প্রবাসী আয়, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশি অর্থায়নের প্রভাব ও ঋণ। শ্বেতপত্রে সামষ্টিক অর্থনীতির পাশাপাশি খাতওয়ারি পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হবে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, ব্যাংকিং, কর আহরণ, অর্থ পাচার, মেগা প্রকল্প, দারিদ্র্য ও বৈষম্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যদি কোনো খাতের প্রতিবেদন তৈরি হয়ে যায়, তা হলে তা অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

TUESDAY OCTOBER 1, 2024
ASHWIN 16, 1431 BS
The Daily Star

AGE BAR FOR GOVT JOBS

7-hour sit-in withdrawn after govt assurance

STAR REPORT

After a seven-hour-long sit-in in front of the chief adviser's residence, protesters last night withdrew their programme on the government's assurance that a committee will review their demand for raising the age limit for government job seekers.

They announced the withdrawal to journalists around 9:00pm after speaking to ICT Adviser Nahid Islam and Sports Adviser Asif Mahmud.

Speaking to reporters, Rasel Al-Mahmud, one of the coordinators of 35 Prottashi Somonnoy Parishad, said, "We'll attend tomorrow's [today's] meeting with the committee to reiterate our demand. The committee is to submit a report, based on our discussion, within seven days."

The administration yesterday formed a two-member committee to review the possibility of extending the age limit for applying for government jobs, following the protests by hundreds of job seekers in

7-hour sit-in withdrawn

FROM PAGE 1

front of the chief adviser's residence in the capital.

The public administration ministry issued a notification in this regard and asked the committee to submit its report within seven days.

The committee is chaired by former caretaker government adviser Abdul Muyeed Chowdhury, with Mokhlesur Rahman, senior secretary of the public administration ministry, as the member secretary.

Around 11:00am, several hundred job seekers had gathered at Shahbagh to press for the age-limit extension. They then marched towards the chief adviser's residence, where police had set up barricades to bar them from moving forward. The protesters, however, broke through the barricades and continued chanting slogans.

Around 1:15pm, a scuffle broke out between the demonstrators and law enforcers, after which police fired tear gas shells and stun grenades to disperse the crowd.

Speaking to journalists, Ruman Kabir, one of the coordinators of 35 Prottashi Somonnoy Parishad, said, "We condemn the police attack and question why tear gas was fired on a peaceful protest. We have no other option now but to seek a meeting with the chief adviser to present our demands."

Muzammel Miazee, another protester, explained the demand for extension. "Currently, the age limit for applying for civil service jobs is 30. We're demanding it be increased to 35. We've been asking for this for 14 years but there has been no response from the government."

Another protester said, "If the chief adviser can serve the state at the age of 70 [his actual age is 84], why can't we access government jobs after the age of 30?"

Tahsin Mahmud, a student of Chittagong University, said, "Our demand is logical, and the government should address it immediately. We're suffering from unemployment."

The age limit is 32 for only the children and grandchildren of freedom fighters.

Protesters had blocked the Shahbagh intersection a few days ago with the same demand.

Additionally, Bangladesh Administrative Service Association, an organisation of administration cadre officials, also demanded that the maximum age limit be raised to 35 and the retirement age to 65.

It is to be noted that the Dhaka Metropolitan Police on August 25 issued a notice banning any rallies, meetings or demonstration in front of the Secretariat and government residence of the chief adviser until further notice.

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১ অক্টোবর ২০২৪।

শ্রমিক স্বীকৃতির দাবিতে গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানী ঢাকায় ২০০ গৃহকর্মীকে নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ২৫ লক্ষাধিক গৃহকর্মীকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি ও 'শ্রমিক' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে 'গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম' নামের একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছে। সোমবার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের (ডিএসকে) উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে এই ফোরাম গঠিত হয়।

ফোরামটি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহকর্মীদের অধিকার আদায়, গৃহকর্মীদের জন্য ২০১৫ সালের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা বাস্তবায়ন, গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং গৃহকর্মীদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত কাজ করবে। 'সুনীতি' প্রকল্পের অধীনে ২০০ সদস্যের এই ফোরামটি ২১ জনের একটি কমিটি ১৬ হাজার গৃহকর্মী নিয়ে কাজ করবে এবং ক্রমশ দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।

ফোরাম সম্পর্কে সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া গৃহকর্মী জাকিয়া সুলতানা বলেন, আমাদের মূল দাবি দেশের সব গৃহকর্মীকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এমনকি দেশে ঠিক কী পরিমাণ নারী গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত, তার সঠিক তথ্য-উপাত্তও নেই। গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম রাষ্ট্রের কাছে এসব দাবি নিয়ে কাজ করবে। এই ফোরাম গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় কাজ করবে।

অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা বলেন, এই ফোরামের মাধ্যমে যে ১৬ হাজার গৃহকর্মীর সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত হচ্ছি, তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে কাজ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এখানকার সফলতা অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবে, চা-বাগানের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবে, নারী মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধ করবে। ২০২২ সালে অক্সফ্যামের একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, নারী সদস্যদের প্রায় ৯৩ শতাংশ তাদের কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন। গৃহকর্মীদের ৬৭ শতাংশ মানসিক নির্যাতন, ৬১ শতাংশ মৌখিক নির্যাতন এবং ২১ শতাংশ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 01.10.2024

ILO recommends labour law reform to end RMG unrest in Bangladesh

LABOUR - BANGLADESH

TBS REPORT

The International Labour Organization (ILO) has called for immediate reforms in wage structures and labour laws in Bangladesh's ready-made garment sector to address the ongoing worker grievances and labour unrest.

In a statement issued on Sunday, the organisation stressed that wage restructuring and improved labour protections are crucial for achieving sustainable industrial relations between employers and workers, ensuring both fair wages and long-term peace in the sector.

The ILO said it is closely monitoring labour unrest in the RMG and other sectors, which has brought attention to systemic issues needing urgent resolution.

It underlined the importance of social dialogue, urging all stakeholders, employers, workers, and government representatives to engage in constructive discussions to uphold workers' rights while maintaining the economic viability of the industry.

"It not only supports sustainable business practices and better working conditions but also contributes to advancing social justice and decent work for all," it added.

The ILO commended the RMG industry for the landmark agreement reached on 24 September between workers and employers in Ashulia following escalated labour unrest.

This agreement has raised hopes for harmonious industrial relations and long-term peace in the sector, it said in the statement.

The ILO identified five key areas where action is required.

Wage structure and policy reform: The ILO recommended developing an evidence-based, gender-responsive national wage policy that is vital for regular and fair wage setting.

It believes reforming the minimum wage mechanism and ensuring inclusive consultations between employers and workers will help address wage-related grievances, including the move towards providing living wages.

It said sectoral wage boards and strong collective bargaining mechanisms must be established to prevent and de-escalate unrest related to wages and working conditions.

Labour law reform and strengthened legal protections: The ILO believes amendments to the Bangladesh Labour Act, aligned with international labour standards, are needed to expand coverage to all workers, including those in the informal sector and export processing zones (EPZs).

The reform should strengthen mechanisms for resolving labour disputes, enhance wage protections, and simplify the processes for trade union registration, reads the statement.

A strong national industrial relations system: The ILO said a robust and transparent national industrial relations system is essential for addressing disputes early and preventing them from escalating into violence.

This should include the introduction of an independent alternative dispute resolution institution and reforms to the labour court system to improve case management.

It believes addressing anti-union discrimination cases is also a vital step toward promoting industrial peace.

Social protection: The ILO said the Employment Injury Scheme, currently piloted for garment workers, should be institutionalised, legislated, and gradually extended to other sectors.

It believes that establishing a comprehensive social protection system, aligned with ILO conventions, will boost workers' safety and well-being while enhancing Bangladesh's global competitiveness.

Occupational safety and health and to develop a comprehensive national OSH system.

The organisation believes this will promote a culture of safety across all sectors of the economy.

The ILO called on all stakeholders to work to improve the industrial relations system through constructive social dialogue. This collaboration is essential not only for the stability of the RMG sector but also for the broader economic and social well-being of Bangladesh, it said.

"Through shared effort and commitment, we are optimistic that peaceful and productive industrial relations can be achieved, benefiting all parties involved," the ILO said.

The statement said ILO Director-General Gilbert F Houngbo met Chief Adviser Professor Muhammad Yunus on 26 September on the sidelines of the UN General Assembly in New York to discuss the interim government's priorities.

The discussions focused on employment creation and labour reforms, and the ILO's role in supporting these initiatives.

In the ILO statement, the organisation said it remains dedicated to supporting Bangladesh on its journey towards sustainable and inclusive economic growth, underpinned by the promotion of decent work, labour rights, and social justice.

TUESDAY OCTOBER 1, 2024
ASHWIN 16, 1431 BS
The Daily Star

Include house helps as workers in the labour law

Speakers tell event

STAFF CORRESPONDENT

The Domestic Workers' National Forum was launched yesterday at an event in the capital's Krishibid Institution Bangladesh. Speakers at the event emphasised the urgent need to secure fair wages and working hours for house helps by integrating them into the labour law.

The forum will work from the grassroots to the policy-making level to work towards ensuring domestic workers' rights at local and national levels. They will aim to implement the Domestic Workers Protection and Welfare Policy (2015), and ensure their recognition as "workers" in the labour law.

The event was organised by Dushtha Shasthya Kendra with the help of Oxfam In Bangladesh.

Around 200 house helps attended the event.

Referring to a study by Oxfam in 2022, where 67 percent of domestic workers suffered emotional abuse, 61 percent verbal abuse and 21 percent physical abuse, OXFAM Programme Director Mahmuda Sultana highlighted the need for ensuring proper protection for domestic workers.

She said, "The 16,000 domestic workers we are engaging with through this forum will work for their rights."

Regarding this new forum, Zakia Sultana, a house help, who has been selected as president, said "Our main demand is to include all domestic workers in the country in the labor law and recognise them as workers. There is no accurate data on how many women are employed as domestic workers in the country."

সমকাল মঙ্গলবার। ১ অক্টোবর ২০২৪

সাক্ষাৎকার ॥ অধ্যাপক ড. এম. নিয়াজ আসাদুল্লাহ

শ্রমবাজার ধরে রাখতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিকল্প নেই

সমকাল: ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর নিশ্চয় আপনি বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তন দেখেছেন?

এম. নিয়াজ আসাদুল্লাহ: কাজের প্রয়োজনে আমাকে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরটি ঘন ঘন ব্যবহার করতে হয়। বিদেশ থেকে আগমন এবং প্রত্যাবর্তন– উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়; তা পোহাতে হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ভোগান্তির মাত্রা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এয়ারপোর্টে প্রবেশ, ইমিগ্রেশন, লাগেজ নিরাপত্তা ও নিরাপদভাবে বিমানবন্দর থেকে বহির্গমন– অতীতে সর্বক্ষেত্রেই হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এয়ারপোর্ট কর্মকর্তাদের অশোভন, অমানবিক আচরণ, কিছু না কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ত। তবে এখন পরিবর্তন দৃশ্যমান। প্রবাসীদের বিমানবন্দরে ভিআইপি সেবা দেওয়ার যে ঘোষণা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল দিয়েছেন, তা আপাতত প্রতীকী হলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আচরণে টেকসই পরিবর্তন আনতে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টি দিতে হবে এবং মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে।

সমকাল: মানসিকতায় পরিবর্তন বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: কেবল বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা নয়, জাতীয়ভাবেও প্রয়োজন মানসিকতায় পরিবর্তন। পোশাকশিল্প আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত বিবেচনায় সেখানে শ্রমবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত, আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স ও মান উন্নয়ন করতে সরকারি প্রচেষ্টার কমতি নেই। সে তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় উৎস সত্ত্বেও কিন্তু প্রবাসীকল্যাণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দুটি বিভিন্নভাবে যেমন বিতর্কিত, ঠিক তেমনই এদের ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাসগামী শ্রমিকদের জন্য কোনো আস্থার জায়গা নয়। এদের প্রশ্রয়েই দশকের পর দশক চলছে দালালদের দৌরাত্ম্য, যার সঙ্গে আরও যুক্ত প্রবাসগামী শ্রমিকদের নিয়ে বিমান সিন্ডিকেটের টিকিট বাণিজ্য। সেই অর্থে বিমানবন্দরের দুর্ভোগ ও ভোগান্তি জাতীয় পর্যায়ে প্রবাসী শ্রমিক বিষয়ে সরকারি নীতি ও সেবা প্রদানে কাঠামোগত দুর্বলতা ও সমন্বয়ের ঘাটতির এক রকম প্রতিফলন। এ সবকিছুর বিবেচনাতেই হয়তো বর্তমান সরকার প্রবাসীদের ভিআইপি মর্যাদা দেওয়ার কথা বলছে।

সমকাল: বিমানবন্দরে ভালো সেবার পাশাপাশি রেমিট্যান্স যোদ্ধা এ প্রবাসীদের যে অবদান, তার স্বীকৃতি সরকার আর কীভাবে দিতে পারে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: অর্থনীতির ভিত্তির পাশাপাশি বৈদেশিক রেমিট্যান্স রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জুলাই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, রেমিট্যান্স বন্ধের হুমকি দিয়ে প্রবাসী জনগোষ্ঠী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতীয় পর্যায়েও অবদান রাখতে পারে। তাদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। এক. তাদের দেশে রেখে যাওয়া সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে এনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। দুই. তাদের বিনিয়োগকৃত ব্যবসায় উদ্যোগে কর মওকুফ করা এবং এ সব উদ্যোগ সফল করতে বাড়তি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। তিন. প্রবাসে চাকরি ও মজুরি-সংক্রান্ত প্রতারণা ও নির্যাতন মোকাবিলায় আইনি সহযোগিতা এবং এ জন্য আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক বিধিমালা অনুযায়ী বিদ্যমান শ্রম আইন ও সামাজিক রক্ষাকবচগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

সমকাল: প্রবাসীদের ডেটাবেজ করার দাবি উঠেছে ইতোমধ্যে। এটি কতটা জরুরি এবং সহজে কীভাবে করা যায়?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: প্রবাসীদের সঠিক নিবন্ধন ও তাদের পরিবারের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি স্বচ্ছ ও সর্বজনীন ডেটাবেজ অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে কোনো শ্রমিক বিপদে পড়লে বা প্রতারিত হলে তাঁকে দ্রুত শনাক্ত করা যাবে। একইভাবে দেশের উন্নয়নে প্রত্যাবর্তিত প্রবাসীদের কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে সংক্রান্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ডেটাবেজ ব্যবহৃত হতে পারে। এটির ভিত্তিতে ইস্যু হতে পারে স্মার্টকার্ড, যেখানে সব ধরনের শনাক্তকরণ তথ্য থাকবে। প্রবাসে কর্মরত সময়ে নির্যাতনকারী মালিকপক্ষ কিংবা দালালরা শ্রমিকদের পাসপোর্ট নিয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধিত শ্রমিকদের জন্য স্মার্টকার্ড কিছুটা আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

সমকাল: আপনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন; মালয়েশিয়া সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। ৩১ মে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: জনশক্তি আমদানি বন্ধের সাময়িক সিদ্ধান্তটি কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়; আরও ১৫ দেশের জন্য প্রযোজ্য। একটি কাঠামোগত সংকট মোকাবিলা করতেই এই সাময়িক নীতিগত পদক্ষেপ। এই সংকটের মূলে আছে জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী, আমলা ও রাজনীতিবিদ– এই তিন গোষ্ঠীর একটি দুষ্টচক্র, যাকে বছর দু-এক আগে আমি 'লৌহ ত্রিভুজ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলাম। জনশক্তি রপ্তানিকারক এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বেশ কিছু সরকার শক্তিশালীভাবে এই দুষ্ট চক্র দমন করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আমলে ছিল না তেমন কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ। বরং সরকারি এমপি-মন্ত্রীদের সংশ্লিষ্টতায় এই চক্র সীমাহীন দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। দুদক ইতোমধ্যে বিগত সরকারের চার সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। এ বাস্তবতা বিবেচনায় মালয়েশিয়া সরকার তাদের বৈদেশিক শ্রমবাজারকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে আনতে জনশক্তি/শ্রমিক আমদানির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেয়। এটিকে মালয়েশিয়া দেখছে একটি সম্পূর্ণ পুনরায় স্থানীয় শ্রমবাজার মুক্ত করার প্রস্তুতি। নীতিগতভাবে সামগ্রিক শ্রমবাজারের সংস্কার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাদানি ক্যাম্পেইনেরও একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমকাল: মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন সরকারের উপদেষ্টা। ইতালি অথবা চীনে কর্মীদের নতুন কর্মসংস্থানের কথাও তিনি বলেছেন। এ ক্ষেত্রে কী কী করা উচিত?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: ভবিষ্যতে যে দেশেই নতুন বাজার খুলতে চাই না কেন, তা হতে হবে কৌশলগত; সেই দেশের শ্রমিক চাহিদা যাচাই ও বিবেচনা সাপেক্ষে। যেমন ধরুন চীনের শ্রমবাজার। এখানে কর্মদক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন চীনা ভাষা জ্ঞান। এই ভাষাগত নিশ্চিত সাপেক্ষেই চীন-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় শ্রমচুক্তি টেকসই হবে। এ কৌশল বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন একটি ভবিষ্যৎমুখী জনশক্তি রপ্তানি ব্যবস্থাপনা, যেখানে নতুন বাজার সম্পর্কিত গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে।

সমকাল: বাংলাদেশে জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে ১৩ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে অদক্ষ কর্মীই বেশি। এ সংকট কতটা সমস্যাজনক? দক্ষ শ্রমিক কীভাবে পাঠানো যায়?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: বৈশ্বিক শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও বর্তমান ঘাটতি বিবেচনায় আমাদের অদক্ষ কর্মীনির্ভর জনশক্তি রপ্তানির বর্তমান মডেল অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে টেকসই হবে না। যেসব উচ্চ আয়ের দেশে শ্রমের ব্যাপক ঘাটতি আছে, তারা অভিবাসন নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং কর্মসূচি চালু করেছে, যেমন কিনা 'ভ্যালু-অ্যাডেড ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম'। অর্থাৎ তারা প্রাথমিকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য শ্রমিক আনবে কিন্তু যোগ্যতা-নিশ্চিত সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করার অনুমতি দেবে। এর মাধ্যমে তাদের নাগরিক-সমতুল্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। উন্নত দেশের বাইরে এশিয়ার উচ্চ আয়ের উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে শ্রম ঘাটতি আছে, তাদেরও শিল্পনীতিতে এসেছে নীতিগত পরিবর্তন। তারা বিদেশি শ্রমিক নিচ্ছে 'হাই ভ্যালু-অ্যাডেড কমপ্লেক্স ইকোনমিক' খাতে। এসব পরিবর্তন বিবেচনায় আজ বিশ্বব্যাপী দক্ষ কর্মীর চাহিদার ঊর্ধ্বগতি। বিএমইটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদানের সর্বজনীন সুযোগ।

সমকাল: তার মানে, দক্ষ শ্রমিক তৈরির দিকেই আমাদের মনোযোগ বাড়াতে হবে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: শ্রমবাজার ধরে রাখতে কিংবা নতুন বাজারে প্রবেশ করতে গেলে দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। লো ভ্যালু-অ্যাডেড থেকে হাই ভ্যালু-অ্যাডেড রপ্তানি খাতে উত্তরণের এ রকম লক্ষ্য আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্যও সত্য। কিন্তু জনশক্তি খাতে নীতি, নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা– তিন ক্ষেত্রেই ঘাটতি। আগামী দিনগুলোতে এশিয়ার উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে কৃষি ও শিল্প; দুই খাতেই বিভিন্ন কর্মদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। আসিয়ান অঞ্চলের শ্রমিকদের এ ধরনের দক্ষতা থাকায় ২০২২ সালে তারা অস্ট্রেলিয়ার কৃষি খাতে একটি আকর্ষণীয় স্কিমের জন্য বিবেচ্য হয়েছে। কানাডায় একই রকম সুযোগ আছে এবং আসবে।

সমকাল: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও কি সেভাবে সমর্থন দিতে পারে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার মান সর্বজনীনভাবে নিম্ন। তাই শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও আজকে আমরা জাতীয় পর্যায়ে এক রকম 'সাক্ষরতা বিপর্যয়'-এর মুখোমুখি। আমাদের কর্মবাজারে নতুন দক্ষতা অর্জন ও টেকসই করতে প্রয়োজন সম্পূরক সাক্ষরতা। এর একদিকে যেমন ব্যাপক ঘাটতি, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় আমাদের নেই তৃতীয়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ভাষা শেখার সুযোগ। ইংরেজি পাঠদানের বিধান থাকলেও মানের সংকটের কারণে সেখানেও নেই সুনির্দিষ্ট অর্জন। গ্রাম পর্যায়ে প্রাক-মাধ্যমিক শিক্ষার নাজুক অবস্থার মূল ভুক্তভোগী প্রবাসগামী শ্রমিক ভাইয়েরা। এ বিবেচনায় আমাদের দ্বিমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। সুনির্দিষ্ট ও বাজারমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি স্কুলশিক্ষা পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মবাজারে আমাদের শ্রমিকরা বাংলাদেশকে একটি দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত করতে পারে।

সমকাল: এ ক্ষেত্রে আমাদের কারিগরি শিক্ষায় জোর কি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: কারিগরি শিক্ষা নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ শিক্ষা এখনও জনপ্রিয় হয়নি, উপরন্তু নানা সমস্যায় জর্জরিত। হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিসহ বিশ্বের অনেক সেবা এবং শিল্প খাতে আমাদের কারিগরি গ্র্যাজুয়েটরা অবদান রাখতে পারত। অপরিকল্পিত প্রসার এবং নিম্নমান– এ দুই কারণে আমরা পরিচিত হতে পারিনি কারিগরি গ্র্যাজুয়েট রপ্তানির দেশ হিসেবে। জার্মানি যেখানে উচ্চমানের কারিগরি শিক্ষিত কর্মী দিয়ে শিল্প খাতের ব্যাপক অর্জন টেকসই করেছে, আমাদের কারিগরি শিক্ষা না পারছে দেশের চাহিদা মেটাতে, না পারছে বিদেশে শ্রম রপ্তানি করতে। একইভাবে আমরা ব্যর্থ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে মাদ্রাসা শিক্ষিত, আরবি ভাষায় দক্ষ গ্র্যাজুয়েট রপ্তানি করতে।

সমকাল: দেশে উচ্চ বেকারত্ব সত্ত্বেও এ কারণেই কি বিদেশ থেকে কর্মী এনে কাজ করাতে হচ্ছে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: ভারত কিংবা অন্যান্য দেশ থেকে যারা আমাদের পোশাক শিল্পে কাজ করছে, তারা ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত। এক অর্থে এটা আমাদের ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা। এত বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রিধারী ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের পোশাকশিল্প খাত ভারতীয় ব্যবস্থাপকনির্ভর? এত বিজনেস স্কুলের ভূমিকা কি? আমাদের বিশ্বমানের পোশাক খাত আছে। অথচ কেন আমরা সর্বজনীন মানের প্রশাসনে দক্ষ কর্মশক্তি তৈরি করতে ব্যর্থ?

সমকাল: হুন্ডিতে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ হচ্ছে না কেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: হুন্ডিকে আমি শ্যাডো মার্কেট বা ছায়া বাজার হিসেবে দেখি। হুন্ডিতে টাকা পাঠানোর কারণ কয়েকটা হতে পারে। একটা হলো সরকারি অফিসিয়াল চ্যানেল আকর্ষণীয় না হওয়া, সরকারের প্রতি আস্থা না থাকা। তা ছাড়া পাঠানো অর্থ কতটা পরিবার পাবে। অর্থাৎ ট্রানজেকশন খরচ বেশি হওয়া। এর সঙ্গে শিক্ষার অভাবও যোগ করতে হবে। মানে, অফিসিয়াল চ্যানেলে যে দেশের উপকার হয়– এ বিষয়টা তাদের বোঝানো। আবার যারা অবৈধভাবে বিদেশ যায়, তারা হুন্ডিতে অর্থ পাঠানোকেই নিরাপদ মনে করে। কারণ অফিসিয়াল চ্যানেলে পাঠালে তার ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে। সে জন্য হুন্ডিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না। অর্থাৎ জনশক্তি রপ্তানির অবৈধ চ্যানেল বন্ধ না করলে হুন্ডি বন্ধ হবে না। আরেকটা হলো, আমাদের টাকা পাচারের যে মাধ্যম, সেটিও হুন্ডি। মানব পাচারের রাজনৈতিক দুষ্টচক্র বন্ধ করাও জরুরি। রেমিট্যান্সে কর মওকুফসহ অল্প খরচে দ্রুত অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করলে হুন্ডি প্রবণতা বন্ধ হবে।

সমকাল: দেশের বাইরে আমাদের একটা অংশ উচ্চশিক্ষিত। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন খাতে নিযুক্ত। তাদের কাজে লাগানোর উপায় কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: আমাদের একটা গ্লোবাল ট্যালেন্টপুল আছে। তাদের নিয়েও সরকারের করণীয় আছে। দেশে বিভিন্ন খাতে তাদের শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগানো যায়। মাইগ্রেন্ট এন্টারপ্রেনিউরশিপ বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ প্রবাসীদের দেশে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজে লাগানো। যেমন আপনি যাচ্ছেন কর্মী হিসেবে, বেরুচ্ছেন উদ্যোক্তা হয়ে। অর্থাৎ বিদেশি শ্রমবাজারে কর্মী হিসেবে ঢুকছেন, দেশে এসে হলেন উদ্যোক্তা। এমন সুযোগ পেলে শ্রমিকরাও উজ্জীবিত হতে পারেন।

সমকাল: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বর্তমান সরকারের প্রতি আপনার কোনো পরামর্শ?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: সরকার প্রবাসীদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিমানবন্দরে পরিবর্তনের সূচনাও দৃশ্যমান। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়েও প্রবাসীদের অবদানের কথা বলেছেন। আগামী দিনের বৈশ্বিক চাহিদার আলোকে শ্রমবাজার গড়তে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। ইতোমধ্যে অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে যে অপরাধ ও দুর্নীতি হয়েছে, তার উন্মোচন জরুরি। সে জন্য সরকার অর্থনীতির যে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে, সেখানে একজন শ্রমবাজার-সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

সমকাল: সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: আপনাকেও ধন্যবাদ। সমকালের জন্য শুভকামনা।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ৩ অক্টোবর ২০২৪

শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা

১৫ বছরে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পে অর্থ লুট হয়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশকে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিগত সরকার। সেই অনুযায়ী তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। শিশুশ্রম নিরসনের নামে বিভিন্ন প্রকল্পে গত ১৫ বছরে দেশি-বিদেশি অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। এসব অর্থের বড় অংশ লুট হয়েছে। আমরা আশা করব অন্তর্বর্তী সরকার অনিয়ম-দুর্নীতি খতিয়ে দেখবে।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গতকাল বুধবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম সচিব আবদুস সামাদ আল আজাদ এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন দল শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ ও রানার্সআপ দল কবি নজরুল সরকারি কলেজের বিতার্কিকদের ট্রফি, সার্টিফিকেটসহ পুরস্কারের নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৪ অক্টোবর ২০২৪,

তৈরি পোশাকশিল্প

বিক্ষোভ থামাতে শ্রমিকদের বোঝাবেন শ্রমিকনেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক মাসের বেশি সময় ধরে গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে। শ্রমিকদের ১৮ দফা মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরও পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা যেন কোনো গুজবে কান না দেন, সে জন্য তাঁদের বোঝাতে একমত হয়েছেন ২০টি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

রাজধানীর গলফ ক্লাবে গতকাল বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুরোধে শ্রমিকনেতারা শ্রমিকদের বোঝাতে একমত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ও এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মঈন খান।

সভায় উপস্থিত একাধিক শ্রমিকনেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জানা যায়, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা শ্রমিকদের কোনো ধরনের উসকানি না দিতে শ্রমিকনেতাদের বলেছেন। এ ছাড়া কোনো ধরনের গুজবে যেন শ্রমিকেরা কান না দেন, সে জন্য তাঁদের বোঝাতে শ্রমিকনেতাদের অনুরোধ করা হয়। সেই সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সেটি লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে শ্রমিকনেতাদের। অন্যদিকে শ্রমিকনেতারা আপাতত কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই না করার পাশাপাশি সাময়িক নিয়োগ বন্ধ লেখা সাইনবোর্ড কারখানার ফটকে লাগানোর উদ্যোগ নিতে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের জানান।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, বাংলাদেশ পোশাকশিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আকতার, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার প্রমুখ।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা সভা শেষে ২০ শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এক যৌথ বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, শ্রমিকদের ১৮ দফা মেনে নেওয়ার পরও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি পোশাক কারখানায় গুজব ছড়ানো হচ্ছে। যৌথ বাহিনী ইতিমধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরিসহ পাওনা আদায়ে কয়েকজন মালিককে আটক করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের অর্থনীতির প্রাণ পোশাকশিল্পকে গুজব থেকে বাঁচানোর আহ্বান জানান এই শ্রমিকনেতারা।

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, সাভারের আশুলিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার ১৩ (১) ধারায় ২৩টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ ছিল। কাজ হয়নি ৭টি কারখানায়। এ ছাড়া গাজীপুরের ৪টি কারখানা বন্ধ রয়েছে।

সংবাদ
বার ১৬ আশ্বিন ১৪৩১
esday 1 October 2024

বাংলাদেশ যতটা উন্নত হয়েছে ততটা সুবিধা শ্রমিকরা পাননি: দেবপ্রিয়

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, শ্রমজীবীরা তার ন্যায্য হিস্যা পাননি। কারণ হিসেবে শ্রমিকনেতারা বলেছেন, 'শ্রমিকদের মজুরি যথোপযুক্ত নয়। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাসস্থান, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ যেসব ব্যবস্থা থাকার কথা, সেগুলোও যথেষ্ট নয়।'

শ্রমিকদের কল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ করেছেন শ্রমিকনেতারা। যেমন ভবিষ্যত তহবিলসহ সামাজিক সুরক্ষার অন্য যেসব উপকরণ, সেগুলো যথাযথ নয়। আইনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও তারা নির্বিঘ্নে তা করতে পারছেন না। সেই সঙ্গে অনেক শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলো চালুর যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম-নীতির ব্যত্যয় ঘটছে; বড় বড় কায়েমি স্বার্থের প্রভাবে তা হচ্ছে।

গতকাল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে শ্রমিক নেতাদের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশে এখন শিল্পক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিকনেতাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে দেশের শ্রম আইনের সামঞ্জস্য না হওয়ায় শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। শ্বেতপত্র প্রণয়ন

> শ্রমিকদের মজুরি যথোপযুক্ত নয়। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাসস্থান, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ যেসব ব্যবস্থা থাকার কথা, সেগুলোও যথেষ্ট নয়।

কমিটির সঙ্গে বৈঠকে শ্রমিকনেতারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্রমিকদের এসব আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় আমলে নেওয়া হবে।'

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠনের এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কমিটি অনুসন্ধান করে কী পেল-এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রথমে কমিটির কাজের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্যরা কে কোন কাজ করবেন, তা বণ্টন করা হয়েছে। ১১ জন মানুষ ২৩টি বিষয়ে কাজ করছেন। কে কোন বিষয়ে কাজ করছেন, তা প্রধান উপদেষ্টাকে জানানোর পর সাংবাদিকদের জানানো হবে।'

এ ছাড়া সরকারি পরিসংখ্যানের যথার্থতা যাচাইয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, যেমন আজ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা হলো। খাতওয়ারি আরও আলোচনা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী ও সাহায্যদাতাদের সঙ্গেও আলোচনা হবে। 'এর মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য আসছে, এখন তা আত্মস্থ করা হচ্ছে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে দেবপ্রিয় বলেন, 'আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমরা ঢাকার বাইরে যাব। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে টাউন হলে বৈঠক হবে। এ সবকিছু সংশ্লেষ করে আমরা খসড়া তৈরি করব। তিন মাসের যে সূচি আমাদের দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এসব করা হবে।'

শ্বেতপত্র কমিটি কি অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করছে, নাকি অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে-সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'গবেষণাপদ্ধতির মূল বিষয় হলো কোনো একটি উৎসের প্রতি আস্থা না রেখে আরেকটি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা। যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। এসব তথ্য যারা ব্যবহার করে, তারা কী সমস্যায় পড়েছে, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এরপর এর সঙ্গে নতুন তথ্য-উপাত্ত যুক্ত হবে।'

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'মোদ্দাকথা হলো, বহুবিধ পদ্ধতির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা বহুবিধ পদ্ধতির একটি অংশমাত্র। এ সবকিছুর সম্মিলিত ফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হব। তখন সাংবাদিকদের তা জানানো হবে।'

তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'কমিটি আশাবাদী।'

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে গত ২৮ আগস্ট দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শ্বেতপত্রে মোট ছয়টি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ, সরকারি ব্যয় (সরকারি বিনিয়োগ, এডিপি, ভর্তুকি ও ঋণ), ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের বিষয়াদি থাকবে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবে উৎপাদন, সরকারি কেনাকাটা ও খাদ্য বিতরণ এবং বাহ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে থাকবে রপ্তানি, আমদানি, প্রবাসী আয়, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশি অর্থায়নের প্রভাব ও ঋণ।

শ্বেতপত্রে সামষ্টিক অর্থনীতির পাশাপাশি খাতওয়ারি পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হবে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, ব্যাংকিং, কর আহরণ, অর্থ পাচার, মেগা প্রকল্প, দারিদ্র্য ও বৈষম্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যদি কোনো খাতের প্রতিবেদন তৈরি হয়ে যায়, তাহলে তা অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

যুগান্তর
বুধবার ২ অক্টোবর ২০২৪
১৭ আশ্বিন ১৪৩১

পোশাক খাতে অব্যাহত অস্থিরতা

সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে

তৈরি পোশাক খাতে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, অবিলম্বে এর অবসান হওয়া উচিত। এমনিতেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়, তার ওপর সম্প্রতি দেশে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। এ সময় পোশাকশিল্পে অস্থিরতা বিদেশি ক্রেতাদের নেতিবাচক বার্তা দেবে। ভুলে গেলে চলবে না, এ শিল্প দেশের প্রধান রপ্তানি খাত এবং আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এ খাতকে তাই কোনোভাবেই অস্থিতিশীল হতে দেওয়া উচিত নয়। অথচ বেশ কিছুদিন ধরে এ শিল্প ঘিরে অসন্তোষ চলছে, নানা ধরনের দাবিদাওয়া জানাচ্ছে শ্রমিকরা। সবশেষ গত সোমবার আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন এবং পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক শ্রমিক নিহত হলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় শিল্প পুলিশের এক কর্মকর্তাসহ যৌথ বাহিনীর কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন।

ইতঃপূর্বে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গাজীপুর, আশুলিয়া ও সাভার এলাকায় শিল্পকারখানা বন্ধ ছিল বেশ কয়েকদিন। কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে তখন। ধারণা করা হচ্ছে, এসবের পেছনে বহিরাগতদের ইন্ধন ছিল। এর আগে কোটা সংস্কার এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় দেশে ব্যাপক নাশকতা হয়েছে। সেসময়ও পোশাকশিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ থাকার কারণে প্রতিদিনই বিপুল অঙ্কের অর্থের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আন্দোলন চলাকালে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় কারণেও এ খাতে প্রতিদিন বিপুল অঙ্কের অর্থের ক্ষতি হয়েছে। ওইসব ক্ষতি কাটিয়ে উঠে পোশাকশিল্প যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল, তখনই আবার এ শিল্পে অসন্তোষ শুরু হয়। নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার পর খুলে দেওয়া হয় পোশাক কারখানাসহ সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান। শিল্পাঞ্চলে ফিরে আসে কর্মচাঞ্চল্য। কিন্তু কদিন না যেতেই কোনো কোনো এলাকায় আবারও শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হওয়ায় এর পেছনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে দেশি-বিদেশি গভীর ষড়যন্ত্র সক্রিয় রয়েছে। কোনো কোনো শিল্পোদ্যোক্তা মনে করেন, একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে পোশাকশিল্পকে ধ্বংস করতে চক্রান্ত শুরু করেছে। বিদেশি ক্রেতাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা দিতে শ্রমিক অসন্তোষের নামে ষড়যন্ত্র চলছে। এ সংকট দ্রুত সমাধান করা সম্ভব না হলে দেশের পুরো পোশাকশিল্পে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

এদিকে পোশাকশিল্পে অস্থিরতার কারণে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সময়মতো পণ্য জাহাজীকরণে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তাছাড়া অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন বিদেশি ক্রেতারা, নতুন অর্ডার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন তারা। সামগ্রিকভাবে পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। রপ্তানিমুখী এ শিল্পকে বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এ শিল্পে অস্থিরতার অবসান হবে না। এর প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে।

শোভন কাজ

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Wednesday, October 2, 2024
Ashwin 17, 1431 BS: Rabiul Awal 28, 1446 Hijri

Reforming wage structure, policy in RMG sector

AGAINST the backdrop of spiralling workers' unrest with attendant violence in the Readymade Garment (RMG) units in Ashulia, Savar, Gazipur and elsewhere, the UN agency dealing with labour-related issues, ILO, has identified five key areas that demand urgent attention. Evidently, the international labour body has been closely monitoring the escalation of agitation among the garment workers, their grievances and the complexities involved that reflect systemic problems requiring speedy redress. The key issues identified by the ILO and the suggested remedies include wage structure, policy and labour law reform and strong social and legal protections and industrial relations, and occupational safety and health (OSH).The first step towards addressing the issues causing destabilisation in the garment and other industries is to acknowledge those by all the stakeholders involved. The next step would be to conduct constructive dialogues between the RMG factory owners, workers and government officials in a spirit of collaboration and good faith so that workers' rights are recognised and protected, while the sustainability of the RMG industry is also ensured.

Admittedly, workers must be motivated to develop a sense of ownership of the factories they work for a healthy industrial relations system in the RMG sector or any other industry. Continued unrest in the country's highest foreign exchange earning sector is only indicative of a trust deficit between workers and employers. The ILO's input in this case is definitely timely and welcome for riding out the crisis. Notably, the international labour body did highly commend the September 24 agreement reached between the RMG workers and employers as a 'landmark' accord. But hardly a week had passed since that agreement when violent clashes between workers and law-enforcers erupted on Monday last in the Ashulia area leading to the death of one worker and critical injuries to several others. Clearly, the situation appears to be grave since following the latest violence, owners of the Ashulia area has sought protection of their factories, their staff and workers against what they termed 'outsiders' who are out to destroy the industry.

> The owners of the RMG factories should take the leading role to keep their workers happy in the interest of improving industrial relations and establishing peace and stability in the sector

Obviously, this latest development flies in the face of the 'worker-employer agreement' termed 'landmark' by the ILO. Even so, the latest unrest only points to how germane the ILO inputs and suggestions are to the crisis-ridden RMG sector. Now that the overall atmosphere in the RMG industry is getting toxic for reasons yet to be identified, the interim government needs to put its foot down to protect this vital sector of the economy. At the same time, it should see to it that the measures suggested by the ILO to restore a healthy worker-employer relationship in the entire industry are implemented duly. In this context, the suggested move to reform the wage structure and policy towards a gender-responsive national wage policy as well as reforming the minimum wage mechanism (through inclusive consultations between workers and employers) should be started without delay. Similarly, amendment to the Bangladesh Labour Act, introduction of an independent alternative dispute resolution institution and reform of the labour court system should also be initiated. Also, for social protection of workers, the ongoing pilot scale 'Employment Injury Scheme'should be institutionalised and legalised. To ensure occupational safety and health (OSH) for workers, the government would be well-advised to ratify the related conventions nos. 155 and 187 for developing a comprehensive OSH system in the sector.

Finally, the owners of the RMG factories should take the leading role to keep their workers happy in the interest of improving industrial relations and establishing peace and stability in the sector.

সমকাল
শুক্রবার । ৪ অক্টোবর ২০২৪ ।

যৌনকর্মীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

'যৌনকর্মীরা মানুষ, তারাও দেশের নাগরিক। সব ধরনের নাগরিক অধিকার তাদের প্রাপ্য। সমাজের এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল হতে হবে।' গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আদাবরে 'যৌনকর্মীদের নিয়ে সংবেদনশীল প্রতিবেদনের নির্দেশিকা তৈরি' শীর্ষক কর্মশালায় এসব কথা বলেন বক্তারা। মানবাধিকার সংগঠন নারীপক্ষ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মাহবুবা মাহমুদ লীনা বলেন, 'নারীকে আমরা দুটো দিক থেকে দেখি– হয় নারী দেবী, না হয় যৌনকর্মী। মাঝখানেও যে তাদের অবস্থান থাকতে পারে, তারা যে মানুষ– এটা কেউ ভাবতে চায় না।'

কর্মশালায় গণমাধ্যমকর্মী, ১৫টি জেলা থেকে আসা যৌনকর্মী এবং মানবাধিকারকর্মীরা অংশ নেন। তারা বলেন, যারা যৌনকর্মে জড়ায়, তারা বাধ্য হয়ে আসে, কেউ প্রতারিত হয়ে আসে। তাদের মধ্যে অন্য কাজের দক্ষতা তৈরি করা গেলে অনেকেই এ পেশা ছেড়ে দেবে।

নারীপক্ষের প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী জাহানারা খাতুন বলেন, 'যৌনকর্মীদের মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে হবে। কেউ যদি এ পেশায় আসতে চায়, আমরা তাঁকে অসম্মান করব না। আবার কেউ যদি এ পেশা থেকে বের হতে চায়, তাঁকেও আমরা তিরস্কার করব না।'

কর্মশালায় অংশ নেওয়া যৌনকর্মীরা জানান, সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলনের সময় থেকে তারা রাস্তায় প্রকাশ্যে মারধরের শিকার হয়েছেন। আগস্টে সৈয়দপুরে এক অন্তঃসত্ত্বা যৌনকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এসব কারণে তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । বুধবার । ২ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ থেকে অর্ডার সরায়নি বেশির ভাগ পোশাক ব্র্যান্ড

বিএইচআরআরসি'র জরিপ

বৈশ্বিক ২০ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২ ব্র্যান্ড জানিয়েছে পোশাকের অর্ডার সরিয়ে নেয়নি

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় পোশাক খাতে যে ক্ষতি হয়েছে তার পরোক্ষ লোকসান অনেক বেশি

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

তৈরি পোশাকের ২০টি বৈশ্বিক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি জানিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে তারা পোশাকের অর্ডার বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে সরিয়ে নেয়নি। অর্ডারের ক্ষেত্রে তারা স্থিতিশীলনতা রক্ষা করেছে। এসব তথ্য উঠে এসেছে বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস রিসোর্স সেন্টারের (বিএইচআরআরসি) এক জরিপে।

এসব ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডাস, আসডা, সিঅ্যান্ডএ, এইচঅ্যান্ডএম, ইনডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, নেক্সট, পুমা, পিভিএইচ করপ, টেসকো, প্রিমার্ক ও ওয়ালমার্ট।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে ব্র্যান্ডগুলো পরিস্থিতি কিভাবে হ্যান্ডেল করেছে, দায়িত্বপূর্ণ ক্রয়প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে কি না এবং কোটা আন্দোলন ঘিরে সরবরাহকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত পোশাক শ্রমিকদের প্রতি তাদের সহায়তা কী ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেয়েছে বিএইচআরআরসি। বেশ কিছু ব্র্যান্ড কিভাবে দায়িত্বপূর্ণ ক্রয়প্রক্রিয়া চালিয়েছে এবং পোশাককর্মীদের কল্যাণে কী করেছে, এ ব্যাপারে তথ্য দিতে অনাগ্রহ দেখিয়েছে।

জরিপে আসা ১৩টি ব্র্যান্ড জানিয়েছে, পণ্যের বিলম্ব সরবরাহের জন্য তারা কোনো মাসুল আরোপ করেনি। কারণ ওই সময় সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। বিএইচআরআরসি অনুসন্ধান করেছে, জুলাই-আগস্ট সময় পোশাক কারখানার মালিকরা তাদের কর্মীদের মজুরি পুরোপুরি পরিশোধ করেছে কি না এ বিষয়ে ব্র্যান্ডগুলো কিভাবে মনিটর করেছে।

মজুরি পরিশোধের ব্যাপারে সাত ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান—গ্যাপ, পুমা, পিভিএইচ, প্রিমার্ক, টেসকো, নেক্সট ও এইচঅ্যান্ডএম জানিয়েছে, তাদের সরবরাহকারীরা জুলাই মাসে পুরো বেতন সময়মতো দিয়েছে। অন্যদিকে অ্যাডিডাস, আসডা ও এমঅ্যান্ডএস একটি রূপরেখা দিয়েছে, কিভাবে তারা জুলাই-আগস্ট মজুরি পরিশোধের বিষয়ে মনিটর করেছে; কিন্তু তারা নিশ্চিত করেনি, পুরো বেতন সময়মতো পরিশোধ করা হয়েছে কি না। যদিও এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি সিঅ্যান্ডএ, ইনডিটেক্স ও ওয়ালমার্ট। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আসডা সরবরাহব্যবস্থায় অর্থায়নের অফার দিয়েছে, এমঅ্যান্ডএস বিক্রেতাকে অর্থায়ন করেছে এবং নগদ সমস্যার সমাধানে এলওসির ব্যবস্থা সহজ করে দিয়েছে। সিঅ্যান্ডএ সরবরাহকারীকে কম সুদে বা শূন্য সুদে অর্থায়নের সুযোগ করে দিয়েছে এবং বিমান পরিবহন খরচও কভার করেছে ডেলিভারি ব্যবস্থা সহজ করতে। প্রাইমার্ক পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের সময়সীমা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সরবরাহকারীদের তারা অআর্থিক সহায়তা দিয়েছে এবং বিলম্বের ডেলিভারির জন্য কোনো মাসুল আরোপ করেনি। যদিও শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় পোশাক খাতে যে ক্ষতি হয়েছে তার পরোক্ষ লোকসান অনেক বেশি। একদিকে বিমান পরিবহনে পণ্য সরবরাহে তাদের খরচ অনেক বেড়েছে, এর দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিরও আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বিএইচআরআরসির মতে, আরো অনেক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে—লিড টাইম মানার জন্য শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক বাড়তি সময় কাজ করা, অর্ডার বাতিলের ঝুঁকি এড়াতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, কারখানায় পৌঁছাতে শ্রমিকদের পরিবহন খরচ বেড়েছে, এ ছাড়া অনেক শ্রমিক যথাযথ মজুরি পায়নি বা বিলম্বে মজুরি পেয়েছে।

ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অর্ডার স্থানান্তরের বিষয়ে বিকেএমইএর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ফজলে শামিম এহসান বলেন, 'বড় ব্র্যান্ডগুলো খুবই কৌশলী। তারা ঘোষণা দিয়ে অর্ডার স্থানান্তর করে না। তা ছাড়া তাৎক্ষণিক অর্ডার শিফট করাও সহজ না। কারণ একটি কাজ শেষ করতে হলে অনেক স্টেজ পার হতে হয়। যেমন—কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সরবরাহ ইত্যাদি।' তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানকে বিমান পরিবহনে বাড়তি খরচ গুনতে হয়েছে।' তিনি জানান, বিমান ভাড়া বেড়ে প্রতি কেজি পণ্যে ছয় থেকে সাত ডলার হয়েছে। যেখানে এক মাস আগেও ভাড়া ছিল প্রতি কেজি ২.৫০ ডলার। সূত্র : ফাইবার২ফ্যাশন

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৬ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 1 October 2024

তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে পাঁচ পরামর্শ আইএলওর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তৈরি পোশাকশিল্পে চলমান শ্রম অসন্তোষ নিরসনে পাঁচটি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। পরামর্শগুলো হচ্ছে মজুরিকাঠামো ও নীতি সংস্কার, শ্রম আইন সংস্কার ও আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী করা, শক্তিশালী শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুরক্ষা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

আইএলওর ঢাকা কার্যালয় গত রোববার এক বিবৃতিতে এসব পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, তৈরি পোশাক ও অন্য খাতের শ্রমিকদের বিভিন্ন অভিযোগ থেকে উদ্ভূত অসন্তোষের ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তারা। এই অসন্তোষের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত সমস্যা উঠে এসেছে, যা যথাযথ মনোযোগ ও সমাধানের দাবি রাখে।

শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার ওপর জোর দেয় আইএলও। সংস্থাটি বলেছে, সামাজিক সংলাপ বিভিন্ন অংশীজনকে নিয়ে সমাধান ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করে, এটি সুশাসনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটি শুধু টেকসই ব্যবসা অনুশীলন ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা নয়। বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে অবদান রাখে।

আইএলও মজুরিকাঠামো ও নীতি সংস্কারের বিষয়ে বলেছে, ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি প্রমাণভিত্তিক ও লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় মজুরি নীতি প্রণয়ন করা দরকার। ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার সংস্কার এবং শ্রমিক ও মালিকদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে মজুরি-সম্পর্কিত অভিযোগ সমাধানের পাশাপাশি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি নির্ধারণে সাহায্য করবে।

এ ছাড়া শ্রম আইন ও আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী করার বিষয়ে সংস্থাটি বলেছে, আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। একই সঙ্গে আইনটি আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসহ (ইপিজেড) সব শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা।

এ ছাড়া শক্তিশালী জাতীয় শিল্প-সম্পর্ক ব্যবস্থা নিশ্চিতে আইএলও একটি স্বাধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের পাশাপাশি মামলা পরিচালনা উন্নয়নে শ্রম আদালত ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষায় সংস্থাটির পরামর্শ আইএলও কনভেনশনের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বাড়বে। এ ছাড়া পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারকে ওএসএইচ কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ অনুসমর্থন করে একটি সমন্বিত জাতীয় ওএসএইচ পদ্ধতি উন্নয়নে পরামর্শ দিয়েছে আইএলও।

THURSDAY OCTOBER 3, 2024
ASHWIN 18, 1431 BS
The Daily Star

+ I:10

RANA PLAZA
SC stays HC bail of Sohel Rana

STAFF CORRESPONDENT

The Supreme Court chamber judge yesterday stayed a High Court order that granted ad-interim bail to Rana Plaza owner Sohel Rana in a case filed over deaths during the collapse of the plaza in April 2013.

Justice Md Rezaul Haque, the chamber judge of the Appellate Division of the SC, passed the order following a challenge petition filed by the state.

The chamber judge also sent the state's petition to the full bench of the Appellate Division for its further hearing on October 21.

Sohel Rana cannot get released from jail following the SC chamber judge's order.

The Financial Express
Friday | October 4, 2024

Labour situation improves in Ashulia, Gazipur belts

FE REPORT

The overall labour situation in Ashulia and Gazipur industrial belts improved on Thursday as most of the garment factories, except some 34, reopened with workers joining their workplaces.

Workers of two factories, however, were locked in chases and engaged in vandalism in the Zirani area of Gazipur in the morning.

Sources said the workers also blocked the Kaliakoir-Nabinagar road for some time but was later cleared by law enforcing agencies.

Talking to the FE, Abdullah Hil Rakib, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the situation had improved except for some and there was no major incident.

He said workers of two garment factories in Gazipur clashed with each other and engaged in vandalism but the rest were in operation.

Sources said workers of Radial International Limited in the Zirani area demonstrated to realise several of their demands and at one point they also asked the workers of adjacent Iris Fashions Limited to join them.

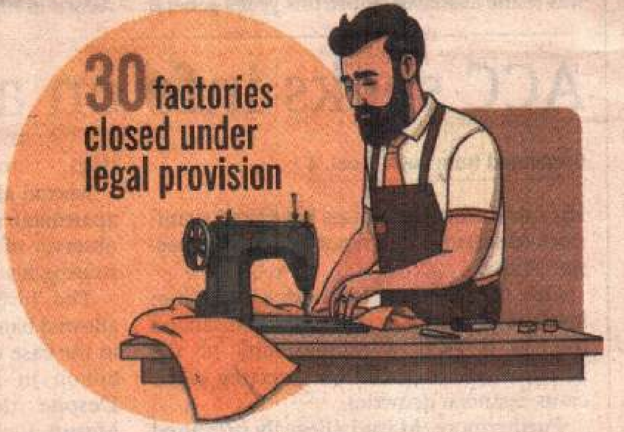

Workers of Radial International then vandalised the factory of Iris Fashions as the workers of Iris Fashions declined joining them, they said.

Later, Iris Fashions workers vandalised the factory of Radial International and they locked themselves into chases.

The agitated workers then blocked the Kaliakoir-Nabinagar road and law enforcing agencies dispersed them.

According to industry sources, some 34 garment factories in Ashulia and Gazipur suspended operations on Thursday.

Some 23 units out of 34 located in Ashulia announced closure in line with the labour law provision 13(1) that states 'no work no pay' while the rest seven announced a paid holiday. Four garment factories in Gazipur could not operate, according to the sources.

When asked, Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), alleged provocation from outsiders for the ongoing labour protest in Ashulia.

He said that a vested interest group staying here in the country are instigating workers and spreading rumours mainly to divert global buyers from Bangladesh.

munni_fe@yahoo.com

শোভন কাজ

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2024

BANGLADESH'S APPAREL EXPORT COMPETITIVENESS

Low labour costs, duty-free access key drivers: US report

Staff Correspondent

BANGLADESH, the second-largest apparel exporter globally, has enhanced its competitiveness in garment manufacturing, particularly in bulk orders of basic apparel, due to low labour costs, affordable inputs, and duty-free access to key markets beyond the United States, positioning it as a vital player in the global fashion industry, according to a latest report.

The US International Trade Commission on Tuesday released the report titled 'Apparel: Export Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the United States (Inv No 332-602).

In a letter to the US International Trade Commission on December 19, 2023, US trade representative acknowledged recent disruptions and emphasised the need for the current administration to understand these changes and the evolving competitiveness of leading foreign apparel suppliers to the United States.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladesh, the second-largest apparel exporter globally, has enhanced its competitiveness in garment manufacturing, particularly in bulk orders of basic apparel, due to low labour costs, affordable inputs, and duty-free access to key markets beyond the United States, positioning it as a vital player in the global fashion industry, according to a latest report. — New Age photo

The USITC, an independent, nonpartisan federal agency, examined the export competitiveness of the apparel industries in Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia and Pakistan, which together accounted for 27.0 per cent of the total US apparel imports, valued at $79.3 billion in 2023.

The report highlighted four key factors influencing a country's apparel export competitiveness: costs related to materials, labour, capital and logistics; product differentiation; reliability of supply; and social and environmental responsibility.

It also discussed how these elements contributed to becoming a preferred sourcing base for the US fashion companies.

The report highlighted that Bangladesh, contributing 9.0 per cent of US apparel imports – the highest among the countries investigated – stands as the second-largest apparel exporter globally, with significant capabilities in manufacturing and a focus on bulk orders of basic garments.

'Bangladesh competes as a low-cost supplier to the US market, benefiting from low labour costs and relatively low input expenses driven by vertical integration, economies of scale, industry subsidies and duty-free access to substantial markets beyond the US,' the report said.

Furthermore, the size and experience of Bangladesh's apparel industry enable it to offer a diverse range of products in both large and small quantities for US buyers, complemented by a skilled workforce, it said.

The report mentioned significant changes in the market shares of major US suppliers between 2013 and 2023.

It pointed out that while the share of imports from China – the largest exporter to the United States – declined during this period, the market shares of other leading suppliers, such as Vietnam, Bangladesh, Cambodia and Pakistan, saw an increase.

During 2013-23, the US was the largest single-country apparel importer in the world, sourcing the majority of its garments from Asia.

In 2023, the US imported apparel worth $79.3 billion, accounting for approximately one-fifth of global imports.

The two largest sources of the US apparel imports by value were China and Vietnam, which together made up 39 per cent of all US apparel imports that year.

Among the countries profiled in this report, known as the 'five profiled countries,'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Low labour costs, duty-free access key

Bangladesh emerged as the largest supplier to the US by value, providing 9.0 per cent of US apparel imports worth $7.1 billion.

This was followed by India at $4.6 billion, or 5.8 per cent, Indonesia $4.2 billion, or 5.3 per cent, Cambodia $3.4 billion, or 4.3 per cent, and Pakistan $2.1 billion, or 2.6 per cent. Other significant suppliers of US apparel imports in 2023 included Mexico, Honduras and Italy.

The report said that although Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia and Pakistan differed in the factors that make them attractive to US brands and retailers, they shared certain similarities and were all reportedly competitive in terms of sourcing costs.

It said that foreign direct investment drove Cambodia's export-oriented apparel industry, which focused on cut, make and trim production using imported upstream materials.

Cambodia was viewed as an appealing alternative to sourcing from China and its reputation for social responsibility enhanced its competitiveness, the report read.

Regarding India, the report highlighted the country's long history in textiles and apparel production, establishing it as a steady source of US imports.

'Quality and detailed finishing contribute to the competitiveness of India's apparel production, supported by a highly vertically integrated apparel industry,' it stated.

According to the report, Indonesia was a major supplier of a wide variety of clothing, exporting the majority of its apparel to the United States.

While it was considered a relatively high-cost source, Indonesia's production of high-value, complex garments such as business attire, outdoor apparel and athletic wear contributed to its competitiveness.

It also identified that Pakistan's cotton sector underpinned its apparel industry, which was renowned for producing high-quality denim.

The USITC report noted that vertical integration and access to domestic cotton were competitive strengths of Pakistan; however, buyers expressed concerns regarding geopolitical risks.

The Financial Express Sunday | October 6, 2024

$10.21m arrears in RMG sector

Over 30 exporters threaten legal action against EFL

'EFL responsible for the upcoming inability to pay'

EFL's client went bankrupt, entered liquidation in 2020

'EFL once violated BB's money transfer policy to pay its client'

Vendors may close factories, seek support from BB, NRB

FE REPORT

A total of 36 local ready-made garment (RMG) exporters on Saturday threatened to take legal action against Expo Freight Limited (EFL), which allegedly will fail to pay $10.21 million in arrears within the next 15 days.

EFL is legally responsible to pay the arrears to local suppliers, as it handled the goods supplied to the now-bankrupted British retailer Debenhams, Md Zahangir Alam, the Debenhams Vendors Community convener, said.

He was speaking at a press conference held at the Economic Reporters' Forum in the city.

Around 36 local RMG exporters supplied apparel items to Debenhams PLC, a reputable UK-based company with a 150-year history, under contracts that required them to submit the bill of lading to EFL for payment upon receiving export proceeds.

They have adhered to the terms for over a decade, he said adding that on 9 April, 2020, Debenhams entered liquidation, appointing an administrator to manage the process.

EFL and its carriers delivered goods to Debenhams without the necessary bank endorsement, violating Bangladesh Bank's (BB) Foreign Exchange Policy, he alleged.

The vendors subsequently issued legal notices to EFL, Debenhams' nominated forwarder and their carriers-including Maersk Line, Hapag-Lloyd, GBX, BLPL, TPL, and Sky Ways Limited-seeking payment, Zahangir Alam said.

After these notices, Maersk Line and EFL engaged with the Debenhams Vendors Community and agreed to pay 70 per cent of the FOB values for the goods transported by Maersk Line.

Zahangir Alam, also the managing director of Design and Source, explained that local suppliers delivered garments worth US$70.48 million to Debenhams prior to the retailer's bankruptcy, which was significantly affected by the COVID-19 pandemic.

Out of the total amount, the vendors received about US$60 million over the past four years and the rest about US$10 million still remain outstanding, he added.

He noted that many of the 36 suppliers, whose total export value exceeds $5 billion annually, are small and medium-sized enterprises and they lack the financial resilience to absorb these losses.

"As a result of multiple extensions from Bangladesh Bank, all back-to-back LCs have matured, and some authorised dealer banks have resorted to forced loans to pay suppliers," he said.

EDITORIAL The Financial Express Thursday | October 3, 2024 Page 5

Why do RMG workers always get a raw deal?

For the RMG industry to remain competitive on the global stage, ensuring workers' rights is not just a matter of moral obligation and justice but an economic necessity, writes **Atiqul Kabir Tuhin**

SINCE its inception, the ready-made garment (RMG) industry has gone through many ups and downs over the last four decades. Now the industry has reached a stage where it can take pride in its achievements as the world's second-largest garment supplier as well as the main source of foreign income for Bangladesh. While Saudi Arabia, Venezuela, and Iran among others may take pride in their petroleum exports, Bangladesh is up there with RMG exports.

The apparel sector accounts for over 84 per cent of the country's total export earnings and employs around four million workers directly and many more millions indirectly. While the overall economy of Bangladesh has significantly benefited from the growth of the RMG sector, resulting in the emergence of a nouveau riche class, millions of workers who have contributed to the industry's success through their hard work, blood, sweat and tears remain trapped in a cycle of poverty and exploitation.

Their occasional outbursts of frustration for drawing attention to meet their needs are manifestations of the growing unrest in the RMG sector. Issues such as salary arrears, reluctance to pay mandatory festival bonuses, non-implementation of labour laws etc., plague many of the approximately 3,500 RMG factories in the country. A research report published by the Centre for Policy Dialogue (CPD) shows that Bangladeshi garment workers get the lowest monthly wages compared to other garment-producing countries like Cambodia, China, India, Indonesia and Vietnam.

That is understandable in many respects to keep prices down and to maintain international competiveness, but, seemingly, it is always at the expense of the garment workers - who get the short end of the stick and that cannot be right.

Of late, the International LabourOrganisation (ILO) has identified five key issues troubling Bangladesh's readymade garment (RMG) industry, and recommended reforms. These include amending the wage structure, labour law revisions, and establishing mechanisms for dispute resolution.

In 2023, during the latest minimum wage negotiations, workers demanded Tk 25,000, while owners proposed Tk 10,400. A comprehensive cost-of-living study by the Bangladesh Institute for Labour Studies (BILS) had shown that workers need at least 23,000 taka to stay above the poverty line. And yet, Tk 12,500 was finalised as minimum wage and workers were apparently forced to accept that through violence, lawsuits, and even gunfire. Four workers lost their lives, challenging the decision.

In 1994, the first wage board for Bangladesh garment sector was established, setting the minimum wage at Tk 930 per month. After 30 years and many substantial increases in the cost of living, this has been increased to a mere Tk 12,500, while revenue from garment exports surged from $223 million to over $40 billion during the same period.

Making profit is nothing bad and the industry would not exist without profit, but it seems to lack fair play when considering the plight of the workers. Repeated incidents of unrest and violence in RMG sector raise numerous questions. Why must workers continually risk their life and limb to press their demand for the implementation of minimum wages? Why is it not automatic, perhaps once yearly? Why does the demand for increase in pay and perks lead to severe consequences in the industrial sector? Why are owners permitted to suppress workers' demands by using violent force? As the RMG industry keeps Bangladesh afloat, why is not the government doing more to protect all those involved? Why, for example, are not the workers benefitting through a profit-share scheme?

Workers have every legitimate reason to be angry about the various injustices in wages and working conditions. It is said there is no organisation or independent trade union through which they can properly voice their concerns and grievances. Workers, many of whom are illiterate, find it extremely hard to express themselves and have their grievances addressed.

Following the horrific Rana Plaza collapse in 2013, international pressure led to the relaxation of the registration process to allow for the formation of trade unions in the garment industry. To date, 1,300 trade unions have been registered in this sector. A majority of these unions or committees are led by individuals loyal to the owners or an offshoot of the factory itself. Those who are not loyal face various forms of harassment after every movement. Most factory owners, understandably, are averse to the concept of unions, because they fail to recognise that healthy union activity is key to maintaining stable industrial relations. On the other hand some of the unions allegedly serve the interests of political parties rather than those of the workers, further undermining the workers' ability to seek fair treatment.

Lack of an effective labour court system in Bangladesh is another problem. The few labour courts that exist are ill-equipped to provide justice for workers. Institutional support for workers is virtually non-existent, and without a proper mechanism for addressing grievances, workers are left with little recourse but to take to the streets and risk life for their rights.

As the RMG industry is the mainstay of the economy, the government must show a greater interest and offer much better protection for the workers. The government and industry leaders must prioritise the establishment of a strong and effective institutional framework for setting wages and resolving disputes. Wage increases should be predetermined and enforced over fixed periods to prevent workers from resorting to protests. The practice of wage arrears, fraud, and deceit must be eradicated. ILO calls for amendments to the Bangladesh Labour Act to align with international standards, expanding coverage to all workers and simplifying trade union registration. In addition, the ILO urges the establishment of an alternative dispute-resolution institution and reform of the labour court system.

For the RMG industry to remain competitive on the global stage, ensuring workers' rights is not just a matter of moral obligation and justice, but an economic necessity. International trade is becoming more increasingly influenced by concerns about human rights and environmental sustainability. Consumers are forcing brands to become more selective, prioritising ethical supply chains. While everyone seeks quality garments cheap, they do not want to wear the guilt it was made in a sweatshop. Therefore, the industry must take proactive steps to improve workers' wellbeing and safety, moving beyond merely fulfilling basic obligations.

aktuhin.fexpress@gmail.com

শোভন কাজ

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dha
Thursday, October 3, 2024
Ashwin 18, 1431 BS: Rabiul Awal 29, 1446 Hijri

ILO predicts climate disaster for Bangladesh

THE Asia-Pacific chapter of the "World Social Protection Report 2024-26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition" released by the International Labour Organisation (ILO) on Monday last apparently looks like a mix bag of socio-economic developments. Titled "The Regional Companion Report for Asia and the Pacific of the World", it can hardly make the peoples in the region particularly optimistic about their future---much less the people in Bangladesh. Of the ILO findings, two concern the unfolding of a special grim picture. One is that 17 per cent of this small country is likely to permanently go under water due to sea-level rise and 30 per cent of its agricultural land will be lost in the process by 2050. Compared to the earlier expert prediction of 25 per cent loss of coastal areas to the Bay of Bengal, this loss is less but for a land-scarce country, this is going to prove catastrophic.

The ILO report with two distinct parts has looked beyond the natural calamities countries in the Asia-Pacific region are expected to suffer. In that task, it has focused on mitigation of the climate-induced impacts and the peoples' adaptability to those with particular emphasis on the vulnerable groups among them. The ILO has duly praised the milestone of social protection covering 53.6 per cent of the population ---which incidentally is above the global average of 52.4 per cent --- in the region achieved in 2023. But these social benefits are unevenly distributed across the region as well as in a country like Bangladesh. An idea of the enormity of the problem can be drawn from the fact that 2.1 billion people in the region 'remain unprotected against various lifecycle and socio-economic risks'. In Bangladesh, the problem of uneven distribution of social-benefit funds is likely to be acuter.

> The climate-vulnerable countries must be given the climate adaptability fund promised by the rich and industrialist nations

Well, mitigation of adverse climate's impacts, resilience to and adaptability with those can be achieved at a huge cost. For example, a country of Bangladesh's size and resources, including its limited scientific knowledge and technology, can hardly have the capacity to deal with the mass displacement of people from the inundated areas. Rehabilitation of the climate migrants within its geographic boundary is an impossible proposition. Social chaos and anarchy stare in the face of this nation unless a reasonable arrangement can be made for its internal climate refugees. This is a huge challenge and without international help this cannot be met.

However, the country and the world have 25 years to take any measures for coping with the climate catastrophe. The ILO has made curative suggestions but the preventive measures which are a global responsibility to obviate the impact of the planet's warming due to carbon emission are perhaps more important in restoring the environmental health. Countries which are on top of the list of climate vulnerability with Bangladesh occupying the ninth slot from the summit certainly are the least polluters but worst victims. They must be given the climate adaptability fund promised by the rich and industrialist nations. It is no charity but the vulnerable nations' right to claim compensation from those who are primarily responsible for the planet's unmitigating climate crisis.

NEWAGE
SUNDAY, OCTOBER 6, 2024,

Fishermen worried as BGB, BSF step up patrol in Padma

Suzon Ali · Rajshahi

FISHERMEN in Charghat and Bagha upazilas in Rajshahi district have been passing their days in worry as the Board Guard Bangladesh and the Border Security Force of India stepped up patrol in the Padma River following the recent arrests of four fishermen from both sides.

On Wednesday, BSF personnel picked up two Bangladeshi fishermen – Manik Uddin Sheikh, 35, and Mofazzal Hossain Sheikh, 40, of Chak Muktarpur village under Charghat upazila – while they were fishing in the Padma River at a location near Rajshahi Cadet College.

In the official Twitter handle of the South Bengal frontier, BSF claimed that they had arrested the two Bangladesh nationals for fishing illegally approximately one kilometer inside Indian territory in the Padma.

According to BGB officials and Indian media reports, the two Bangladesh nationals were handed over to Sagarpara police station of West Bengal's Murshidabad district and sent to jail for entering India illegally.

On the same day, the members of BGB detained two Indian nationals– Aynul Haque, 55, son of Abdur Rahim, and Shoaib Nabi Sheikh, 40, son of German Ali of Lalkup village under Sagarpara police station – from the Padma River in the afternoon for entering Bangladesh territory illegally.

The Indian nationalists were then handed over to Charghat police and sent to jail on the following day.

Following the incidents, BSF and BGB stepped up patrol in the Padma River.

As a result, the fishermen in Charghat and Bagha upazilas were avoiding to go to the Padma River in fear of arrest by BSF personnel.

Fishermen and people liv-

শোভন কাজ

NEW AGE FRIDAY, OCTOBER 4, 2024,

Export earnings increase by 5pc in July-Sept

Moinul Haque

BANGLADESH'S export earnings in the first quarter (July-September) of the financial year 2024-25 rose by 5.04 per cent, despite production disruptions in the industrial sector amid a student movement, curfews and labour unrests in the period.

According to the government officials responsible for calculating export data, Bangladesh's export earnings for the July-September period of FY25 reached $11.37 billion from the $10.82 billion earned in the same period of FY24.

Exporters have termed the growth figure unrealistic, arguing that the industrial productions were significantly impacted during this period by a combination of factors, including a student movement, imposition of curfews and labour agitation.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory in Narayanganj. Bangladesh's export earnings in the first quarter (July-September) of the financial year 2024-25 rose by 5.04 per cent, despite production disruptions in the industrial sector amid a student movement, curfews and labour unrests in the period. — New Age photo

Previously, the Export Promotion Bureau published export figures on a monthly basis.

However, it halted such publications in June following the surfacing of discrepancies in export data.

Although the EPB has suspended publicising export figures, it continues to prepare statistics on actual exports and provides the data to the commerce ministry by compiling shipment information from the National Board of Revenue.

According to the sources, Bangladesh's export earnings in September 2024 grew by 6.78 per cent to $3.51 billion year-on-year compared with those of $3.29 billion in the same month of 2023.

The Bangladesh Bank-published data showed that the single month export earnings in July 2024 grew by 2.9 per cent year-on-year to $3.82 billion compared with those of $3.72 billion in the same month of 2023.

The single month export earnings data for August 24 was not available.

According to the latest statistics prepared by the NBR, the country's earnings from readymade garment exports in the July-September period of FY25 increased by 5.34 per cent to $9.29 billion compared with those of $8.81 billion in the same period of FY24.

It also showed that export earnings from knitwear in the first quarter of FY25 increased by 5.72 per cent to $5.22 billion compared with those of $4.94 billion in the same period of FY24.

Earnings from woven garments in the July-September period of FY25 rose by 4.85 per cent to $4.07 billion compared with those of $3.88 billion in the same period of FY24.

'I believe the statistics indicating over 5 per cent growth in export earnings from readymade garments are not realistic, as manufacturers encountered a student movement, curfews, political unrests and labour agitation throughout the first quarter of FY25,' Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, told New

যুগান্তর | শুক্রবার ৪ অক্টোবর ২০২৪
১৯ আশ্বিন ১৪৩১

শিল্পসংশ্লিষ্টদের অভিমত

শ্রমিকদের গ্রেফতার-হয়রানি আন্দোলনের অন্যতম কারণ

মো. আনোয়ার হোসেন, *টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর)*

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন এখন পোশাকশিল্পের বড় সমস্যা। এ আন্দোলনের নেপথ্যে কী। তা নিয়েও নানা জল্পনাকল্পনা চলছে। সাম্প্রতিক আন্দোলনে টঙ্গী শিল্প এলাকার দুই থানায় ৩৯ শ্রমিক গ্রেফতার হয়েছেন। আর পলাতক আছেন দুই সহস্রাধিক শ্রমিক। আন্দোলন হলে পলাতক শ্রমিকরাও রাস্তায় নেমে আসেন। আন্দোলনের নেপথ্যে যত কারণ, এর মধ্যে শ্রমিকদের সমস্যা দ্রুত সমাধান না করে গ্রেফতার ও মামলার মাধ্যমে হয়রানিও একটি কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। বৃহস্পতিবার সরেজমিন অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

টঙ্গীতে তিন মামলায় গ্রেফতার ৩৯, পলাতক দুই সহস্রাধিক শ্রমিক

অনুসন্ধানে জানা যায়, আন্দোলন চলাকালে কারখানার কর্মকর্তাদের হুমকি, ভাঙচুরসহ একাধিক অভিযোগে গাজীপুরের শিল্পশহর টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার তিনটি মামলায় ২ শতাধিক আসামির মধ্যে ৩৯ শ্রমিককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। টঙ্গীতে দায়ের করা তিনটি মামলার বাদী বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্মকর্তা শাহাদত হোসেন ভূঞা, সিজন্স ড্রেসেজ লিমিটেডের এইচআর কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের মোল্লা ও নুভিসতা ফার্মার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাশুক উর রহমান।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২২ সেপ্টেম্বর সকালে টঙ্গীর নুভিস্তা ফার্মা লিমিটেডের শ্রমিকরা কর্মকর্তাদের কারখানার ভেতরে আটকে রাখেন। এ ঘটনায় ১২ জনকে শনাক্ত আসামি করে টঙ্গী পূর্ব থানায় মামলা হয়। মামলার আসামি মিরাজ মিয়া ও সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায় পুলিশ। টঙ্গীর বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের দুই সহস্রাধিক অস্থায়ী শ্রমিক ২১ আগস্ট চাকরি স্থায়ীকরণ, বেতন-বোনাস বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন করলে ৩টি দাবি মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ। অন্য দাবিগুলো মেনে নিতে ১৮ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ ২৭ জন অস্থায়ী শ্রমিককে মেডিকেল টেস্টের জন্য পাঠাতে চাইলে বাধা দেন অস্থায়ী শ্রমিকরা। এ ঘটনায় ৩১ শ্রমিককে শনাক্ত এবং ২০০-২৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করা হয়। মামলায় সিয়াম, রাকিব মৃধা, মিঠু আলমসহ ১৯ আসামি গ্রেফতার হন। বাকি আসামিরা এখনো পলাতক। বেক্সিমকো ফার্মার কর্মকর্তা মামলার বাদী শাহাদত হোসেন ভূঞা বলেন, আমাদের কাজ চলমান। কারা আন্দোলন করছে জানি না।

এদিকে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে সিজন্স ড্রেসেজ লিমিটেডের সহস্রাধিক শ্রমিক জুলাইয়ের অর্ধেক এবং আগস্টের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করেন। তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে দোকানপাট ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় গ্রেফতার মিনি, রোজিনা আক্তার, চম্পা, পপিসহ ১৮ শ্রমিক শনাক্ত এবং ৩০০/৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করে কর্তৃপক্ষ। তবে সবাই জামিন নিয়ে এখন কাজ করছেন বলে জানান মামলার বাদী মুহাম্মদ আব্দুল কাদের মোল্লা।

জানা যায়, এসব বিষয়ে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা একাধিকবার গাজীপুরের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গেলেও মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এর কোনো সমাধান দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বুধবার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে যান বেক্সিমকো ও নুভিসতা ফার্মার শ্রমিকরা। বিষয়টি সমাধান করতে ৭ অক্টোবর প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। এ বিষয়ে স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরের সভাপতি রেবেকা আক্তার যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি সমাধানের আগ পর্যন্ত কোনো শ্রমিককে গ্রেফতার ও হয়রানি করা যাবে না। গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গাজীপুর জেলার সভাপতি জিয়াউল কবির খোকন যুগান্তরকে বলেন, মালিকপক্ষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভয়ভীতি সৃষ্টি ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে মামলার আশ্রয় নেয়। জিএমপির উপকমিশনার (অপরাধ দক্ষিণ) আলমগীর হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মামলার অভিযোগগুলো গভীরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গাজীপুরের উপমহাপরিদর্শক আহমেদ বেলাল জানান, বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর প্রধান কার্যালয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে।

গাজীপুরে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া, ভাঙচুর : গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের জিরানি এলাকায় রেডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় শ্রমিকরা কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে বেশকিছু সময় অবরোধ করে রাখেন। শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, জিরানি এলাকার রেডিয়ান কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাদের সঙ্গে পাশের আইরিশ ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকদের শামিল হতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু ওই কারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ না করায় আইরিশ ফ্যাশন কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে আইরিশ কারখানার শ্রমিকরা রেডিয়ান কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এ সময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ৪ অক্টোবর ২০২৪

শান্ত আশুলিয়ায় কঠোর নিরাপত্তায় কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কারখানাগুলোতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবে কারখানায় প্রবেশ করে কাজে যোগ দিয়েছে তৈরি পোশাকশ্রমিকরা। কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কারখানাগুলোর নিরাপত্তায় শিল্প এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আশুলিয়ার কাঠগড়া, জিরাবো, পুকুরপাড়, নরসিংহপুর ও জামগড়া এলাকা ঘুরে দেখা গেছে প্রতিটি কারখানার সামনেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন।

তবে কারখানায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভাঙচুর, বহিরাগত হামলা, অযৌক্তিক দাবি, কর্মবিরতিসহ চলমান সহিংসতা, বেআইনি ধর্মঘট, অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে ১৩টি কারখানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ১২টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা কাজ না করে কর্মবিরতি পালন করছেন বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বেশকিছু কারখানার মূল ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ টাঙানো হয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলো হলো জহরচান্দা এলাকার রাতুল গ্রুপ, আল্পস এপারেলস লিমিটেড, জিরাবো পুকুরপাড় এলাকার তাহারাত ফ্যাশন, দুর্গাপুর এলাকার ফ্যাশন ডট কম লিমিটেড, বুড়িপাড়া এলাকার ইথিক্যাল গার্মেন্টস লিমিটেড, কাঠগড়া এলাকার ডুকাটি এ্যাপারেলস লিমিটেড, আগামী এ্যাপারেলস লিমিটেড, এআর জিন্স প্রোডিউসার লিমিটেড, জিহান গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, এআর ওয়েট প্রসেসিং লিমিটেড, ফিউচার ক্লোথিং লিমিটেড, এফজিএস ডেনিমওয়্যার লিমিটেড, আঞ্জুমান গার্মেন্টস।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুর কবির জানান, শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, এপিবিএনসহ যৌথ বাহিনীর সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সেজন্য কঠোর নজরদারি ও টহল অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়ান যায়নি। তবে বেশকিছু কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে এবং কিছু কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বণিক বার্তা শনিবার, অক্টোবর ৫, ২০২৪ ■ আ

সেমিনারে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

শ্রমিকরা দারিদ্র্যসীমারও নিচে বাস করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দারিদ্র্যসীমার নিচে যে সীমা আছে তারও অনেক নিচে শ্রমিকদের জীবনযাপন করতে হয়, কারণ তাদের মজুরি ওভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। কারণ শ্রমিকরা প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্রমিকদের মধ্যেই নানা ধর্ম, লিঙ্গ ও মতের মানুষ রয়েছে। ইনক্লুসিভ যে আইডিয়া এখন বলা হচ্ছে তা শ্রমিকদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

গতকাল বিকালে 'সমাজপাঠ' আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে 'ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থান: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রমজীবীদের হিস্যা' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদ ও গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। আন্দোলনে অংশ নেয়া শ্রমিকদের স্মরণ করে তিনি বলেন, 'আন্দোলনে শহীদ হওয়া প্রায় ১০০ জনের অধিক মানুষ শ্রমিক ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যাতে তারা বৈষম্যমুক্ত হয়। আন্দোলন যেসব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে তাদের অধিকাংশই শ্রমিক পরিবারের। কিন্তু আমরা দেখেছি, ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর নতুন সরকারের বাংলাদেশে আশুলিয়ায় শহীদ হন এক গার্মেন্ট শ্রমিক। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে।'

আলী নাঈমের সঞ্চালনায় সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শাহজাদ ফিরোজ, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট তুহিন খান, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী সত্যজিৎ বিশ্বাস এবং রিকশা শ্রমিক, পাটকল শ্রমিক ও গার্মেন্টস শ্রমিক প্রতিনিধিরা।

তুহিন খান তার বক্তব্যের শুরুতে আশুলিয়ায় নিহত শ্রমিক কাউসার আহমেদ খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কেমন চাই! নির্বাচন কমিশন কেমন চাই! এমন আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কারখানা কেমন হবে! এবং শ্রমিকদের অধিকার কেমন হবে; তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে না। সরকারিভাবেও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। শ্রমিকরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন একটা প্রত্যাশা থেকে, বৈষম্যমুক্ত হবে। সব জায়গায় বৈষম্যমুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভিন্ন। ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে শ্রমিকরা যেমন অধিকারবঞ্চিত হতো বর্তমান সময়েও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ওপর হামলা করতে যে পুলিশ নিয়োগ দেয়া হয় সে পুলিশের যে রেশন ব্যবস্থা তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও শ্রমিকরা পান না।'

আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসা শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করে বরিশাল জেলার ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের সংগঠক সুজয় শুভ বলেন, '১৮ জুলাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হামলা হয়। ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়। সে সময় শ্রমিকরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারছি না। তাদের যে আয়-রোজগার তা দিয়ে মৌলিক অধিকার পূরণ তো দূরের কথা, খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে যায়।'

গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ উদয়। তিনি বক্তব্যে বলেন, 'বাজারে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে শুধু আমাদের শ্রমিকদের দাম বাড়ে না। শ্রমিকদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয় কিন্তু তাদের অধিকার অনিশ্চিত। শ্রমিকদের জীবন চলার জন্য প্রয়োজন হয় চাল-ডাল ও খাবারের। শ্রমিকরা যে বেতন পান তা দিয়ে চাল-ডাল কিনতে হিমশিম খেতে হয় আবার মাস শেষে বাসার ভাড়া দিতে গিয়ে ঋণ করতে হয়। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে শ্রমিকরা যেন জীবনধারণ করতে পারে সেজন্য তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে।'

রিকশা চালকদের প্রতিনিধি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওবায়দুল ইসলাম বলেন, 'যুগ যুগ ধরে আমরা অধিকারবঞ্চিত। কোনো সময় মৌলিক অধিকারের কিছুই আমরা পাইনি।'

NEW AGE

FRIDAY, OCTOBER 4, 2024,

Yunus for steps to meet demands of RMG workers

Staff Correspondent

THE chief advisor, Professor Muhammad Yunus, on Thursday asked the advisory council and authorities concerned to take steps to address the demands of the agitating apparel sector workers.

He issued the directive at a regular meeting of the advisory council.

'The workers are staging demonstrations blocking roads... the issue was discussed in detailed at the meeting of advisory council,' the chief adviser's press secretary Shafiqul Alam said at a press conference at the Foreign Service Academy after the meeting.

Expressing hope that effective steps will be taken in this regard in the future, he said that the issue of worker unrest would be resolved quickly.

RMG sector workers have been agitating for several weeks demanding increase in their wages and other facilities in areas, including Gazipur and Savar.

The advisory council also approved the signing of extradition treaties with Maldives and Qatar aiming at bringing back Bangladeshi nationals convicted in the two countries, Shafiqul Alam said.

The decision was taken at the council's meeting held at the Chief Adviser's Office, he said.

'Once the extradition treaties are signed with Maldives and Qatar, we will be able to bring back Bangladesh nationals sentenced in the two countries, and they will be able to complete their jail terms in Bangladesh,' he said.

The council also approved, in principal, the draft of 'Agreement between the Government of the Republic of Maldives and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Transfer of Prisoners'.

Shafiqul said that the agreement would remain effective for 10 years and it could be renewed for 10 more years in case of approval from both parties. Once the agreement comes into effect, the convicted nationals of both counties would be able to serve their conviction terms in their respective counties.

The council also approved the draft of 'Agreement on the Transfer of Sentenced Prisoners between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the State of Qatar'.

At the press conference, the chief adviser's deputy press secretary, Abul Kalam Azad Majumder, said that two high commissioners and four ambassadors had been recalled to Bangladesh.

'Basically their retirement is under process. They will go on post retirement leave in December. They were recalled as a part of the retirement process,' he said.

The Ministry of Foreign Affairs has asked high commissioners in New Delhi and London and ambassadors to the UN permanent missions in the United Nations, Brussels, Portugal and Canavera to return to Dhaka.

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ৫, ২০২৪

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে বেতন বাড়িয়ে শ্রম অসন্তোষের সমাধান কতটুকু সম্ভব?

বদরুল আলম ■

গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন বিলকিস বেগম। বছর পাঁচেক আগে শুরুটা হয়েছিল হেলপার হিসেবে। বেতন ছিল ৫ হাজার টাকা। তারপর ধীরে ধীরে পদোন্নতি পেয়ে হন অপারেটর। এখন বেতন ১২ হাজার টাকা। নিরাপত্তাকর্মী স্বামীর আয়ও প্রায় সমান। সব দিয়েও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। মোট বেতনের প্রায় অর্ধেকই চলে যায় বাসা ভাড়ায়। তার ওপর আছে তিন ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ। উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ বাজারে পাতে মাছ-মাংস ওঠে না বললেই চলে। তাই বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছিলেন বিলকিসদেরসহ আশপাশের সব পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে আবারো কাজে ফিরেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শ্রমিকের মজুরি প্রবৃদ্ধি দেশের মূল্যস্ফীতি হারের অনেক নিচে। বেতন কম—শ্রমিকদের এ দাবি মেনে নিয়ে তা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ব্যক্তি খাতের শিল্প মালিকরা। তবে শ্রম অসন্তোষের বর্তমান প্রেক্ষাপট মোকাবেলা কেবল বেতন বাড়িয়ে সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে। কেননা নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। দিন দিনই বাড়ছে মানুষের ব্যয়।

দেশে গত সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ। অথচ ওই মাসে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির গড় হার ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। কেবল সেপ্টেম্বরই নয়, টানা ৩২ মাস ধরেই মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতির অনেক নিচে। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায়ই সার্বিক মূল্যস্ফীতিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশের শ্রমজীবী মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ এবং চাহিদা ছেঁটে জীবনযাপনের ব্যয় সংকুলান করছে।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলছেন, তারা আন্দোলন করছেন কারণ এ দ্রব্যমূল্যের বাজারে তারা চলতে পারছেন না। এক্ষেত্রে সরকারকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিংয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। এর আগেও নানা সময়ে রেশনিং নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি।

শিল্পসংশ্লিষ্টদেরও দাবি, শ্রমিক আন্দোলন হলে সবসময়ই মালিকদের দোষ দেয়া হয়, নানা ষড়যন্ত্রের বিষয় সামনে আনা হয়। আদতে উচ্চ মূল্যস্ফীতিই শ্রমিকদের আন্দোলনকে বেশি ট্রিগার করছে। শ্রমিকরা খাদ্য গ্রহণে চাল ও সবজি বেশি ব্যবহার করছেন। এ দুই পণ্যেরই মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন মজুরির হার, এর তারতম্যটা বড় বিষয়। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপই বেশি প্রয়োজন। সরকারিভাবে যদি রেশনিং চালু না করা যায় অথবা মূল্যস্ফীতিকে যদি নামিয়ে না আনা যায় মালিকরা শুধু বেতন বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না।

■ দেশে গত সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ। অথচ ওই মাসে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির গড় হার ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ

■ টানা ৩২ মাস ধরেই মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতির অনেক নিচে। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায়ই সার্বিক মূল্যস্ফীতিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে

■ শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলছেন, তারা আন্দোলন করছেন কারণ এ দ্রব্যমূল্যের বাজারে তারা চলতে পারছেন না। এক্ষেত্রে সরকারকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিংয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে

জানা গেছে, মূল্যস্ফীতির চাপ অনুধাবন করে বেসরকারি খাতের মালিকদের অনেকেই নিজস্ব শ্রমিকদের জন্য ফেয়ার প্রাইস শপের মতো ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এ ধরনের পরোক্ষ ব্যবস্থাও সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, মালিকদের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধিও কোনো সমাধান নয়। কারণ বেতন বৃদ্ধির এ পদক্ষেপ মূল্যস্ফীতিকে আরো ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে পারে। কাজেই মোটা দাগে মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনায় না নিতে পারলে অসন্তোষকে বশে আনা কঠিন হয়ে পড়বে। মজুরি বাড়ানো অবশ্যই দরকার, কিন্তু তার পরও উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে শ্রমিকদের অসন্তোষ কমা নিয়ে সংশয় রয়েই যাবে। তাই শ্রম অসন্তোষ কমাতে হলে হ্রাস করতে হবে মূল্যস্ফীতি।

এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ না করে শুধু বেতন বাড়িয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ পুরোপুরি নিরসন সম্ভব বলে আমি মনে করি না। কারণ মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকলে, এখন বেতন বৃদ্ধি করা হলেও ছয় মাস পর সে বেতন অপর্যাপ্তই থেকে যাবে, যা জীবনযাত্রার মানে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবে না। ফলে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। অবশ্যই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আর তা শুধু শ্রমিকদের জন্য নয়, সব শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্যই নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির গড় হার ছিল ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। ওই অর্থবছর মজুরি বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৬ দশমিক ১২ শতাংশ। পরের অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৬ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ হয়। আর মজুরি বৃদ্ধির হার কমে হয় ৬ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির গড় ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল আরো বেশি, ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ। কিন্তু সে অনুযায়ী বাড়েনি শ্রমজীবীদের মজুরি। গত অর্থবছরে সাধারণ মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ। সে হিসাবে মূল্যস্ফীতির তুলনায় তা কম ছিল ৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'দুটো বিষয়ে সরকারের জোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত, একটা হচ্ছে রেশনিং, আরেকটা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে বেতন বাড়িয়ে শ্রম

শেষ পৃষ্ঠার পর

দ্রব্যমূল্য কমানো। এগুলো করতে পারলে যতই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সামনে আসুক, সেগুলো দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমি মনে করি এগুলো ঠিকমতো করতে পারলে তা শ্রমিকদের অসহিষ্ণুতার ওপরও বড় প্রভাব রাখতে পারত। শ্রমিকদের অসন্তোষ যেটা আছে সেটা সহনীয় মাত্রায় থাকত।'

তিনি আরো বলেন, 'শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা চাই এবং বলেছিও যে ঢাকা থেকে শুরু করে দেশব্যাপী এবং প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকরাও এটা চাইছে। এখন রেশনিং যদি হয় তাহলে কিছুটা স্বস্তি আসতে পারে নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। অনতিবিলম্বে এ ব্যবস্থা করা হোক। এতে তাদের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপটা কিছুটা সহনীয় হবে।'

দুই মাস হয়ে যাচ্ছে এ সরকারের, বাজারে মোটা চাল কেজিপ্রতি ৬০ থেকে ৬৫ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। পেঁয়াজ ১৪০ টাকা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখছি দ্রব্যমূল্যের এ অবস্থা, যা আবার বাড়ন্ত। এতে মানুষ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এটা রীতিমতো ভীতিকর যে সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এটা এ মুহূর্তে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এতে আরো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলছেন আগের চেয়ে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের পরিবেশ নিয়ে আমরা আশাবাদী। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়াসহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আরো অনেক ধরনের পদক্ষেপ রয়েছে, যা বিগত দিনগুলোয় দেখা যায়নি।

তাসলিমা আখতার *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'মূল্যস্ফীতি এক্ষেত্রে ট্রিগার পয়েন্ট। কিন্তু একমাত্র এটার কারণে আন্দোলন এতদিন ধরে অব্যাহত আছে এমন ধারণা পূর্ণাঙ্গ কিনা সেটা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি ট্রিগার পয়েন্ট হলেও এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মৃত্যুর গুজব ছড়ানো হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে।'

সম্প্রতি সব পক্ষের মেনে নেয়া শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবির মধ্যে ছিল, মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনপূর্বক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ। যেসব কারখানায় ২০২৩ সালে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। কোনো শ্রমিকের চাকরি পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর চাকরি থেকে অব্যাহতি দিলে/চাকরিচ্যুত হলে একটি বেসিকের সমান অর্থ প্রদান করতে হবে, এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক শ্রম আইনের ২৭ ধারাসহ অন্যান্য ধারা সংশোধন করতে হবে। সব ধরনের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। হাজিরা বোনাস (২২৫ টাকা), টিফিন বিল (৫০ টাকা), নাইট বিল (১০০ টাকা) সব কারখানায় সমান হারে বাড়াতে হবে। সব কারখানায় প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বেতনের বিপরীতে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ন্যূনতম ১০ শতাংশ নির্ধারণ করতে হবে। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিজিএমইএ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বায়োমেট্রিক ব্ল্যাকলিস্টিং করা যাবে না, বায়োমেট্রিক তালিকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সকল প্রকার হয়রানিমূলক ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। ঝুট ব্যবসার আধিপত্য বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনে এ বিষয়ে আইন করতে হবে।

কলকারখানায় বৈষম্যহীন নিয়োগ প্রদান করতে হবে। জুলাই বিপ্লবে শহীদ ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে তদন্তান্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী সব কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। অন্যায্যভাবে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ১২০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

সরকারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি দীর্ঘ সময় ধরে সুরাহা না হওয়া একটা বিষয়। আর এটা শুধু পোশাক শিল্প শ্রমিকদের বিষয় না, আপামর জনসাধারণ বেশি দাম দিয়ে কিনছে। এ ইস্যু বিগত সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলেই আন্দোলনের জোটবদ্ধতা বেড়েছে। আন্দোলনের বড় অংশ ছিল দ্রব্যমূল্যের প্রভাবে সরকারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। এটা শ্রমজীবী থেকে শুরু করে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ রাস্তায় নামার পেছনে বড় প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছে। এখন যে শ্রম অসন্তোষের গতিপ্রকৃতি দেখা যাচ্ছে, তাতে অনুধাবন করা যায় যে মূল্যস্ফীতি ছাড়াও আনুষঙ্গিক ডাইনামিকস আছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি করা প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে টিসিবির পণ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪০ লাখ শ্রমিককে টিসিবির পণ্য দেয়া হবে। এ কর্মসূচি ১ তারিখে উদ্বোধন করার কথা ছিল। ১৮ দফা মেনে নেয়ার পর যখন অসন্তোষ শুরু হলো উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়নি। অন্য কাজে শ্রম ভবনে গিয়েছি, সারা দিনের পর সেখানে রাত পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখা হয়েছে। শ্রম সচিবকে আটকে রেখে সমাধান হবে? আমাদের কেউ কাজ করতে দিচ্ছে না। শ্রম ভবন যারা ঘেরাও করছেন দেখা যাচ্ছে দেড় থেকে তিন বছর ধরে তারা কোনো বেতন পায়নি। কারণ বন্ধ হয়েছে তিন বছর আগে। সেই দাবি নিয়ে এখন শ্রম ভবন ঘেরাও হচ্ছে, ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে দেয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে বন্ধ কারখানাগুলোকে সাপোর্ট দেয়া হবে। এর পরও কি শ্রমিকরা কাজে ফিরবে? এখানে অনেক ডাইমেনশন আছে। শ্রমিকরাও সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ না। সমস্যা আছে, কিন্তু তাদের অধিকারগুলো কি রাতারাতি ঠিক করে দেয়া যাবে? সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সমস্যাগুলোর সমাধান রাতারাতি হবে না।'

মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরাও নাম প্রকাশ করে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ১৮ দফা দাবি মানার পরও সমস্যা সমাধান হচ্ছে না, কারণ অসন্তোষের মধ্যে এখন রাজনীতি প্রবেশ করেছে। আর এর প্রকৃতিও এমন যে তাতে সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সমাধানের কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যার টেকসই সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশা করছি আমরা সফল হতে পারব।'

SUNDAY OCTOBER 6, 2024
ASHWIN 21, 1431 BS
The Daily Star

Wage growth still below inflation

Unskilled workers' wage grew 8.01% in Sept when inflation was 9.92%

STAR BUSINESS REPORT

Many low-income and unskilled workers in the agriculture, industrial and service sectors of Bangladesh are being forced to reduce consumption as higher inflationary pressure is eating away their real income.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), inflation has outpaced wage growth in the country for more than two and a half years now.

The wages of low-income and unskilled workers across 63 employment categories grew by an average of 8.01 percent in September while the inflation rate was 9.92 percent, shows the Wage Rate Index of the BBS.

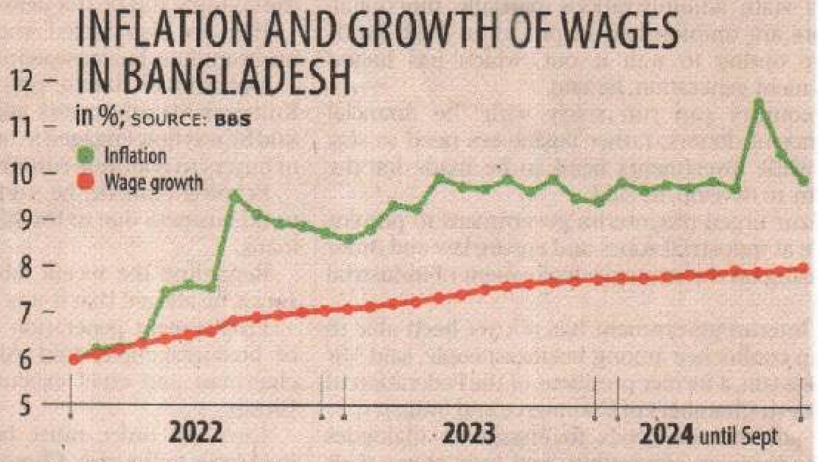

The situation was even worse in August as the inflation rate stood at 10.49 percent, thereby exceeding wage growth by 2.53 percentage points in a trend that has been continuing for the past 32 months.

The data also indicates that earning levels across all three of the economic sectors registered month-on-month growth of less than 1 percentage point in September.

Wage growth in the industrial sector was 7.61 percent that month, up by 0.07 percentage points from August, while that of the agriculture sector increased by 0.03 percentage points to 8.28 percent.

Likewise, wage growth in the service sector advanced by 0.05 percentage points to 8.29 percent.

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৭ অক্টোবর ২০২৪.

| সম্পাদকীয় |

শ্রমবাজারে সুবাতাস

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি। বিশ্বের ১৭২টি দেশে কাজ করছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা। প্রতি বছর সরকারিভাবে ৮ থেকে ১০ লাখ শ্রমিক বিদেশ যাচ্ছেন। চলতি বছরের মে মাসে জানা যায়, গত ৪৮ বছরে ১ কোটি ৬৩ লাখ ১২ হাজার ৩২৪ জন বাংলাদেশি বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন। ২০২১ সালে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে আরও শ্রমিক নেবে মালদ্বীপ। এর পরের খবর জানা নেই। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব। এরপর বাংলাদেশের শ্রমবাজার হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশ থেকে চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে। তারপর রয়েছে ওমান, কাতার, বাহরাইনের মতো দেশ। জর্ডান, সিঙ্গাপুর, রোমানিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অল্প কিছু কর্মী আছেন। বিদেশে কর্মরত মোট জনশক্তির মধ্যে ৩৬ শতাংশ সৌদি আরবে, ১৭ শতাংশ আরব আমিরাতে অবস্থান করছে।

১৯৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও মালয়েশিয়ার বাজারে আরও ২ বছর পর শুরু হয় যাত্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশে মোট শ্রমশক্তির ৭ শতাংশ কর্মরত। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির তালিকায় চতুর্থ দেশ হিসেবে রয়েছে মালয়েশিয়া। কিন্তু এরপরও এ দেশের শ্রমবাজার নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বন্ধ ছিল সেখানকার শ্রমবাজার। সর্বশেষ এ বছরের জুন থেকে আবারও বন্ধ হয় সে দেশে বাংলাদেশসহ সব দেশের শ্রমবাজার। কিন্তু এবার জানা গেল, মালয়েশিয়ায় বন্ধ শ্রমবাজার চালু করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রবাসীরা যখন বিদেশে থাকেন তখন তারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের একেকটি পতাকা হয়ে কাজ করেন। প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন, প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। কুয়েত, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালদ্বীপ একসময় বাংলাদেশের জন্য বড় শ্রমবাজার ছিল। এখনো এসব দেশে বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে অনেক বাংলাদেশি কাজ করেন। কিন্তু এসব দেশে বৈধভাবে কর্মীরা যেতে পারছেন না। বৈধভাবে শ্রমিকরা যাচ্ছেন পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং বলিভিয়ায়।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রবাসী আয় উপার্জনে রয়েছে বিশ্বে সপ্তম স্থানে। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং এর জের ধরে কারফিউ জারি, ইন্টারনেট বন্ধ থাকা এবং কয়েক দিন ব্যাংক বন্ধ থাকায় ১৬ জুলাই থেকে থমকে ছিল প্রবাসী আয় প্রবাহ। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলেছে, ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং চ্যানেল বন্ধ থাকায় ১৯ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অথচ মাসের প্রথম ১৮ দিনে প্রতিদিন গড়ে ৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতালসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এ অর্থ ব্যয় হয়। রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ ব্যয় হয় দৈনন্দিন খরচের খাতে। এতে ওই পরিবারগুলোর দারিদ্র্য দূর হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রবাসীদের। আবার ইউরোপের নানা দেশে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ কমে আসছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই অদক্ষ কর্মীর চাহিদা কমছে। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। সে কারণে গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নে আলাদা বরাদ্দ থাকা দরকার বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের জন্য জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না বিশেষ বরাদ্দ। অনেক প্রবাসী শ্রমিক বিভিন্ন দেশের কারাগার, জঙ্গল, বাসাবাড়িতে লুকিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যসহ প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা দরকার। পাশাপাশি গন্তব্য দেশের সঙ্গে আন্তরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করা প্রয়োজন। আমাদের অর্থনীতিতে শ্রমবাজারের কী ধরনের ভূমিকা, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। প্রবাসীদের যাতে কোনো দেশে বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়, সেদিকে সতর্কতা জরুরি। বৈদেশিক শ্রমবাজারে সুবাতাস বয়ে যাক, এই প্রত্যাশা।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ৬ অক্টোবর ২০২৪ ।

বিশেষ লাউঞ্জ সুবিধা পাবেন মধ্যপ্রাচ্যগামী শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মধ্যপ্রাচ্যগামী শ্রমিকদের সুখবর দিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। আগামী এক মাসের মধ্যে তাঁদের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্পেশাল লাউঞ্জ তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল শনিবার বিকেলে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের বিজয় একাত্তর হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সেখানে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং মালয়েশিয়ার পার্কেসোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যেসব শ্রমিক ভাই-বোন যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য বিমানবন্দরে আলাদা স্পেশাল লাউঞ্জের ব্যবস্থা করব। আমরা এরই মধ্যে জায়গা ঠিক করেছি, সিভিল এভিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আশা করি, মাসখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে।' তিনি বলেন, 'এই লাউঞ্জ প্রবাসী শ্রমিক ভাই-বোনদের যন্ত্রণা কমাবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য যে ভিআইপি সুবিধা বিদ্যমান আছে সেগুলোও থাকবে। বিমানবন্দরে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত যে লাউঞ্জ থাকে সেই পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাঁদের সঙ্গে একজন লোক থাকবে সহায়তার জন্য। এটি প্রবাসীদের প্রতি উদারতা নয়, আমাদের দায়বদ্ধতা।' বহু আগে এটি করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, 'গত শুক্রবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এসেছিলেন বাংলাদেশে। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি ১৮ হাজার বাংলাদেশিকে যাওয়ার সুযোগ দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।'

তবে নতুন কোনো কর্মী নেবে না মালয়েশিয়া। নানা ধরনের জটিলতার কারণে ১৭ হাজারের অধিক কর্মীর সব কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়া সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তাঁরা যেতে পারেননি। ৩১ মের মধ্যে তাঁরা যেতে না পারায় মালয়েশিয়া সরকার তাঁদের গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরুর আগে এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা কথা বলেছেন।'

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৬ অক্টোবর ২০২৪,

শিক্ষা উপদেষ্টা বললেন

শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অনেক নিচের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, 'বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অনেক নিচের দিকে। আমরা শিক্ষকদের দাবি পূরণের চেষ্টা করব। কিন্তু তাদের দায়িত্বের জায়গা থেকেও জবাবদিহিতা এবং নজরদারি থাকতে হবে।'

গতকাল শনিবার বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, প্রতিদিন অন্তত চার-পাঁচটা বড় বড় দাবি আমার কাছে আসে। কিন্তু তারপরও আমি বিরক্ত হই না। আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারি না বলে, নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাই। এ দেশের পুরো শিক্ষকতা পেশা, বিশেষভাবে উল্লেখ করব বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা অন্য সমতুল্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। স্বল্প আয় দিয়ে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। শিক্ষকতায় মনোযোগ দেবেন কী করে।'

শিক্ষায় ব্যয় বাড়ানো নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের বড় সমস্যা সরকারের রাজস্ব আয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিম্নতম পর্যায়ে। যে কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ও অতি কম। তারপরও আমি মনে করি অপচয় এবং দুর্নীতি কমানো গেলে এসব খাতের ব্যয় বাড়ানো সম্ভব। সেই চেষ্টা এক দিনে হবে না। কিন্তু আমরা করেছি।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আজকাল ছাত্র এবং শিক্ষক রাজনীতি অনেক কথা হচ্ছে। একটা সমস্যা হলো এখনকার তরুণ প্রজন্ম ছাত্র রাজনীতির নামে চরম অপরাজনীতি, দুর্বৃত্তায়ন এবং দখলদারিত্বের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেই পরিচিত। ছাত্রজীবনে আমিও রাজনীতি করেছি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে ষাটের দশকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী তরুণ সমাজের একটি নবজাগরণ হয়েছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যত অব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো ঢাকার হেড অফিসের ড. সুশান ভাইজ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এস এম এ ফায়েজ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায়।

Financial Express Monday | October 7, 2024

Labour leaders push for realisation of 18-point demand

FE REPORT

Labour leaders on Sunday called for full implementation of the 18-point demands outlined in a tripartite agreement between the government, factory owners, and labour representatives to restore normalcy in major industrial belts.

They also demanded justice for the death of a garment worker and emphasized the need to ensure stability in the industrial sector and uninterrupted production by checking rumors and conspiracies.

A group of 20 garment trade unions placed the demands at a press conference held at Dhaka Reporters' Unity in the city on Sunday.

Some factory owners are still suppressing workers, not paying wages and are instead terminating workers and filing cases against them, said Montu Ghosh, president of Garment Workers Trade Union Center (GWTUC), while reading out a written statement.

As a result, workers who have been deprived of their lawful benefits, labour rights, and the right to unionise have been compelled to protest and place various demands at different factories, he noted.

On September 24, the interim government, factory owners, and labour representatives agreed to an 18-point demand formulated based on demands from agitating workers at various factories, and factories reopened accordingly from September 25.

But a number of factory owners continued to terminate workers and file cases instead of implementing the 18-point demands, Montu Ghosh alleged.

The livelihoods of workers at several factories remain uncertain, as some factories have yet to pay monthly wages, while others have announced indefinite closures in accordance with labor law, he noted.

Besides, workers are allegedly being tortured and shot by law enforcers, jhut traders and goons hired by factory owners, leading to the death of a worker, Kawsar Hossain Khan, while several others were also injured, he said.

He urged punitive measures against those responsible for Kawsar's death, including factory owners, and called for proper compensation for the deceased's family, as well as treatment and rehabilitation for the injured.

Mr Ghosh also

Demanding an end to workers' termination, Mr Ghosh called for immediate payment of all dues to the workers.

Labour leaders Amirul Haque Amin, Babul Akhter, Touhidur Rahman, Taslima Akter and Sadekur Rahman Shamim, among others, were present at the press conference.

Meantime, a total of 15 factories in different industrial zones remained closed or kept their production suspended on the day over labour protests as workers either did not work or left their respective workplaces after joining in the morning, according to industry sources.

Out of the 15 factories, some 11 units are located in Ashulia, three in Mirpur and one in Gazipur.

Two factories in Ashulia are closed in line with labour law provision of 13 (1), while the rest announced holiday.

Workers at different industrial zones mostly in Ashulia had been protesting since August 29 over their several demands, including an increase in allowances of attendance, tiffin and night bills, non-payment of wages and dues and wage hike.

The labour situation, however, improved since Thursday last, the sources added.

সময়ের আলো বুধবার। ৯ অক্টোবর ২০২৪।

গৃহকর্মীর সুরক্ষায় দ্রুত আইন প্রণয়নের তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের (গৃহকর্মী) সুরক্ষা দিতে দ্রুত আইন প্রণয়নের তাগিদ দিয়েছেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও মানবাধিকারকর্মীরা। একইসঙ্গে গৃহকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন মানবাধিকারকর্মীরা। তারা বলেছেন, বিগত সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করলেও তা সুরক্ষা দিতে পারেনি। মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ সুপারিশ করেন তারা। ঢাকা শহরে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাজধানীতে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রায় ৫০ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে শারীরিক আঘাতের শিকার ১৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ, মারধরের শিকার ৮ দশমিক ২৩ শতাংশ, বকাঝকার শিকার ২০ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং যৌন নির্যাতনের শিকার ১ দশমিক ৭ শতাংশ।

৫০ শতাংশ শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

নীতিমালা সংশোধনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। গৃহকাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান নীতিমালা ও আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আরও সক্রিয় হতে হবে। নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার শিশুদের স্বাস্থ্য ও আইনি সেবা প্রদান কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রম অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. তরিকুল আলম বলেন, গৃহকর্মী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। অনেক আগে থেকে শিশু শ্রমিক নির্যাতন চলে আসছে। তবে এটা সত্য আগের তুলনায় শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন অনেকাংশে কমে আসছে। আমরা চাই, এটা শতভাগ বন্ধ হোক। শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যে ৪৩টি কাজ চিহ্নিত করা আছে, তার সঙ্গে গৃহকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বণিক বার্তা সোমবার, অক্টোবর ৭, ২০২৪

অভিমত | আলাউদ্দীন মোহাম্মদ

বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকের দক্ষতা ও টেকসই উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রধান ভূমিকায় রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প ও প্রবাসী আয়। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় ছিল জিডিপির ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে এক মিলিয়নের বেশি শ্রমিক বিদেশে কাজ করতে যান, যাদের বেশির ভাগই অদক্ষ। অথচ বিশ্বব্যাপী অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমছে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিস্থাপিত করা সহজ হচ্ছে। এ অবস্থায় দক্ষ শ্রমিকের জোগান বাড়াতে না পারলে বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুতই কমতে থাকবে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৬ সাল থেকে অভিবাসীরা বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাজ করছেন। ২০২৩ সালে বিদেশে কাজ করতে গেছেন ১৩ লাখ ৫ হাজার ৪৫৩ জন, যা ২০২২ সালে ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন। ২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ৪৪ শতাংশ অভিবাসী কর্মীর গন্তব্য ছিল সৌদি আরব এবং ২২ শতাংশের গন্তব্য ছিল মালয়েশিয়া। মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিক মূলত নির্মাণ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, গাড়ি চালনা, বৃক্ষরোপণ, কারখানা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, রেস্টুরেন্ট, কফিশপ, হোটেল, ছোট দোকান ইত্যাদিতে সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

এ প্রবাসী শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছেন। তারা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে পাঠিয়েছেন ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ সালে রেমিট্যান্স আয় ছিল ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ সালে তা ছিল ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার।

তার পরও বিদেশে আমরা নিজেদের শ্রমবাজার ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছি। বিদেশের মাটিতে এ অভিবাসীরা নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন, যা রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে।

দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বিশ্বব্যাপী বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। এ দেশগুলো বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর কারিগর হিসেবে খ্যাত। অন্যদিকে আমাদের পরিস্থিতি বিপরীত। আমরা প্রযুক্তিগত বা কারিগরি শিক্ষা খাতকে উপেক্ষা করেই চলেছি। দেখা যায় প্রায় সময়ই কম মেধাবী ছাত্রদের আমরা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে উৎসাহ দিই। সে কারণে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনাকে সম্মানজনক মনে করা হয় না। এতে শিক্ষার্থীরাও মনোবল কম পায়। তাই স্বল্প আয়ের পরিবারও আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্টা করে।

কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এখানে পড়াশোনা করেও উচ্চ বেতনে সম্মানজনক কাজের সুযোগ আছে, এ-বিষয়ক সঠিক তথ্য এখনো অনেকে বিশ্বাস করে না। এর আরেকটা বড় কারণ আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্টিফিকেশন পদ্ধতি দুর্বল ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য নয়। একই কারণে নিয়োগদাতাদের কাছেও আমাদের কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে যখন আমাদের শ্রমিকরা একই যোগ্যতা নিয়ে ইন্ডিয়ান ও শ্রীলংকান এমনকি নেপালিদের থেকেও পিছিয়ে থাকে। সুতরাং সার্টিফিকেশনকে বৈশ্বিক মানে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি।

তাছাড়া বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকতে হলে ভাষাগত দক্ষতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপসহ অনেক দেশেই স্কুলে শিশুদের অন্তত তিনটি ভাষা শেখানো হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভাষার সংযোগ খুবই বৈষম্যমূলক। এখানে ধনিক শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোয় ইংরেজিই প্রধান ভাষা। সরকারি বিদ্যালয়গুলোয় বাংলা এবং অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ও মোটাদাগে দাতব্য ও সামাজিকভাবে পরিচালিত ইসলামিক বিদ্যালয়গুলোয় আরবি, ফার্সি ও উর্দু শেখানো হয়। আমাদের শ্রমবাজারের বড় গন্তব্য যে মধ্যপ্রাচ্য, সেখানে আরবি ও ইংরেজির কদর বেশি, কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে ইংরেজি শেখায় সেখানকার শিক্ষার্থীরা শ্রমিক হিসেবে বাইরে যান না। আবার যে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আরবি শেখানো হয় তারাও অর্থাভাব ও সাংস্কৃতিক কারণে বাইরে শ্রমিক হিসেবে কাজে যান না। এ অবস্থায় কারিগরি জ্ঞান ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের জন্য আমাদের তরুণদের কীভাবে উপযোগী করে তোলা যাবে?

বাংলাদেশ থেকে কী পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক বিদেশে যাচ্ছেন তা বিএমইটির তথ্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে ৩ লাখ ৮ হাজার দক্ষ শ্রমিক বিদেশে গেছেন, যা মোট শ্রমিকের ২৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ২০২২ সালে গিয়েছিলেন মাত্র ১ লাখ ১ হাজার ৭৩১ জন, যা মোট শ্রমিকের ১৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ। ২০২১ সালে গিয়েছিলেন ২১ দশমিক ৩৩ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক। দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি অর্ধদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও কমেছে। দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও বেড়েছে পেশাদার শ্রমিকের সংখ্যা, যা অবশ্য মোট সংখ্যার ১ শতাংশেও পৌঁছতে পারেনি।

একটি আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে মাত্র ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা নেয়। জার্মানিতে এ হার ৭৩ শতাংশ, জাপানে ৬৬, সিঙ্গাপুরে ৬৫, অস্ট্রেলিয়ায় ৬০, চীনে ৫৫ ও মালয়েশিয়ায় ৪৬ শতাংশ।

তাছাড়া বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা-অদক্ষতার বিতর্কে একটি শুভংকরের ফাঁকি রয়ে গেছে। বিদেশী কোম্পানিগুলোর প্রতিও তাদের সরকারের দক্ষ শ্রমিক নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তা না হলে তারা কর্মী নেয়ার জন্য কোটা বাড়াতে পারে না। তাই অনেকসংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক দক্ষ কোটায় ভুয়া কিংবা অসম্পূর্ণ সার্টিফিকেট জমা দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, যা মূল হিসাবকে প্রভাবিত করছে। কারণ আমরা বিএমইটির সংযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্তদের সংখ্যা ও বিদেশগামী দক্ষ শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখি, যে ফারাকটা কীভাবে পূরণ করা হয় তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।

দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৪০টি টিটিসি প্রকল্পভুক্ত ২৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আরো রয়েছে তিনটি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিএমইটি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০-৭০ হাজার ছেলেমেয়ে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছেন। যদিও সেখান থেকে কতজন বছরে বিদেশে যেতে পারছেন তার কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। অথচ এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় সরকার ও আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলোর বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে।

দক্ষতাসংক্রান্ত সামগ্রিক গুমোট পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দেশের নীতিনির্ধারকদের কর্মতৎপরতাকে দায়ী করা যায়। তারা গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার সময় কীভাবে আরো বেশি শ্রমিক পাঠানো যায় সে বিষয়েই গুরুত্ব বেশি দিয়ে আসছেন। কিন্তু দক্ষতা বাড়ানো বা অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষাসংক্রান্ত আলোচনায় খুব একটা জোর দেয়া হয় না। ফলে বিদেশে আমাদের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষণ-বঞ্চনার শিকার হন, যার মূল কারণ অদক্ষতা। এ কারণে মধ্যবিত্ত পরিবার ও সচেতন তরুণরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদেশে কাজ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'-এর সুবাদে অদক্ষ শ্রমিকরা ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়ছেন। তাদের কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংক, বায়ো টেকনোলজির সঙ্গে অটোমেশন প্রযুক্তির মিশেলে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে শিল্প কাঠামো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পণ্য উৎপাদন, অপারেশন থিয়েটারের কাজ ও আইনি সেবা পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছে। জায়ান্ট কোম্পানিগুলো প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য ও সেবার উৎপাদন খরচ অনেক কমিয়েছে; পণ্যের গুণগত মান বাড়িয়েছে। পিডব্লিউসির মতে, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৮০ কোটি শ্রমিক বর্তমান চাকরি হারাবেন।

রেমিট্যান্সনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে তোলার জন্য বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের প্রথম কাজ শ্রমবাজারের বৈশ্বিক চাহিদার একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রাক্কলন করা এবং সে অনুপাতে দেশের তরুণদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ নেয়া। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং দক্ষ শ্রমিকদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধিপূর্বক একটি জাতিগত ওয়েভ তৈরি করতে হবে। তা না হলে দ্বিতীয় রিপাবলিক যে তরুণদের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছে তাকে অর্থবহ করা কঠিন হবে।

আলাউদ্দীন মোহাম্মদ: পিএইচডি ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (আইআইইউএম) ও ইনস্টিটিউট ফর পলিসি, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিজেড) নির্বাহী পরিচালক

কালের কণ্ঠ
। রবিবার। ৬ অক্টোবর ২০২৪।

ইলিশ ধরা বন্ধ

পাঁচ কেজি বাড়িয়ে জেলেদের ৩০ কেজি চাল দেওয়া হবে

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ▷

ফরিদা আখতার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ ধরা বন্ধ করতে হবে। আপনারা জেলে আপনারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু নিষিদ্ধের সময় আপনারা ইলিশ ধরেন। তাই অভিযান চালিয়ে আপনাদের ধরতে হয়। এর থেকে দুঃখজনক কথা আর কী হতে পারে। আমরা চাই যে এই ২২ দিন আপনারা ইলিশ ধরা বন্ধ রাখবেন। প্রশাসনকে সহযোগিতা করা আপনাদের সবারই কর্তব্য।

গতকাল শনিবার দুপুরে শরীয়তপুরের নড়িয়ার সুরেশ্বরে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪ উপলক্ষে জেলেসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সচেতনতা সভায় এসব কথা জানান উপদেষ্টা।

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জেলেদের সহায়তার চাল আগে ছিল ২৫ কেজি, তা থেকে পাঁচ কেজি বৃদ্ধি করে ৩০ কেজি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বছর ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ই এই সুবিধা পাবেন জেলেরা। আগামীতে সহায়তার চাল আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

DHAKA MONDAY OCTOBER 7, 2024
ASHWIN 22, 1431 BS
The Daily Star

Stop exploitation of tea workers and fix the industry

For nearly seven weeks, more than 12,000 tea workers in 12 tea gardens under the National Tea Company Limited (NTC) have been living in anxiety about the payment of their wages. After they were paid Tk 595 on August 12, which is half of the weekly payment, the payment was halted till September 25, the day they were paid another instalment of the same amount. This is pretty bad for these tea workers as the Durga Puja festivities are set to begin on October 9. Thankfully, the tea workers have not stopped work and production.

However, to keep the management under pressure, the tea workers blocked consignments of made tea out of the garden warehouses. After a negotiation with the management and relevant state agencies, they allowed the release of two consignments from Patrokhola Tea Estate in Moulvibazar's Kamalganj upazila, the largest tea garden of the NTC, and one consignment from each of the 11 other tea gardens on October 1. In exchange, they were paid a week's salary on the same day, confirmed Shipon Chakraborty, panchayat president of Patrokhola. Now the deal is, tea workers will release the next consignments from the warehouses when the NTC management clears dues and bonus before Durga Puja.

What we see in the NTC gardens is bad management. NTC is a public limited company formed in 1978 under the Companies Act, 1913. The state holds 51 percent of the shares, and 49 percent are traded in Dhaka and Chattogram stock markets for the general public. Of its 12 tea gardens, seven are located in Moulvibazar, four in Habiganj, and one in Sylhet.

The NTC management, for which the government is responsible, is polluted by politics. The tea gardens, taken over by the government after independence, are located in a good topographic zone, yet they perform very poorly. According to a news report, between July and December of 2023, the company posted a net loss of Tk 26.66 crore. The company's lousy tea garden management is manifested in the look of its gardens: tea plants are sparse and without enough shade trees, among other things. The company's troubles have gotten worse since the sudden political change on August 5, following which the chairman of the company's board of directors, Sheikh Kabir Hossain, reportedly a relative of ousted Prime Minister Sheikh Hasina, has disappeared and the board has almost collapsed.

The tea workers and their lone union, Bangladesh Cha Sramik Union (BCSU), are trying to negotiate with the NTC management. Half-fed or with an empty stomach, these workers have been showing their patience and working regularly in the hope that the management will stay true to its words and clear the full payment of their due wages and bonus before Durga Puja, the biggest festival of Hindus in Bangladesh.

However, NTC now faces many insurmountable challenges. According to a top government official dealing with tea gardens, it has a debt of Tk 380 crore with the Bangladesh Krishi Bank. This year, the company requested for a loan of Tk 150 crore, but the bank sanctioned Tk 86 crore only, which got exhausted by July, said a government official dealing with tea gardens, on condition of anonymity. Per the arrangement of loan repayment, brokers in auction houses transfer the bank's share of sale proceeds directly to its account. The owners get their shares. But the workers are left with no other option but to block the made tea consignments.

While NTC gardens show serious anomalies—which is typical of state-run businesses—there are other private companies and proprietors in the industry that are also plagued with mismanagement and corruption that put their workers in deep crisis. The Imam and Bawani tea estates in Habiganj are a prime example here. The government official disclosed that Imam tea garden was completely shut down along with its factory in October last year after a prolonged crisis. The responsibility for the management of Bawani estate was vested on the deputy director of labour (DDL) in Sreemangal as a result. But the DDL has been having a hard time managing the estate. And tea workers of these two gardens are also suffering.

Another example of bad tea garden management is Fultala Tea Garden in Moulvibazar's Juri upazila. Around 1,600 workers in this tea garden have not gotten paid for 12 weeks, as a government official told me. The owner lives in London and has reportedly shut down the garden, though it is still in production to some extent because of the workers. With a bank loan of Tk 50 crore, the owner is in deep trouble, the government official disclosed.

The official further revealed that 79 tea gardens are in terrible shape. These gardens have not made their due contributions to the Provident Fund (PF) for months. Gas and power lines have been cut off in a number of the gardens for not paying the bills. Many of them are selling green tea leaves to other tea gardens for processing as their own factories are not running.

Many tea garden owners argue that they are in trouble because the price of tea has gone down while the production cost is rising. Indeed, the government has a policy to expand the tea-growing areas that contribute to increasing production.

Of course, there are examples of good companies that manage their gardens well, take good care of their workers within the existing framework, and make good profits. One such company is Ispahani Tea Limited, which has four gardens. The best among them is Zareen, located in Moulvibazar. While the average production per acre is around 1,600kg, its per acre production is 3,000kg, and the per acre production of all four gardens averages around 2,500kg, according to management. The price that the company gets is good. Almost all houses in the labour lines at Zareen Tea Estate are pucca. The condition of houses in other tea gardens of Ispahani are also much better than in other tea gardens. The tea workers get better deals with other fringe benefits, the Ispahani management claims.

It is in the best interest of the tea industry in Bangladesh, not to mention the tea workers, that changes happen for the better. The interim government, which has committed itself to reforms to end discrimination and inequality, should consider giving immediate attention to the tea industry that is in disarray as a whole. The tea workers, around 140,000 of them, and their community of around half a million people have been facing severe discrimination for generations, since the beginning of the industry during British colonial times.

First of all, the tea industry, specifically the tea gardens, need proper mapping. Good gardens and bad gardens need to be identified and the reasons must be explained for chalking out recommendations to bring the necessary changes so that none of the tea gardens are beyond scrutiny for mismanagement, corruption, and financial misappropriation. All parties involved with the tea industry must come under scrutiny and be made accountable.

Second, clear attempts must be made to ensure the well-being of tea workers, who are deprived of equal treatment and dignity as citizens of Bangladesh. To begin with, a just and respectable wage structure must be fixed for the tea workers. The former prime minister fixed their daily cash wage at Tk 170 in August 2022, which is certainly not fair.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৮ অক্টোবর ২০২৪ ।

স্বর্ণশ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপন

● শাহেদ আলী ইরশাদ

বিদেশি সোনার অলংকারে সয়লাব দেশের জুয়েলারি বাজার। এতে কমে গেছে দেশি অলংকারের চাহিদা। ফলে কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন হাজার হাজার কারিগর ও শ্রমিক। কাজের অভাবে পেশা বদল করেছেন অনেক কারিগর। কারিগর ও শ্রমিকদের স্বার্থে ব্যাগেজ রুলের আওতায় বিদেশি অলংকার আনার প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন কারিগর ও শ্রমিকরা। তারা বলছেন, দেশে বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ কারিগর রয়েছেন। বর্তমানে ২৫ হাজার স্বর্ণের দোকান এবং এই খাতে যুক্ত রয়েছেন ৪৪ লাখ মানুষ। সঠিক দিকনির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে আগামী পাঁচ বছরে অন্তত ২ কোটি মানুষ এই খাতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন। টিকে থাকবেন দেশের ঐতিহ্যবাহী জুয়েলারি শিল্পের কারিগর ও শ্রমিকরা। কারণ 'একমাত্র এ উপমহাদেশেই গহনার কাজ এত নিখুঁতভাবে হাতে করা হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের হাতের কাজের কদর বিশ্বজোড়া। মেশিনে আপনি যত যাই করুন, নিখুঁত ডিজাইন করতে দক্ষ হাতের বিকল্প নেই। দেশে এমন অনেক ডিজাইনার আছেন, যারা ভারতীয় বা অন্যান্য দেশের ডিজাইনারদের মতো ভালো, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের থেকেও ভালো কাজ করে থাকেন।' রাজধানীর পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার ঘুরে দেখা যায়, বাংলাদেশেই আছেন বিশ্বমানের কারিগর। সোনার গহনা গড়ার কাজে সিদ্ধহস্ত এমন অনেক কারিগর বাস করেন এই তাঁতিবাজারেই। এখানে অনেক কারিগর আছেন যাদের কাজের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এদের মধ্যে অনেক কারিগরই প্রায় ৫০ বছর ধরে গহনা গড়ার কাজ করছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা স্বর্ণশিল্পী শ্রমিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ পাল বলেন, তাঁতিবাজারের সোনার দোকানগুলোতে অনেক ভালো কারিগর কাজ করেন। নতুন কিছু করার চেষ্টা আছে সবার মধ্যেই। আমাদের দেশের মানুষ আগে মনে করত দুবাই, ভারত, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরবের সোনার অলংকারের ডিজাইন ও মান বাংলাদেশের থেকে ভালো। অনেকেই ওইসব দেশ থেকে গহনা কিনত। আমাদের কারিগররা তখন জানিয়ে দিলেন, দেশেই বিশ্বমানের ডিজাইনের গহনা তৈরি করা সম্ভব। বর্তমানে তারা করছেনও। কিন্তু দেশের বাজার বিদেশি অলংকারে সয়লাব হওয়ার কারণে দেশি অলংকারের চাহিদা বাড়ছে না।

বিদেশি অলংকারে বাজার সয়লাব

তিনি আরও বলেন, এতে অনেক কারিগর ও শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। জীবিকার তাগিদে অনেক শ্রমিক পেশাও বদল করেছেন। বর্তমানে যারা সোনার কারিগর আছেন তারাও কাজের সময় এক প্রকার কষ্টে জীবন কাটান। আমাদের এমন অনেক রাত গেছে কাজ করতে করতে কাঠের মোড়ার ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে গেছি। আমাদের নির্দিষ্ট কোনো বেতন নেই। গহনাভিত্তিক আয় হয়। এতে অনেক কারিগরই কাঙ্ক্ষিত মজুরি পান না।' সরকার চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যাগেজ রুলস বিধিমালা অনুযায়ী ১১৭ গ্রাম ওজনের সোনার বার আনার সুযোগ দিয়েছে। এ জন্য ৪০ হাজার টাকা শুল্ক কর দিতে হয়। তবে ১০০ গ্রাম অলংকার আনার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। ফলে একটি চক্র বিদেশফেরত যাত্রীদের এই সুযোগ নিয়ে বিদেশি অলংকার দেশে এনে বিক্রি করছে। এতে দেশে তৈরি সোনার অলংকারের চাহিদা কমে যাচ্ছে। বেকার হচ্ছেন কারিগর ও শ্রমিকরা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন-বাজুসের মুখপাত্র ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন বলেন, হুন্ডি বন্ধ করতে হলে সোনা চোরাচালান বন্ধ করতে হবে। এ জন্য সোনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করতে হবে সরকারকে। ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেশে বড় বড় আকারের বিদেশি সোনা এবং হীরার অলংকার কোথা থেকে কীভাবে আসে, এই সোনার বৈধ উৎস কী, কোনো বৈধ কাগজপত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। বাংলাদেশ জুয়েরার্স অ্যাসোসিয়েশন-বাজুসের প্রাথমিক ধারণা– প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করে প্রতিদিন সারা দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে কমপক্ষে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার, সোনার বার, ব্যবহৃত পুরনো জুয়েলারি (যা ভাঙ্গারি হিসেবে বিবেচিত হয়) ও হীরার অলংকার (ডায়মন্ড জুয়েলারি) চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে, যা ৩৬৫ দিন বা এক বছর শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৯১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বা তার অধিক। এর মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ২২০ কোটি টাকার সোনা ও সোনার অলংকার এবং ৩০ কোটি টাকার হীরা ও হীরার অলংকার বাংলাদেশে আসছে। সে হিসাবে ৩৬৫ দিন বা এক বছরে ৮০ হাজার ৩০০ কোটি টাকার সোনা ও ১০ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার হীরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে আসছে। এই পুরো টাকাটাই হুন্ডির মাধ্যমে সোনা ও হীরা চোরাকারবারিরা বিদেশে পাচার করে থাকে। ফলে সরকার রেমিট্যান্স হারাচ্ছে এবং সোনা ও হীরা চোরাকারবারিরা তাদের অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করে যাচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ৮ অক্টোবর ২০২৪ ।

মজুরি দেওয়ার সক্ষমতা নেই ৩৯টি কারখানার

তৈরি পোশাকশিল্প

- ঋণ সহায়তা চায় বিজিএমইএ
- ৪৫৯ দিন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

এম সায়েম টিপু ▷

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রম অসন্তোষ থামছে না। চলমান অস্থিরতায় অনেক কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত। মজুরি দেওয়ার সক্ষমতা নেই ৩৯ কারখানার। এমন প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়েছে তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। গতকাল সোমবার অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টার কাছে এই সহায়তা চেয়ে চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য মিলেছে।

বিজিএমইএর চিঠিতে বলা হয়, সরকার পরিবর্তনের পর থেকে তৈরি পোশাক খাতের চলমান শ্রম অসন্তোষের ফলে দেশের পোশাকশিল্প রপ্তানি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এ শিল্প নিয়ে চক্রান্ত চলছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পতিত সরকারের কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ও বিদেশি রাষ্ট্র এ চক্রান্তে জড়িত। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলে ক্রেতারা তাদের ক্রয়াদেশ বাতিল ও পণ্যের ডিসকাউন্ট সুবিধা দাবি করছে।

চিঠিতে আরো বলা হয়, বেশ কিছু কারখানা এরই মধ্যে মজুরিসংকটে পড়েছে। এর মধ্যে ৩৯ কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করেনি। শ্রম আইনের ১৩/১ ধারায় এসব কারখানা বন্ধ ছিল। এসব কারখানায় গত ২০ দিনে ৪৫৯ দিনের সমপরিমাণের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারখানাগুলোতে ৫৬ হাজার ৩৫১ জন শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের মজুরি দিতে হবে ৫৮ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার ৬৪৭ টাকা।

ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলোর কয়েকজন মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতার সুযোগে কিছু উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক কারখানায় কারখানায় শ্রম-অসন্তোষ তৈরি করছে। শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়ার পরও অভিনব কায়দায় কারখানায় অস্থিরতা তৈরি করছে। কোনো কোনো কারখানায় শ্রমিকরা কর্মকর্তাদের ঢুকতে দিচ্ছেন না। অনেক কারখানায় শ্রমিকরা কাজ না করে বসে থাকছেন এবং মজুরি দাবি করছেন।

এ আর জিনস প্রডিউসার লিমিটেডের মালিক মো. নাজমুল কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, গত সেপ্টেম্বরে শ্রম আইনে ১৩/১ ধারায় (কাজ নেই, মজুরি নেই) ১২ দিন কারখানা বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন শ্রমিকরা মজুরি দাবি করছেন। আমরা কখনো কারখানা শ্রমিকের মজুরি বকেয়া রাখিনি। আগামী বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বরের মজুরি পরিশোধ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, সরকার কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে পোশাকশিল্প কঠিন সংকটে পড়বে।

ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, শ্রম অসন্তোষের ফলে ১৪ দিন কারখানা বন্ধ ছিল। এক দিন বন্ধ থাকলে পাঁচ লাখ ডলারের উৎপদান ব্যাহত হয়। অথচ শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এখন নতুন দাবি, কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বাদ দিতে হবে। গতকাল কয়েকজন কর্মকর্তাকে তাঁরা কারখানায় ঢুকতে দেননি। এমনসব অভিনব দাবির মুখে হিমশিম খাচ্ছি। উৎপদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

TUESDAY OCTOBER 8, 2024
ASHWIN 23, 1431 BS
The Daily Star

Ensure safe, inclusive workplace for women

Speakers tell roundtable

STAFF CORRESPONDENT

Safe, secure, and supportive working environments are urgently required for all, particularly women and gender-diverse populations in Bangladesh, stressed speakers at a roundtable yesterday.

They called for gender equity, harassment-free workplaces, and the implementation of gender-inclusive policies.

Participants also urged authorities to enforce the 2009 High Court guidelines on sexual harassment and to create a separate law to address harassment within institutions.

They stressed that robust legal frameworks are essential for accountability and fostering a culture of respect and safety in the workplace.

The roundtable, titled "Building Safe and Supportive Work Environment," was jointly organised by Bangladesh Youth Leadership Centre and The Daily Star, in association with the BRAC James P Grant School of Public Health and Rutgers International, at the Daily Star Centre.

Dr Sanzida Akhter, professor of Dhaka University's Department of Women and Gender Studies, highlighted the importance of considering both online spaces and informal sector workplaces in discussions about safety.

She noted that safety should not be limited to physical environments. Drawing on her experience working with RMG workers, she emphasised the need to consider the entire journey from home to the workplace, mentioning that many individuals leave their jobs due to harassment during their commute.

What we seek is a safe and supportive environment where employees can work, explore their potential, and contribute to society.

SANZIDA AKHTER
Professor of Department of Women and Gender Studies at DU

"What we seek is a safe and supportive environment where employees can work, explore their potential, and contribute to society," she added.

Dr Akhter pointed out that social norms are learnt from various sources but often conflict with workplace expectations. "We need more training starting from the educational curriculum," she said.

Dr Sayed Rubayet, country director at IPAS Bangladesh, stressed that ensuring workplace safety requires robust protocols and a serious focus on safety policies.

"If half the population continues to endure daily humiliation, we risk

before they are ready," which constitutes violence, he added.

Tahsinah Ahmed, executive director of BYLC, emphasised that harassment begins at home and continues as individuals

move toward the workplace.

She highlighted the psychosocial pressure women face across all socio-economic backgrounds.

MA Akher, director of the Department of Youth Development, pointed out that women comprise half of the population, yet many are excluded from government youth development projects because they are married off

Sabet, senior director and CEO at Friendship Colour of Chars, were among the speakers at the event, which was moderated by Tanjim Ferdous, in-charge of NGO and Foreign Missions at The Daily Star.

সোমবার। ১৪ অক্টোবর ২০২৪।
সময়ের আলো

আট মাসে বজ্রপাতে ২৯৭ জনের মৃত্যু

প্রাণহানি কমানোর উপায় কী

এম মামুন হোসেন

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। পূর্বাভাস ও পূর্বপ্রস্তুতির কারণে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা গেলেও প্রতিনিয়ত চরিত্র বদলাচ্ছে দুর্যোগের। এ ছাড়া নতুন আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে বজ্রপাত। দেশে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে বজ্রপাতে ২৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতে বার্ষিক প্রাণহানির সংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। পরিবেশবিদরা বলছেন, বজ্রপাত প্রকৃতির একটি বিষয় এবং এটি হবেই। তবে এতে প্রাণহানি কমানোর সুযোগ আছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বজ্রপাত বাড়ছে। এমন বাস্তবতায় রোববার সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'।

গরম বেশি হওয়ায় চলতি বছর বেশি বজ্রপাত হওয়ার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। বাংলাদেশে এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমভাগকে বজ্রপাতের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত। এর কারণ বছরের

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও উঁচু গাছ কেটে ফেলায় বাড়ছে বজ্রপাত

এ সময়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত থাকে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অনেক জলীয়বাষ্প তৈরি হয়, যা বজ্রপাতের প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে। জলীয়বাষ্প যত বেশি হয় তত বেশি বজ্র মেঘের সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে এই প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর গবেষণা চালিয়েছে। তারা বলছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়, যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে।

সেভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম জানিয়েছে, চলতি বছর দেশে বজ্রপাতে মারা যাওয়া ২৯৭ জনের মধ্যে নিড়ানি, ধান ও ঘাস কাটার মতো কাজে গিয়ে কৃষিক্ষেতে মৃত্যু হয় ১৫২ জন, যা মোট মৃত্যুর ৪৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। এর বাইরে গরু আনতে গিয়ে ১৮ জন, মাছ ধরার সময় ৫২ জন, ঘরে থাকাকালে ২৭ জন, ফাঁকা রাস্তায় চলাচলের সময় ১৫ জন, বাড়ির উঠানে খেলার সময় ১৪ জন, আম কুড়ানোর সময় ১১ জন, পাথর তোলার সময় ৩ জন এবং গাড়িতে থাকার সময় একজনের মৃত্যু হয়েছে। মাসওয়ারি হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের, মার্চে ৯ জন, এপ্রিলে ৩১ জন, মে মাসে ৯৬ জন, জুনে ৭৭ জন, জুলাইয়ে ১৯ জন, আগস্টে ১৭ জন ও সেপ্টেম্বর মাসে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩ জন করে মারা গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও জয়পুরহাট ও ফেনীতে এ সংখ্যা ১২ জন করে। আর কক্সবাজার ও গাইবান্ধায় মারা গেছে ১০ জন করে।

NEW AGE TUESDAY, OCTOBER 8, 2024,

RMG labour unrest goes on

BGMEA for interest-free loan

Staff Correspondent

WHILE the intensity of the ongoing labour movement has waned, the unrest, particularly in the readymade garment industry, persists, as workers from various factories staged demonstrations and blocked roads in Savar and Gazipur on Monday, demanding an increase in wages and attendance bonuses.

The industry owners' body Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, meanwhile, has urged the government to provide interest-free loans to its 39 member companies, severely affected by the labour unrest, to enable them to clear the payment of the workers' wages and allowances for September.

The labour unrest, ongoing since August 29, led on Monday to shut at least nine garment factories in Ashulia, Gazipur and Dhaka city, industry owners said.

Of these factories, seven units are located in Ashulia, one in Mirpur and one in Gazipur.

Workers from the Radial International Limited garment factory blocked the Chandra-Nabinagar road stretch in Gazipur on Monday afternoon, pressing for demands, including an increase in the attendance bonus.

The demonstration halted the traffic on both sides of the road, causing sufferings to the passengers and other road users.

The Industrial Police said the workers at the factory began their demonstrations early last week prompting the factory authorities to assure them that their demands would be met.

But as their pledges were not fulfilled, the workers began their protests again initially in front of the factory about 1:00pm, and at one point, they blocked the road.

They withdrew their blockade at around 5:00pm upon the request of law enforcement agencies.

On the other hand, workers at Akij Food and Beverage Limited protested in Dhamrai upazila pressing for nine-point demand, including a wage increase and weekend leave.

The workers began their protests in front of the factory and blocked the Dhaka-Aricha highway for about half an hour, starting at 6:00am.

Their nine-point demand includes a monthly wage of Tk 15,000, a festival allowance equivalent to half a month's wage, permanent employment based on performance, company dividends, night allowances, compensations from the company for any worker harmed on the premises, and weekly day off.

Ashulia Industrial Police superintendent Mohammad Sarowar Alam told New Age that the daily basis workers of Akij Foods staged demonstration in front of the factory.

He also said that seven readymade garment factories remained closed or suspended production on the day in Ashulia over workers' protests as they either did not work or left the factories after joining in the morning.

Amid the unrest, BGMEA president Khandoker Rafiqul Islam on Sunday in a letter to finance adviser Salehuddin Ahmed said that 39 companies had been experiencing severe financial difficulties as labour unrest caused suspension of production in their factories for 20 days.

Despite production halted, a total of 56,351 workers in these 39 factories would have to be paid Tk 58.62 crore in wages and allowances for the month of September, the letter read.

'Currently, the changing political landscape in the country, following the mass uprising of students, has prompted foreign competitors and some self-interested

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024,

Arbitrary apparel worker's job termination unacceptable

THIS is worrying that the government has been struggling to put the industrial sector, particularly the apparel sector, in order since it was installed in August. On a number of occasions, owners have chosen to shut down factories, fearing damage and vandalism. Apparel workers, too, have taken to the streets demanding an increase in their minimum wage, which, as labour organisations say, was set at Tk 12,000 in a rather unfair negotiation in November 2022. In separate incidents, apparel workers also mobilised and blocked highways demanding unpaid monthly wages. At least two workers died in recent protests. Workers now complain that the management, instead of addressing their grievances, are terminating their job for their involvement in the protests. Trade union activists in Dhaka and Gazipur report that at least 2,000 workers have already been fired from 20 apparel factories in two weeks. The concern of the government and the businesspeople that continued unrest could risk export earnings and a vested interests quarter linked with the deposed Awami League regime may be at work appear legitimate, but the only way to neutralise the risk is to address worker's grievances.

Arbitrary job termination in the apparel sector is not uncommon. The management tries to justify recent job terminations citing labour law clauses, which provide the owner with the power to close factories for an indefinite period without notice. Workers of some factories said that they were especially targeted for their participation in the protests and termed the practice of putting up the photographs of sacked workers on factory gates humiliating and a violation of right to privacy. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters' Association officials, factory management and the Industrial Police do not have a decisive answer to why workers are sacked, especially when a tripartite agreement was signed in late September. Similar events were observed during the Covid outbreak, when the government provided the apparel factories with loans on flexible repayment schedules on conditions that the loans would be spent on paying worker's wages and the workers would not be sacked. About 65,000 workers faced layoffs that time and received no benefits, but the apparel sector enjoyed 50 per cent of the total stimulus package announced by the government.

The apparel sector is the largest export earner for Bangladesh and working class women majorly constitute the labour force. The ongoing unrest could risk the orders as buyers are unable to receive their products by the specified lead time and Bangladesh may lose the competitive edge on the global market. Considering the significance of the apparel sector for the economy, the government should abandon any policy-level bias towards factory-owning elite and address worker's grievances sincerely. Arbitrary job termination, routine delay in wage payment and rampant violations of trade union rights are among the worker's longstanding concerns that the government should sincerely address to put the apparel sector in order and protect export earnings.

শোভন কাজ

NEW AGE
TUESDAY, OCTOBER 8, 2024,

RMG factories fire workers amid unrest

Rashad Ahamad

A NUMBER of readymade garment units in Ashulia, Savar and Gazipur have terminated many of their workers amid ongoing labour unrest in the Dhaka and Gazipur industrial belts, demanding increased wages and allowances.

Trade union activists said that at least 20 factories fired at least 2,000 workers in the past 15 days under the 2006 Bangladesh labour act's different sections as mentioned in the termination notices, while several other factories sacked workers without any notices.

Workers and witnesses said that among the factories SM Knitwear Ltd at Joydevpur in Gazipur on Sunday terminated 205 workers under Section 26 of the Bangladesh Labour Act 2006.

The notice hung in front of the factory gate stated that the workers getting together were creating unrest in the factory, misbehaved with and assaulted the factory officials, and threatened obstructed other workers to join duty.

The Section 26 allows an employer to terminate both permanent and temporary workers employed, either based on monthly wages or other types of wages, with prior notice or without notice, under certain conditions and clearing all their dues, including wages, provident funds, gratuity and compensations.

Bangladesh Garment and Sweater Workers Trade Union Centre law affairs secretary KM Mintu alleged that the factories were conducting a targeted termination of workers who voiced their rights.

Ekota Garment Workers Federation general secretary Kamrul Hasan condemned identifying of the terminated workers publicly.

'Factory authorities cannot blame workers and hang their list with picture. It is one kind of humiliation and violation of their rights,' he said.

Executive Hi-Fashions Limited owned by Meghna Group in Gazipur Sadar, declared indefinitely shut under the Section 13(1) of the labour act since September 17, also terminated 125 workers following labour unrest in the factory.

The workers of Fashion It Company Ltd on Saturday morning saw the termination notice for 63 workers, while the factory also declared an indefinite shutdown from Sunday.

The notice hung in front of the factory gate stated that following unrest in the industrial belt, the unit was to close for security reason until the next announcement.

Ashulia's Newage Apparels Ltd terminated 350 workers, Ananta Apparels Ltd 147, Donglian Fashion Bd Ltd 80, Envoy Group more than 70, and Dip Apparels Ltd 57, citing different sections of the labour act, factory insiders confirmed.

Workers and trade union leaders also alleged that Pearl Garments Company Ltd terminated 75, Shin Shin Apparels Ltd terminated 81, The Rose Dresses Ltd 44, Skyline Apparels Ltd 99, Tusuka Fashions Ltd over 100 workers, Handa (Dhaka) Textile Co over 80, among others.

Ashulia's Envoy Group, Dekko Garments Ltd, Palmal Group's Ayesha Clothing Co Ltd, and Tex Town Ltd also terminated their workers, the number of which could not be confirmed, they said.

New Age, however, could not independently verify each of the cases.

Continued on page 2 Col. 5

প্রথম আলো • শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৪,

শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর সুবিধার টাকা পাচ্ছেন না

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আর্থিক সংকটে এমনিতেই শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণসুবিধার টাকা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। এখন সমস্যাটি প্রকট হয়েছে।

মোশতাক আহমেদ, ঢাকা

দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ভবানীপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক শাহ মোহা. সাদীদুল ইসলাম অবসরে গেছেন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ৮ অক্টোবর তিনি এসেছিলেন রাজধানীর পলাশী-নীলক্ষেত এলাকায় বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ভবনে। এই ভবনে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অবসর সুবিধা বোর্ড। অবসরের প্রায় দেড় বছরেও অবসর সুবিধার টাকা তিনি পাননি।

ব্যানবেইস ভবনের নিচতলায় সাদীদুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়। গত বছর এপ্রিলে অবসর সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো নিজের পাওনা টাকা পাচ্ছেন না। স্ট্রোক করে এখন তিনি বেশ অসুস্থ। এরপর চিকিৎসার কাগজপত্রও জমা দিয়েছেন। তারপরও টাকা পাচ্ছেন না। এ সময় সঙ্গে থাকা তাঁর স্ত্রী বলেন, 'চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফকির হয়ে গেছি।'

শুধু শাহ মোহা. সাদীদুল ইসলাম নন। আবেদন করে বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকা পাচ্ছেন না। কর্মজীবনের শেষে নিজের প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় নিদারুণ কষ্টে ভুগছেন মানুষ গড়ার এসব কারিগর।

আর্থিক সংকটের কারণে এমনিতেই বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এখন সরকার পরিবর্তনের পর অবসর সুবিধা বোর্ড পুনর্গঠন না করায় এই সমস্যা প্রকট হয়েছে। কারণ, বিগত সরকারের আমলে গঠিত বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরা অফিস করছেন না। দিন যত যাচ্ছে, শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধার টাকা পেতেও অপেক্ষার সঙ্গে কষ্ট ও ভোগান্তি বাড়ছে।

সারা দেশে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী আছেন পাঁচ লাখের বেশি। এসব শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর ও কল্যাণ সুবিধা দেওয়া হয় দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এর মধ্যে কল্যাণ সুবিধার টাকা দেওয়া হয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে। আর অবসর সুবিধার টাকা দেওয়া হয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের মাধ্যমে।

৬৮ হাজার আবেদন, দেওয়ার মতো টাকা নেই

নিয়মানুযায়ী, অবসরের পরপরই অবসর ও কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

অবসর সুবিধা বোর্ডের সূত্রমতে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী আবেদন করে অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এর মধ্যে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া আবেদনগুলোর নিরীক্ষা (অডিট) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু তহবিলের অভাবে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০২০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত জমা হওয়া আবেদনগুলোর বিপরীতে অবসর সুবিধার টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কল্যাণ ট্রাস্ট সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণ সুবিধার জন্য প্রায় ৩১ হাজার আবেদন জমা আছে। এর মধ্যে এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে ১০ হাজার ২৪২টি।

> **শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরের পরপরই যেন তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা পেতে পারেন, সে জন্য সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।**
>
> **মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান**, সভাপতি বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ

কত টাকা দরকার

অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকার বড় একটি অংশ নেওয়া হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকেই। এ জন্য চাকরিকালীন তাঁদের মূল বেতনের ৬ শতাংশ টাকা মাসে কেটে রাখা হয়। কল্যাণ সুবিধার জন্য কাটা হয় মূল বেতনের ৪ শতাংশ। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বছরে ১০০ টাকা (৭০ টাকা অবসরের জন্য ও ৩০ টাকা কল্যাণের জন্য) নেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকা সরকার ও চাঁদা জমার সুদ থেকে সমন্বয় করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, নিয়মতিভাবে এই তহবিলে কোনো বাজেট দেয়নি সরকার। মাঝেমধ্যে থোক বরাদ্দ হিসেবে সহায়তা দেওয়া হয়।

অবসর সুবিধা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ৬ শতাংশ হারে টাকা কাটার মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ৭০ কোটি টাকা আদায় হয়। এফডিআরের লভ্যাংশ হয় প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা। কিন্তু প্রতি মাসে গড়ে অবসর সুবিধার জন্য আবেদন জমা পড়ে ১ হাজার, যা নিষ্পত্তি করতে প্রতি মাসে দরকার ১১৫ কোটি টাকা। এর মানে হলো প্রতি মাসে ৪২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকে; বছরে যা ৫০৪ কোটি টাকা। বর্তমানে জমা হওয়া ৩৭ হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজন প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা।

অবসর সুবিধা বাবদ শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে যে টাকা কেটে রাখা হয়, তা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (পদ অনুযায়ী) নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমানে নিয়মিত মহাপরিচালক নেই। আরেকজন রুটিন দায়িত্ব পালন করছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর ফলে জমা হওয়া সেই টাকা অবসর সুবিধা দেওয়ার কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

অবসর সুবিধার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কল্যাণ সুবিধার টাকা কম। বর্তমানে এই ট্রাস্টে সচিবের রুটিন দায়িত্বে আছেন ট্রাস্টের কর্মকর্তা মো. আবুল বাশার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষকদের কল্যাণ সুবিধার জন্য যত আবেদন জমা আছে, তা সমাধানের জন্য এখন ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এরপর প্রতিবছর বাজেটে ২০০ কোটি টাকা দিলে কল্যাণ সুবিধা নিয়মিতভাবে দেওয়া সম্ভব।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, এখানে দুই ধরনের সমস্যা আছে। একটি হলো তহবিলগত সমস্যা, আরেকটি হলো ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। এই দুটি সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ জন্য প্রতিবছর সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিতে হবে, যেটি মূলধন হিসেবে থাকবে। এই টাকার সুদ থেকে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে কাটা চাঁদা মিলিয়ে অবসর ও কল্যাণ সুবিধাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরের পরপরই যেন তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা পেতে পারেন, সে জন্য সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৫ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

ইআরএফের সঙ্গে মতবিনিময়ে তপন চৌধুরী

পোশাকশিল্পে অস্থিরতার কারণে বিদেশি ক্রেতারা অন্যদেশে চলে যাচ্ছেন

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতে যে অস্থিতিশীলতা ছিল, ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে পোশাকশিল্পে অস্থিরতার কারণে বিদেশি ক্রেতারা অন্যদেশে তাদের কাজের অর্ডার স্থানান্তর করছে বলে জানিয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও স্কয়ার গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক খাতে এখন অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। এজন্য খাতটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। এ সময় তপন চৌধুরী বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতে যে অস্থিতিশীলতা ছিল, কিছু পদক্ষেপ নেওয়ায় ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আশা করছি, খুব শিগগিরই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে।

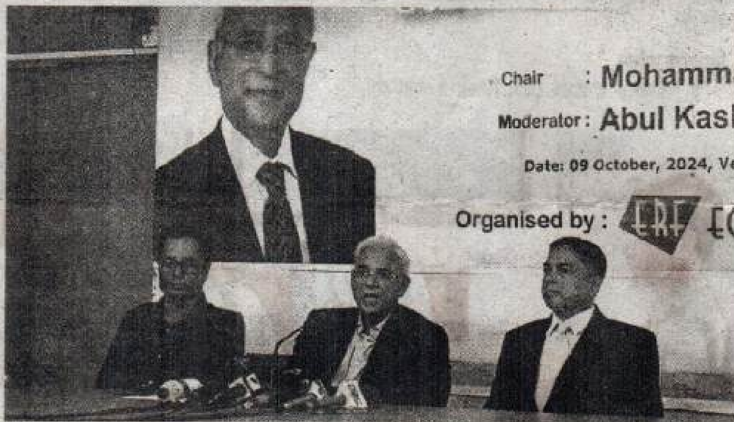

গতকাল বুধবার ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত বাংলাদেশের শিল্প খাতের ভবিষ্যৎ-বিষয়ক 'কনভারসেশন উইথ ইআরএফ মেম্বারস' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ইআরএফের সভাপতি রেফায়েতউল্লাহ্ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা বলেন, দেশে পোশাকশিল্পে অস্থিরতা তৈরির পেছনে অন্যদেশের ইন্ধন থাকতে পারে। তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে এই খাতে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। তপন চৌধুরী বলেন, 'বিভিন্ন সময় আমরা দেখছি, দেশে কিছু হলেই রাজনৈতিকভাবে পোশাক খাতকে ব্যবহার করা হয়। পুরো পোশাক খাতে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা হয়। অথচ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাকশিল্পের অবদান ৮০ শতাংশ। এ খাতে প্রায় ৪৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশ নারী। এতে দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান বাড়ছে।' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তপন চৌধুরী বলেন, 'দেশের তৈরি পোশাক খাতে অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে এখন বেশ কিছু ক্রেতা শ্রীলঙ্কায় চলে যাচ্ছেন। তারা আগে শ্রীলঙ্কারই ক্রেতা ছিলেন, কিন্তু তাদের (শ্রীলঙ্কা) অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে আমাদের দেশে চলে এসেছিলেন। এখন আমাদের এখানে অস্থিতিশীল হওয়ায় আবার ওখানে চলে যাচ্ছেন।' তিনি বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতে যে অস্থিতিশীলতা ছিল, কিছু পদক্ষেপ নেওয়ায় ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। আশা করছি, খুব শিগগিরই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত একটি নির্বাচনী রূপরেখা দেবে এমনটাই আশা করেন বলে জানান সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বিগত দিনে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা কাম্য ছিল না। এজন্য অন্তবর্তী সরকার এসেছে। তারা অল্প সময়ের জন্য থাকবেন। তাই তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা দ্রুত একটা নির্বাচনী রূপরেখা দেবেন। স্কয়ার গ্রুপের সিইও বলেন, 'দেশের ওষুধ শিল্পকারখানাগুলোতে বর্তমানে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। এ খাতে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করছি। তবে সরকারের সময় ক্ষেপণের কারণে ওষুধ শিল্প পার্কের কাজ শেষ হচ্ছে না। এই শিল্প পার্কের প্লটই এখন পর্যন্ত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগও দেওয়া হয়নি। ওষুধ শিল্প পার্ক চালু করতে পারলে এখানে উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে চাহিদার অনেকাংশ পূরণ সম্ভব হবে' বলে তিনি মনে করেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের পুঁজিবাজারে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও স্কয়ার টেক্সটাইল তালিকাভুক্ত হলেও নতুন করে তাদের গ্রুপের অন্য কোম্পানি শিগগিরই তালিকাভুক্ত হচ্ছে না। অতীতে তাদের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভালো লভ্যাংশ দিলেও এখন তা দেওয়া হচ্ছে না—বিনিয়োগকারীদের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমি বোর্ড সভায় উত্থাপন করব।' তপন চৌধুরী বলেন, 'আমাদের কাছে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব সময়ই তাদের বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখি।'

যুগান্তর
সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০২৪
২৯ আশ্বিন ১৪৩১

চট্টগ্রাম ইমপেরিয়াল কলেজ অব নার্সিং

দুই বছরে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় অধ্যক্ষ চাকরিচ্যুত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম ইমপেরিয়াল কলেজ অব নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে জোর করে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, মধ্যরাতে তার ৮ মাসের শিশুসহ ওই নারী শিক্ষককে কলেজের হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দুই বছরে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে এমন আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ডলি আক্তার। তিনি জানান, বুধবার নগরীর অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালে এ ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম ইমপেরিয়াল কলেজ অব নার্সিং ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম মেডিকেল ইউনিভার্সিটির (সিএমইউ) অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

ভুক্তভোগী বলেন, শারীরিক অসুস্থতায় ২১ সেপ্টেম্বর ইমপেরিয়াল হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক দিল আনজিজ বেগমের কাছে যান তিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারেন তিনি পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার পর থেকে নানাভাবে হেনস্তা করা শুরু করে। একপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ বিভাগে ডেকে নিয়ে কর্মকর্তারা বলেন, আপনি গত বছরও ৪ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন, এই বছরও আবার ছুটি নেবেন। এভাবে চলতে পারে না। বর্তমানে আপনার হাতে দুটি অপশন রয়েছে—আপনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে বিদায় হবেন, অন্যথায় আমরা আপনাকে টার্মিনেট করব। তিনি আরও জানান, পদত্যাগ না করায় ৯ অক্টোবর বিকালে কর্তৃপক্ষ তাকে মানবসম্পদ বিভাগে ডেকে নিয়ে পদত্যাগ করতে জোর করেন। তিনি পদত্যাগ করবেন না বলে জানান। তখন তাকে একটি চাকরিচ্যুতির নোটিশ ধরিয়ে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ কলেজ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র কলেজ সেক্রেটারির কাছে বুঝিয়ে দিয়ে কলেজ হোস্টেল ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেন। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ অমানবিকভাবে তাকে ওই দিনই মধ্যরাতে আট মাস বয়সি সন্তানসহ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কলেজের হোস্টেল থেকে বের করে নগরীর হোটেল পেনিনসুলায় রেখে আসে।

The Financial Express Thursday, October 10, 2024

Address unrest in RMG sector urgently

Square Group CEO tells ERF dialogue

FE REPORT

Tapan Chowdhury, former advisor to the caretaker government and CEO of Square Group, has emphasised on the urgent need for ensuring stability in Bangladesh's readymade garment sector as escalating unrest is driving away international buyers.

Speaking at a dialogue organised by the Economic Reporters Forum (ERF) on Wednesday, he said that ensuring a stable environment is imperative to safeguarding the industry and maintaining investor confidence.

The event, held at the ERF auditorium, was chaired by ERF President Refayet Ullah Mirdha and conducted by the organisation's General Secretary Abul Kashem.

Mr Chowdhury expressed concern that the ongoing labour unrest that has been persisting for nearly a month in the key apparel manufacturing hubs is prompting many foreign buyers to redirect their orders to other markets, notably Sri Lanka.

He noted that many of these buyers had previously relocated their orders from Sri Lanka to Bangladesh due to political instability there. However, the resurgence of similar issues in Bangladesh has led them to reverse their decision.

"Our company has also lost a significant number of work orders from major global brands, which are now sourcing from other countries to avoid the uncertainty here," he stated.

He added that the return of these brands is contingent upon the restoration of stability and a favorable business environment.

"The government must ensure stability in the sector through dialogue and effective management, as the consequences of a prolonged crisis could be devastating for the economy," Mr Chowdhury cautioned.

He emphasised that external forces could be influencing the unrest, which, combined with the sector's frequent use as a political tool, is exacerbating the situation.

Tapan Chowdhury

He warned that such instability could jeopardise the livelihoods of the approximately 4.5 million workers directly employed in the industry, the majority of them are women, and undermine one of the country's most vital economic pillars.

Despite the challenging circumstances, Mr Chowdhury acknowledged some improvement in the law-and-order situation in recent months and expressed optimism that the ongoing efforts by the interim government would restore stability.

He cited recent government interventions that have started to rebuild confidence, and he remains hopeful that the sector will recover its competitive edge.

On broader industrial challenges, Mr Chowdhury cautioned that Bangladesh's transition from Least Developed Country (LDC) status to a developing nation could present additional hurdles if not managed carefully.

He urged the government to advocate for an extension of LDC trade benefits to mitigate the impact of losing preferential access to key markets, which could have severe implications for the apparel industry and other export sectors.

The CEO of Square Group also discussed the company's strategic plans, saying that while Square is considering listing more of its subsidiaries on the stock market, it is proceeding cautiously due to the complexities of managing multiple publicly traded entities.

Regarding the pharmaceutical sector, Mr Chowdhury pointed to delays in setting up production units in the Active Pharmaceuticals Ingredients (API) Park due to the absence of adequate utility connections, particularly gas.

Mr Chowdhury, also the Managing Director of Square Pharmaceuticals, shared his perspective on drug pricing, underscoring the stringent regulatory oversight involved in setting prices, especially for oncology medications, which remain high due to the cost of imported APIs.

Touching on governance and corruption, Mr Chowdhury expressed support for government actions against unscrupulous business practices.

He noted that tackling corruption and fostering transparency would be instrumental in creating a conducive environment for sustainable industrial growth.

In a broader commentary on the political landscape, he called on political leaders to demonstrate responsible conduct, warning that power is transient and must be exercised in the nation's best interest.

He concluded by expressing hope that the interim government, with its focus on reform and positive change, would be able to navigate these challenges successfully and restore the confidence of international stakeholders in Bangladesh's industrial potential.

bdsmile@gmail.com

শোভন কাজ

THURSDAY OCTOBER 10, 2024
ASHWIN 26, 1431 BS
The Daily Star

Some RMG work orders shifted to other countries for unrest

Square Group CEO Tapan Chowdhury says in conversation with ERF members

STAR BUSINESS REPORT

Some garment work orders have shifted to competitor countries as a result of the recent spell of labour unrest in major apparel manufacturing belts across Bangladesh.

Renowned entrepreneur and garment exporter Tapan Chowdhury made the remark during a conversation with members of the Economic Reporters' Forum (ERF) at its office in Dhaka yesterday.

Chowdhury, chief executive officer of Square Group, said his company, which produces garment items for leading clothing brands, had seen a portion of work orders shift to other countries, especially Sri Lanka, as buyers want to avoid uncertainty and ensure smooth and timely supply of goods.

However, it is expected that these brands will return with a handful of work orders for his company and Bangladesh as a whole if stability and normalcy are restored.

Chowdhury, also managing director of Square Pharmaceuticals, said the law-and-order situation in major garment-producing areas is better now than it was during the initial days after the interim government was formed.

Replying to queries, he said Bangladesh's graduation from the group of Least Developed Countries (LDCs) should be postponed as the sudden erosion of the preferential trade benefits may present challenges for businesses.

He added that investors had delayed plans to set up industries in the Active Pharmaceutical Ingredients (API) Industrial Park in Gazaria of Munshiganj as gas connections were yet to be provided.

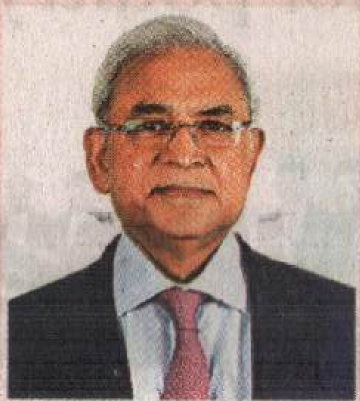

OBSERVATIONS

- Some garment work orders were shifted to other countries due to labour unrest
- LDC graduation needs to be delayed so that the country can enjoy preferential trade benefit for few more years
- Stability in garment industrial belts is being restored gradually
- It is expected that the incumbent government will bring some positive changes

He further said that Square Group plans to list more companies under the conglomerate on the stock markets if better opportunities arrive in the future, although he conceded they are now facing difficulties in managing their two listed companies.

"We are feeling very comfortable after a big change," he said regarding the political changeover and the business environment in the country.

"We are hopeful as the interim government's tenure is short and they want to bring a positive change. The advisers to the interim government are also saying that such an opportunity will not come again."

During a recent visit to the US to attend the United Nations General Assembly, chief adviser Prof Muhammad Yunus asked major clothing brands to source more garment items from Bangladesh, Chowdhury said.

The Square Group CEO also voiced his support for the action being taken by the interim government against corrupt businessmen.

He recalled how he was involved in the family business with his father, where he learned not just to manage day-to-day operations, but also the importance of values and ethics in running businesses.

Chowdhury also mentioned a few instances of how some leading pharmaceutical companies failed to survive due to their tendency to dodge taxes.

He said it was very unfortunate that the reforms adopted by the previous caretaker government were not continued by the immediate past government.

"I want to believe change will come. I hope the interim government will be successful. The political leaders should also know that power does not exist forever."

Although the textile and garment sectors are the biggest and most successful sectors in terms of contribution to the economy, employment generation and women empowerment, they have been facing some challenges due to labour unrest.

However, Chowdhury said the employees of Square are considered family members and this is the main strength of the company's values.

The workers, especially female workers, also have a huge contribution to the sector's success, he said.

"They spend their primes working in the garment sector and then contribute to their families, but it does not affect their productivity," he said, adding that female garment workers in Bangladesh are extremely disciplined.

"We want stability in the country. The decision of who will run the country will come through a vote," he added.

Large industries are investing in the heavy industrial sector and if the opportunity presents itself, Square Group also has plans to invest in large and heavy industries.

Since the county does not have a petrochemical industry, there is a lack of APIs.

Chowdhury added that the price of medicine is fixed through stringent consultation among regulators. As the drug administration monitors the process, companies cannot fix prices at will.

However, he said prices of oncology medicines are higher as most are imported.

সময়ের আলো
শনিবার। ১২ অক্টোবর ২০২৪

পোশাক শিল্পে অস্থিরতা কাম্য নয়

শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের পতনের পর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শ্রেণির নেতাকর্মী, মন্ত্রী, এমপি, সরকারি কর্মচারী, সাবেক বিচারপতি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার অনেকেই বৈধ বা অবৈধ পথে দেশ ছেড়েছেন। আবার অনেকে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে জনগণের সহযোগিতায় আটক হয়েছেন

ওয়াসিম ফারুক
গণমাধ্যম কর্মী

৫ আগস্টের পর অনেক পোশাক শিল্পের মালিক পলাতক এবং আন্দোলনের সময় কারখান বন্ধ থাকায় অনেক কারখানার মালিকই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ঠিকভাবে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট অনেক মালিক বর্তমান সরকারকে বিপাকে ফেলানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই চাচ্ছে কোনো না কোনো ছুতো তুলে শ্রমিক অসন্তোষের মাধ্যমে একদিকে দেশকে অস্থির করা অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করা। তাই শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট অনেক মালিক ইচ্ছাকৃতভাবেই শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করছেন না। অন্যদিকে তাদের অবৈধ আয়ের একটি অংশ খরচ করে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করতেও দ্বিধা করছেন না

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে পতন ঘটে আওয়ামী সরকারের। শেখ হাসিনা আশ্রয় নেন ভারতে। শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের পতনের পর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শ্রেণির নেতাকর্মী, মন্ত্রী, এমপি, সরকারি কর্মচারী, সাবেক বিচারপতি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার অনেকেই বৈধ বা অবৈধ পথে দেশ ছেড়েছেন।

আবার অনেকে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে জনগণের সহযোগিতায় আটক হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন কেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরে শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব রুহুল আমিনকে পর্যন্ত পালাতে হলো? পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ও তার দোসররা বিদেশে পালিয়ে গিয়ে কি শুধু নামাজেই ব্যস্ত থাকবেন নাকি বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে নানা কূটচাল আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন? শেখ হাসিনা ও তার দোসররা বিদেশে অবস্থান করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে যত ধরনের ষড়যন্ত্র সম্ভব সবই করে যাবেন। তারা চাইবেন এসব ষড়যন্ত্রে সফল হতে আর ষড়যন্ত্রকে সার্থক করার জন্য পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের হাতে আছে দেশের লুণ্ঠিত লাখ লাখ কোটি টাকা। আমাদের দেশে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হলো–টাকা হলে বাঘের চোখও মিলে।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনের পর দেশের ভেতর থাকা একটি বিশেষ গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন এলাকায় শিল্প কারখানায় হামলা লুটপাট-অগ্নিসংযোগ শুরু করে। যার ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। কোথাও কোথাও এই সহিংসতার মাত্রা অনেকটাই ব্যাপক। এই সহিংসতা থেকে বাদ পড়েনি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম খাত পোশাক শিল্পের কারখানা।

৫ আগস্টের পর থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সচিবালয়ে, কেউবা আবার শাহবাগে আর আমাদের পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়াসহ পোশাক শিল্প অধ্যুষিত এলাকা নিজেদের দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে দখল করে আছে। প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো এলাকায় নানা দাবিতে সড়ক অবরোধের সঙ্গে কারখানা ভাঙচুরসহ নানা সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছেন পোশাক শিল্পে শ্রমিক ও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া বহিরাগতরা।

আমাদের পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দাবি শতভাগ যৌক্তিক। তবে তাদের দাবি আদায়ের যে সহিংস পন্থা তারা বেছে নিয়েছেন তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলন ও সহিংসতার প্রতিদিনই গাজীপুর, সাভার বা আশুলিয়া এলাকার অনেক কারখানাই বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সহিংসতা এমন পর্যায়ে চলে গেছে গত ৩০ সেপ্টেম্বর আশুলিয়ার টঙ্গিবাড়ী এলাকায় শ্রমিক ও যৌথ বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে কাউসার হোসেন খান নামে একজন পোশাক শ্রমিক নিহত ও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। যা কোনোভাবেই কাম্য ছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন কেন এই মুহূর্তে আমাদের পোশাক শিল্পে এমন অস্থিরতা আর এর পেছনে ইন্ধন-ই বা কাদের?

গত দেড় দশক ধরেই পোশাক কারখানাগুলোতে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের অনেকটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। দাবি-দাওয়া উত্থাপনে শ্রমিকদের মধ্যে একটি ভয়ের সংস্কৃতি কাজ করত। এখন সরকার পরিবর্তনের পর শ্রমিকরা নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পথ হিসেবে এই আন্দোলনকে বেছে নিয়েছেন। কথা বলতে শুরু করেছেন নিজের দাবি নিয়ে। এ ছাড়া আমাদের পোশাক শিল্পের দিকে দেশি ও বিদেশি শকুনের চোখ দীর্ঘদিনের। যেকোনো মূল্যে তারা চায় বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের ধ্বংস। কারণ এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে আমাদের অর্থনৈতিক চাকা। সাম্প্রতিক সময়ে পোশাক শিল্পের নৈরাজ্যের পেছনে বিশেষ ইন্ধন রয়েছে সাবেক সরকারের সুবিধাভোগী পোশাক কারখানার কিছু মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা, ঝুট ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বিএনপির নতুন নেতাকর্মীদের।

গত ৫ আগস্টের পর অনেক পোশাক শিল্পের মালিক পলাতক এবং আন্দোলনের সময় কারখান বন্ধ থাকায় অনেক কারখানার মালিকই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ঠিকভাবে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট অনেক মালিক বর্তমান সরকারকে বিপাকে ফেলানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই চাচ্ছে কোনো না কোনো ছুতো তুলে শ্রমিক অসন্তোষের মাধ্যমে একদিকে দেশকে অস্থির করা অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করা। তাই শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট অনেক মালিক ইচ্ছাকৃতভাবেই শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করছেন না।

অন্যদিকে তাদের অবৈধ আয়ের একটি অংশ খরচ করে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করতেও দ্বিধা করছে না। সেই সঙ্গে বিভিন্নভাবে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের নেতারা বিদেশে বসে বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থান করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে নানা কূটচাল চালছেন। তার প্রমাণ বিভিন্ন সময়ে ফাঁস হওয়া শেখ হাসিনার ফোনে আলাপ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মদদপুষ্ট একজন সাবেক এমপি, যিনি দেশের বৃহৎ পোশাক শিল্পে বর্তমান অরাজক পরিস্থিতির উসকানিদাতা হিসেবে শোনা যাচ্ছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসল। হাজারো প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসকের অবসান ঘটিয়ে মুক্তির শ্বাস গ্রহণ করছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তিরা চাইবে যেকোনো মূল্যে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে। আর আমাদের পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার। আজও তারা তাদের শ্রমের মূল্য তো ঠিকভাবে পায়ই না, এমনকি নিত্যপণ্যের অসহনীয় দামে দুই বেলা মুখের অন্ন জোগানোই মুশকিল। তাই বর্তমান সরকারের উচিত হবে, আমাদের পোশাক শিল্পকে রক্ষার্থে শ্রমিকদের সব যৌক্তিক দাবি দ্রুত মেনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা, সেই সঙ্গে যাদের ইন্ধনে পোশাক শিল্পে আজকের এই অস্থির অবস্থা, তাদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার : অচলাবস্থা কাটবে কি?

আশেপাশে চারপাশে

চপল বাশার

ধারণা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রায় ১৮ হাজার কর্মী চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার পরও আর মালয়েশিয়া যেতে পারবেন না। কারণ কর্মীদের মালয়েশিয়া যাওয়ার সর্বশেষ নির্ধারিত সময় ছিল এ বছরের ৩১ মে। সেই সময়ের মধ্যে তারা বিমানের টিকিট পাননি আদম ব্যাপারি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ায় মালয়েশিয়া জানিয়ে দেয়, ১৮ হাজার কর্মীকে তারা আর ঢুকতে দেবে না। সেই অনিশ্চয়তা আর অচলাবস্থার অবসান অবশেষে হয়েছে বলে মনে হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এ সময় তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলাদেশের ১৮ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়ায় নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ

আনোয়ার ইব্রাহিমের সফরটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দুপুর ২টায় তিনি ঢাকায় পৌঁছান। ঢাকা ত্যাগ করেন সন্ধ্যা ৭টায়। সময়ের হিসাবে তার ঢাকায় অবস্থান ছিল মাত্র পাঁচ ঘণ্টা। এ অল্প সময়ে তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন, যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন। সংক্ষিপ্ত বা ঝটিকা সফর, যাই বলা হোক না কেন, মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশের জন্য ফলপ্রসূ।

২০১৩ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নজীব রাজাকের বাংলাদেশ সফরের ১১ বছর পর সেদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এলেন। একাত্তরে স্বাধীনতার পরপরই মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকেই দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি সেদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদের শাসনামলে উভয় দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ডা. মাহাথিরের উদ্যোগেই সেদেশে বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ শুরু হয় এবং প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক মালয়েশিয়ায় যেতে থাকেন। বাংলাদেশের শ্রমিকদের সেদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সেদেশের বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের আট লাখ কর্মী কর্মরত রয়েছেন।

বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মালয়েশিয়ায় জনশক্তির চাহিদা আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। আশির দশকের শুরুতে সেদেশে ব্যাপক শিল্পায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবং নির্মাণকাজের জন্য শ্রমশক্তির চাহিদাও বাড়ে। বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় শ্রমশক্তি রপ্তানিও অনেক বেড়ে যায়। প্রতিবছর লাখ লাখ শ্রমিক তখন মালয়েশিয়ায় গেছেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য।

কর্মীদের যাত্রা বিঘ্নিত বারবার

কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিকদের মালয়েশিয়া যাওয়া বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। এদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি তথা আদম ব্যাপারিদের অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য মালয়েশীয় সরকার অসন্তুষ্ট হয়ে মাঝেমাঝেই বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দিত। এমনটা ঘটেছে ব্যাপকভাবে ২০০৯, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে। সে সময় বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য। সরকারের উচ্চমহলের চেষ্টা ও দেন-দরবারে মালয়েশিয়ার বন্ধ দুয়ার আবার খুলেছে। কিছুদিন সবকিছু ঠিকঠাক চলেছে, কিন্তু আবার বন্ধ হয়েছে অসাধু আদম ব্যাপারিদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে।

সেই একই কারণে এ বছরের ১ জুন থেকে মালয়েশিয়া শ্রমবাজারের দুয়ার বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশের জন্য। শুক্রবারে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে আনোয়ার ইব্রাহিমের আলোচনার পর বোঝা গেল বরফ গলেছে। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, 'তার সরকার সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রথম ধাপে ১৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিকের মালয়েশিয়া যাওয়ার

> সরকার নির্ধারণ করেছিল মালয়েশিয়া যেতে একজন কর্মীর সর্বাধিক ৭৯ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এজেন্সিগুলো শ্রমিকদের কাছ থেকে মাথাপিছু পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা আদায় করেছে। মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মী বা শ্রমিকরা এ টাকা সংগ্রহ করেছে নিজের বা পরিবারের জমি-বসতভিটা বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে। অনেকে এনজিও বা সমিতির কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করেছে। এরপরও চূড়ান্ত ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও ১৮ হাজার কর্মী যেতে পারেননি আদম ব্যাপারিদের দুর্নীতি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে।

বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগ দেবে।' প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার ইব্রাহিম আরও বলেছেন, 'আমরা পুরো ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমাদের শ্রমিক দরকার, তাদের আধুনিক দাস হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তারা বাংলাদেশ বা অন্য যেখান থেকেই আসুক না কেন।' তিনি অবশ্য বাংলাদেশকে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি বা বিদেশি কারও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় না দেওয়ার আহ্বানও জানান।

মালয়েশিয়ার শর্ত কী

আনোয়ার ইব্রাহিম যা বলেছেন, তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, মালয়েশিয়া এ মুহূর্তে ১৮ হাজার শ্রমিককে সেদেশে যেতে দিচ্ছে না। তিনি বলেছেন, 'সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে।' শর্তগুলো কী আমরা জানি না। তবে অনুমান করতে পারি মালয়েশিয়া এবার শক্ত অবস্থান নিয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে মালয়েশিয়া আগে থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে। মালয়েশিয়া চায় এখান থেকে শ্রমিক যাওয়ার ব্যাপারে সব ক্ষেত্রে যেন স্বচ্ছতা থাকে। কিন্তু তা থাকেনি। সেটা এবার মে মাসে প্রমাণ হয়ে গেছে। হাজার হাজার শ্রমিক মালয়েশিয়া থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিমানবন্দরে গিয়ে দেখে তাদের জন্য কোনো ফ্লাইট নেই, উড়োজাহাজের টিকিটও নেই। আদম ব্যাপারিরাও নেই। এ ধরনের অমানবিক আচরণ কারও কাম্য নয়। এসব বিষয় যাদের দেখার কথা, সেই সরকারি আমলাদেরও পাওয়া যায়নি। ফলে ১৮ হাজার শ্রমিক সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছেন। এসব কি আনোয়ার ইব্রাহিম বা মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ জানেন না? ভালোভাবেই জানেন।

আনোয়ার ইব্রাহিম আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের শ্রমিক দরকার, তাদের আধুনিক দাস হিসাবে গণ্য করা যাবে না।' মেহনতি মানুষ যারা সবকিছু বিক্রি করে, ধারদেনা করে আদম ব্যাপারিদের লাখ লাখ টাকা দেন বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার জন্য, তারা দেশে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার পান। বিদেশে কর্মস্থলে গিয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকদের কাছ থেকে একই আচরণ ও ব্যবহার পান। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। আনোয়ার ইব্রাহিম একটি অমানবিক সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন।

আদম ব্যাপারিদের জুলুম

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা 'ছিনতাই' করে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যাক। সরকার নির্ধারণ করেছিল মালয়েশিয়া যেতে একজন কর্মীর সর্বাধিক ৭৯ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এজেন্সিগুলো শ্রমিকদের কাছ থেকে মাথাপিছু পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা আদায় করেছে। মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মী বা শ্রমিকরা এ টাকা সংগ্রহ করেছে নিজের বা পরিবারের জমি-বসতভিটা বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে। অনেকে এনজিও বা সমিতির কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করেছে। এরপরও চূড়ান্ত ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও ১৮ হাজার কর্মী যেতে পারেননি আদম ব্যাপারিদের দুর্নীতি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে।

আনোয়ার ইব্রাহিমের আশ্বাস অনুযায়ী উল্লিখিত ১৮ হাজার শ্রমিক সরকারি হস্তক্ষেপে এবার হয়তো মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন। কিন্তু বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে আদম ব্যাপারিদের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অবহেলার অবসান হওয়া দরকার। বিদেশে কাজ করতে যারা যায়, তারাই প্রবাসী। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়, অর্থনীতি সচল রাখতে মূল্যবান অবদান রাখে। কিন্তু প্রবাসী কর্মজীবী মানুষ কি সঠিক মর্যাদা পাচ্ছেন? প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি দেশে-বিদেশে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হয়, এ অভিযোগ কি মিথ্যা?

শ্রমিক পাঠাতে সংস্কার জরুরি

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সব ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। বিদেশে শ্রমিকদের পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট আমলাদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোনো সংস্কার কি সম্ভব নয়? যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে আদম ব্যাপারিদের জুলুম ও সরকারি আমলাদের অবহেলা থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা রেহাই পাবেন। তারা যদি সরকার নির্ধারিত খরচে কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই নিরাপদে বিদেশে গিয়ে কাজ করতে পারেন, তাহলে রেমিট্যান্স বাড়তে থাকবে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে আরও অবদান রাখবে।

চপল বাশার : সাংবাদিক, লেখক
basharbd@gmail.com

সমকাল সোমবার । ১৪ অক্টোবর ২০২৪

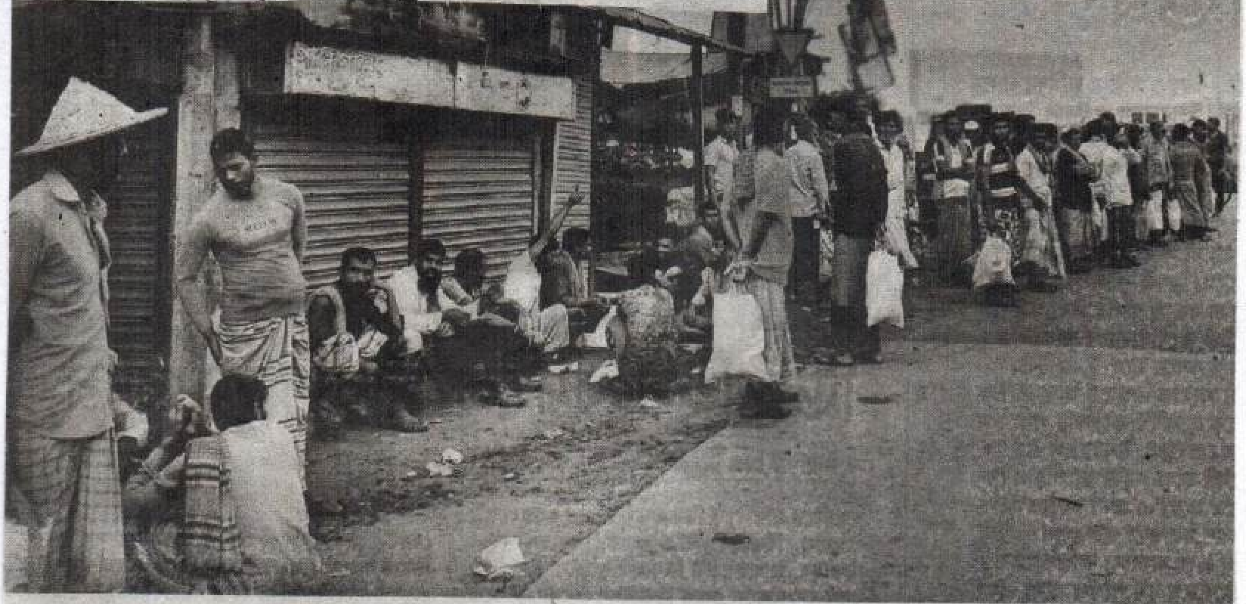

সিরাজদীখানের নিমতলা হাটে কাজের জন্য সমবেত শ্রমিকের একাংশ। রোববার সকালের ছবি ● সমকাল

কাজের আশায় দর কষাকষি

■ সিরাজদীখান (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজদীখান

শ্রম বিক্রির হাটে প্রতিদিন আসেন উত্তরবঙ্গের শত শত শ্রমিক

রাজধানীর সন্নিকটে অবস্থিত মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখানের খ্যাতি আলুর উপজেলা হিসেবে। উপজেলার বিস্তীর্ণ জমিতে কার্তিক মাসের শুরু থেকে শুরু হয় আলুর আবাদ। বছরের কয়েক মাস ধরে আলু রোপণ ও উত্তোলনে ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয় ১৪টি ইউনিয়নে। এ জন্য মানুষের শ্রম বিক্রির হাট বসে বিভিন্ন বাজার ও বাসস্ট্যান্ডে। এসব হাটে প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত দর কষাকষি করে কেনাবেচা হয় মানুষের শ্রম। হাটগুলোতে কেউ বিক্রি হন সাত দিনের জন্য, কেউবা এক মাসের জন্য। অনেকে আরও বেশি দিনের জন্যও বিক্রি হন।

সিরাজদীখানে আলু বপন, পরিচর্যা, উত্তোলন থেকে হিমাগারে পৌঁছানো পর্যন্ত শ্রমিকের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সেই চাহিদা মেটাতে দেশের উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলার মানুষ ছুটে আসেন জীবিকার তাগিদে।

গতকাল রোববার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলায় দেখা যায়, শ্রম বিক্রির হাটে শত শত পুরুষের জটলা। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৬টা। শ্রমিক বা দিনমজুররা কাজের আশায় সেখানে এসেছেন।

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর থেকে আসা তাইবুর হোসেন (৩৫) বলেন, বর্তমানে তাদের গ্রামের বাড়িতে কোনো কাজকর্ম নেই। তাই কাজের সন্ধানে একই এলাকার পাঁচজনের সঙ্গে এই হাটে এসেছেন। এক আলুচাষির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। চাষি তাইবুর ও তাঁর সঙ্গীদের এক মাসের জন্য নিতে চান। এ জন্য দিনপ্রতি ৫০০ টাকা করে দিতে রাজি হয়েছেন।

কুড়িগ্রামের রৌমারী থেকে আসা সুজন মিয়া (৪০) বলেন, 'কৃষিকাজই আমাদের আয়ের একমাত্র মাধ্যম। এই সময়টাতে আমাদের ওখানে কোনো কাজ থাকে না। তাই সিরাজদীখানে এসেছি।' কয়েকজনের সঙ্গে সুজনের দর কষাকষি চলছে। দু'পক্ষের হিসাব মিললেই কাজে যাবেন তিনি।

সামান্য সময়ের জন্য শ্রম বিক্রির এই হাট নিমতলা ছাড়াও বসে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ইছাপুরা চৌরাস্তা, বালুচর বাজারসহ আরও কয়েকটি জায়গায়। আলু তোলা থেকে অন্যান্য ফসলের কাজেও এই মৌসুমি শ্রমিকদের দরকার স্থানীয় চাষিদের। পারিশ্রমিকে মিললেই শ্রমিকরা ছোটেন ফসলের মাঠে।

ইমামগঞ্জ এলাকার আলুচাষি মনোয়ার হোসেনের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিনিধির। তিনি জমিতে আলু রোপণের জন্য উত্তরবঙ্গের শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এলাকায় শ্রমিক সংকট, তাই নিমতলায় এসেছি। আলুর জমি প্রস্তুত করার জন্য ১০ জন শ্রমিক নিয়েছি।' থাকা ও খাওয়াসহ দিনে প্রতিজনকে ৫০০ টাকা দিতে হবে।

ইছাপুরার আলুচাষি ইসমাইল মিয়া বলেন, একজন শ্রমিক দিনে ৪০০-৬০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান। ইছাপুরা চৌরাস্তা থেকে ৬ জন শ্রমিককে নিয়েছেন। তাদের আলু বপনের কাজে লাগাবেন। থাকা-খাওয়াসহ দিনপ্রতি ৫০০ টাকা করে প্রত্যেককে দিতে হবে।

সিরাজদীখান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবু সাঈদ শুভ্র বলেন, উপজেলার বিভিন্ন হাটে দেশের নানা এলাকার শ্রমিক প্রতিদিন কাজের সন্ধানে আসেন। গত বছর সিরাজদীখানে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে আলু আবাদ হয়েছিল।' ওই বছর আলুর ভালো দাম মিলেছিল। চলতি বছর আলু আবাদ বাড়তে পারে।

সমকাল সোমবার । ১৪ অক্টোবর ২০২৪

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর সুপারিশ ৩ যুক্তিতে

▶ মাঝবয়সে তারা নতুন কিছু দিতে পারবেন না– মত বিরোধীদের

■ সাব্বির নেওয়াজ

তিন যুক্তিতে সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়স বাড়ানোর সুপারিশ করেছে সাবেক সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটি। তারা ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর ও মেয়েদের ৩৭ বছর করার সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। যে তিনটি কারণ চাকরিতে ঢোকার বয়স বাড়ানোর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে তা হলো, মহামারি করোনাকাল, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনীতির ক্ষত এবং নিকট অতীতে রাজনৈতিক কারণে বহু প্রার্থীর চাকরির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারা।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল সরকার। গত সপ্তাহে এ কমিটি তাদের সুপারিশ জমা দিয়েছে। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোখলেস উর রহমান। সদস্য হিসেবে ছিলেন সাবেক যুগ্ম সচিব কওছার জহুরা, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ইকবাল ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে পদোন্নতি পেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব) সাইফুল ইসলাম।

চাকরিতে আবেদনের বয়স বাড়ানোর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর সুপারিশ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সুপারিশের যুক্তি হিসেবে প্রধান তিনটি কারণ উল্লেখ করেছে কমিটি। প্রথমত, করোনা মহামারিতে সরকারি চাকরির নিয়োগ বন্ধ ছিল। এই ক্ষতি পোষাতে গত সরকার বয়সে ছাড় দিলেও আটকে থাকা নিয়োগে তেমন গতি ছিল না। নতুন নিয়োগের উদ্যোগও ছিল কম। দ্বিতীয়ত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় গত সরকার দেশের অর্থনীতি নিয়ে সমস্যায় ছিল। ফলে চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে এসেছিল। তৃতীয়ত, গত সরকারের মামলা-হামলার কারণে অনেক ছাত্র সংগঠনের হাজারো শিক্ষার্থী ঠিক সময়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারেননি। ফলে তারা চাকরি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি।

জানা গেছে, বয়স বাড়ানোর বিষয়ে তৃতীয় কারণটিই কমিটির কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। কমিটি সূত্র জানায়, রাজনৈতিক বিভিন্ন মহলের সুপারিশও ছিল চাকরির আবেদনের বয়স বাড়ানোর জন্য। বিগত দিনে বিরোধী দলগুলো ও তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা সরকারি দল ও পুলিশের হামলা-মামলার কারণে নিজ বাড়িঘরেই থাকতে পারেননি। বয়স ৩০ পার হয়ে গেলেও অনেকে সরকারি চাকরিতে আবেদন করা সুযোগ হারান। রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত সেই সব প্রার্থীর অধিকারের বিষয়টিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বয়স বাড়ানোর বিষয়টি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। এ সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা করে নেওয়া হতে পারে। তাছাড়া চাকরির বয়স বাড়ানো হলে অনেক আইন-বিধি সংশোধন করতে হবে। তাই আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও বৈঠক করতে হবে। তাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি ওঠানোর আগে হয়তো আইনি দিকগুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত করতে আরও অনেক উদ্যোগ নিতে হবে।

তবে কমিটির সুপারিশ গণমাধ্যমে আসার পর এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একটি পক্ষ এই সুপারিশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেশনজটের কারণে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে বয়স ২৭-২৮ পেরিয়ে যায়। সুপারিশের বিরোধিতাকারীদের যুক্তি হলো, তারুণ্য পেরিয়ে মাঝবয়সে চাকরিতে এসে এই চাকরিজীবীরা দেশকে আর নতুন কিছু দিতে পারবেন না। তারা বলেন, একটি বিসিএস শেষ হতে আড়াই থেকে তিন বছর লাগে, তাহলে ৩৫ বা ৩৭ বছর বয়সে আবেদন করে আসতে তারা ৪০ বছরে এসে চাকরিতে যোগ দেবেন।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩০ বছর। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য তা ৩২ বছর। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএস) ও ডাক্তারদের আবেদনের বয়সসীমা ৩২ বছর। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতায় ঢোকার বয়স ৩৫ বছর। আগে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ছিল ২৭ বছর। ১৯৯১ সালে তা বাড়িয়ে ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়। সরকারি চাকরিজীবীরা বর্তমানে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করেন। এর পর অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (পিআরএল) যান। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য এ বয়স ৬৫। উচ্চ আদালতের বিচারকরা ৬৭ বছর পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। আগে সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স ছিল ৫৭ বছর পর্যন্ত। ২০১১ সালে বয়স দুই বছর বাড়িয়ে ৫৭ থেকে ৫৯ করা হয়।

খুশি আন্দোলনকারীরা

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে এক যুগ ধরে আন্দোলন করছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে বয়স ৩০ পেরিয়ে যাওয়া এসব চাকরিপ্রত্যাশী দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করলেও, তাতে সরকারের সাড়া মিলছিল না। 'চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদ' নামের সংগঠনের ব্যানারে তারা নানা কর্মসূচি পালন করছিলেন। কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে তারা বিগত সরকারে সময়ে পুলিশের লাঠিপেটারও শিকার হয়েছেন। বয়স বাড়ানোর সুপারিশে তারা খুশি।

এই পরিষদের আহ্বায়ক শরিফুল হাসান শুভ সমকালকে বলেন, সুপারিশে আমরা খুশি। বিশ্বের ১৬২টি দেশে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ বছর, কোনো কোনো দেশে তা উন্মুক্ত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশেগুলোর মধ্যে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যভেদে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩২-৪৫ বছর, মালদ্বীপে ৪৫ বছর, শ্রীলঙ্কায় ৩৫ বছর, নেপালে ৩৫ বছর, আফগানিস্তানে ৩৫ বছর। শুধু বাংলাদশ ও পাকিস্তানেই চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩০ বছর।

আন্দোলনের মুখপাত্র খাদিজা খাতুন মুক্তা বলেন, দেশে এখন ২৬ লাখ বেকার। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বয়সসীমা পার করায় চরম হতাশায় ভুগছেন। বয়সের কারণে অর্জিত সনদ অকেজো হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। তাই ৩৫ বয়স ঠিক আছে।

জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মত

সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ মিয়া সমকালকে বলেন, ঢালাওভাবে চাকরিতে আবেদনের বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সমর্থন করি না। অষ্টম শ্রেণি থেকে এইচএসসির পর যেসব সরকারি চাকরি পাওয়া যায়, সেগুলোর জন্য ১৮ বছর বয়সেই যোগ্যতা অর্জন করেন শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ বিদ্যমান বয়সসীমায় এসব শ্রেণির চাকরিপ্রার্থী প্রায় ১২ বছর সময় পান। এ ধরনের চাকরি পাওয়ার জন্য ১৮-১৯ বছর সুযোগ থাকা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

তিনি বলেন, সরকারি চাকরির জন্য লাখ লাখ আবেদন হয়। বয়স বাড়ালে সেই সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে। দীর্ঘ মেয়াদে এ ঝামেলা সামাল দেওয়া কঠিন হবে। উচ্চতর গ্রেডে চাকরির ক্ষেত্রে আগামী দুই-তিনটি বিসিএসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার এই বয়সসীমা বিবেচনা করতে পারে। এর চেয়ে বেশি সময় বিবেচনা করা উচিত হবে না।

তার ভাষ্য, যা করার ভেবেচিন্তে করতে হবে। একবার বয়স বাড়িয়ে দিলে তা আর কমানো যাবে না। আগামী ২৫-৩০ বছর পরের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাবেক একজন সচিব সমকালকে বলেন, কোনোভাবেই সরকারি চাকরির বয়স বাড়ানো উচিত হবে না। সরকারি চাকরির পরীক্ষা মেধাভিত্তিক। যার মেধা আছে সে ৩০ বছরের মধ্যেই চাকরিতে চলে আসবে। পিএসসি সম্প্রতি সংসদে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তাতে দেখা গেছে, সর্বশেষ বিসিএসগুলোয় যারা চাকরি পেয়েছে, তাদের ৯০ শতাংশের বয়স ২৮ বছরের মধ্যে। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে ৩০ হলো আবেদনের বয়স। একটা বিসিএস শেষ করতে দুই থেকে আড়াই বছর লাগে। তাই চাকরি প্রার্থী অনেকে মূলত ৩২-৩৩ বছরে চাকরি পায়। তিনি বলেন, ভারতে চাকরির আবেদনের বয়স ৩২ নির্ধারণ থাকলেও টেকনিক্যালি তা ২৬। কারণ সেখানে তিনবারের বেশি কেউ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারে না।

বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের এক শীর্ষ নেতা বলেন, সরকারি চাকরিতে স্বাভাবিকভাবে পেনশনযোগ্য হতে অন্তত ২৫ বছর চাকরির বয়স হতে হয়। তাই সরকার যদি প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অবসরের বয়সসীমা বাড়াতে হবে।

তবে কমিটির সূত্র জানায়, তাদের শুধু চাকরিতে আবেদনের বয়স পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কার্যপরিধিতে অবসরের বয়স বাড়ানোর সুপারিশ করার সুযোগ ছিল না।

আশপাশের দেশে চাকরিতে প্রবেশের বয়স কত

পাশের দেশ ভারতে রাজ্যভেদে ও চাকরির ধরন অনুযায়ী আবেদনের বয়সসীমা ভিন্ন। তবে প্রশাসনিক চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪২ বছর। আবার অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৩৫ বছর।

শ্রীলঙ্কায় আগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ৩৫ বছর। ২০২০ সালে দেশটিতে বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ৪০ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারেন শ্রীলঙ্কানরা। নেপালে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩৫ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে আবেদনের সুযোগ রয়েছে। তবে নারী ও প্রতিবন্ধীরা ৪০ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন।

অবশ্য পাকিস্তানে বাংলাদেশের মতোই সরকারি চাকরিতে বয়সের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর। বিশেষ কোটার ক্ষেত্রে ৩২ বছর বয়সীরাও পাকিস্তানে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার সুযোগ পান।

তিন দিনের মধ্যে চাকরিতে প্রবেশের বয়স নিয়ে প্রজ্ঞাপনের আলটিমেটাম

পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন জারির জন্য সরকারকে তিন দিন সময় বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এ সময়ের মাঝে প্রজ্ঞাপন জারি না করা হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। গতকাল রোববার আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে এ হুঁশিয়ারি দেন।

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৬ আশ্বিন ১৪৩১, ১১ অক্টোবর ২০২৪

দুর্গাপূজায় চা-বাগান শ্রমিকরা পাচ্ছেন উৎসব বোনাস

■ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। পূজা উপলক্ষ্যে চা-বাগানের শ্রমিকদেরও চুক্তি মোতাবেক বিভিন্ন হারে বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। তবে গেজেট ও শ্রম আইনে শ্রমিকরা সমান হারে উৎসব বোনাস পাওয়ার কথা থাকলেও চা-শ্রমিকদের কর্মে উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। উৎসব বোনাস প্রদানে বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিকরা। চা-বাগানে শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন হারে বোনাস প্রদান করায় অনেকেই দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসব পালন করতে পারবেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন।

জানা যায়, চা-শ্রমিকদের মজুরি ১২০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দৈনিক ১৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী চা-শ্রমিকদের বার্ষিক বোনাস ৯ হাজার ২৮২ টাকা। এর মধ্যে দুর্গাপূজায় ৬০ শতাংশ হিসাবে ৫ হাজার ৫৬৯.২০ টাকা এবং অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ ৩ হাজার ৭১২.৮০ টাকা উৎসব বোনাস পাওয়ার কথা থাকলেও শ্রমিকরা সমান হারে উৎসব বোনাস পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন। তারা কর্মে উপস্থিতির ওপর ভিন্ন ভিন্ন হারে বোনাস পাচ্ছেন।

ডানকার্স বাত্রার্সের শমশেরনগর চা-বাগানের শ্রমিক সতরাম রবিদাস বলেন, দুর্গাপূজায় ৫ হাজার ৫৬৯.২০ টাকার স্থলে তিনি বোনাস পেয়েছেন মাত্র ২ হাজার ৩০০ টাকা। চন্দন রবিদাস পেয়েছেন ১ হাজার ১১৩ টাকা, সবুজ বাউরী, সোহেল উরিয়া ও শংকর রবিদাস পেয়েছেন ১ হাজার ১০০ টাকা হারে। চা-বাগান শ্রমিকরা জানান, দৈনিক মাত্র ১৭০ টাকা মজুরিতে বর্তমান বাজারদরে যেখানে দু'বেলা ডাল-ভাত জুটানো দায়, সেখানে এই টাকায় পূজার আনন্দ-উৎসব করা তো দূরের কথা। তার ওপর চা-বাগান কর্তৃপক্ষ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উৎসব বোনাস প্রদানেও ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করছেন।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমঙ্গলস্থ বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম বলেন, চা-শ্রমিকদের বোনাসের বিষয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। তাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উৎসব বোনাসে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতির বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে। চা-বাগানে উৎসাহ বোনাসের নিয়ম নেই। ফলে শ্রমিকরা সে হারেই বোনাস পাচ্ছেন। তবে আইনের কোথাও এরকম নেই। ইউনিয়নের চুক্তি অনুযায়ী তাদের বোনাস প্রদান করা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৪ অক্টোবর ২০২৪

শিল্পাঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১৬

সাভারের আশুলিয়া

সাভার সংবাদদাতা ▷

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় তৈরি পোশাক কারখানায় অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্প খাতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।

এ ছাড়া আশুলিয়ায় পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ। এর আগে শনিবার রাতে আশুলিয়ার কাঠগড়া, আমতলা, মণ্ডলপাড়া ও জিরাবো এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শিল্প খাতে অস্থিতিশীলতা তৈরির ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন রাফিজুল মিয়া (২২), জিল্লুর রহমান (২০), জনি হাওলাদার (২২), ওয়াসিম হোসেন (২৫), মো. লিমন মণ্ডল (২০), আরিফুল ইসলাম (২৫), নাজমুল হুদা ওরফে আলাল (২৪), মনোয়ার হোসেন (২৫), রাকিব হাসান মুক্তা (৩৩), আসিফ হাওলাদার (২১), আব্দুস সালাম (২৯), মঞ্জুর হোসেন (২২), রাকিব হোসেন (২৮), আব্দুর রহমান (৩৫), আজমী তালুকদার (১৯) ও হানিফ খান (৪৫)।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা বেশ কিছুদিন ধরে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানা ভাঙচুর, শ্রমিকদের মারধর এবং বিশৃঙ্খলা করাসহ শিল্পাঞ্চলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। যৌথ বাহিনীর চলমান অভিযানে শনিবার রাতে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে।

আশুলিয়া থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, তৈরি পোশাক কারখানায় অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্প খাতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগে ১৬ জনকে এবং পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলা করায় দুজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে রবিবার দুপুরে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া শিল্প খাতে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে।

কারখানায় ভাঙচুর-মারধরের দুই মামলায় আসামি সহস্রাধিক

তিন কোটি টাকার ক্ষতি

সাভার সংবাদদাতা ▷

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কারখানায় ভাঙচুর, লুটপাট, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মারধরসহ হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ১৩৯ জন শ্রমিকের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা প্রায় এক হাজার জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে ক্ষতিগ্রস্ত দুই কারখানা কর্তৃপক্ষ। গতকাল রবিবার সকালে থানায় হাজির হয়ে মামলা দুটি করেছেন আশুলিয়ার কাঠগড়া আমতলা এলাকায় অবস্থিত ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার সহকারী ম্যানেজার (অ্যাডমিন) সুজাত মল্লিক এবং দুর্গাপুর মণ্ডলবাড়ি এলাকায় অবস্থিত ফিউচার ক্লোদিং লিমিটেড কারখানার ম্যানেজার (এইচআর অ্যাডমিন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) এনামুল হক। এর মধ্যে ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার সহকারী ম্যানেজার (অ্যাডমিন) সুজাত মল্লিক বাদী হয়ে করা মামলায় উল্লেখ করেছেন, গত রবিবার ১১৬ শ্রমিক অজ্ঞাতনামা ৮০০/৯০০ সহযোগী নিয়ে উৎপাদনকাজে বাধা প্রদান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন এবং কারখানা ভবনের সব কাচ, চারটি সিসি ক্যামেরা, দরজা, শোকেস, ক্রোকারিজ মালপত্র, কম্পিউটার ও একটি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করেন। কিছু সামগ্রী লুটও করা হয়। এ সময় নিরাপত্তা সুপারভাইজার লিমন মিয়া (২৪), সহকারী সিকিউরিটি সুপারভাইজার জাহিদ হাসান (২০), সাইফুল ইসলাম (২২) মারধরের শিকার হন।

অন্যদিকে ফিউচার ক্লোদিং লিমিটেড কারখানার ম্যানেজার এনামুল হক বাদী হয়ে করা মামলায় উল্লেখ করেছেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জন লোক অযৌক্তিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেআইনিভাবে কারখানার ভেতর আটকে রেখে কাজ বন্ধ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

আশুলিয়া থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, শিল্প খাতে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে।

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার
৩০ আশ্বিন ১৪৩১, ১৫ অক্টোবর ২০২৪

বর্তমান তৈরি পোশাকশিল্প নিয়ে ভাবনা

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনজনিত কারণে জুলাই মাসের শুরু থেকে প্রায় দুই মাস চরম অস্থিরতা বিরাজ করে। এর ফলে উৎপাদনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় অবস্থিত তৈরি পোশাকশিল্পগুলো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় পুরো উৎপাদন সেক্টরে। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে রপ্তানি খাতের ওপর। কিন্তু সব আশঙ্কা কাটিয়ে উঠে গত সেপ্টেম্বর মাসে পণ্য রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (এনবিআর) এর হিসাব মতে, গত সেপ্টেম্বর মাসে ৩৮৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের বছর একই সময়ে অর্থাৎ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পণ্য রপ্তানি বাবদ আয় হয়েছিল ৩৩২ কোটি মার্কিন ডলার। অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া পরিসংখ্যান মোতাবেক, গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩৪৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

নানা কারণেই রপ্তানি আয় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে, যা আমরা সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাকশিল্পের অবদান কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে না বরং প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪০ দশমিক ৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪ হাজার ৮১ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার সামগ্রী রপ্তানি করে অর্জিত হয় মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশ। রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে এই অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষের দিকে মাত্র ১০ লাখ মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক বাজারে প্রবেশ করেছিল। তারপর এই খাতের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা রূপকথাকেই হার মানিয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, বাংলাদেশে এখন যদি ১০ জন নতুন উদ্যোক্তা শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, তাহলে আট জনই তৈরি পোশাকশিল্প স্থাপনের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের রিজার্ভ গঠনে রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স আয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশের রিজার্ভ বিল্ডিংয়ে এর কোনো ব্যত্যয় লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সাফল্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আমরা আবেগে গদগদ হয়ে নানা কথা বলে থাকি। বিশেষ করে বলা হয়, বাংলাদেশে সস্তায় বিপুলসংখ্যক শ্রম শক্তির নিশ্চিত জোগান আছে বলেই এখানে তৈরি পোশাকশিল্প সাফল্য অর্জন করছে। কিন্তু এই বক্তব্যের মর্মার্থ কি আমরা কখনো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি? বাংলাদেশের যে কোনো শিল্পের চেয়ে তৈরি পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। পোশাকশিল্পে যেসব নারী শ্রমিক কাজ করেন, তারা অপ্রশিক্ষিত এবং অদক্ষ। একজন অপ্রশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি তো কম হবেই। আর যেসব শ্রমিক দক্ষ, তাদের মজুরি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। তৈরি পোশাকশিল্পে যেসব নারী শ্রমিক কাজ করেন, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কম মজুরি দেওয়া আর সস্তায় শ্রমিক পাওয়া এক কথা নয়।

এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া নানা সমস্যার কারণে শ্রমিকদের বেশির ভাগই মালিকপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কে বা কারা শ্রমিকদের উসকে দেয়। ফলে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প নিয়ে আমরা নানা সময় আলোচনা করি। কিন্তু এই শিল্পের বাস্তব সমস্যা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। জাতীয় পর্যায়ে তৈরি পোশাকশিল্পের সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য কোনো জাতীয় পরিকল্পনা এখনো প্রণীত হয়নি। ফলে এই শিল্পটি পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুর মতো মতো বেড়ে উঠছে। তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এই শিল্পটি সম্পূর্ণরূপে আমদানিকৃত কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও মধ্যবর্তী পণ্যনির্ভর। অতিমাত্রায় আমদানি-নির্ভর হওয়ার কারণে তৈরি পোশাক খাত থেকে প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তার একটি বড় অংশই পুনরায় বিদেশে চলে যায়। আমাদের মতো দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর অধিক মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হয় না, যা দিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু পাট থেকে সুতা উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এই উদ্যোগকে প্রমোট করে পাট তন্তুনির্ভর তৈরি পোশাকশিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সীমিতসংখ্যক পণ্য ও সামান্য কিছুসংখ্যক দেশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই দুইটি অঞ্চলে তৈরি পোশাক বেশি রপ্তানি হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা আমাদের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত জিএসপি (জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স) সুবিধা দিয়ে আসছে। ফলে বাংলাদেশকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক দিতে হয় না। জিএসপি সুবিধার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বায়ারগণ বাংলাদেশ থেকে বর্ধিত হারে তৈরি পোশাক আমদানি করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক সামগ্রীর প্রায় ৬০ শতাংশের গন্তব্য হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বাংলাদেশ যদি ২০২৬ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে পরবর্তী তিন বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন জিএসপি সুবিধা বহাল রাখবে। ২০২৯ সাল থেকে জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহৃত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কোটা সুবিধা দিত। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসৃত হওয়ার পর কোটা সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সীমিত পরিসরে জিএসপি সুবিধা দিয়ে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান, কারখানায় উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারা ইত্যাদি কিছু অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেওয়া সীমিত জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে। সেই স্থগিতাদেশ এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি।

বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর তৈরি পোশাক রপ্তানির নতুন নতুন গন্তব্য খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। মাত্র দুইটি অঞ্চলের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ওপর তৈরি পোশাক রপ্তানি অতিমাত্রার নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কোনো কারণে এই দুইটি অঞ্চলে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে এই খাতে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। কিন্তু তৃতীয় স্থানে থাকা ভিয়েতনাম যে কোনো সময় বাংলাদেশকে হটিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে আসতে পারে। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রতি ভিয়েতনামকে জিএসপি সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। ভিয়েতনাম জিএসপি সুবিধা পেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার দখল করা তাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারাতে বসেছে আর ভিয়েতনাম জিএসপি সুবিধা অর্জন করতে চলেছে। ভিয়েতনাম তৈরি পোশাকশিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে জোগান দিয়ে থাকে। কাজেই তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকশিল্পের মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

কোনো রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হলেই তৈরি পোশাকশ্রমিকদের দিয়ে আন্দোলন শুরু করানো হয়। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া নানা সমস্যার কারণে শ্রমিকদের বেশির ভাগই মালিকপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কে বা কারা শ্রমিকদের উসকে দেয়। ফলে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। ১৯৯০ সালে যখন আন্দোলনের মুখে জাতীয় পার্টির পতন হয়, জেনারেল এইচ এম এরশাদ পদত্যাগ করেন, তখন সাভার, আশুলিয়া, মিরপুর ইত্যাদি এলাকায় তৈরি পোশাকশিল্পে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালানো হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জাতির প্রতিটি সংকটকালে তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের সময়ও সাভার, আশুলিয়া, মিরপুর, টঙ্গি এসব এলাকায় তৈরি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিক হত্যা করা হয়েছে। ফলে তৈরি পোশাক কারখানা বেশ কয়েক দিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। তৈরি পোশাক কারখানায় কেন আন্দোলনের নামে কর্মপরিবেশ নষ্ট করা হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

● লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪,

রংপুরে মজুরি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে বর্তমানে গড় মজুরি বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, একই সময়ে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত সেপ্টেম্বরে রংপুরে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ

দেশের মূল্যস্ফীতি এখনো লাগামহীন। এর মধ্যে শ্রমিকরা তাদের শ্রম অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য পান না। এখনো দেশের গড় মজুরির চেয়ে গড় মূল্যস্ফীতি বেশি। অর্থনীতির পরিভাষায়, কোনো দেশে গড় মজুরির চেয়ে গড় মূল্যস্ফীতি বেশি হলে সেটি অর্থনীতির সংকটকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য এমন পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। আর এই মজুরি বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি কৃষিনির্ভর অঞ্চল রংপুরে। দেশের প্রবৃদ্ধিতে শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশি হলেও শিল্পনির্ভর চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ ভোক্তা মূল্যসূচকের (সিপিআই) সেপ্টেম্বরের তথ্য বলছে, দেশে বর্তমানে গড় মজুরি বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, একই সময়ে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। অর্থাৎ গড় মজুরির চেয়ে গড় মূল্যস্ফীতির ব্যবধান ১ দশমিক ৯১ শতাংশীয় পয়েন্ট।

সারা দেশের ৮ বিভাগের মজুরির তথ্য দিয়ে থাকে বিবিএস। সেপ্টেম্বরে সব বিভাগের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ মাসে মজুরি বৃদ্ধির হারে শীর্ষে ছিল কৃষিনির্ভর রংপুর অঞ্চল। সেপ্টেম্বরে এ বিভাগের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ, যা বিভাগগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে শিল্পনির্ভর ও অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন, ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ। অর্থাৎ দুই বিভাগের মধ্যে মজুরির ব্যবধান ১ দশমিক শূন্য ৩।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি হিসাব বলছে, দুই বছরের বেশি সময় দেশের গড় মজুরির চেয়ে গড় মূল্যস্ফীতি বেশি। অথচ উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখা যে খাদ্যপণ্য, সেটি উৎপাদনে জড়িত কৃষকরা পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। যদিও শিল্প ও সেবা খাতের অন্যান্য পেশার তুলনায় কৃষকদের মজুরি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। তারপরও দেশের কৃষকরা কৃষি ছেড়ে অন্য পেশা খোঁজায় মন দিয়েছেন। এতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নাজুক পরিস্থিতি চলছে। এটি গত দুই বছরের ধারাবাহিক চিত্র। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক দেরিতে হলেও গত অর্থবছর থেকে সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে আসছে। ফলে ব্যাংকের তারল্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এর প্রভাব পড়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষি ও সেবা খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে বিনিয়োগ কমে যায়। কাজ হারাতে থাকেন অনেক শ্রমিক।

একই সময়ে দেশের শিল্প খাতও ধুঁকছে। গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ব্যাঘাত ঘটেছে শিল্প খাতের উৎপাদনে। যদিও জুন শেষে দেশের সেবা ও কৃষি খাতে শ্রমিক কমলেও শিল্প খাতে বেড়েছে বলে উঠে এসেছে চিত্রে।

সারা দেশের গড় মজুরির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের কৃষি খাতের মজুরি সবচেয়ে বেশি ছিল, তবে এখন তা দ্বিতীয় অবস্থানে। সেবা খাতের মজুরি দেশের সব খাতের চেয়ে শীর্ষে। রপ্তানিতে অবদান রাখা শিল্প খাতের মজুরি সবচেয়ে কম।

কৃষি খাতের মজুরি ৮ দশমিক ২৮ শতাংশ বেড়েছে সেপ্টেম্বরে। তবে কৃষি পেশায় জড়িতদের মধ্যে মৎসজীবীদের মজুরি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। কৃষি ক্ষেত্রে চাষিদের মজুরি ৮ দশমিক ৩৫ ও মৎসজীবীদের মজুরি বৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ।

দেশে কৃষির সম্ভাবনা অনেক। উৎপাদনও বাড়ছে। বলা হয়, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করছেন, তারাই বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। সরকারি তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ অন্য পেশায় থাকা মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরও কম, গড়ে ২০ শতাংশ। এ কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসেবেও সামনে আসছে কৃষি। কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর এ হতাশার প্রভাব পড়তে পারে পুরো কৃষি খাতে। ফলে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে পারে।

কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের কৃষকরা উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন করলেও নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে উৎপাদিত ফসল মাঠেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কৃষক যে খাদ্য ফলান, একটি পর্যায়ে গিয়ে সে খাদ্যই বেশি দামে কিনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সবচেয়ে বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক।

শিল্প খাতের গড় মজুরি বৃদ্ধির হার সব খাতের মধ্যে সর্বনিম্ন। শিল্প খাতে অবকাঠামোর চেয়ে উৎপাদনে মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি। শিল্প খাতের গড় মজুরি ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ, যেখানে অবকাঠামোর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ৫৫ ও উৎপাদনের মজুরি বৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ৯৮।

বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২-এর তথ্য মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের প্রায় ৩৭ শতাংশ মানুষ ঋণ করে সংসার চালাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের গড় ঋণ ৭৩ হাজার ৯৮০ টাকা। আর ঋণগ্রস্ত পরিবারের গড় ঋণ এক লাখ ৮৭ হাজার ৩০৮ টাকা। গ্রামের তুলনায় শহরের পরিবারগুলোর ঋণ প্রায় ২১০ শতাংশ বেশি। শহরের ঋণগ্রস্ত পরিবারের গড় ঋণ চার লাখ ১২ হাজার ৬৩৮ টাকা। ঢাকা বিভাগের পরিবারগুলোর ঋণ সবচেয়ে বেশি।

সময়ের আলো রোববার। ১৩ অক্টোবর ২০২৪।

ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা

নিবন্ধিত হয়েও মেলে না চাল দাদনে দুশ্চিন্তা জেলেদের

রাকিবুল হাসান মনপুরা (ভোলা)

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিন ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শনিবার মধ্যরাত থেকে ২২ দিনের জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে ইলিশ ধরা। যা অব্যাহত থাকবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময় ইলিশ মাছ ধরা, পরিবহন, বিপণন ও সংরক্ষণ সম্পন্ন নিষিদ্ধ থাকবে।

এতে বেকার হয়ে পড়বে ভোলার মনপুরা উপজেলার মেঘনার পাড়ের কয়েকশ জেলে। যে কারণে অভাব-অনটন আর অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন তারা। এনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধে তাদের কপালে দেখা দিয়েছে চিন্তার ভাঁজ। তবে নিষেধাজ্ঞার সময়ে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক জেলেকে ২৫ কেজি করে ভিজিএফের চাল দেওয়া হবে। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও এনজিওগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। জেলেরা বলছেন, এবার ভরা মৌসুমে মনপুরা সংলগ্ন মেঘনা নদীতে ইলিশ কম থাকায় অনেকেই দেনার দায়ে জর্জরিত। এরই মধ্যে আবার ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলে আশায় দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তারা। জানা যায়, প্রজনন মৌসুম হিসেবে মা ইলিশ রক্ষায় টানা ২২ দিন সারা দেশে সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে। মাছ ধরা থেকে জেলেদের বিরত রাখতে-গত কয়েক দিন ধরেই মাছঘাটগুলোতে সচেতনতামূলক মাইকিং ও ঘাটে ঘাটে ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছে মৎস্য বিভাগ।

জেলে ও মৎস্যজীবীদের নিয়ে করা হয়েছে সভা ও সেমিনার। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলেদের ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও এনজিওগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।

এদিকে নদীতে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার কারণে মনপুরার জেলেরা আড়তদারের দাদন ও এনজিওর ঋণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। নিষেধাজ্ঞার সময় সরকার জেলেদের জন্য ২৫ কেজি চাল বরাদ্দ দিলেও সব জেলে এ চাল পায় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। যেসব জেলে সরকারি বরাদ্দের চাল পায়, তারাও এক সপ্তাহের বেশি এ চাল দিয়ে সংসার চালাতে পারেন না। ফলে অভিযানের সময় ঋণের বোঝা আরও ভারী হয় জেলেদের।

মনপুরার বিভিন্ন মাছ ঘাট ঘুরে দেখা গেছে, ২২ দিনের জন্য মাছ ধরা বন্ধ থাকবে আর তাই ঘাটে ভেড়ানো হচ্ছে নৌকা-ট্রলার। কেউ কেউ আবার শেষবারের মতো মাছ ধরতে নদীতে যাচ্ছেন। তবে তাদের ফিরতে হবে আজ রাত ১২টার আগেই। কেউ কেউ আবার আগে থেকেই জাল, নৌকাসহ মাছ ধরার সব উপকরণ তুলে এনেছেন ঘাটে।

সরকারের নিষেধাজ্ঞা মানতে প্রস্তুত থাকলেও পরিবার-পরিজন নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন সে চিন্তার ছাপ রয়েছে জেলেদের চোখে-মুখে। সংকট দূর করতে নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলে পুনর্বাসনের চাল দ্রুত বিতরণের দাবি জেলেদের।

মনপুরা উপজেলা দক্ষিণ সাকুচিয়ার জেলে মো. ইসমাইল মাঝি জানান, নদীতে নামার সময় এনজিও থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে নৌকা নদীতে নামাতে হয়েছে। এ বছর নদীতে তেমন মাছের দেখা মেলেনি। ১৫-২০ দিন আগ থেকে কিছু মাছ ধরা পড়ছে। তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যা দিয়ে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। নয় সদস্যের পরিবারের খরচ জুগিয়ে সপ্তাহে ৩ হাজার টাকা এনজিওর কিস্তি দিতে হয়। এতে করে অনেকটা টানাপড়েনের মধ্যেই দিন যাচ্ছে। এর মধ্যে সরকার ২২ দিনের মা ইলিশ রক্ষা অভিযান দিয়েছে। এই ২২ দিনে নতুন করে আরও দেনা করতে হবে। সরকার যে চাল দেয় তা দিয়ে সর্বোচ্চ ৫-৬ দিন চলে। তবে বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের যে দাম এত কমে চাল দিয়ে কি সংসার চালানো যাবে?

জানা গেছে, মনপুরায় নিবন্ধিত জেলে ১৪ হাজার ৩৪৭ জন থাকলেও চাল বরাদ্দ হয়েছে ১১ হাজার ৫০ জন জেলের নামে। নিবন্ধিত হয়েও অনেকের ভাগ্যে জুটবে না পুনর্বাসনের চাল। আর তাই অনেক জেলেকেই কাটাতে হবে অনেকটা ধার-দেনা করে। পেশায় জেলে হলেও অনেকে নিবন্ধিত হতে পারেনি এমন জেলের সংখ্যা রয়েছে অনেক। তাদের অভিযোগ-জেলে নিবন্ধনের সময় ৫০০ টাকা করে নেওয়ায় তাদের কাছে টাকা না থাকায় তারা নিবন্ধিত তালিকায় আসতে পারেননি।

জনতা ঘাটের সমুদ্রগামী জেলে মজিদ মাঝি সময়ের আলোকে জানান, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাগরে মাছ শিকার করে স্ত্রী ছেলে-সন্তান নিয়ে তিন বেলা খেয়ে কোনোমতে দিন চলে। আগে বঙ্গোপসাগরে অনেক মাছ ধরা পড়ত। গত ২ বছর সমুদ্রে তেমন মাছ নেই। তাই পুরো বছর ঋণের বোঝা টানতে হয় তাদের। সাগরে যে মাছ পাওয়া যায় তা বিক্রি করে সংসার চালানো কঠিন। উল্টো বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ টাকা ঋণ রয়েছে।

মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সৃজন সরকার সময়ের আলোকে জানান, শনিবার মধ্যরাত থেকে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম হিসেবে আগামী ২২ দিন মনপুরা মেঘনা নদীতে মা-ইলিশ রক্ষা অভিযান চলবে। এ অভিযান সফল করতে ও জেলেদের সচেতন রাখতে বিভিন্ন ঘাটে প্রচার চালানো হয়েছে। আমরা ২২ দিনের মা ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা অভিযান কঠোর করার জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। যারা সরকারি আইন অমান্য করে নদীতে গিয়ে মাছ শিকার করবে তাদের জেল ও জরিমানা করা হবে।

The Financial Express Thursday | October 17, 2024

Govt plans pension for RMG workers: Asif

Labour and Employment Adviser Asif Mahmud Shojib Bhuiyan on Wednesday said the government planned to initiate pension scheme for readymade (RMG) workers to ensure their financial security after retirement, reports UNB.

He said this while inaugurating the sales programme of essentials under the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) at reasonable prices on the premises of a garment factory in Tongi.

"I have a dream to introduce the pension scheme for RMG workers under Social Safety Programme so that they can lead a bit relaxed life after the retirement. We will be able to do so in cooperation with all stakeholders," he said.

Remembering role of the workers in the recent mass upsurge, he said the working people should be the first beneficiaries of the freedom achieved through bloodshed.

The unrest in the RMG sector, fuelled by vested quarters, was alleviated after the announcement of the 18-point joint statement by the owners and labours, he said.

As per the statement, the sales of the TCB products at reasonable price started and it will be expanded, the adviser said.

Labour and Employment Secretary AHM Safikuzzaman, Commerce Secretary Md Selim Uddin, TCB Chairman Brig Gen Md Mostafa Iqbal, BGMEA President Khandakar Rafiqul Islam, among others, were present on the occasion.

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ | বৃহস্পতিবার । ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আসছেন ব্যাংককর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে মানুষকে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে আগ্রহী করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার গত বছর এই কর্মসূচি চালু করলেও আস্থার অভাবে অনেকটা ব্যর্থ হওয়ার পথে ছিল। এ অবস্থায় আস্থা বাড়াতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মকর্তাদের পেনশন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে গত সোমবার সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রথম বোর্ড সভায় স্কিমের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করার পর এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের (রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ছাড়া) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ। এটি হলে ব্যাংকের মাধ্যমে পেনশন কর্মসূচিতে গ্রাহকদের অংশগ্রহণে আস্থা বাড়বে। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত হয়েছে, সর্বজনীন পেনশনে মানুষকে আগ্রহী করতে প্রচার-প্রচারণাসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রহণ করা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় নেওয়া এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ে উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রহকদের আস্থা বাড়াতে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষ করে এই কর্মসূচিতে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর এবং এরই মধ্যে ঘোষণা দেওয়া কার্যক্রম দৃশ্যমান বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে গ্রাহকদের আস্থা বাড়ে।

পেনশন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি প্রায় ২০ শতাংশ গ্রাহক পেনশন কর্মসূচির চাঁদা দেওয়া বন্ধ রেখেছেন। উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে এখন সঞ্চয়ে নিরুৎসাহ সাধারণ মানুষ। ফলে নতুন নিবন্ধনকারীর সংখ্যা আশানুরূপ বাড়ছে না। যদিও অনেক বড় পরিকল্পনা নিয়ে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির যাত্রা শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। অন্তর্বর্তী সরকার এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরিকল্পনায় আছে। তবে এখন কর্মসূচিটি অনেকটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। এই অবস্থার বাস্তব চিত্র পর্ষদের প্রথম সভায় উত্থাপন করা হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পর্ষদ সভায় নতুন করে নানা কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের পেনশনে যুক্ত করতে অনেক আগেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। গত ৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করেছিল। দেশের সব ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ওই সার্কুলারে বলা হয়েছিল, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিরা এবং বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

পেনশন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এই চার কর্মসূচিতে চাঁদা জমা দেওয়া গ্রাহকরা মুনাফা পেতে যাচ্ছেন। গত অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক গ্রাহকের চাঁদার বিপরীতে এই মুনাফা জমা হবে। লভ্যাংশের হার ন্যূনতম ৮ শতাংশ হতে পারে, যা বিনিয়োগকারী অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখতে পারবেন।

বর্তমানে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে তিন লাখ ৭২ হাজার ৩৮১ জন গ্রাহক চারটি স্কিমে যুক্ত আছেন। তাঁদের জমা দেওয়া চাঁদার পরিমাণ প্রায় ১৩১ কোটি ১৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেন, 'গ্রাহকদের আস্থা ফেরাতে নানা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আগামী দিনে আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গ্রাহকদের জমা হওয়া অর্থ সুরক্ষিত আছে। এ থেকে ট্রেজারি বন্ডে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের মুনাফা চলতি মাসেই পেনশন স্কিমের গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে বণ্টন করা হবে।'

যুগান্তর | শনিবার ১৯ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

সিন্ডিকেটের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে মালয়েশিয়া দেশের অন্যতম শ্রমবাজার। কিন্তু সেখানে ফের বিতর্কিত সিন্ডিকেটের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। শুক্রবার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ, বিগত সরকারের আমলে যে সিন্ডিকেটের তাণ্ডবে এ বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই চক্রের সদস্যরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চলছে বাজার দখলের মহড়া। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালুর সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তৎপর হয়ে উঠেছে অসাধু চক্রটি।

জানা গেছে, ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে এ চক্রের মূল গডফাদারসহ অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় অবস্থান নিয়েছে। সম্প্রতি এরকম দুই ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে সেই পুরোনো সিন্ডিকেট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) বেশ কজন প্রভাবশালী নেতা ও একাধিক ব্যবসায়ীও ছিলেন। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ায় ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত যাওয়া ৭ লাখ ৪৩ হাজার কর্মীকে পাঠাতে সিন্ডিকেটকে জনপ্রতি ১ লাখ ৭ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হয়েছে। সে হিসাবে ৭ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা গেছে সিন্ডিকেটের পকেটে। এ টাকার বেশিরভাগ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বাকি অংশ গেছে সাবেক মন্ত্রী, সংসদ-সদস্যসহ প্রভাবশালীদের পকেটে। দ্বিতীয়বার শ্রমবাজার খোলার পর এই সিন্ডিকেটের অপতৎপরতার কারণেই বৈধভাবে সবকিছু সম্পন্নের পরও অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিককে মালয়েশিয়া সরকার ঢোকার অনুমতি দেয়নি, এমন অভিযোগও রয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের চেষ্টায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার খুলে যাওয়ার পথ তৈরি হলেও অসাধু চক্রটির পুনরায় তৎপর হয়ে ওঠার বিষয়টি উদ্বেগজনক। সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় এসেছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। এ সময় তিনি যা বলে গেছেন, তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, প্রথম ধাপে এদেশের যে ১৮ হাজার শ্রমিককে কুয়ালালামপুর নিতে আগ্রহী, সেখানে কিছু শর্তপূরণের ব্যাপার রয়েছে। শর্তগুলো জানা না থাকলেও সততা ও স্বচ্ছতার বিষয়গুলো যে অগ্রাধিকার পাবে, তা বলাই বাহুল্য। বিগত সরকারের আমলে মালয়েশিয়ায় যেতে একজন কর্মীর সর্বাধিক ৭৯ হাজার টাকা খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও সিন্ডিকেটভুক্ত এজেন্সিগুলো এর বিপরীতে ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা আদায় করেছে, যা এককথায় ডাকাতির শামিল। ভুলে গেলে চলবে না, শ্রমিক হিসাবে যারা ভাগ্যান্বেষণে প্রবাসে পাড়ি জমান, তাদের অধিকাংশই দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশ। এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে। কাজেই সরকারের অবিলম্বে এদিকে নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করি আমরা। একইসঙ্গে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু শ্রমিকরা যেন কোনোভাবেই প্রতারণার শিকার না হন, তা-ও নিশ্চিত করা জরুরি। সরকার এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

The Financial Express Friday | October 18, 2024

37pc audits in RMG factories identify critical violations in working hours and wages

MONIRA MUNNI

QIMA REPORT

About 37 per cent of audits conducted in Bangladeshi readymade garment factories during the period of January to September 2024 revealed critical violations related to working hours and wages.

More than half of all critical non-compliances in Bangladeshi factories during this period were related to working hours and wages, compared to about one-third globally, according to a recent report.

"From January to September 2024, critical violations related to working hours and wages were found in 37 per cent of audited factories in Bangladesh, more than double the rate of 2023," according to QIMA report.

QIMA is currently operating in more than 100 countries offering supplier audit, laboratory testing and product-inspection services in Asia, Africa, Australia, Europe and North America and South America.

According to the report, the global incidence of such critical violations identified during factory audits was 16 per cent while the rate was 20 per cent and 11 per cent in China and Vietnam respectively.

The rate was 9.0 per cent and 17 per cent in Bangladesh in 2022 and 2023, according to QIMA report.

Citing its previous reports, QIMA said compliance with working hours and wages has long been a pressing issue in global supply chains and the latest audit findings echo trade union concerns, suggesting that worker compensation issues in Bangladesh are 'endemic and pervasive'.

More than a decade after the Rana Plaza tragedy, Bangladesh is no longer synonymous with deadly working conditions, it said, adding a year-long surge in protests by garment workers has highlighted ongoing issues with working hours, pay, and freedom of association in the Bangladeshi RMG sector.

The report, however, said despite these challenges, a recent agreement reached between the industry players and worker representatives in late September offers a glimmer of hope for improvement in Bangladesh's garment industry.

Bangladesh's textile and apparel sector has struggled throughout 2024, it said, adding with dozens of factories shutting down due to labour unrest, global brands and retailers have had to turn elsewhere to stock up for the holiday season.

QIMA data shows that demand for textile and apparel inspections in Bangladesh in Q3 of '24 only grew by 3.0 per cent YoY, at the same time as demand for the same services in China, India, Indonesia and Vietnam has spiked.

The inspections demand by global buyer in the third quarter of 2024 increased by 25 per cent in China, 49 per cent in Vietnam, 30 per cent in Indonesia while 65 per cent in India respectively, according to QIMA.

When asked for comments, Nazma Akter, president of the Sammilito Garment Sramik Federation, partly disagreed with the findings, saying that the report did not provide clear details about the violations and also failed to mention the number of factories involved.

She, however, said that there are issues related to timely monthly wage payments, which she believes are not much high. The latest wage structure has not been fully implemented in all factories, leading to wage issues across different grades, she added.

She also noted that the latest labour unrest in major industrial belts was the outburst of long political suppressions, including absence of freedom of expression.

She called on the stakeholders, including global buyers, to support the industry by continuing to source from Bangladesh to help sustain the country's economy and employment.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৪

গাজীপুরে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করা হবে

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, 'সব পেশারই সামাজিক নিরাপত্তা থাকে, শ্রমিকদের পেনশন স্কিমের আওতায় আনার একটি স্বপ্ন আমাদের রয়েছে। অবসরের পর কাউকে যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয়।'

গতকাল দুপুর ১২টায় গাজীপুর মহানগরের টঙ্গীর জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফ্যাব্রিকস লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকদের জন্য টিসিবির খাদ্যপণ্য বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য টিসিবির খাদ্যসহায়তা শুরু হয়েছে। দ্রুত দেশের সব শিল্পাঞ্চলে এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হবে। টিসিবির এ কর্মসূচির আওতায় শ্রমিকদের ৪৭০ টাকায় পাঁচ কেজি চাল দুই কেজি ডাল ও দুই কেজি ভোজ্য তেল দেয়া হবে।'

তিনি বলেন, 'দেশের পোশাক খাত নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে। শ্রম অঞ্চলে বহিরাগতরাও শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করেছে। বিগত সময়ে এত লুটপাটের পরও শ্রমিকদের নিরলস শ্রমে এখনো দেশের অর্থনীতি টিকে রয়েছে। দেশের রফতানি আয়ের ৮৩ শতাংশ এখনো পোশাক খাত থেকে আসছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে তাদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেয়া হয়েছে, বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে।'

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে অন্তর্বর্তী সরকারের এ উপদেষ্টা বলেন, 'সে আন্দোলনে শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়েছেন, এর সুফলভোগী হওয়ার কথা মেহনতি মানুষ ও শ্রমিকদের। এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।'

মালিক পক্ষের প্রতি শ্রমিকদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যদি শ্রমিকদের ভালো দেখেন, ব্যবসার উন্নতি হবে। সরকারও আপনাদের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারবে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা ইকবাল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম উদ্দিন, বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ কার্তিক ১৪৩১, ১৭ অক্টোবর ২০২৪

বহিরাগতরাও শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করেছে

—উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া বলেছেন, আমাদের দেশের পোশাক খাত নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে, শ্রম অঞ্চলে বহিরাগতরাও শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করেছে। বিগত সময়ে এতো লুটপাটের পরও আমাদের শ্রমিকদের নিরলস শ্রমে এখনো দেশের অর্থনীতি টিকে/আছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশ এখনো গার্মেন্টিস খাত থেকে আসছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে।

তিনি বুধবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর জাবের জোবায়ের ফেব্রিকস লিমিটেড কারখানায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে শিল্পকারখানার শ্রমিকদের জন্য ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক খাদ্যপণ্য বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরো বলেন, শ্রমিকদের জন্য টিসিবির এ খাদ্য সহায়তা শুরু হয়েছে, অতি দ্রুত দেশের সব শিল্পাঞ্চলে কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। টিসিবির এ কর্মসূচির আওতায় শ্রমিকদের ৪৭০ টাকায় পাঁচ কেজি চাল দুই কেজি ডাল ও দুই কেজি তেল দেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ কার্তিক ১৪৩১, ১৭ অক্টোবর ২০২৪

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের হার প্রায় ৫০ শতাংশ

ব্র্যাকের মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বন্যার পর কিছু এলাকা পরিদর্শন করে এবং গ্রামাঞ্চলের তথ্যে দেখা গেছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ৫০ শতাংশ। এর ফলে নারী ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টির বড় ধরনের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।

গতকাল বুধবার সকালে মহাখালির ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত 'বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ক' এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুল হাসান, এনজিও ব্যুরোর নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমানসহ বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোর জেলা প্রশাসক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ।

ফারুক-ই-আজম বলেন, ব্যাপক বেকারত্বের কারণে নারী, শিশুর পুষ্টিতে সমস্যা হচ্ছে। এটাকে দুর্যোগ হিসেবে দেখা উচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে এটা আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, আমরা ৭৫টি উপজেলার ওপর একটি প্রকল্প তৈরি করছি, যেখানে বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি। সেখানে ৭৫ হাজার পরিবারকে খাদ্য ও জীবিকার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এতে ব্যয় হতে পারে ৮১৯ কোটি টাকা।

উপদেষ্টা বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি পরিবারের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকার খাদ্য এবং ২ হাজার টাকা জীবিকা সহায়তার জন্য দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে অর্থায়নের বিষয়ে দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থাও অংশীদার হতে পারবে। মন্ত্রণালয় সে আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করবে।

ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, শুধু ব্র্যাকই নয়, দেশের অন্যান্য এনজিওগুলোর উচিত ডিসেম্বরের মধ্যে বন্যাদুর্গত এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত, পুনর্বাসন কর্মসূচি, ড্রেইনেজ সিস্টেমের সংস্কার, জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রকল্প নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।

সংবাদ
Dhaka : Saturday 19 October 2024

মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা

জেলেরা সময় পার করছেন জাল-নৌকা মেরামতে

প্রতিনিধি, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)

মা ইলিশ রক্ষায় লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার মেঘনা নদীতে ২২ দিনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলছে। নিষেধাজ্ঞা মেনে নদীতে মাছ শিকারে নামেনি স্থানীয় জেলেরা। জেলেরা ট্রলার এবং নৌকাগুলো নদীর তীরে নোঙর করে রেখেছেন। এই সময় মাছ শিকারের ট্রলার মেরামত এবং জাল বুনে অলস সময় পার করছেন জেলেরা। তবে নদীতে এবার ইলিশ কম ধরা পড়ায় আয়-রোজগার কম হয়েছে জেলেদের। ফলে নিষেধাজ্ঞার ২২ দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে কীভাবে দিন পার করবেন সে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তারা।

এদিকে নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় মৎস্য বিভাগ থেকে রায়পুর উপজেলার প্রায় ৬ হাজার জেলে পরিবারকে ২৫ কেজি করে চাল দেয়া হবে। যদিও প্রতি পরিবারের জন্য ২৫ কেজি চালকে যথেষ্ট মনে করছেন না জেলেরা। অভিযানে খাদ্য সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়ানোর পাশাপাশি প্রকৃত জেলেদের সহায়তার আওতায় আনারও দাবি জেলে পরিবারের।

অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে নদীতে অভিযান পরিচালনার কথা জানায় মৎস্য বিভাগ। আইন অমান্যকারী জেলেদের জন্য জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে।

খাসের হাট এলাকার ট্রলার মালিক জয়নাল বলেন, ট্রলারে ২২ জন মাঝিমাল্লা মাছ শিকারে নিয়োজিত। তারা অভিযান শুরুর আগেই গভীর সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। অবসর সময়ে জেলেরা এখন মাছ শিকারের জাল বুনে নিচ্ছে, অভিযান শেষ হলেই যাতে মাছ শিকারে নামতে পারেন।

তিনি বলেন, এবার জালে তেমন একটা মাছ ধরা পড়েনি। তাই আয়-রোজগারও কম হয়েছে। কীভাবে নিষেধাজ্ঞার ২২ দিন সংসার চলবে, জেলেরা সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে।

ওই এলাকার জেলে হেলাল মিয়া বলেন, নিষেধাজ্ঞা মেনে নদী থেকে উঠে আসছি। জালগুলো মেরামত করে বাড়ি যাব। তবে এবার অর্থ সংকটে আছি। জালে মাছ ধরা পড়েনি। তাই পকেট এবার ফাঁকা। আমাদের মধ্যে অনেক জেলে আছে, তারা সরকারি চালও পায় না। আবার জেলে নয়, এমন লোকজনও চাল পায়।

চরবংশী ইউনিয়নের জেলে আহছান বলেন, মাছ ধরা বন্ধ। তাই বুনার কাজে আলাদাভাবে দুই-তিনশ টাকা দৈনিক মজুরি দেন বহদ্দাররা। এভাবে অন্তত তিন হাজারের বেশি জেলে জাল বুনার কাজ করছেন। এতে অলস সময় পার হলেও সংসার খরচের ঝামেলা মিটে না।

মাস্টার ঘাটের আড়তদার আবু তাহের বলেন, জেলে পরিবারের জন্য মাত্র ২৫ কেজি করে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়। যা অপ্রতুল। ২৫ কেজি চাল কোনো পরিবারের এক সপ্তাহ বা ১০ দিনের বেশি দিন যাবে না। জেলেদের জন্য খাদ্য সহায়তায় চালের পরিমাণ আরও বাড়ানোর দাবি তার।

রায়পুর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ইমদাদুল হক বলেন, সরকার ঘোষিত ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাত, মজুত, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সময় আইন অমান্যকারীকে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

The Financial Express
Saturday | October 19, 2024

The problem of jobless growth

What is needed now is a complete overhaul of the education system. The continuous experimentation with education has not worked and policymakers need to reorient the whole idea of tertiary education with a skill-based approach, argues Syed Mansur Hashim

THE World Bank's latest contentions as advanced in its Bangladesh Development Update will leave economists much to ponder upon. How the stellar progress of the economy in terms of GDP growth was accomplished without a corresponding increase in urban jobs, and where informal jobs accounted for about 84.9 per cent of the total demand thorough analysis. The update that brings together a gamut of issues together is an important policy document as an indicator of past performance and possible outcomes where inflation, external pressures, financial vulnerabilities and political instability all play a part.

The latest Bangladesh Development Update unveiled last week by the WB points out certain basic weaknesses of the economy. The country's GDP growth rate has been revised down to 4.0 per cent in FY2025 and projected to rebound in the next fiscal. Sadly, what had often been touted as a revolution in industrial growth in the country over the past decade or so is not backed up by data. There is clear indication that the country's Gini index (that measures income inequality) grew by 0.03 points and unless a more robust sustainable growth path is adopted by policymakers, there will be serious problems with job creation. Over the past many years, huge numbers of educated (and uneducated youth) have not found any meaningful employment in the economy. Segregated data suggest that educated women found it even harder to find employment compared to their male counterparts.

The issue of youth unemployment, particularly in urban areas over the 2016 to 2022 period can no longer be ignored. With stagnation of investment in industry, job creation in large industries has fallen dangerously low resulting in such high urban unemployment for the educated youth in major divisions like Chattogram, Rajshahi and Sylhet with Dhaka being the only exception. So, what is to be done? The WB country director believes that improving the business environment and financial governance helped by bold reforms can reverse the tide and usher in millions of jobs for the youth because if these nagging issues were dealt with proactively, then it would spur investments — both domestic and foreign. Without investments in the industrial sector and sound fiscal policies, the issue of youth unemployment simply cannot be addressed.

To be more precise, the country is facing serious roadblocks in the areas of education, training and skill development. The education system is producing young people with degrees that are either out of date or lacking in skills demanded by industry or other productive sectors of the economy. While there have been fast paced economic growth, which has primarily been propelled by the readymade apparels (RMG) sector requiring primarily low-skill jobs and helped financially by inward remittance, little has been done to improve the quality of curriculum or vocational training of the youth. "The structural transformation from agriculture to manufacturing and services that had been sustained since 2000 has slowed down in recent years as excess labor has been absorbed in the agriculture sector. As a result, from 2016 to 2022 most new jobs were in the low-wage, low-productivity agriculture sector and by contrast new urban employment growth declined." When the manufacturing sector saw annual growth by 9.1 per cent as against a 9.6 per cent decline in jobs, it indicates a serious mismatch. Real wages across all sectors also declined. Add to this the gender disparity in the labor market. With the domestic labour market shrinking, emigration has been a critical source of employment for the young people.

The problem is that the economy is dominated by small firms which face significant obstacles to growth. The informal sector that employs nearly 9 out of 10 people is hamstrung by low productivity. Large-scale employment (for educated youth) comes from large industry and as experience has shown in other countries, foreign direct investment (FDI) plays a big role here. Unfortunately, FDI has not been forthcoming primarily due to a challenging business environment. Corruption is a major discouraging factor. The WB update reveals that the "share of tertiary-educated youth among who are unemployed has increased to 27.80 per cent, as many struggle to find jobs that align with their skills and educational qualifications."

Hence what is needed now is a complete overhaul of the education system. The continuous experimentation with education has not worked and policymakers need to reorient the whole idea of tertiary education with a skill-based approach. The country needs skilled workers for both domestic employment and employment abroad. Courses and subjects offered for higher education need to be very selective. A curtailed curriculum offering fewer but contemporary subjects would release a lot of financial resources that could be devoted to improving technical education. Let there be no misconceptions here. Without a knowledge-based education system that prioritises quality over quantity, there is little possibility of addressing the youth unemployment issue.

mansur.thefinancialexpress@gmail.com

কালের কণ্ঠ । সোমবার । ২১ অক্টোবর ২০২৪

গৃহকর্মী নির্যাতনবিরোধী আইন জরুরি : কামাল উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গৃহকর্মী নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সম্প্রতি রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় ১৩ বছর বয়সী গৃহকর্মীকে নির্যাতনের ঘটনায় আহত কিশোরীর সার্বিক অবস্থা জানতে গতকাল রবিবার দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এই নির্মম আচরণ মানবাধিকারের লঙ্ঘন। আজকাল গৃহকর্মীদের ওপর প্রায়ই নির্যাতন ও অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের অপরাধকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া বা এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখানোর সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন এরই মধ্যে গৃহকর্মী নির্যাতনবিরোধী আইনের একটি খসড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। আশা করা যায়, দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইন জারি করা হবে। প্রতিটি ঘটনায় আইনি সুরক্ষা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হলে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় প্রতিনিধিদল আহত কল্পনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয় এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিতের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. সেলিম রেজা, ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

NEW AGE
SATURDAY, OCTOBER 19, 2024,

Worker rights should be ensured to protect export earnings

THE structural safety of factories has significantly improved after the Rana Plaza collapse that left more than a thousand apparel workers dead, but labour practices have largely remained unfriendly for workers. A leading supply chain compliance provider, QIMA, reports a significant increase in worker rights violations regarding working hours and wages in the apparel sector. The organisation observes that 37 per cent of audited factories have made workers work beyond legal hours and failed to pay wages in time in January–September, which is more than double the rate reported in 2023. Bangladesh's compliance score is lower than other apparel manufacturing countries' and it is gradually declining. The global incidence of critical violations in working hours and wages identified in factory audits was 16 per cent, with rates of 20 per cent in China and 11 per cent in Vietnam. The compliance providers report is consistent with the claims of trade union leaders and labour organisations in Bangladesh that policymakers have since the Rana Plaza collapse been especially concerned about improved structural safety issues but left everyday labour rights violations unattended.

Apparel workers taking to the streets over wage disputes is common. In the changed political context, after the fall of the Awami League government in August, many workers were injured and at least two workers were killed when they protested against the sudden closure of factories without clearing worker's due wages or demanded an increase in the minimum wage. Trade union activists in Dhaka and Gazipur report that at least 2,000 workers of 20 apparel factories lost their job in September. Many studies have already documented how workers had to work longer than the legal workday, partly because the minimum wage is far too low for them to survive at a time when food inflation has reached an unprecedented high. It is also because factory management often compels workers to work overtime to complete work orders. The apparel sector also has the tendency to deny workers severance or maternity benefits. There are reports that pregnant women are asked to quit the job so that the factories can avoid paying the maternity benefits. Worker's trade union rights, as QIMA observes, are also regularly violated. Firing workers for their participation in movements for wage increase was widely reported in 2023.

The apparel sector is the largest export-earning source for Bangladesh and working-class women constitute the major part of the labour force. A progressive decline in compliance score, as reported in the QIMA report, could, therefore, risk Bangladesh's export earnings and it may lose the competitive edge on the global market. Considering the significance of the apparel sector for the economy, the government should abandon any policy bias towards the factory-owning elite and sincerely address worker grievances. A routine delay in wage payment, denial of severance benefits, arbitrary job termination and rampant violation of trade union rights are among long-standing concerns that the government should sincerely address to ensure a steady growth in the sector.

Traffic accident reports that govt should work on for road safety

THE death of 498 people in 493 traffic accidents in September, as a report of the Passengers' Welfare Association shows, is worrying. The accidents are reported to have also left 978 people wounded. The report also listed 40 accidents on the railway in which 37 people died and four became injured and 14 accidents on the waterway which left 19 people dead and 56 people wounded. Forty-seven people are reported to have gone missing in waterway accidents. But, what appears further worrying is the negligence, or not enough action, of the authorities to stop the train of death. Monthly reports on traffic accidents, by a few entities that deal with road and passenger safety, keep coming, yet a horde of public agencies remain unperturbed. This is what people expect that the government should adequately attend to, especially after the 15 years of the Awami League, which has degraded almost every state institution and public agency beyond almost no reparations. The Awami League government enacted a road transport law in the wake of a road safety movement in 2018, which shook the whole of Bangladesh. The law had been made to lie over for a significant duration amidst the pressure of transport owners and workers before it was put in force.

Yet, the road safety situation has not improved over the years. A major reason that is thought to have been at play is the politicisation — perhaps, criminalisation, too — of the agencies that are responsible for the transport regime. The Awami League government was also unwilling to accept such reports that private organisations came up with. The organisations working on road safety even had to stomach a frown of disapproval of public agencies. The report at hand, like others, rather, gives an insight for the government to work and make roads safe. It says that motorcycles account for 38.94 per cent of the total accidents, which left 195 people dead, 39.15 per cent of accident fatalities and 15.23 per cent of injuries. It says that the highest number of accidents took place in the Chattogram division, with 109 people having died and 251 people having been wounded in 116 incidents. It says that the highest fatality involved drivers, followed by pedestrians. Motorcycles account for 27.52 per cent of the 792 vehicles that ran into accidents, followed by trucks and pickups. The statistics at hand, like the statistics that other organisations come up with, give a clear direction for the government in what to mind the most. Any plans based on such statistics could help the government to work out an effective mechanism to make roads safe.

The organisation has also put forth a set of recommendations for public agencies to consider — to halt the import and registration of small vehicles, to arrange for proper lighting on highways, to train drivers and to stop extortion on the road. The government should not sit back.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৪ কার্তিক ১৪৩১, ২০ অক্টোবর ২০২৪

শ্রমিক অসন্তোষে পোশাকশিল্পে ক্ষতি ৪০ কোটি ডলার : বিজিএমইএ

- তিন মাস গ্যাস-বিদ্যুতের সেবা বিচ্ছিন্ন না করার অনুরোধ
- পোশাকশিল্পের নগদ সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে দেশের পোশাক খাতের উৎপাদন ক্ষতি প্রায় ৪০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসেবে) বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম। তবে পোশাক শিল্পে এখন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এতে বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে কার্যাদেশ ফিরতে শুরু করেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর বিজিএমইএ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি কাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা পোশাক শিল্পের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, কারখানাগুলো বর্তমানে চালু আছে। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিল্প কারখানায় তিন মাসের জন্য গ্যাস-বিদ্যুতের মতো জরুরি সেবা বিচ্ছিন্ন না করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তিনি ব্যাংক সুদের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার আহ্বানও জানিয়েছেন।

বিজিএমইএ নেতারা বলেছে, এলডিসি উত্তরণের কথা বলে পোশাকশিল্পের নগদ সহায়তার পরিমাণ কমানো হয়েছে। এ কারণে শিল্পে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি ও বিপর্যয়ের শঙ্কা বেড়েছে। সেই সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতের যেসব উদ্যোক্তা প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসায় টিকতে পারছেন না, তাদের জন্য নিরাপদ 'এক্সিট পলিসি' বা ব্যবসা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে তারা।

গত দুই মাসে শ্রম অস্থিরতার কারণে শিল্পকে বড় মাশুল দিতে হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে যারা শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাদের আইনের আওতায় আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বিজিএমইএ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাংক ঋণের সুদহার এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনা এবং পোশাক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য বিশেষ নীতি সহায়তা চেয়েছে বিজিএমইএ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে যেখানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ, সেখানে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ আর ভারতের ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। তারা আরো বলেছে, বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বোঝা যায়, রপ্তানি আদেশ এসব দেশে চলে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের পোশাক খাতে ২৫ কোটি থেকে

শ্রমিক অসন্তোষে

১৬ পৃষ্ঠার পর

৩০ কোটি ডলারের রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এ ছাড়া শ্রম অসন্তোষের কারণে আশুলিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলোর মধ্যে ৩৯টি কারখানা সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার মতো সক্ষম ছিল না। বিজিএমইএর পক্ষ থেকে এসব কারখানাকে সুদবিহীন সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি আরো বলেন, সম্প্রতি অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদকে নীতিসহায়তার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো শিল্পের এই ক্রান্তিকালে পরবর্তী তিন মাসের জন্য কারখানার পরিষেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা; ব্যাংক খাতের সংস্কার যেন উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা; কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে তার জন্য কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা; শিল্পকে ব্যবসাবান্ধব করতে যথাযথ নীতিসহায়তা প্রণয়নের বিষয়ে এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন, শিল্পে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণসহ টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি প্রণয়ন; টেক্সটাইল বর্জ্য বা ঝুটের বিষয়ে বহিরাগতদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; ঋণখেলাপি গণ্য করার ক্ষেত্রে তিনটি কিস্তি ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে ছয়টি কিস্তি বিবেচনায় নেওয়া এবং এক বছর পর্যন্ত বহাল রাখা।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২২ অক্টোবর ২০২৪,

শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন হয় বাংলাদেশে

অক্সফামের প্রতিবেদন

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বিশ্বের যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এই কাতারে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আফগানিস্তান, জর্ডান ও জিম্বাবুয়ে।

অক্সফামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের সবচেয়ে নিচের ১০টি দেশের কাতারে। এই সূচকে ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। সেই সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায়ও বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে তলানির ১০ দেশের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল গতকাল সোমবার যৌথভাবে 'দ্য কমিটমেন্ট টু রিডিউসিং ইনইক্যুয়ালিটি (সিআরআই) ইনডেক্স ২০২৪' বা 'অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বাংলাদেশে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উঠে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচকে বাংলাদেশ চলতি ২০২৪ সালে ১৭ ধাপ পিছিয়ে ১২৪তম স্থানে নেমে গেছে। ২০২২ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৭তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে ১৪৮তম ও ২০২০ সালে ১১৩তম স্থানে ছিল।

প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশে বৈষম্য কমানোর তৎপরতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ অসমতা হ্রাসে বিভিন্ন দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। সেই সঙ্গে যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

২০২৪ সালের প্রতিবেদনটিতে আরও দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। ৮১ শতাংশ দেশ অনুক্রমিক করব্যবস্থা (প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স) থেকে, অর্থাৎ ধনীদের ওপর অধিক হারে করারোপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ৯০ শতাংশ দেশ শ্রমিকবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়ন ও মানসম্পন্ন কাজ নিশ্চিত করা ও আয় বণ্টনে পিছিয়েছে।

এবারের সূচকে শুধু বাংলাদেশ নয়, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা ও ইউনিয়ন করার আইন প্রণয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ দেশ পিছিয়েছে। তবে অনেক দেশ আবার উন্নতি করেছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি কম। এমনকি বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হলেও এই খাতের শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয়, তাতেও তাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়ে গেছেন। খাতটির এত উন্নতি হলেও শ্রমিকদের শোভন জীবনযাপন নিশ্চিত করা যায়নি। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনসহ শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হয়। ফলে এই সূচকে যে বাংলাদেশ সবার নিচের সারিতে, তা অপ্রত্যাশিত নয়; বরং দুঃখজনক।

অক্সফামের প্রতিবেদনে মোট তিনটি বিষয়ের নিরিখে সিআরআই সূচক তৈরি করেছে। এগুলো হলো সরকারি সেবা, করনীতি ও শ্রম। এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে সরকারি সেবায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫, কর নীতিতে ৭১ ও শ্রমে ১১৮।

অক্সফামের ২০২৪ সালের সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১২৭তম, পাকিস্তান ১৪১তম, মালদ্বীপ ৬৬তম, নেপাল ১১৫তম, শ্রীলঙ্কা ১১৮তম অবস্থানে রয়েছে।

বণিকবার্তা রোববার, অক্টোবর ২০, ২০২৪

প্রবাসফেরত অসুস্থ ও আহত নারী কর্মী

অসুস্থতার কারণ	২০২২	২০২৩	২০২৪	মোট
জরায়ু সমস্যা	১০	২০	২০	৫০
শারীরিক নির্যাতন	১২	১৯	১৯	৫০
ক্যান্সার	০১	০৩	০৭	১১
কিডনি রোগ	০২	০২	১০	১৪
মোট	২৫	৪৪	৫৬	১২৫

সূত্র : ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী নারী শ্রমিক

বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়া নারীদের বেশির ভাগই জরায়ুর সমস্যায় ভুগছেন

শফিকুল ইসলাম ■

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে চিকিৎসাসহায়তার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করেন নারী কর্মীরা। বিগত তিন বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এসব আবেদনপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অসুস্থদের বেশির ভাগ ভুগছেন জরায়ুর সমস্যায়।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে গত তিন বছরে চিকিৎসার জন্য অর্থসহায়তা চেয়ে আবেদন করেছেন প্রবাসফেরত ১২৫ নারী শ্রমিক। তাদের মধ্যে ৫০ জনই জরায়ুর সমস্যায় আক্রান্ত। কিডনির জটিলতা ও ক্যান্সারে আক্রান্ত যথাক্রমে ১৪ ও ১১ জন। এর বাইরে প্রবাসে শারীরিক নির্যাতনে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য অর্থসহায়তা চেয়েছেন ৫০ জন। এ নারীদের সবাই বিদেশ থেকে চিকিৎসাবঞ্চিত অবস্থায় দেশে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৮৭ জনই ফিরেছেন সৌদি আরব থেকে। বাকিদেরও বেশির ভাগই এসেছেন জর্ডান, ওমান, লেবানন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে।

> এসব নারী চিকিৎসাবঞ্চিত অবস্থায় দেশে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৮৭ জনই ফিরেছেন সৌদি আরব থেকে। বাকিদেরও বেশির ভাগ এসেছেন জর্ডান, ওমান, লেবানন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে

বিদেশফেরত অসুস্থ নারী কর্মীদের বেশির ভাগেরই জরায়ু সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা বেগম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আমি এ ধরনের কিছু রোগীকে ফেস করেছি। কয়েকজনকে চিকিৎসা দিয়েছি। যতটুকু জেনেছি প্রবাসে তারা নিয়মিত চেকআপ করাতে পারেন না। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন না। অনেকে দেশে ফেরার পর পরিবারের কাছে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শারীরিক নির্যাতনের কথা গোপন রাখেন। মাঝবয়সী নারীদের জরায়ুর সমস্যা হতে পারে। আবার অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলের কারণেও হতে পারে। এছাড়া সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের কারণেও জরায়ু সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

বিদেশফেরত চিকিৎসাবঞ্চিত নারী শ্রমিকরা জানান, নিয়োগদাতাদের কাছ থেকে অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়েছে তাদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগদাতারা অতিরিক্ত খাটালেও তাদের নিয়মিত খাবার খেতে দিত না। নিয়মিত যৌন ও শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন অনেকে। নিপীড়ন ও পরিশ্রমে অসুস্থ হলেও চিকিৎসকের কাছে নেয়া হতো না তাদের।

এমনই এক ভুক্তভোগী তাসলিমা (ছদ্মনাম)। স্বামী মারা যাওয়ার পর পরিবারের হাল ধরতে ওমানে গৃহকর্মীর কাজে যেতে হয় তাকে। পাঁচ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বিদেশে গেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ায় বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেশে ফিরে আসতে হয় তাকে। ভিসা অনুযায়ী যে কাজের প্রতিশ্রুতি ছিল, সেটি পাননি। হাঁস-মুরগির খামারেও কাজ করতে হয়েছে। দুই হাতে পাহাড়ি রাস্তায় পানির ড্রাম বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে। ঠিকমতো ঘুমানোর সময় দেয়া হয়নি। সারা রাত হাত-পা বাঁকা হয়ে থাকত। একদিন কাজ করতে না পারায় দুদিন খাবার জোটেনি। খাবার চাইলে গালাগাল শুনতে হয়েছে। অমানুষিক

বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়া

শেষ পৃষ্ঠার পর

খাটনির পর অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়োগদাতা তাকে নিজের খরচে ডাক্তার দেখাতে বলেন। বাসা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে হাসপাতালে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে হেঁটে।

তাসলিমা *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'রমজানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মালিক বলে তুই বেশি অসুস্থ হলে নিজের টাকায় চিকিৎসা নিবি। আমি নিজের টাকায় চিকিৎসা নিয়েছি। অল্প ওষুধ আর স্যালাইনেই ২৫ রিয়াল গেছে। পাঁচ কিলোমিটার দূরে হাসপাতালে হেঁটে যেতে হয়েছে। কোনো ধরনের চিকিৎসা না পেয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে।'

২০২৪ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে অর্থসহায়তার জন্য আবেদন করেছেন প্রবাসফেরত ৫৬ নারী। এর মধ্যে ২০ জন সহায়তা চেয়েছেন জরায়ু সমস্যার চিকিৎসার জন্য। বাকিদের মধ্যে কিডনির জটিলতা ও ক্যান্সারে ভুগছেন যথাক্রমে ১০ ও সাতজন। শারীরিক নির্যাতনের শিকার ১৯ জন। ২০২৩ সালে সহায়তা চাওয়া প্রবাসফেরত ৪৪ নারী কর্মীর মধ্যে ২০ জন জরায়ুর সমস্যায়, তিনজন ক্যান্সারে এবং দুজন কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন। বাকি ১৯ জন শারীরিক নির্যাতনে আহত অবস্থায় দেশে ফেরেন। ২০২২ সালে অর্থসহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন মোট ২৫ জন। তাদের মধ্যে ১২ জনই শারীরিক নির্যাতনের শিকার। জরায়ুর সমস্যায় ভুগছিলেন ১০ জন। কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন দুজন। ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন একজন।

প্রবাসে শ্রমিক হিসেবে যাওয়া এসব নারীর চিকিৎসাবঞ্চিত হয়ে দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে সরকারের এখন তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সভাপতি অধ্যাপক ড. সি আর আবরার। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'চিকিৎসার জন্য দেশে ফেরত আসতে হবে এটি অন্যায়। ওই দেশের মালিকেরই চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাদেশ সরকারেরও উচিত এটি চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা এবং অভিযোগগুলো তদন্ত করে দেখা। এখানে অসুস্থতার যেসব তথ্য এসেছে, সংখ্যাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে নারী কর্মীরা কী ধরনের সমস্যায় পড়ছেন। সংখ্যাটা হয়তো আরো বেশি। তবে অনেকেই জানেন না যে কল্যাণ বোর্ড থেকে এমন অর্থসহায়তা দেয়া হয়। এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার।'

প্রবাসে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন জমিলা (ছদ্মনাম)। গৃহকর্মী হিসেবে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন সৌদি আরবে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'মেয়ে বিয়ে দিতে ঋণ করায় বিদেশে যাই। বেতন যা দেয়ার কথা, দেয়নি। তিন মাস পর ঠিকমতো খাবারও দেয়নি। সকালে শুধু রুটি আর চা দেয়া হতো। পাঁচ মাস পর অসুস্থ হয়ে পড়ি। চিকিৎসা দেয়নি। খাবার চাইলে বলত দূরে যা, কাজ কর। খাবার না পেলে কাজ করব কীভাবে। অসুস্থ হয়ে রুমে পড়ে থাকতাম, ওঠার মতো শক্তি ছিল না যে উঠে পানি খাব। ভাত চাইলেও দেয় না। খাবার খেয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে, সেই খাবার খেয়েছি। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। অসুস্থ হলেও ডাক্তার দেখায়নি। অফিসে যোগাযোগ করলে বলে পালিয়ে আসো। আমরা গাড়ি নিয়ে বাসার সামনে থাকব।'

বাসা থেকে পালিয়ে বাঙালিদের সহায়তায় এক বাসায় আশ্রয় পান জমিলা। সেখান থেকে থানা হয়ে দূতাবাসের আশ্রয়ে প্রায় এক মাস থাকার পর দেশে ফেরত আসেন তিনি।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশফেরত যেসব আহত ও অসুস্থ কর্মী আমাদের এখানে অর্থসহায়তার আবেদন করেন, তাদের সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা চিকিৎসাসহায়তা দেয়া হয়। আমরা ঘটনাগুলো জানতে পারি দেশে আসার পর। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রবাসীদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। কতজন নারী কর্মী কোন কোন মালিকের অধীনে কাজ করেন, তাদের সঙ্গে যদি মাসে একবার হলেও যোগাযোগ করা হতো; তাহলে অনেকটাই এসব সমস্যা কমে যাবে। এখানে দূতাবাসের সুপারভিশনের অভাব রয়েছে। কর্মীরা বিদেশে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকার জন্য চিকিৎসাবঞ্চিত ও আহত হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হন।'

SUNDAY OCTOBER 20, 2024
KARTIK 4, 1431 BS
The Daily Star

RMG work orders returning as labour unrest subsides

REFAYET ULLAH MIRDHA

After more than a month of disruption due to the political changeover and subsequent labour unrest in major industrial belts, international apparel retailers and brands are returning to Bangladesh with work orders for upcoming seasons.

Local garment suppliers said more Western retailers and brands are now visiting the factories and inquiring about production as normalcy has returned to the sector.

They said Western buyers are placing orders for the next autumn and winter seasons.

"I haven't noticed any major challenges in the inflow of work orders for the upcoming seasons," said Kutubuddin Ahmed, chairman of Envoy Legacy. "They haven't shifted orders away from here."

However, many factories are facing increased costs for having to make air shipments due to production delays caused by the unrest, Ahmed added.

He said a stable production environment is crucial for both suppliers and retailers.

During the unrest in September and early October, apparel factories in major industrial hubs were shuttered. Consequently, some summer orders have already been relocated to Bangladesh's rivals.

On top of the lost production and missed work orders for small and medium-sized factories, Ahmed said manufacturers are struggling as some banks are unable to open letters of credit (LCs) due to a liquidity crisis, US dollar shortage and reduced loan repayment capability of their clients.

Requesting anonymity, a major European buyer said their company did not shift any work orders out of Bangladesh due to the unrest.

"Production facilities are improving but uncertainty remains and our headquarters is concerned about the factories that were affected by the labour unrest," the buyer said.

Although buyers do not plan to reduce order quantities, overall volumes may not reach previous levels as any unrest has some negative consequences, he added.

"I have been meeting with buyers to assure them that normalcy has returned to the industrial zones and factories have resumed production," said Kalpan Hossain, managing director of Dekko Legacy Group.

Hossain's factories were shut down for 23 days in September and five days in October. This translated into a daily production loss of 80,000 pieces of trousers and jackets, valued at $4.8 lakh.

"Buyers want stability as they also need to ensure timely shipment of goods and profit," he said.

If a stable business and political environment continues, it is expected that upcoming seasons will be good for business, Hossain added.

"None of my buyers have shifted work orders so far," said Sharif Zahir, managing director of Ananta Group.

Zahir said he is hopeful that the upcoming seasons will be good as buyers are placing a significant number of orders now that normalcy has been restored.

The labour unrest was largely centred at manufacturing hubs around Dhaka. As a result, production at garment factories located in other areas was quite unscathed.

"I have work orders for the next seasons as the environment was relatively peaceful in Chattogram compared to other industrial zones in Dhaka," said Vidiya Amrit Khan, deputy managing director of Desh Group.

To sustain buyers' confidence, she said maintaining stability and a normal business environment are very important.

UNREST

- Factories faced labour unrest for over a month in September and October
- The unrest caused nearly \$400m worth of production loss
- Most affected factories are in Ashulia, Zirani and Zirabo areas

GOOD NEWS

- Retailers are coming back with the restoration of normalcy
- Most of the big retailers did not shift work orders from Bangladesh but are cautious

CHALLENGES

Persistent gas shortage is affecting production in mills

LC opening is challenging due to a dollar shortage

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG work orders returning

FROM PAGE B1

Requesting anonymity, a garment manufacturer from Rupganj upazila in Narayanganj said buyers are demanding discounts for their products due to shipment delays.

Apart from political stability and tight competitiveness, there are other challenges at the home front facing apparel manufacturers and textile millers. These include consistent gas and power supplies.

Khorshed Alam, chairman of Little Group, said his yarn production has declined 50 percent due to gas shortages and load-shedding.

His Ashulia-based mill usually produces 24,000 pounds of yarn daily, but is now slumping to 12,000 pounds.

According to Alam, while the demand for yarn is increasing with the resurgence of garment work orders, inadequate gas supply remains a major obstacle.

Kyaw Sein Thay Dolly, managing director of Cloths R Us, said the labour unrest particularly hurt small and medium enterprises. .

"Now both we and the buyers want to be optimistic," she said.

Khandoker Rafiqul Islam, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the unrest impacted autumn garment production.

He said the BGMEA will hold a meeting with representatives of international retailers and brands next week to reassure them of the restored business environment and the association's commitment to meeting deadlines.

সমকাল রোববার ৷ ২০ অক্টোবর ২০২৪

পোশাক খাত স্থিতিশীল ফিরেছেন ক্রেতারা

সমকাল প্রতিবেদক

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ

দুই মাসে ক্ষতি ৫ হাজার কোটি টাকা

চাঁদাবাজি ও ঝুট সন্ত্রাস এখন বড় সমস্যা

তৈরি পোশাক খাতের শ্রম অসন্তোষের কারণে সৃষ্টি হওয়া সংকটময় পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সংকটের সময় যেসব ক্রেতা রপ্তানি আদেশ অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছেন, তারাও ফিরে আসছেন। অর্থাৎ, ব্রান্ড ক্রেতাদের আস্থাও পুরোপুরি ফিরেছে। তবে গত দুই মাস শ্রমিক অসন্তোষের কারণে শিল্পের অনেক ক্ষতি হয়েছে। উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত হওয়ায় অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকার (৪০ কোটি ডলার) ক্ষতি হয়েছে। এ পরিস্থিতি যাতে আর ফিরে না আসে সেজন্য পোশাকশিল্পকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনের সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম। পোশাক খাতের গত দুই মাসের সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল্লাহিল রাকিব, সহসভাপতি মো. নাসির উদ্দিন, রকিবুল আলম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পোশাকশিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার, মালিক, শ্রমিক, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সবার সহযোগিতায় বিজিএমইএ বোর্ড বিপর্যয়কর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রেতারাও বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ওপর আস্থা রাখছেন। বিজিএমইএর প্রচেষ্টা ও সরকারের নির্দেশনায় পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী গঠন হয়েছে। যৌথ বাহিনী তৈরি পোশাকশিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিত টহল পরিচালনা করেছে। বিজিএমইএ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় কমিউনিটি পুলিশিং চালু করেছে। সরকারের সহায়তায় মালিক-শ্রমিক যৌথ ইশতেহারে ১৮ দফা দাবি মেনে নিয়েছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। যে ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে সব পক্ষের সহায়তায় তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, আশুলিয়া অঞ্চলের ৩৯ পোশাক কারখানার শ্রমিকের সেপ্টেম্বরের বেতন-ভাতা পরিশোধে বিনা সুদে ঋণ চেয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে চিঠি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে দেখা করি। বিজিএমইএর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক আগস্টের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। শ্রম অসন্তোষের কারণে পণ্য উৎপাদন এবং সময়মতো ক্রেতা প্রতিনিধিদের হাতে পৌঁছাতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের কারণে যাতে কোনো ধরনের বাড়তি চাপ দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারে ক্রেতাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে পোশাকশিল্পের ৪০ লাখ শ্রমিককে ন্যায্যমূল্যে টিসিবি পণ্য বিক্রয় কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিল্প এবং শ্রমিকদের স্বার্থে গত দুই মাসের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন খন্দকার রফিকুল ইসলাম। সময়মতো পদক্ষেপ নিয়ে পোশাকশিল্পকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বিজিএমইএ সভাপতি।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, এ মুহূর্তে শিল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শিল্পে সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। চাঁদাবাজি ও ঝুট সন্ত্রাসের মতো সমস্যা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়া কাস্টমস, বন্দরসংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা সহজ এবং দ্রুততর করা। চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ থেকে পণ্য খালাস ও জাহাজীকরণে অহেতুক দেরি না করা।

এর বাইরে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তায় অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে এক ডজন দাবি তুলে ধরে বিজিএমইএ। এর মধ্যে রয়েছে বর্তমান সংকটকাল বিবেচনায় পরবর্তী ৩ মাসের জন্য কারখানার ইউটিলিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা, ব্যাংক খাতের সংস্কার যেন উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক প্রভাব না রাখে তা নিশ্চিত করা। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শিল্পকে ব্যবসাবান্ধব করতে যথাযথ নীতি সহায়তা প্রণয়নের বিষয়ে এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন। শিল্পে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা ও বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণসহ একটি টেকসই বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি নীতি প্রণয়ন। সব ধরনের ঋণের বিপরীতে ঋণ শ্রেণিকরণ না করা। তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জরুরিভিত্তিতে সিএনজি স্টেশন থেকে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের সুযোগ। ঝুটসহ অন্য রিসাইকেলিং উপযোগী বর্জ্য অপসারণকে বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখা। পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রণোদনা পুনর্বহালের বিষয়টি বিবেচনা করা পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নিরাপদ এক্সিট পলিসির ব্যবস্থা করা।

রপ্তানি পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে রপ্তানিতে পিছিয়ে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংকটের মধ্যেই গত তিন মাসে রপ্তানি আগের একই সময়ের চেয়ে বেশি হওয়ার যে তথ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো-ইপিবি দিয়েছে তা সঠিক কিনা এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, ইপিবির তথ্যকে সঠিক বলেই মনে করেন তারা।

The Financial Express Sunday | October 20, 2024

Labour unrest inflicts $400m loss on main export industry

Sector now stable after a challenging period: BGMEA

FE REPORT

Bangladesh's export-earning apparel industry suffered production loss worth US$400 million for labour unrest for over a month since end of August, on the cusp of a regime change.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) came up Saturday with the claim of cost of industrial action and sought preventive actions against any recurrence of violence so they can make a rebound.

The association said the apparel industry was now stable after a challenging period and called on the government to take necessary measures to ensure law and order in the sector to help them sustain trade competitiveness and drive further growth.

"The BGMEA board has been able to deal with a disastrous situation with the coopera-tion from the government, owners, workers, Bangladesh Army and law-enforcing agencies," association president Khandoker Rafiqul Islam told journalists.

"Some of the buyers have shifted work orders from Bangladesh to other competitive countries for the unrest. We are expecting that they (buyers) will come back here as normalcy is restored in the sector," Mr Islam said at a press conference held at the trade body's head-quarters in Uttara in the city.

The BGMEA president, however, also claims that the clothing industry has faced a production loss of US$400 million due to the recent labour unrest starting from the end of August and having continued more than a month until the first week of October.

Some 39 affected factories were unable to pay wages for September because of the labour unrest, leading the BGMEA to request interest-free bank loans on easy terms from the government to support them.

Labour unrest inflicts $400m

Continued from page 1 col. 5

The apparel apex body urges the govern-ment to maintain a stable law- and-order situation in the sector and also calls for sim-plification and acceleration of customs and port procedures, particularly to avoid unnecessary delays in loading and unload-ing goods at Chattogram seaport. "It's a recurrent issue."

The association leader also requested the government not to disconnect utility servic-es such as gas and electricity for next three months in any industry, saying that many factories have been affected by the labour unrest.

Expressing concerns over ongoing bank-ing-sector reforms, he urged the govern-ment to ensure that these changes should not negatively impact production and com-mercial activities within the industry.

Mr Islam proposed the formation of a dedicated taskforce, including representa-tives from the National Board of Revenue and Bangladesh Bank, to develop business-friendly policies in line with the sector's needs.

The trade body also made an urgent appeal for gas supply through cylinders from CNG stations to be permitted, enabling factories to maintain normal pro-duction amid the current energy shortages.

It also calls for stronger measures to develop an external-interference- free dis-posal system of jhut and other recyclable waste materials to help in enabling factories to manage waste disposal efficiently and sustainably.

The BGMEA further demands of the government not to reduce the cash-incen-tive rate for the RMG sector following LDC graduation set for 2026.

In response to the significant toll the industry has suffered from prolonged labour unrest, the association seeks strin-gent measures against those undermining the sector, underscoring the necessity of strict laws and appropriate punishments to prevent future disruptions.

"The government should introduce a safe-exit policy for entrepreneurs in the RMG sector," the BGMEA chief said, adding that a significant number of facto-ries have been struggling to sustain their business in the wake of various adversities.

munni_fe@yahoo.com

শোভন কাজ

প্রথম আলো • রোববার, ২০ অক্টোবর ২০২৪

পোশাকশিল্পে ঝুঁকি বেড়েছে : বিজিএমইএ

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনা পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। তারা বলেছে, এলডিসি উত্তরণের কথা বলে পোশাকশিল্পের নগদ সহায়তার পরিমাণ কমানো হয়েছে। এ কারণে শিল্পে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি ও বিপর্যয়ের শঙ্কা বেড়েছে।

সেই সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতের যেসব উদ্যোক্তা প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসায় টিকতে পারছেন না, তাঁদের জন্য নিরাপদ 'এক্সিট পলিসি' বা ব্যবসা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ।

গতকাল রাজধানীর বিজিএমইএ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পরিচালকেরা।

গত দুই মাসে শ্রম অস্থিরতার কারণে শিল্পকে বড় মাশুল দিতে হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে যারা শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাদের আইনের আওতায় আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বিজিএমইএ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ব্যাংকঋণের সুদহার এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনা এবং পোশাক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য বিশেষ নীতিসহায়তা চেয়েছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএর তথ্যানুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে যেখানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ, সেখানে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ আর ভারতের ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। তারা আরও বলেছে, বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বোঝা যায়, রপ্তানি আদেশ এসব দেশে চলে যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্দিষ্ট কিছু শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের পোশাক খাতে ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি ডলারের রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোয় স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জরুরি ভিত্তিতে সিএনজি স্টেশন থেকে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 20.10.2024

How deepening Middle East crisis could impact labour market, RMG export

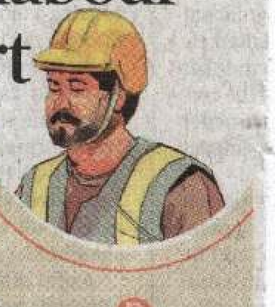

- Around **6m** Bangladeshi workers employed in Middle East
- Jordan has **1 lakh** Bangladeshi female RMG workers
- Bangladesh has begun evacuating workers from Lebanon
- Experts says the conflict also poses energy risks for Bangladesh
- **15,000** Bangladeshis lost their jobs in Southern Lebanon
- They urge preparation for rescue plan, financial assistance
- Also database for returnees, exploration of new markets

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI AND **JASHIM UDDIN**

As the conflict between Hamas and Israel escalates, concerns are growing among thousands of migrant workers, particularly in Lebanon and Jordan, about job security in an increasingly unstable environment.

Since the war began in October last year, tensions have spread to Iran and Lebanon. Experts caution that if the conflict continues to escalate, it could severely impact Bangladesh's economy, as around 6 million Bangladeshi workers are employed in the Middle East.

The ongoing crisis not only threatens remittances, a vital source of income for many families, but could also impact the ready-made garment (RMG) sector and the energy sector, they said.

Fear and uncertainty loom over remittance earners and stakeholders, particularly in Lebanon, where the Bangladesh embassy has begun evacuating workers wishing to return home.

Lebanon is currently home to around 1 lakh Bangladeshi workers, according to an unofficial estimate.

At least 15,000 Bangladeshis have become jobless in Southern Lebanon and shifted to capital city Beirut since the Israeli attack started in late September this year, according to migrants in Lebanon.

Among them, around 1,800 have registered under the Bangladesh embassy in Beirut to return home till Thursday. The first batch of 47 migrants (54 including their children) will leave the country today and reach Dhaka tomorrow under the arrangement of the Bangladesh embassy.

Jordan, which borders both the West Bank and Israel, also hosts over 1 lakh Bangladeshi workers, primarily skilled female garment employees. The potential for the conflict to spill into Jordan is raising alarms, especially given the country's already significant refugee population.

Labour recruiters said worsening conditions surrounding the Israel-Palestine conflict will have a ripple effect across the entire region, particularly impacting the six Gulf States: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, and Bahrain.

Last fiscal year, these states generated $11.78 billion in remittances, accounting for over 49% of Bangladesh's total remittance income, according to Bangladesh Bank data.

M Humayun Kabir, former diplomat and president of the Bangladesh Enterprise Institute, told The Business Standard that there is a growing risk of instability in the entire Middle East labour market and the government must take the situation seriously.

He said the ongoing war also poses an energy risk for Bangladesh, as the country sources the majority of its fuel from this region.

"Oil tankers are at increased risk of being targeted, which will drive up transportation costs. If the war drags on, the rising cost of oil imports will have a negative impact on Bangladesh's economy," he added.

Experts urge 'rescue plan'

Around 40% Bangladeshis workers are women in Lebanon as they go there as housemaids, according to unofficial estimates. Besides, people work in the service sector and manufacturing sector.

"After the huge attack by Israel, about 20,000 Bangladeshis from southern Lebanon have moved to Beirut after becoming jobless, especially around the Rafik Hariri Mosque and Hamra Sanaya Park," Sheikh Mamun, a migrant in Beirut told TBS.

"We are providing support to workers who become jobless," he added.

Mohammad Jalal Uddin Sikder, a migration expert and faculty member of Political Science and Sociology at North South University, told

মঙ্গলবার, অক্টোবর ২২, ২০২৪ ■ কার্তিক ৬, ১৪৩১ **বণিক বার্তা**

সড়ক দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ তহবিল

জমা ২২১ কোটি টাকা বিতরণ মাত্র ২৫ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি ও নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে গঠন করা হয় একটি আর্থিক সহায়তা তহবিল। প্রতিটি মোটরযান মালিককে এ তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের পর থেকে এ তহবিলে জমা পড়েছে প্রায় ২২১ কোটি টাকা। তবে এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিতরণ হয়েছে মাত্র ২৫ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ৫৬৬ জন।

সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০১২-এর আলোকে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া শুরু হয় ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি। বিআরটিএর তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ২৪ নিহত হন; আহতের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৪৯৫। অন্যদিকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪ হাজার ১৫৩ জনের। আহতের সংখ্যা ৫ হাজার ১২৬। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ২১ হাজার ৭৯৮। যদিও একই সময়ে মাত্র ৫৬৬ জনকে আর্থিক সহায়তা তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে বিআরটিএ। ক্ষতিপূরণ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৮৩ জন নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরি। ৮৩ জন ছিলেন আহত ব্যক্তি। তাদের অনুকূলে সব মিলিয়ে ২৫ কোটি ২৯ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিআরটিএর তথ্য বলছে, ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের পর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জমা পড়ে ১ হাজার ৯৪০টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৩৫টি আবেদন স্থায়ী অনুসন্ধানের জন্য কমিটির কাছে পাঠানো হয়। ৬৫৪টি আবেদন স্থায়ী অনুসন্ধান কমিটির কাছ থেকে পেয়েছে বিআরটিএ। এর বিপরীতে ৫৬৬টি চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ মানুষ হতাহত হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে, তার বিপরীতে প্রদান করা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক কম। বিষয়টি স্বীকার করেছেন বিআরটিএর কর্মকর্তারাও

দেশের প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ মানুষ হতাহত হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে, তার বিপরীতে প্রদান করা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক কম। বিষয়টি স্বীকার করেছেন বিআরটিএর কর্মকর্তারাও। এ সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ তহবিল দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএর পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, '২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া শুরু হয়। তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা আছে, ক্ষতিপূরণ বিতরণ তার চেয়ে কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো, ৩০ দিনের সময়সীমা। বিধিতে বলা আছে, দুর্ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় নিহতের স্বজন শোকগ্রস্ত থাকার কারণে এ সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারেন না। এজন্য আমরা বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি।'

ক্ষতিপূরণের পরিসর বাড়াতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের মতো করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রচার-প্রচারণা আরো বাড়াতে গণমাধ্যমের পাশাপাশি সেলফোনে এসএমএস পাঠানোর পরিকল্পনা করছি। ক্ষতিপূরণ দেয়ার সেবাটি এখন আরো সহজ করা হয়েছে। এখন ক্ষতিপূরণের আবেদন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য আহত ব্যক্তি বা নিহতের স্বজনকে ঢাকায় আসতে হচ্ছে না। এটা জেলাভিত্তিক করে ফেলা হয়েছে।'

সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২-এর আলোকে এ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে হিসাব ধরা হয়। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারির আগে যারা হতাহত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বিবেচ্য হবে না। পরিবহন বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী দুর্ঘটনায় হতাহতদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করবে ট্রাস্টি বোর্ড। দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কারো মৃত্যু হলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালীন অন্যূন ৫ লাখ টাকা। দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে অন্যূন ৩ লাখ টাকা। গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে অন্যূন ৩ লাখ টাকা। গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে অন্যূন ১ লাখ টাকা।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য দুর্ঘটনা ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে।

এ তহবিলের জন্য বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও প্রাইম মুভারের বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ টাকা। ৭৫০ টাকা বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ

জমা ২২১ কোটি টাকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে মিনিবাস, মিনি ট্রাক ও পিকআপের জন্য। কার, জিপ ও মাইক্রোবাসের বার্ষিক চাঁদা ৫০০ টাকা। ৩০০ টাকা দিতে হবে থ্রি-হুইলার ও অন্যান্য যানবাহনকে। এর বাইরে মোটরসাইকেলের জন্য এককালীন ১ হাজার টাকা চাঁদা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য বলছে, ৩ অক্টোবর এ তহবিলে অর্থের স্থিতি ছিল ২২০ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

সড়ক দুর্ঘটনায় সরকার ক্ষতিপূরণ দেয়া শুরু করলেও তা এখনো সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছাতে পারেনি বলে মনে করেন বিআরটিএর চেয়ারম্যান মো. ইয়াসীন। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিষয়টি আমলে নিয়ে আমরা প্রচার-প্রচারণায় গুরুত্ব দিচ্ছি। ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিসর বাড়াতে যা যা করা দরকার, সবই আমরা করব।'

TUESDAY OCTOBER 22, 2024
KARTIK 6, 1431 BS
The Daily Star

Unrest erodes Bangladesh's RMG edge over rivals

REFAYET ULLAH MIRDHA

Garment exports by Bangladesh's market rivals like India, Vietnam, China and Cambodia have increased to major Western markets due mainly to the latest spell of labour unrest and political changeover earlier in August in the country.

In September, India's readymade garment (RMG) exports grew by 17.3 percent year-on-year, capitalising on political instability in Bangladesh, according to Indian daily The Telegraph.

The growth comes despite global challenges such as inflation and supply chain disruptions, which have impacted other major garment-exporting nations, the report states.

"India's RMG exports have recorded high growth despite global headwinds and inflationary pressures," said Sudhir Sekhri, chairman of the Apparel Export Promotion Council.

"Many leading apparel exporters have experienced a slowdown in recent months, but India has benefitted from Bangladesh's socio-political unrest," he added.

Bangladesh's internal turmoil forced some factories to close temporarily, causing delays in delivery schedules.

Referring to India's CareRatings, The Telegraph also said if the unrest continues for more than one or two quarters, Bangladeshi exporters could face significant challenges in meeting deadlines.

In the July-September period of the current fiscal year, Bangladesh's garment export grew 5.3 percent year on year to $9.28 billion, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Despite the EPB's growth count, apparel exports in the first eight months of 2024 to the US and European Union (EU) were not encouraging compared to Bangladesh's market competitors.

For instance, garment export to the USA, the country's main export destination, fell by 9.16 percent year-on-year to $4.70 billion in the January-August period of the current year, according to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

OTEXA attributed the fall to slumping demand for apparels in the American market.

In combined, the textile and garment shipment from Bangladesh to the USA also fell by 8.98 percent year-on-year to $4.84 billion in the January-August period this year, showed the OTEXA data.

Bangladesh's competitors performed well in the USA and EU markets as data showed that their exports, in terms of quantity, increased. The countries also took the advantage of the rebounding US economy, as consumer spending on retail goods, including apparel items, increased.

The retail sales in the US increased again in September as employment grew and inflation and interest rates fell, said Jack Kleinhenz, chief economist of the National Retail Federation (NRF), the world's largest retail trade association.

In the January-August period, the quantity of apparel imported by the USA increased by 1.5 percent year-on-year, while Bangladesh's export declined by 3.8 percent in terms of quantity.

TAKEAWAYS

Impact of labour unrest
- Bangladesh's competitors taking advantage of labour unrest
- Apparel sector faced $400m production loss
- Exporters encountered difficulties in shipment of goods

India
- India's garment export grew 17.3% in September

Present situation
- Normalcy restored in garment sector
- Buyers are coming back with work orders in greater number than before

US market
- Bangladesh's garment export to the US declined
- US economy is rebounding but Bangladesh cannot cash in on it

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Unrest erodes

FROM PAGE B1

During the period, US apparel sourcing from China increased by 3.6 percent in terms of quantity.

Apparel exports to the USA by Vietnam during this period increased by 5.2 percent, from India by 7.6 percent and from Cambodia increased by 7.7 percent, according to OTEXA data compiled by the BGMEA.

Similarly, in the January-July period, garment imports by the EU countries increased by 3.3 percent and the growth was only 2.8 percent from Bangladesh, according to Eurostat data compiled by the BGMEA.

During this period, apparel export to the EU by China grew by 6.4 percent, from India at 5.18 percent, from Cambodia at 18.35 percent, from Vietnam at 12.61 percent and from Pakistan by 14.41 percent, showed the data.

Overall in the July-September period, garment export from Bangladesh grew by 5.34 percent, whereas Vietnam recorded the overall apparel export growth at 15.57 percent and India at 13.45 percent, the BGMEA compiled data showed.

The data analysis showed that the garment exports by other countries grew faster than Bangladesh in the major markets largely because of the political and labour unrest.

The local garment exporters could not produce goods smoothly and ship those on time.

Exporters said some of the international retailers and brands either suspended their factory visit or shifted work orders to other countries.

A good number of garment factories have witnessed on and off situations since the beginning of the anti-discriminatory student movement in mid-July this year.

AK Azad, chairman and managing director of Ha-Meem Group, which mainly exports to the USA, said he experienced labour unrest and his export was affected like others.

"However, now I have been booking a lot of work orders from the buyer as they are coming back for the next seasons," Azad said.

Ex-president of now dissolved Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Khandoker Rafiqul Islam also echoed Azad, saying, "Buyers are coming back now as the normalcy has restored in the sector."

কালের কণ্ঠ | সোমবার | ২১ অক্টোবর ২০২৪ |

চিনিকলগুলো চালু রাখুন

ঋণের বোঝা ৯ হাজার কোটি টাকা

দেশের চিনিকলগুলোর দুর্গতি অনেক আগে থেকেই। কোনোভাবেই চিনিকলগুলো লাভের মুখ দেখতে পারছে না। কমাতে পারছে না উৎপাদন খরচ। দেশে বেসরকারি খাতে অপরিশোধিত চিনি থেকে চিনি উৎপাদন ব্যয় কম হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় প্রতি কেজি চিনি উৎপাদনে খরচ হয় অনেক বেশি। কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ায় উৎপাদন খরচ বেশি পড়ছে। বর্তমানে সুদসহ প্রতি কেজি চিনিতে উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে বেশি রাজশাহী চিনিকলে ৫০৪ টাকা, সর্বনিম্ন নর্থবেঙ্গল চিনিকলে ২১৮ টাকা। অন্যান্য চিনিকলের মধ্যে জয়পুরহাট চিনিকলে উৎপাদন ব্যয় ৪৫১ টাকা, ফরিদপুর চিনিকলে ৪০৭ টাকা, মোবারকগঞ্জ চিনিকলে ৩৮৪ টাকা, নাটোর চিনিকলে ৩৫১ টাকা। গড়ে প্রতি কেজির উৎপাদন খরচ ৩১২ টাকার বেশি। অথচ বাজারে এক কেজি চিনি বিক্রি হয় ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকায়।

কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে পরবর্তী তিন বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঁচটি ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার ২২০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। এই ঋণের সুদ দাঁড়িয়েছে চার হাজার ২০০ কোটি টাকা, যা সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হবে ৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এর বাইরে বিভিন্ন সময়ে চিনিকল সংস্কারে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে তিন বছরে নেওয়া হয়েছে প্রায় এক হাজার ৬০০ কোটি টাকার ঋণ, যা পরিশোধে তাগিদও রয়েছে।

দেশে চালু থাকা ১৫টি চিনিকলের মধ্যে তিনটি ব্রিটিশ আমলে, ৯টি পাকিস্তান আমলে, তিনটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এত পুরনো হওয়ায় এসব চিনিকলের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি, উৎপাদনও কম। কাছের দেশ ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে চিনিকলে রিকভারি ১০-১১ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশে রিকভারি ৬ শতাংশের কম। প্রতিবছরই রিকভারির হার কমছে। এতে কমছে উৎপাদন। ২০১৬ অর্থবছরে যেখানে ৫৯ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হয়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদন গিয়ে ঠেকেছে ২১ হাজার ৩১৪ টনে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাব করেছে করপোরেশন। ২০২১-২২ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৪১২ কোটি টাকা। বিপরীতে ব্যয় এক হাজার ১৯২ কোটি টাকা। এতে আয় ও ব্যয়ের বিশাল ব্যবধান সুস্পষ্ট। চিনিকলগুলো দেখভালের দায়িত্ব বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার। লাভ-লোকসানের বাইরে সংস্থাটির একটি সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটির সহায়ক ভূমিকা পালন করার সুযোগ ছিল। বেসরকারি চিনিকলগুলো লাভজনক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কেন লোকসান হচ্ছে? কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, আখস্বল্পতা, বহু পুরনো যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন এবং আখ প্রক্রিয়াকরণে অদক্ষতাও রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে লোকসানের কারণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

করপোরেশনের কর্মকর্তাদের আশা, বিদ্যমান চিনিকলের আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ এবং নতুন চিনিকল স্থাপন করা হলে চিনিকলের লোকসান কমিয়ে লাভজনক খাতে যাওয়া যাবে। এ জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, সরকারি চিনিকল বন্ধ হয়ে গেলে বেসরকারি আমদানিকারক কম্পানিগুলো ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করতে পারবে। এ কারণে তারা সুকৌশলে চিনিকল বন্ধ করে দিতে চায়।

চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য হলেও সরকারি চিনিকলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চিনির বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করতে সরকারি চিনিকলগুলো চালু রাখতে হবে।

শোভন কাজ

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Tuesday, October 22, 2024
Kartik 6, 1431 BS: Rabius Sani 18, 1446 Hijri

Loss to RMG industry

BEFORE his exit from the post of president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) on Sunday, Khandoker Rafiqul Islam claimed that normalcy has returned to the apparel sector but at a huge cost. According to him, the industry lost $400 million in more than a month-long industrial unrest, which has yet to be confirmed by any independent statistical body. If the figure of loss is anywhere near the given sum, it raises more questions than can be answered. In 2023, the readymade garment (RMG) sector fetched $47.38 billion, a record high, and the apex apparel body did not do enough to settle some of the endemic issues souring the industry's labour relations. The fact that the garment owners in the RMG belt most affected by the unrest ultimately accepted all the 18 demands of their workers is a proof that the latter's demands were reasonable and justified. Then why did they allow the situation to escalate to an ugly disruptive level?

Clearly, the inflexible garment owners have none but only themselves to blame. Significantly, garment factories managed well and have been offering reasonable wages to their workers stayed free from the industry's turmoil. It is the ones which were reluctant to give a fair share of the profit to workers have been responsible for leaving their employees and even themselves a casualty of the industrial disruption. The loss has been double-pronged---financial and labour relations. Their litany of infiltration of outsiders for provoking agitation was more a ploy than a reality. That the BGMEA failed to exercise a sobering influence leading to a solution to the problem is clear from the internal feud that has made one group to level charges against another and the vice versa. Finally, an administrator has been appointed to oversee the next election to the body.

> There is a need for a paradigm shift in the mentality of management and owners in favour of a fair share of profit with workers

The just departed BGMEA president made an appeal to the government to enforce strict law and order in the interest of the sector's stability. This is intriguing if not ludicrous. If workers are not paid their outstanding dues and cleared off their overtime and other benefits on time, the low-paid workers find it difficult to keep their body and soul together in an extremely hostile and volatile market condition. It is the industrial relations, not the army or the law-enforcement agencies, that determine peace, harmony and increased productivity in any industry. Deprived and exploited labour forces are the last to put in their hundred per cent in their performance.

There is a need for a paradigm shift in the mentality of management and owners, particularly at a time when the rallying call for narrowing social discrimination by students who spearheaded the recent movement is gaining momentum, in favour of a fair share of profit with workers. Many garment factories have been doing so and the others should follow suit. The apparel industry has received incentive packages for long and it is asking for more for the factories adversely affected by the recent labour unrest. Well, the appointment of an administrator and formation of neutral board under him speaks volumes for the discord within the industry. Patronage cannot be doled out without accountability. The need is to subject ailing factories' financial audits to stringent inspection before granting loan or stimulus packages.

৫৪

সংবাদ
বুধবার ৭ কার্তিক ১৪৩১
Wednesday 23 October 2024

শ্রম অধিকার লঙ্ঘনকারী দেশের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ : অক্সফাম

সংবাদ ডেস্ক

বিশ্বের যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এই কাতারে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আফগানিস্তান, জর্ডান ও জিম্বাবুয়ে। অক্সফামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের সবচেয়ে নিচের ১০টি দেশের কাতারে। এই সূচকে ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। সেই সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায়ও বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে তলানির ১০ দেশের মধ্যে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল গত সোমবার যৌথভাবে 'দ্য কমিটমেন্ট টু রিডিউসিং ইনইক্যুয়ালিটি (সিআরআই) ইনডেক্স ২০২৪' বা 'অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচক' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বাংলাদেশে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচকে বাংলাদেশ চলতি ২০২৪ সালে ১৭ ধাপ পিছিয়ে ১২৪তম স্থানে নেমে গেছে। ২০২২ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৭তম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে ১৪৮তম ও ২০২০ সালে ১১৩তম স্থানে ছিল।

প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশে বৈষম্য কমানোর তৎপরতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ অসমতা হ্রাসে বিভিন্ন দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। সেই সঙ্গে যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

২০২৪ সালের প্রতিবেদনটিতে আরও দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। ৮১ শতাংশ দেশ অনুক্রমিক করব্যবস্থা (প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স) থেকে, অর্থাৎ ধনীদের ওপর অধিক হারে করারোপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ৯০ শতাংশ দেশ শ্রমিকবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়ন ও মানসম্পন্ন কাজ নিশ্চিত করা ও আয় বণ্টনে পিছিয়েছে।

এবারের সূচকে শুধু বাংলাদেশ নয়, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা ও ইউনিয়ন করার আইন প্রণয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ দেশ পিছিয়েছে। তবে অনেক দেশ আবার উন্নতি করেছে। তেমনই এক দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২২ সালের পর দেশটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শ্রমনীতি গ্রহণ করে এগিয়ে গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের পর বিশ্বের যেসব দেশে করপোরেট আয়কর কমেছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশও আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পাকিস্তান, জাম্বিয়া, তুরস্ক।

► পৃষ্ঠা ১১ : ক : ৩

শ্রম অধিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু এ সময়ে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট হারে পরিবর্তন আনা হয়নি, অর্থাৎ করপোরেট করহার কমিয়ে ধনীদের সুবিধা দেয়া হলেও ভ্যাট কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেয়া হয়নি।

বিষয়টি হলো, ভ্যাট ধনী-গরিব সবাই একই হারে দেন। এটা পরোক্ষ কর। বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের গড়ে ৭০ শতাংশ পরোক্ষ কর থেকে আসে, অর্থাৎ অবস্থাপন্ন মানুষের কাছ থেকে যে হারে কর আদায় করা উচিত, বাংলাদেশে সেই হারে তা করা হয় না।

অক্সফামের প্রতিবেদনে মোট তিনটি বিষয়ের নিরিখে সিআরআই সূচক তৈরি করেছে। এগুলো হলো সরকারি সেবা, করনীতি ও শ্রম। এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে সরকারি সেবায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫, কর নীতিতে ৭১ ও শ্রমে ১১৮। অক্সফামের ২০২৪ সালের সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ১২৭তম, পাকিস্তান ১৪১তম, মালদ্বীপ ৬৬তম, নেপাল ১১৫তম, শ্রীলঙ্কা ১১৮তম অবস্থানে রয়েছে।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রায় ক্ষেত্রেই প্রশংসিত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশের কাছাকাছি উঠেছে। কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা গেছে। মানব উন্নয়ন সূচকগুলো উন্নত হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষকেরা বলেন, 'চিত্তাকর্ষক এই প্রবৃদ্ধির পেছনে একটি অন্ধকার দিক রয়েছে। সেটা হলো ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ অনুসারে, আয়ের গিনি সহগ (আয়বৈষম্যের একটি জনপ্রিয় পরিমাপ) ২০০০ সালে শূন্য দশমিক ৪৫০ থেকে ২০২২ সালে শূন্য দশমিক ৪৯৯তে উন্নীত হয়েছে। সম্পদের বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ।

শোভন কাজ

The Financial Express Wednesday, October 23, 2024

Tackling rising unemployment, job insecurity

THE combined impact of high inflation and stagnation in the private sector growth, both in industry and service, have drastically reduced employment opportunities for the educated and skilled segment of the workforce, said the World Bank (WB) in its recent development updates for Bangladesh as well as local experts including market analysts. Earlier, the informal sector was the preserve of the unskilled and semi-skilled workforce of the country. Unfortunately, the employment landscape is changing with members of the experienced and skilled workforce being forced to take pot luck and accept very low-paid jobs or engage in small-scale trading in the informal sector just for their survival. Such wastage of qualified professional workforce is not only negatively affecting the economy's growth potential, but also increasing frustration in society, a development the government will be required to address carefully. In this context, one would do well to recall that the recent student-mass upheaval that resulted in the fall of the immediate past regime was the work of the disgruntled youths who were initially demanding that government jobs should be accessible to the qualified candidates without being encumbered by discriminatory provisions like quotas. So, it is not hard to imagine what a potential time bomb the rising number of disaffected educated youths can be for the stability of society.

The data provided by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) for the decade between 2013-14 and 2022-23 show that average wage rate during that period registered a growth by 6.26 per cent. But that wage increase was offset by a higher rate of rise in inflation by more than 7.0 per cent to the dismay of both the unemployed and employed workers and the common people. But it is not only the loss of real income that is the only issue of concern. The employees of the private sector industries are also facing both job and wage cuts. The worse off among them are the high-salaried professionals as their employers often offload them to reduce what they term the operational cost of their business. Obviously, this has created an atmosphere of job insecurity among those still in employment in the private sector industries thereby affecting their productivity severely. Reports have it that the business houses, especially those that saw unprecedented growth, thanks to the official patronage and largesse they were blessed with during the past regime, have come under the watch of the present interim government. But that is also sending shivers down the spine of the employees of those business houses as they might ultimately lose their jobs as result. That would require the government to tread warily on this matter so that business houses may not use the government move as an excuse for shedding jobs from their organisations. That means alongside the jobless and ill-paid workers, the well-paid ones are also facing the double whammy of income loss and job insecurity.

The urgent tasks before the interim government, therefore, include easing the rising level of resentment and insecurity among the workers and employers alike

And this state of affairs is part of a challenging macro-fiscal context for Bangladesh where both global and domestic factors are at play, recent WB updates for Bangladesh pointed out. And those would require matching and timely reforms to bolster the nation's economic and institutional resilience. While the reform work to restructure the overall state of the economy is in motion, the government cannot also lose sight of the immediate tasks of enhancing the business's confidence by improving the law and order situation as well as coming up with appropriate incentives to promote investment.

The urgent tasks before the interim government, therefore, include easing the rising level of resentment and insecurity among the workers and employers alike.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৪ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ অক্টোবর ২০২৪

‘পরিচর্যাকারীদের অধিকার আদায়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে’

ইন্টারন্যাশনাল ডে অব কেয়ার অ্যান্ড সাপোর্ট উদ্‌যাপিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিচর্যাকারীদের অধিকার আদায়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ডে অব কেয়ার অ্যান্ড সাপোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং কেয়ারারস অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার সুইড বাংলাদেশ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৪৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচর্যাকারীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সালেহ মোস্তাফা কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেয়ারারস অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুল মুনির।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সিডিডির নির্বাহী পরিচালক এ এইচ এম নোমান খান।

অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১১ কার্তিক ১৪৩১, ২৭ অক্টোবর ২০২৪

কাহারোলে মজুরিবৈষম্যের শিকার নারী শ্রমিকরা

■ কাহারোল (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

'তোমরা কহেন তো, হামরাগুলো পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করি। কিন্তু মজুরি পাই ৩০০ টাকা আর পুরুষরা পায় ৫০০ টাকা। হামরা কি ওমারগুলার থাকি কাজ করি? ওরাও আইসে বিহানে, হামরাগুলোও আসি বিহানে। তাহলে ওরা এত পায় কেন?' গতকাল শনিবার কাজ করার সময় আক্ষেপ করে কথাগুলো বলছিলেন, দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার হাটিয়ারী গ্রামের উষা রানী রায়।

কাহারোল উপজেলায় কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করা অধিকাংশ নারীই মজুরি নিয়ে উষা রানীর মতো মজুরি নিয়ে এমন আক্ষেপ রয়েছে। উপজেলার মাঠে কাজ করার ক্ষেত্রে নারীশ্রমিকের চাহিদা বেশি থাকলেও তারা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন মাঠে শত শত নারী দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করছেন। পুরুষ শ্রমিকরা যেখানে সারাদিন কাজ করে মজুরি পান ৫০০ টাকা আর নারীশ্রমিকরা কাজ করে পান ৩০০ টাকা।

বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে একাধিক নারীশ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারীশ্রমিকরা বেশি কাজ করেও তারা মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, সেটা মেনে নিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজ করে যেতে হচ্ছে তাদের। রসুলপুর ইউনিয়নের সাধুর বাজারের কৃষিশ্রমিক রানী রায় ও হেমন্তী বলেন, পুরুষরা গৃহস্থের বাড়িতে এক বেলা খেয়েও ৫০০ টাকার মতো মজুরি পান। অন্যদিকে নারীরা সমান কাজ করে ও নিজের বাড়িতে খেয়েও পান অর্ধেক। এই আয় দিয়ে সন্তানদের নিয়ে সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে গেছে। এখন বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

এ বিষয়ে কথা হলে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা. আফসানা মোস্তারীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমরা নারীদের অধিকারের কথা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তুলে ধরি। আমরা সর্বস্তরের মানুষ যদি এক হয়ে কাজ করি, তাহলে নারীদের মজুরি বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে।'

বণিক বার্তা বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৪

পোশাক কারখানায় জরিপ

অটোমেটেড মেশিনে ঝুঁকছেন মালিকরা, উৎপাদন বাড়বে ২২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের ৮০ শতাংশ পোশাক কারখানার মালিকরা অটোমেটেড বা স্বয়ংক্রিয় মেশিন ক্রয় করার পরিকল্পনা করছেন। এ সময়ে বিগত সময়ের তুলনায় অটোমেশন ১৩ শতাংশের অধিক বাড়বে। এতে প্রতি মেশিনে এক থেকে ছয়জন শ্রমিক যুক্ত হতে পারেন। বর্তমানে গড়ে কর্মরত ২ হাজার ২৫০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৫০০ জন শ্রমিক এ অটোমেশন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারেন। অটোমেশনের অধিক দক্ষতা ও তুলনামূলক কম উৎপাদন খরচের কারণে আগের চেয়ে ২২ শতাংশ উৎপাদন বাড়তে পারে। তবে উৎপাদন বাড়লেও এ শিল্পে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে।

সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সংলাপ অনুষ্ঠানে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে 'ভবিষ্যৎমুখী পোশাক শিল্প: টেকসই বৃদ্ধির জন্য অটোমেশন ও শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন লাইটক্যাসল পার্টনার্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জাহেদুল আমিন।

উপস্থাপনায় বলা হয়, দেশের পোশাক কারখানার ২৬৭ জন কারখানার মালিক, বিদেশী ক্রেতা ও পোশাক শ্রমিকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সম্প্রতি একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। ২০২৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ৮ এপ্রিল সময়কালীন ঢাকাভিত্তিক ২০টি পোশাক কারখান্যর ওপর জরিপ করা হয়। জরিপে এ বিষয়গুলো উঠে আসে। শিমি টেকনোলজি নামে একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যসূত্রে এ চিত্র পাওয়া গেছে। সংলাপটি সঞ্চালনা করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশের এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এশিয়ান প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এপিও) ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার গড় লেভেল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশী শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার গড় হার ৫ দশমিক ১ শতাংশ হারে বাড়ছে। কিন্তু ২০১৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এক বছরে এ হার কমে ২ দশমিক ২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে একই সময়ে ভিয়েতনামে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। অতিদক্ষতা ও অটোমেশিনের সমন্বয়ের কারণেই ভিয়েতনামে এটা সম্ভব হয়েছে।

এতে বক্তব্য দেন বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান, প্রাইসওয়াটারহাউজকুপারস (পিডব্লিউসি)-বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার শামস জামান, টেকনোহ্যাভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হাবিবুল্লাহ এন করিম।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 23.10.2024

Menstrual health crisis in Bangladesh's garment factories

Md Ariful Islam
Contributor

Some export-oriented RMG factories are taking steps to address the menstrual health crisis, however, local factories still leave workers exposed to health risks by neglecting proper menstrual hygiene practices

"Talking about periods is still very embarrassing; hence, we seldom ask for anything, even if we need it," a female garment worker in Savar said when I conducted a field study for a research project.

It was a comparative study between export-oriented and local RMGs at Mirpur and Savar. I found that menstrual health remains one of the biggest challenges for female workers. Some export-orientated factories have subsidised sanitary napkins and medical leave in case of severe menstrual issues.

However, many workers still use unsanitary materials while on their period because of the inability to access sanitary products consistently. A female worker revealed, "I use old rags during my period because the sanitary napkins are just so expensive, even with the factory discount."

They also complained about a lack of knowledge of menstrual hygiene, especially in small factories with no such training available.

Menstrual hygiene management varies significantly across factories. Some export-orientated factories are taking steps to address this; however, local factories still leave workers exposed to health risks by neglecting proper menstrual hygiene practices.

Impact of menstrual health and hygiene services

Access to menstrual health services has a significant impact on the well-being and productivity of female garment workers, especially in export-orientated factories where these services are more consistently available.

In some of these factories, for example, workers reported having access to subsidised sanitary napkins and the possibility of taking leave during severe menstrual cases. These services help reduce the challenges of menstruation, allowing workers to maintain better hygiene, focus on their work, and worry less about their menstrual health.

Its positive impact has already been evident—workers' health improved, and they feel much more comfortable now. With proper menstrual hygiene products available, women can manage their menstruation better and reduce the risk of infections and discomfort from using unsuitable materials.

Nevertheless, despite the development of export-orientated factories to some extent, there is still a major shortcoming in the provision of all-around menstrual hygiene management (MHM) support.

In some of these factories, although sanitary items are available, they are not consistently affordable or accessible to all the workers. For instance, some factories may offer subsidised sanitary napkins to their employees, but the price remains relatively high for a majority of low-paid workers, compelling them to resort to unhygienic methods such as wearing rags.

The impact of poor menstrual health services, however, is mostly reflected in the local garment factories, with either very negligible or no access to sanitary napkins.

This may involve the use of unhygienic materials for managing the menstrual cycle in these factories; old cloth or rejected fabric probably results in a number of health complications: infections, pain, or even missing working hours. Lack of proper menstrual hygiene products leads to poor health conditions and reduced productivity.

Also, the absence of education or awareness programs concerning menstrual hygiene negatively contributes to workers' potential, especially in local factories. Many of them do not know how to maintain good menstrual health, which increases risks concerning health that arise with menstruation and limits their ability to lobby for better support.

Barriers to accessing menstrual health and hygiene services

Access to menstrual health services is often limited in local garment factories, which are typically under-resourced and lack awareness about proper menstrual hygiene management.

One of the main barriers is a lack of access to affordable sanitary products. In most local factories, sanitary napkins are not available. In the absence of such subsidisation or free provision, women use unhygienic alternatives—incorrectly wiping themselves with rags or clothes—causing infections and long-term health problems.

Without subsidisation or free provision of sanitary products, the workers bear the financial cost of managing menstruation—most of them at the cost of ignoring more vital needs.

Besides the economic barrier, another significant factor is the absence of organised educational and awareness programs on menstrual hygiene.

Most female workers remain unaware of proper menstrual hygiene practices. No efforts have been made toward saving them with this crucial information. Therefore, they persist in their unsafe methods due to ignorance of further dangers.

"No one talks about menstrual health here. We just do what we know, even if it's not the best," a local worker told me.

Even in export-orientated factories, which provide sanitary napkins at subsidised rates, erratic availability or improper access to them is not unheard of.

There is a case of issuing small quantities by factories, creating shortages in periods of higher demand. This inconsistency leaves workers without the necessary products when they need them most, forcing them to revert to less sanitary alternatives.

These barriers are worsened by the cultural taboo and stigma surrounding menstruation, causing many women to feel uncomfortable discussing their menstrual health or asking for sanitary products. The same stigma also prevents workers from asking for better services or at least for what they need.

So, the challenges faced by female garment workers largely stem from local factories, where economic, educational, and cultural hurdles together impede sufficient menstrual health management.

MD ARIFUL ISLAM IS A SOCIAL RESEARCHER. HE IS WORKING AS A YOUNG FELLOW AT OXFAM IN BANGLADESH AND ALSO SERVING AS A YOUNG RESEARCHER AT SHARE-NET BANGLADESH.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

বণিকবার্তা শুক্রবার, অক্টোবর ২৫, ২০২৪ ■ কার্তিক ৯, ১৪৩১

এসএমই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভা

চামড়া শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে করা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে ৮০ শতাংশ ট্যানারি বর্জ্য ক্রোমবিহীন। এ বর্জ্য মূলত ফ্লেশিং, রাউ ট্রিমিং, স্প্লিট লেদার, শেভিংস, বাফিং ডাস্ট এবং ক্রাস্ট ফিনিশিং ট্রিমিং নিয়ে গঠিত, যা বিভিন্ন উপজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব। চামড়া শিল্পে এ ধরনের উদ্যোগ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। সম্প্রতি নবম এসএমই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিল্ডের পক্ষ থেকে 'ট্যানারি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : উপজাত পণ্যের বিকাশ এবং এসএমই বিনিয়োগের সম্ভাবনা" এবং "শিল্পনীতি ২০২২-এ অন্তর্ভুক্ত লজিস্টিকস উপখাতের সম্ভাবনা পর্যালোচনা এবং নীতি সহায়তা' নামে দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। ওই গবেষণাপত্রে এ সব তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় চামড়া শিল্পের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা। বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ ব্যবস্থাপক, বিইআইওএ এর সভাপতি, ডিসিসিআই, সিসিসিআই, বিটিএ, এলএফএমইএবি, কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন, চামড়া খাতের উপজাতভিত্তিক উৎপাদনরত এসএমইগুলোর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

সভায় বিল্ডের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, 'সিইটিপির কার্যকারিতা নিশ্চিত না করেই চামড়া শিল্প স্থানান্তর করায় রফতানি হ্রাস এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি কঠিন বর্জ্য থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন উপজাতের ধরন তুলে ধরেন এবং এসএমই খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসার সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রস্তাব করেন।

সভায় ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে নীতি ও অর্থায়ন কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এছাড়া এ খাতের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। গবেষণাপত্রে ট্যানারির কঠিন বর্জ্য থেকে উৎপন্ন উপজাত পণ্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য শিল্প এবং এসএমই নীতিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। খাতটির প্রসারে আর্থিক ও কর সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব রাখা হয়, যেখানে কোন ধরনের বর্জ্য ফেলা যাবে তার শ্রেণীকরণ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে।

ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. গোলাম শাহনেওয়াজ জানান, ৮০ শতাংশ ট্যানারি বর্জ্য ক্রোমবিহীন। এ বর্জ্য মূলত ফ্লেশিং, রাউ ট্রিমিং, স্প্লিট লেদার, শেভিংস, বাফিং ডাস্ট এবং ক্রাস্ট ফিনিশিং ট্রিমিং নিয়ে গঠিত, যা বিভিন্ন উপজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। চীনসহ বিদেশী কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে এ খাতে বিনিয়োগ করছে।

সভায় লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) সার্টিফিকেশনকে দ্রুততর করা এবং পরিবেশবান্ধব ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : উপজাত পণ্যের বিকাশের জন্য 'বিজনেস কেস' তৈরির উপস্থাপিত সুপারিশের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। একই সঙ্গে বেশকিছু সম্ভাব্য উপজাত পণ্যের উৎপাদন সম্ভাবনা ও উদাহরণ দেয়া হয়—যেমন জেলাটিন, গ্লু, কাপড়ের রঙ, জুতার সোল, সিমেন্টের ছাই, মশারি, সুরক্ষিত চামড়াজাত পণ্য, মুরগি ও মাছের খাবার, রেক্সিন, প্লাস্টিক।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি জানান, লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) সার্টিফিকেশন অর্জনে প্রায় আড়াই বছরের বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ সময়ের মধ্যে তারা একটি মানসম্মত শিল্প হিসেবে বিনিয়োগ করা অর্থের উপযোগিতা তৈরি করতে পারে, যা উৎপাদিত মূল্যের তিন গুণ বেশি মূল্যে রফতানি করতে ভূমিকা রাখবে। তবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এ সার্টিফিকেশন অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সমাধান হিসেবে তিনি পৃথক ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পরামর্শ দিয়েছেন, যা সার্টিফিকেশন সহজ ও মানোন্নয়নে সহায়তা করবে।

এলএফএমইএবির প্রতিনিধি তাসলিমা মিজি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ জানান। অন্যদিকে, কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রিসাইক্লিংয়ের মতো নতুন ক্ষেত্র বিকাশের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব নুরুল ইসলাম বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন প্রক্রিয়ায় নতুন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, যাতে এ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

নিজস্ব ইটিপি অনুমোদনের ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, 'চামড়া শিল্পনগরীর প্রথম ধাপে যারা জমিপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, দ্বিতীয় ধাপে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।' পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব দূর করতে এবং পশুখাদ্য ক্রোমিয়ামমুক্ত করার ক্ষেত্রে ক্রোম ও নন-ক্রোম বর্জ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যাতে নন-ক্রোম বর্জ্য দিয়ে এসএমইরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি করতে পারেন।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

তাঁতশিল্পে দুর্দিন, বিপাকে তাঁতিরা

মো. রাশেদুল আলম, বাগাতিপাড়া (নাটোর)

নাটোরের বাগাতিপাড়া

- তাঁতের কাপড়ের কদর কমায় পেশা পরিবর্তন অনেকের
- তাঁতশিল্প টিকিয়ে রাখতে সরকারি সহযোগিতার দাবি

তাঁতশিল্পীদের দুর্দিন চলছে। সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও সুদিন ফেরাতে পারছেন না নাটোরের বাগাতিপাড়ার মাড়িয়া এলাকার কারিগরপাড়ার তাঁতিরা। আগের মতো তাঁতের কাপড়ের চাহিদা না থাকা, উপকরণের দাম বৃদ্ধি ও সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ে বিলুপ্তির পথে তাদের এই তাঁতশিল্প। তাই বাধ্য হয়ে অনেকে পেশা পরিবর্তন করছেন। এমন অবস্থায় সরকারি-সহযোগিতা ছাড়া এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল বলে জানিয়েছেন এলাকার বয়স্ক তাঁতিরা।

উপজেলা সদর থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাকা ইউনিয়নের মাড়িয়া এলাকার কারিগরপাড়ায় ঢুকতেই কানে আসে তাঁতের খটর খটর শব্দ। বর্তমানে ওই এলাকায় ৩০টি পরিবার তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত। কয়েক বছর আগেও শতাধিক পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু দিনকে দিন অলাভজনক হওয়ায় অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন তাঁতিরা।

তাঁতিদের বাড়িগুলো ঘুরে দেখা যায়, ঘরের বারান্দায় বসানো আছে তাঁতযন্ত্র।

পরিবারের নারী সদস্যরা তাঁতের গামছা বুনতে ব্যস্ত। তাদের সবার মুখ থেকেই শোনা যায় এ শিল্পের হতাশার কথা।

স্থানীয় তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁতের কাপড়ের কদর কমেছে সারা দেশে। আধুনিক মেশিন দিয়ে তৈরি কাপড়ের কারণে আগের মতো এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। দুয়েকজন শখ করে পরছে এ কাপড়। তাই বলা যায়, তাঁতশিল্প এখন বিলুপ্তির পথে।

তাঁতশিল্পীরা জানান, মাড়িয়া এলাকায় কারিগরপাড়ায় একসময় দুই শতাধিক বাড়িতে তাঁতের কাজ হতো। সারা দিন বাহারি রঙের গামছা, লুঙ্গি, শাড়ি তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন গ্রামের বধূরা। আর সেসব বিক্রি করতে বিভিন্ন হাটবাজারে যেতেন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। এখানকার তৈরি কাপড় কিনতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা আসতেন। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৩০টি বাড়িতে চলে তাঁতের কাজ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এ এলাকার তাঁতশিল্প ধরে রাখা সম্ভব হবে না বলেও জানান তারা।

কারিগরপাড়ায় ঢুকতেই প্রথম বাড়ির তাঁতশিল্পী বেলী খাতুন (৩০) বলেন, 'আমাদের সবদিক থেকেই লোকসান গুণতে হয়। কাজের ন্যায্য মুজরি আমরা কখনোই পাই না। প্রায় ১০-১২ বছর হলো সরকারিভাবে কোনো সাহায্য-সহযোগিতাও পাচ্ছি না। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও আমাদের কর্মের দাম এখনো বাড়েনি। আমাদের খোঁজ-খবরও এখন আর কেউ রাখেন না।' এখন সরকারিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা পেলেই কেবল এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব বলে জানান তিনি।

কারিগরপাড়ার তাঁতশিল্পী ইউসুফ আলী (৫৫) জানান, তিনি আগে তাঁতের কাজ করতেন, এখন ভ্যানগাড়ি চালান। বাড়িতে তার স্ত্রী মেহের নিকা (৫০) তাঁতের কাজ করেন। তার স্ত্রী দিনে আট থেকে ৯টি গামছা বুনতে পারে। তার বাড়িতে আগে চারটি তাঁত ছিল। বর্তমানে একটি তাঁত রয়েছে। বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এগুলো কিনে নিয়ে যায়। বাজারের দামের চেয়ে তাদের অনেক কম মূল্যে এগুলো বিক্রি করতে হয়। নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বগতির বাজারে এই আয় দিয়ে চলা যায় না। আগে এ পেশায় অনেক পরিবার ছিল, কিন্তু বর্তমানে এ পেশা লাভজনক না হওয়ায় আর সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় অনেকেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

পাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বলেন, 'তাঁতশিল্পীদের কোনোরকম সাহায্য করার মতো ইউনিয়ন পরিষদে ব্যবস্থা নেই।' এ বিষয়ে ইউএনওর সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনামিকা নজরুল বলেন, এখন তাদের সাহায্য করার মতো কোনো ফান্ড নেই। তবে সরকারি অর্থ এলে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৮ কার্তিক ১৪৩১, ২৪ অক্টোবর ২০২৪

গ্রেফতার ঝুঁকিতে ৪০ হাজার পোশাকশ্রমিক

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্তর্জাতিক প্রচারণায় ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের তৈরি পোশাক খাতের ৪০ হাজার শ্রমিক এখনো গ্রেফতারের ঝুঁকিতে আছেন। এ বাস্তবতায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলমান ৩৬টি মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্তর্জাতিক প্রচারণা শুরু করেছে ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন। গত বছর তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে গতকাল এই আন্তর্জাতিক প্রচারণা শুরু হয়েছে। ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানায়।

এক বছর আগে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের পর এখনো শ্রমিকেরা গ্রেফতার ও হয়রানির ঝুঁকিতে আছেন। কিন্তু বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে সংগঠনটির অভিযোগ।

ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইনের অন্যতম মুখ্য সংগঠক অ্যান বিয়েনিয়াস আন্তর্জাতিক পোশাক ক্রেতা সংগঠনগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, অজ্ঞাতনামা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা আছে, তার কারণে যেন পোশাকশ্রমিক ও নেতাদের ভয়ভীতি দেখানো না হয়, তা নিশ্চিত করতে এইচঅ্যান্ডএম ও জারার মতো ব্র্যান্ডগুলোর ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের শ্রমিকেরা চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে যে মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছেন, সেই দাবিতে সমর্থন না জানিয়ে বা এসব মামলা প্রত্যাহারে তারা চাপ না দেওয়ায় এটা স্পষ্ট, বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে কারা লাভবান হচ্ছে। তার অভিযোগ, ব্র্যান্ডগুলো এ পরিস্থিতির কারণে লাভবান হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শ্রমিক ইউনিয়নগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে যেসব দাবি জানিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক বিবেচনায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা করা হয়েছে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা। এ লক্ষ্যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর সহায়তা চেয়েছে।

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই ৩৬টি মামলা যারা করেছে, তাদের কাছ থেকে পোশাক কেনে এমন ৪৫টি ফ্যাশন ব্র্যান্ড চিহ্নিত করেছে ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন। তারা ব্র্যান্ডগুলোকে এসব মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষ্যে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যান্ডগুলো প্রাথমিকভাবে কিছু ব্যবস্থা নিলেও পরবর্তীকালে তারা আর বিষয়টি নিয়ে লেগে থাকেনি। পরিণামে এখন পর্যন্ত একটি মামলাও প্রত্যাহার হয়নি।

২০২৩ সালে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে পুলিশ গুলি করলে চার জন শ্রমিক মারা যান এবং কয়েক হাজার শ্রমিক আহত হন। গ্রেফতার করা হয় ১৩১ জনকে। মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি থাকায় শ্রমিকনেতার উদ্বেগ, যে কোনো শ্রমিককে এসব মামলায় গ্রেফতার করা হতে পারে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৪

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ সারাহ কুকের

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। এ সময় শিশুশ্রম, শ্রম আইন, গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক, সামাজিক সুরক্ষা নিয়েও আলোচনা হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে। এই আন্দোলনে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক প্রাণ দিয়েছেন; এখনো অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার দায়ভার সরকার বহন করেছে।

উপদেষ্টা বলেন, ট্রানজেকশন পিরিয়ড খুব সহজ নয়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণের মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ দূর করতে সক্ষম হয়েছি। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে এখন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

NEW AGE
SUNDAY, OCTOBER 27, 2024,

GLOBAL SUPPLY CHAINS

OECD launches guidelines on living wage due diligence

Moinul Haque

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory at Savar, on the outskirts of Dhaka. The Organisation for Economic Co-operation and Development, an intergovernmental organisation with 38 member countries, has developed a handbook to guide companies in applying the OECD due diligence framework to support living incomes and living wages in global supply chains.
— New Age photo

THE Organisation for Economic Co-operation and Development, an intergovernmental organisation with 38 member countries, has developed a handbook to guide companies in applying the OECD due diligence framework to support living incomes and living wages in global supply chains.

The handbook published on October 16, focused on the agriculture, garment and footwear sectors, where inadequate incomes and wages have been identified as prevalent risks.

Citing the protests of readymade garment workers and trade unions in Bangladesh, as well as those in Cambodia and Myanmar, the OECD guidelines highlighted that intensifying demands from workers and the civil society were prompting companies to pursue living income and wages.

Workers and trade unions in Bangladesh, Cambodia and Myanmar have increasingly engaged in protests, strikes and negotiations for wage increases, challenging irresponsible corporate practices such as inadequate wage payments or severance during crises like the COVID pandemic and economic downturns, often justified by Force Majeure clauses, it mentioned.

Globally millions of workers earn below living income and wage estimates, exposing them to poverty and other human rights risks, as minimum wages, though set by governments to prevent exploitation, often fail to cover essential expenses, the OECD said in its publication.

It said that the handbook could assist companies in determining whether they were linked to significant risks and impacts related to living incomes and wages.

Where such risks are identified, it supports them in addressing these impacts, regardless of the company's size, geographic location, or position within the supply chain, the handbook said.

The OECD guidelines said that in the garment sector, wages were often below the poverty line due to a number of factors, including high competition and poor purchasing practices, which increased the likelihood of excessive overtime and insecure contracts.

'Workers are particularly at risk in countries with inadequate public services, and where compliance systems, such as the labour inspectorate, are weak, and freedom of association and collective bargaining not protected,' the report mentioned.

The handbook outlined six steps that illustrated how due diligence could help companies address living income and wage gaps in their operations and supply chains.

The suggested six steps are to embed due diligence for living incomes and wages into policies and management systems, identify and assess living income and wage gaps in operations and supply chains, cease, prevent, and mitigate these gaps, track implementation and results, communicate commitments and actions to address living income and wage gaps and cooperate in remediation when appropriate.

The handbook said that to address income and wage risks, companies should establish or adapt existing due diligence policies and management systems, potentially including a living income and wage statement and roadmap.

They must allocate sufficient resources and oversight, ensure coordination among compliance, legal, procurement, and sustainability teams and engage with business relationships across the supply chain to effectively implement the policy, it said.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

NEW AGE

SATURDAY, OCTOBER 26, 2024,

OECD launches

Continued from page 6

The OECD recommended that companies should map income and wage risks in their operations and supply chains, prioritising these risks based on severity and likelihood.

They need to collect data on actual incomes and wages, compare this data against credible living income and wage estimates and assess their involvement in any identified gaps, the organisation mentioned.

The handbook suggested that companies design and implement a plan to address living income and wage risks, prioritising areas with the most significant gaps and focusing on root causes for sustainable, long-term improvements.

This plan might include internal measures such as fostering long-term relationships, supporting suppliers and workers through direct pricing increases and certification premiums, addressing purchasing practices and engaging in wage-setting aligned with International Labour Organisation principles, it said.

The OECD guidelines also mentioned that companies should consider national-level engagement to promote effective wage-setting mechanisms and industry-level collaboration to harmonise efforts.

To assess the effectiveness of due diligence, companies should monitor progress on relevant indicators, such as the reduction of living income and wage gaps over time and against established targets, the handbook said.

Workers, their representatives, trade unions, farmers and cooperatives should be actively involved in the ongoing monitoring of these indicators.

The guidelines suggested communicating progress on addressing living income and waging gaps by outlining policies and management systems, due diligence procedures, stakeholder engagement activities, and overall progress and outcomes.

The OECD also observed that to determine when to provide or cooperate in remediation, assess the company's involvement in specific living income and wage gaps, including how its practices, such as purchasing strategies, may contribute to these gaps or undermine collective bargaining efforts.

Tea workers should be paid dues in arrears early

THIS is unacceptable that the state-owned National Tea Company has not paid tea workers their wages for six weeks. The workers of 16 tea plantations of the Company have been on strike since October 21. Workers at the Madhabpur garden held protests at the main gate of the Madhabpur tea plantation at Kamalganj, Moulvibazar on October 24 and expressed their disappointment about not being paid their wages. Tea workers are one of the marginalised and deprived groups of workers and get even hardly a survival wage. No wage for six weeks has only exacerbated their situation. This is not the first time that the workers of the state-owned tea company have had to face such delayed wage payment. In the first week of September, the tea workers took to the streets, demanding their wages unpaid for three weeks. The tea company made the headlines a number of times for wrong reasons in the recent past. Workers complain that the company often suspends worker's ration and their access to treatment. The health centres do not often have medicines. In addition, for 15 months, access to their provident fund has also been restricted.

While tea worker leaders say that they would go for tougher programmes unless arrears were immediately paid, the authorities seek to explain that the pending restructuring and reconstitution of the board of directors have caused the delay in wage payment as it is unable to get bank loans. The authorities are reported to have also explained that the board would be reconstituted soon and they would pay the wages. Denying the workers their due wage for bureaucratic reasons for weeks is unacceptable and the government should take action to resolve the crisis. The irregular payment of wages and employment benefits is, rather, characteristic of the tea industry. In March, tea workers of the Kuchai tea garden in Moulvibazar abstained from work over the announcement of a reduced festival allowance. In July 2023, workers at Imam and Bhabani Tea Garden went on strike with five-point demands that included the payment of their wage and festival allowance, the reimbursement of the provident fund and their house rent and medical allowances. Tea workers also do not receive 5 per cent of the net profit of the previous year of the company that they work for, in keeping to the labour law and the Workers' Welfare Foundation Act. Besides and above all, the daily wage of Tk 170 for tea workers is inadequate amidst unprecedented food inflation.

The denial and non-payment of entitled dues of tea workers appear to have become part of the culture in tea gardens. The government should, therefore, address the issue, take initiatives to protect the rights of tea workers and set a living wage for them. The National Tea Company should immediately pay the workers their dues in arrears.

সংবাদ

গ্রামে কর্মসংস্থান না থাকায় শহরমুখী গারো মান্দিরা

খুঁজে নিচ্ছে পছন্দের কর্মসংস্থান, নারীদের সিংহভাগ বিউটি পার্লারে

হাবিবুর রহমান, হালুয়াঘাট থেকে ঘুরে এসে

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত একটি গ্রামের নাম নলকুড়া। গ্রামটি আয়তনে বড়সড়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যপাড়া নামে চিনে থাকে স্থানীয়রা। বসতিদের বেশির ভাগই গারো মান্দি সম্প্রদায়ের লোক। বৈচিত্র্যময় জীবনধারার অধিকারী মান্দিদের . ঘরবাড়ি পরিপাটি। পরিচ্ছন্ন দেখে মনে হয় সাজানো গোছানো জীবনযাপনের অধিকারী। বসতির চারপাশে ধানের জমি। শুধু নলকুড়া কানিবকপাড়াই নয় উত্তরের এ জনপদে বছরে একবার শুধু রোপা আমন ধানের আবাদ হয় বলে জানালেন স্থানীয় মান্দিরা। বসত ভিটার চারপাশে যতসামান্য সবজি চাষ হয়। তা দিয়ে সংসারের চাহিদা পুরোপুরি মেটে না। ধান কাটার পর সারাবছর জমি অসল পতিত পড়ে থাকে।

স্থানীয় মান্দিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের এলাকার কৃষি ও কাজের সুযোগসহ নানা বিষয়ে। তারা জানালেন, আমন ধান কাটার সময় তাদের এলাকায় কিছু কাজ থাকে। বাকি সময় তারা অসল সময় কাটায়। ইরি ধান কাটার সময় তাদের এলাকার শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন হাওড়ে ধান কাটার কাজে চলে যায়। এজন্য তাদের এলাকার মানুষের কর্মের সন্ধানে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে থাকে। নারীদের মধ্যে বেশির ভাগ বিউটি পার্লারে চাকরি করে। পুরুষরা বিদেশি হাউজ, গাড়ির ড্রাইভার, কেউবা আবার শপিংমলসহ বিভিন্ন কর্ম করে থাকে। বিশাল আয়তনের জমি থাকার পরও শুধু এক ফসলি আমন চাষাবাদ। পানীয় জলের সেচ ব্যবস্থার সুযোগ না থাকায় তাদের এ সীমান্ত গ্রামগুলোতে বোরো ধান চাষ হয় না বলে জানালেন।

মেয়েরা পড়াশোনা করার পর চাকরি নেন। আবার যাদের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাদের চাকরির সুযোগ হয় না তারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পার্লারে চাকরি নেন। পার্লারে চাকরি যেন মান্দি নারীদের অনেকটা পছন্দের। অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে কর্ম এলাকায় বসবাস করে থাকেন। পুরুষদের অনেকেই তাদের পছন্দ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্ম খুঁজে নেন। অনেকেই আবার সরকারি চাকরি করছেন। কেউ বা আবার ব্যাংক বিমা এনজিও মিশনারী কারিতাস কালবসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে।

এ সুন্দর সৌন্দর্যের গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা সীমান্ত সড়কটি যেন নলকুড়াসহ বিরিশিরি থেকে কামালপুর পর্যন্ত গ্রামগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করেছে। সহজেই স্থানীয়রা তাদের আশপাশের উপজেলা জেলা গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সহজ হয়েছে। সড়ক পথে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের কষ্ট অনেকটা কমে গেছে।

তাদের সংসারের চাহিদার বেশির ভাগ সবজি বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। প্রায় বাড়িতে গরু শুকর হাঁস-মুরগি পালন করে। পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য মাছ-গরু-ছাগল শুকর নিজেরাই করলেও তাতে সারা বছরের যোগান আসে না। অনেক বাড়িতেই দেখা যায় ছোট-বড় পুকুর। বাড়িতে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি পালন। ওয়াক বা শুকুরও রয়েছে প্রায় বাড়িতেই। তারা জানালেন কিছু এলাকায় সারাবছর কম-বেশি যা সবজি হয়। বাজারে বিক্রি করতে গেলেও তারা ন্যায্যদাম পান না বলে জানান।

নলকুড়া গ্রামের এক বৃদ্ধ নারী জানালেন, তাদের তিন সদস্যের পরিবার। স্বামী বগুড়া কাজ করেন। মেয়ে ঢাকায় বিউটি পার্লারে চাকরি করত। এখন বাড়িতেই আছে। এখন চাকরি নেই। ১৫-১৬ হাত দুটি টিনের বেড়া দেয়া পুরানো ঘর। লালচে রঙ ধরেছে ঘরের টিনে। সামনের ঘরটাতে গরু পালেন। দুটি গরু। উঠানোর পাশেই ছোট পুকুর। সামান্য কিছু মাছ বিক্রি করেন। বাকিটা মাঝে মাঝে খাবার চলে। তারমতে, আয় রুজি যা হয় তা দিয়ে কষ্ট সুখ মিলেই দিন কাটে।

তিনি জানালেন, এবারের বন্যায় এলাকার ধানের ক্ষতি হয়েছে। তার উঠোনে পানি উঠেছিল। পুরো ধানের জমিগুলো তলিয়ে গেলেও দ্রুত পানি নেমে যাওয়ার কারণে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারলেও ফলন কম পাবে কৃষকরা এমনটাই ধারণা তার। এমন ধারণা শুধু তারই নন এ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষেরই এমনই ধারণা।

নলকুড়া ঈশ্বর বাড়িতে বসে কথা ২০-২৫ মান্দি নারী পুরুষের সঙ্গে তারা জানালেন, পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকায় তারা শুধু আমন ধান চাষ কতে পারে। সেচের ব্যবস্থা হলে ধান চাষ করতে পারলে বাড়বে কৃষি উৎপাদন। কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। খাদ্য জোগান বাড়বে। এমনটাই ধারণা তাদের।

NEW AGE MONDAY, OCTOBER 28, 2024,

Tea workers issue 48-hour ultimatum for dues

United News of Bangladesh · Sylhet

THE workers of 18 tea gardens under National Tea Company Ltd in Sylhet have threatened to go on strike from Wednesday if their due wages are not cleared by Tuesday.

The workers of NTCL, including Lakkatura Tea Garden, put up a barricade on Osmani Airport Road in Ambarkhana area of the city Sunday morning, demanding payment of their dues, disrupting vehicular movement for two hours.

Later, they withdrew their blockade programme and threatened to go on strike from Wednesday if their demand is not met by Tuesday.

They, however, announced that their work abstention programme would continue as before.

Workers said that they had not received wages for the past six weeks, suspending production at the 18 tea gardens under NTCL. They had been surviving on rations for the past two months without being paid their wages.

They claimed that even the rations had not been provided for the past week, forcing the workers into extreme hardship.

NTCL general manager Emdadul Haque explained that the company's managing board had been non-operational due to the recent student protests, which caused their bank to withhold loans. As a result, the company had been unable to pay the workers.

He further stated that a new managing board had since been formed and expressed hope that the wages would be disbursed within the next week.

So far, around 1.20 lakh kg of tea leaves have been collected from 12 tea gardens, with an average daily production of 18,000 to 20,000 kg of tea leaves. However, the strike has led to significant financial losses for the company.

The workers of Sylhet, Moulvibazar and Habiganj expressed solidarity with the movement.

বণিকবার্তা বুধবার, অক্টোবর ৩০, ২০২৪

চা শিল্পে সংকট

এনটিসির ১২ বাগানে উৎপাদন বন্ধ মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা

নূর আহমদ ■

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট অঞ্চলের ১২টি চা বাগানে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। বকেয়া মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করছেন।

জানা গেছে, ২০২২ সালের শ্রমিক বিক্ষোভের পর থেকে চা শিল্পে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি বাগান মালিকরা। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাগান পরিচালনায় হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঋণসংক্রান্ত জটিলতায় কৃষি ব্যাংক থেকে অর্থ ছাড় না হওয়ায় এনটিসির বাগানগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে অন্তত ৪২টি চা বাগান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বাগান মালিকদের দাবি, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বাগান পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ শিল্পকে বাঁচাতে হলে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। অকশনে (নিলাম) সিন্ডিকেটের আধিপত্য ভেঙে দিতে হবে, পাশাপাশি ব্যাংক খাত থেকে ঋণপ্রাপ্তি সহজলভ্য করতে হবে।

উপমহাদেশের প্রথম চা বাগান সিলেটের মালনীছড়ায় ১৮৫৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, পঞ্চগড়সহ দেশের বেশ কয়েকটি জেলায়। বিশেষ করে সিলেটের তিন জেলার ১৩৫টি চা বাগানের মধ্যে মৌলভীবাজারে ৯২, হবিগঞ্জে ২৪ ও সিলেটে রয়েছে ১৯টি। এসব বাগানে অর্ধলক্ষাধিক চা শ্রমিক কাজ করেন।

এদিকে সারা দেশে ন্যাশনাল টি কোম্পানির ফাঁড়ি বাগানসহ ১৬টি চা বাগান রয়েছে। এসব বাগানে প্রায় ১৭ হাজার চা শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু গত ছয় সপ্তাহ ধরে এসব বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন শ্রমিক ও তাদের স্বজনরা। বন্ধ হওয়া বাগানগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌলভীবাজারের বিজয়া; কুলাউড়ার প্রেমনগর; কমলগঞ্জের খুরমা, চাম্পা রায়, পাত্রখলা, মদনমোহনপুর ও মাধবপুর চা বাগান। এছাড়া হবিগঞ্জের চণ্ডীছড়া, তেলিয়াপাড়া, জগদীশপুর ও পারকুল চা বাগান। অন্যদিকে সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানের শ্রমিকরাও মজুরি পাচ্ছেন না। এছাড়া বাঘাছড়া, কুরঞ্জি ও পদ্মছড়া নামের তিনটি ফাঁড়ি বাগানের শ্রমিকরাও মজুরি থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি জানান, ন্যাশনাল টি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন চা শ্রমিকরা গত এক সপ্তাহ থেকে কাজে যাচ্ছেন না। কারণ তারা বেশ কয়েক সপ্তাহ থেকে মজুরি পাচ্ছেন না। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনযাপন করছেন। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

তিনি বলেন, 'আমরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করছি না, প্রাপ্যটুকু চাচ্ছি। বাগানের বাইরে কাজ করার মতো জায়গা নেই। চাইলেও সবাই যেতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।'

অপরদিকে দীর্ঘদিন ধরে নানা সংকট চলমান থাকায় মালিক পক্ষ চা বাগান পরিচালনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে। তাদের দাবি, উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে চা বিক্রি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ঋণের সুদহার ও বৈরী আবহাওয়ায় সংকট দিন দিন বাড়ছে। এছাড়া ভারত থেকে চোরাইপথে আসছে নিম্নমানের চা, যা দেশীয় বাজারে প্রভাব ফেলার পাশাপাশি বাগান মালিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ব্রোকারদের সিন্ডিকেট, প্রতিকূল আবহাওয়া ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নষ্ট হচ্ছে চায়ের গুণগত মানও।

সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে চা শিল্পের জন্য সম্প্রতি ১০টি সুপারিশ সংবলিত আবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছেন সিলেটের বাগান মালিকরা। এতে বলা হয়েছে, বর্তমানে প্রতি কেজি চায়ের উৎপাদন খরচ প্রায় ২৫০ টাকা। বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশীয় চা সংসদ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়ে চায়ের নিলামমূল্য নিম্নতম ৩০০ টাকা নির্ধারণ করলে চা শিল্প আপাতত রক্ষা পেতে পারে।

সুপারিশে আরো বলা হয়েছে, ছোট-বড় প্রায় সব চা বাগানই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে হাইপোথেটিক লোন নিয়ে থাকে। চায়ের নিলাম মূল্য সরাসরি কৃষি ব্যাংকে জমা হয়ে তা পরিশোধ করা হয়। এ ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১৩ শতাংশ করা হয়েছে। এ অবস্থায় তা পরিশোধ করা বাগানগুলোর পক্ষে অসম্ভব। তাই বিশেষ বিবেচনায় ঋণ পরিশোধের সুদের হার ৯ শতাংশ রাখা, সময়সীমার ব্যাপারে শিথিল নীতি গ্রহণ এবং রুগ্ণ ও উন্নয়নশীল চা বাগানকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে চা বোর্ডের বাধ্যতামূলক ২ দশমিক ৫ শতাংশ সম্প্রসারণ আবাদ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রেখে শূন্যস্থান পূরণের ওপর জোর দেয়া জরুরি বলে সুপারিশে উল্লেখ করেন মালিকরা।

এছাড়া বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি বিবেচনায় চা শিল্পকে ভ্যাট ও ট্যাক্স থেকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে চা আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন মালিকরা।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা জানান, 'চা উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। মালিকপক্ষ সরকারি ঋণ পাচ্ছে না বলে নানা অজুহাত দেখাচ্ছে। এতে সিলেট ভ্যালির ২৩টি বাগানের মধ্যে আটটির শ্রমিকদের মজুরি ও রেশন অনিয়মিত হয়ে পড়ছে।'

এনটিসির মহাব্যবস্থাপক এমদাদুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে প্রতি বছরের আগস্টে ঋণ অনুমোদন হয়। দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে সেটা পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাদের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন না হওয়ার কারণে এ বিলম্ব।' তবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে চা শিল্পের এ সংকট দূরীকরণের চেষ্টা চলছে বলেও জানান এনটিসির মহাব্যবস্থাপক।

কালের কণ্ঠ

বুধবার । ৩০ অক্টোবর ২০২৪ । ১৪

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি দেশের নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাস্তবতার নিরিখে মজুরি কাঠামো প্রণয়নের বিকল্প নেই। নীতিমালা প্রণয়ন করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে সরকারি কলেজের বেসরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন সমন্বয়ক কমিটি আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বৈঠকে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, '৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। এটাই তো স্বাধীনতা। এটাই তো গণতন্ত্র। এই পরিবর্তনকে স্থায়ী করতে চাই। কার্যকর করতে চাই। দাবিদাওয়া না থাকলে তো গণতন্ত্র থাকবে না। আপনাদের দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি।'

তিনি আরো বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না। লোকজনকে কম অধিকার, কম মজুরি দিয়ে খাটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজস্ব খাতে ব্যয় কমাতে হবে।

জোনায়েদ সাকি বলেন, '৩০ বছর ধরে একজনের বেতন যদি সাড়ে ১২ হাজার টাকা থাকে, একটা দেশে যদি বাঁচার জন্য ন্যূনতম মজুরি না থাকে, অধিকার না থাকে তাহলে সেই দেশে গণতন্ত্র থাকতে পারে না। সে জন্য একটা নীতিমালা করা প্রয়োজন। আপনাদের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করতে হবে।'

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের সমাজে বৈষম্যের শেষ নেই। গত ৫ আগস্ট এই দেশ থেকে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, যারা এ ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। সরকারি কলেজের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারি হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য থাকলে সেটি ভালোভাবে চলে না। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপনারা যাঁরা আন্দোলন করছেন, আমরা আপনাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করছি। আপনাদের নিয়মতান্ত্রিক দাবি অব্যাহত রাখেন।'

বৈঠকে সরকারি কলেজের বেসরকারি কর্মচারীদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরসহ তিন দফা দাবি তুলে ধরেন সমন্বয়ক কমিটির নেতারা।

মঙ্গলবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৪। ১৩ কার্তিক ১৪৩১ সময়ের আলো

পোশাক রফতানি আয় কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরের (২০২৪) এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাতে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ৮৮৩ কোটি ৭১ লাখ মার্কিন ডলার। আগের প্রান্তিকে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক খাতে রফতানি আয় এসেছে ৯৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। আলোচ্য সময়ের ব্যবধানে রফতানি আয় কমেছে ৮৯ কোটি ৪৮ লাখ ডলার।

চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে তৈরি পোশাক রফতানি থেকে যে আয় দেশে এসেছে, এর মধ্যে নিটওয়্যার এগিয়ে আছে। আলোচ্য সময়ে নিটওয়্যার থেকে রফতানি আয় এসেছে ৪৭৪ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। অপরদিকে, ওভেন থেকে রফতানি আয় এসেছে ৪০৮ কোটি ৯১ লাখ ডলার। সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে তৈরি পোশাক রফতানি করা হয়েছে, সেসব দেশের শীর্ষে আছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, কানাডা এবং বেলজিয়াম। এই নয় দেশে পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে ৬৩৫ কোটি ৯৭ লাখ মার্কিন ডলার। যা মোট পোশাক রফতানি আয়ের ৯১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ।

প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাতের জন্য কাঁচামাল আমদানি করা হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৬৮ লাখ ডলারের। এ সময় রফতানি করা হয়েছে ৮৮৩ কোটি ৭১ লাখ ডলারের পোশাক। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানি বাদ দিয়ে নিট রফতানি আয় হয়েছে ৫০৪ কোটি ২ লাখ ডলার। জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে নিট রফতানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ২৩ লাখ ডলার। আলোচ্য সময়ের ব্যবধানে নিট রফতানির পরিমাণও কমেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক খাতের রফতানির আয় বাড়াতে সরকার নানা সুবিধা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট সুবিধা। করোনা-পরবর্তী সময়ে রফতানি ঋণ সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। এ তহবিল থেকে তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের জন্য ঋণ সুবিধাসহ সুদহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যা ২০২৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এছাড়া তৈরি পোশাক রফতানি বাড়াতে রফতানির ওপর ৪ শতাংশ হারে নগদ সহায়তার সুবিধা দেয় সরকার। একইসঙ্গে রয়েছে ২ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা।

- এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাতে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ৮৮৩ কোটি ৭১ লাখ মার্কিন ডলার
- আগের প্রান্তিকে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক খাতে রফতানি আয়
- এসেছে ৯৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলার

তিন মাসের ব্যবধানে রফতানি আয় কমেছে ৮৯ কোটি ৪৮ লাখ ডলার

রফতানিকারকদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৫ হাজার কোটি টাকার গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড রয়েছে, যা থেকে রফতানিমুখি প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির জন্য অর্থায়ন করে। এছাড়াও আছে ১০ হাজার কোটি টাকার এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন ফান্ড এবং এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। এসব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশের তৈরি পোশাক খাত দিন দিন রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী খাত হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যেই চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে আগের প্রান্তিকের চেয়ে তৈরি পোশাক খাতে রফতানি আয় কমেছে।

The Financial Express শোভন কাজ Thursday | October 31, 2024

Workplace hazards of BD's healthcare providers

Bangladesh needs to better care for its healthcare personnel to provide better patient care, writes Hasnat M Alamgir

DISCUSSIONS about health sector reform have been intense lately. With experts from diverse backgrounds opining on what needs to be fixed, little is on the table about healthcare workers' health, safety, and well-being. Without taking care of the workers who provide patient care services directly and indirectly, fixing the overall system may not produce the desired level of patient care.

While sad events like violence against medical doctors by patients' attendants, and harassment of female nurses by their male colleagues or supervisors bring occupational health and safety at the health facilities to the forefront of Bangladeshi news media, this fades quickly and conveniently unless the aggrieved associations of doctors or nurses stop working as the last resort to protect themselves. Alas! the government and the common public usually do not take it constructively when such work abstentions occur.

Doctors, direct patient care providers, and other healthcare support workers face a myriad of occupational health and safety issues. A frequent hazard is slips, trips, and falls which may not result in severe enough injuries but may affect patient care service delivery greatly.

The unplanned, untidy, overcrowded, and ever-busy hospitals or other healthcare facilities in Bangladesh, particularly the government-run ones and low-cost private ones put the healthcare professionals who work there at constant risk for slips, trips, and falls. There are numerous anecdotes of healthcare professionals-including doctors, nurses, therapists, and technologists falling on the job while providing patient care. The support staff like ayas, ward boys, zammadar, cleaners, electricians, mechanics, cooks, gate-keepers, storekeepers, guards, gardeners, domes, and clerks in the hospitals while providing patient care or offering maintenance, operational and auxiliary services also sustain slips, trips and falls. The risk is also shared by the patients, their companions, and visitors.

Nevertheless, no epidemiological or preventive research has been conducted on fall-related injuries in Bangladeshi healthcare settings. Completed and published research studies on workplace health and safety in this country mostly concentrated on identifying and managing work-related stress, anxiety, depression, workplace violence and harassment, needlestick and sharp incidents, and chemical or radiation exposure.

Monitoring and reporting of occupational falls in healthcare facilities is critical to enhance the knowledge of health and safety professionals and facility administrators to facilitate and plan the designing and implementing of effective preventative initiatives. The steps include assessing risk factors, characterising trends, and assessing the associated economic consequences, such as lost work wages and productivity. By looking further into these, ergonomists, health and safety experts, safety engineers, and epidemiologists will be better prepared to act.

The epidemiology of occupational falls in Bangladesh is little understood, even though these have been extensively investigated and studied in many other countries. Studies on falls in the construction, mining, and transportation sectors are abundant there. Research studies are much needed in Bangladesh to find out how and why these injuries occur to determine the different levels of susceptibility of health workers and to help develop appropriate injury remedies.

According to one research report published before, environmental hazards like clutter, uneven or slippery surfaces, inadequate lighting, and obstacles were identified as major risk factors for occupational falls. In the construction sector, weather, terrain, and surface conditions were reported to be the main causes of falls. One previous research study in Canada identified that slippery or uneven surface was the main cause of falls in acute care sectors, followed by the work environment (office design, small workstation, inadequate lighting). Trying to move a patient, running to an emergency room, falling down stairs, tripping over objects, and slipping on wet flooring were the risk factors among medical staff in Sweden.

On the other hand, electrical cords, stairs, ice/snow, obstructions, uneven flooring, and liquid pollution were shown to be among the environmental risk factors for falls in another research study on US hospitals.

According to this author's own prior research in Canadian healthcare settings, a lot of falls were reported to be caused by liquid contamination in the absence of any suitable cautionary/wet floor signs. Other major causes of indoor falls were medical equipment and patient cords interfering. The most common activities that led to falls were walking and running, then reaching for objects and pushing or pulling medical equipment.

Because of the poor maintenance of healthcare facilities and the high work stress that health professionals experience from caring for a large number of patients with diverse health issues, healthcare staff in Bangladesh are much more likely to be prone to falls. Due to social norms, patients in Bangladesh are also accompanied by a large number of friends and relatives who stay with them throughout their entire treatment period making the workplace crowded and chaotic. Health facilities' structural layouts and working environments are rarely planned with occupational health and safety in mind. Many healthcare facilities are cluttered and dimly lit.

According to earlier research, incorporating new technologies and making adjustments to the work environment lowers the risk factors for occupational injuries. Interventions as simple as putting non-slippery floor materials, warning signs, doing timely and regular housekeeping, and wearing slip-resistant shoes can have an immediate impact on the health and safety of hospital professionals and workers.

Planning and implementing successful fall prevention programmes requires examining the causes of falls and identifying susceptible worker groups. The job tasks, occupation, and socio-demographics such as age, gender, education, income, and experience of the workers should be taken into account.

Bangladesh needs to better care for its healthcare personnel to provide better patient care.

Dr. Hasnat M Alamgir is Professor and Director of Research at Southeast University Dhaka.
hasnat.md.alamgir@gmail.com

THURSDAY OCTOBER 31, 2024
KARTIK 15, 1431 BS
The Daily Star

Empower women through RTI

Sharmeen S Murshid tells discussion

STAFF CORRESPONDENT

Nearly half of the population, primarily women, are deprived of their right to access critical information, said Sharmeen S Murshid, adviser to the Ministry of Women and Children Affairs and Social Welfare, at an event yesterday.

"Poverty and low education primarily impact women, who are often victims of abuse. To overcome barriers to accessing information, the Right to Information (RTI) Act must be implemented at the grassroots level, involving women and marginalised communities. Public awareness must be raised about RTI," she said.

> **To overcome barriers to accessing information, the RTI Act must be implemented at the grassroots level, involving women and marginalised communities.**
>
> SHARMEEN MURSHID

The remarks came at the "Annual Learning Summit of Advancing Women's Right to Access Information in Bangladesh (AWRTI)", organised by The Carter Center and Manusher Jonno Foundation (MJF) at a city hotel.

Murshid also called for a cultural shift away from secrecy towards transparency regarding information disclosure.

"When information is not readily available, misinformation can easily take hold," she explained.

She also pointed out that women's full access to information reveals notable gender disparities, largely due to a lack of gender-sensitive policies, entrenched socio-cultural norms, and limited female involvement in civil society organisations.

Shaheen Anam, executive director of MJF, highlighted the significance of the project that was initiated in 2023, aimed at increasing public-led accountability and reducing corruption by advancing a meaningful right of access to information for women in 10 targeted districts.

"This initiative proves that when women have access to information, they not only empower themselves, but also bring about transformation within their families," she said.

Sumana Sultana Mahmud, chief of party at the Carter Center, presented the lessons learned from the past year of the project.

Over one year, the project operated in six districts and facilitated dialogues between 64 government representatives and Dalits with marginalised communities regarding RTI.

Training sessions were conducted for 146 teachers on gender and RTI, while 130 government officials and 23 elected women representatives also received training. 344 courtyard meetings were organised, engaging more than 4,000 women participants. In addition, 1,369 RTI applications were filed, with 1,205 (88 percent) of those submitted by women.

Alena Tansey, director of the Democracy, Human Rights, and Governance Office at USAID Bangladesh, commended these efforts.

She emphasised that women make up half of Bangladesh's population, and their active participation is essential for achieving inclusive development.

The people of Bangladesh are naturally curious and regularly share information; this exchange of knowledge should be institutionalised to further empower women, she said.

Mohammed Humayun Kabir, additional secretary of the Cabinet Division, emphasised that to address and eliminate inequality, RTI must be effectively implemented.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৪ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ অক্টোবর ২০২৪

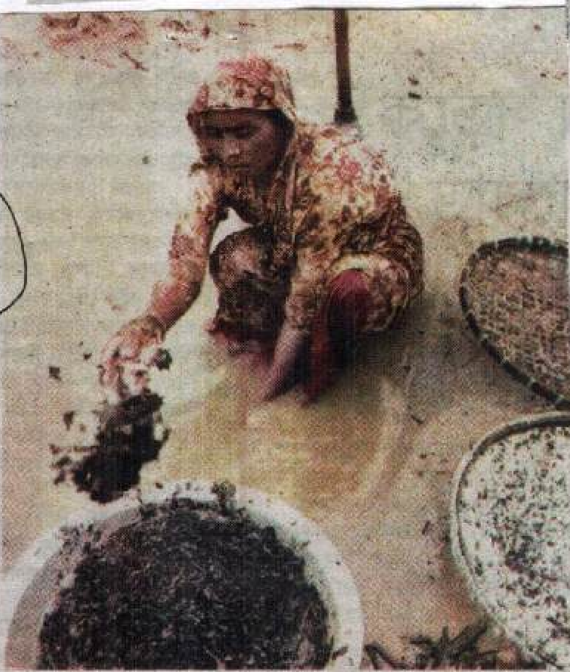

কয়লা সংগ্রহকারী শ্রমিকদের জীবন

নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার মহাদেও নদী থেকে প্রতিদিনই সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক কয়লা। নারী শ্রমিকেরা ছেঁড়া কাপড় আর জরাজীর্ণ শরীরে নদীর কাদাবালি পানি থেকে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে হাত দিয়ে তুলে আনেন পাহাড় থেকে নেমে আসা কয়লা। এই নদী থেকে পাথর এবং সিলেকশন বালুও সংগ্রহ করা হয়। এই নদীর পানি এখন পায়ের গোড়ালি এবং কোথাও কোথাও হাঁটু সমান। নদীতে ছোট প্রজাতির দেশি মাছও পাওয়া যায়। নদী থেকে কেউ মাছ ধরছে কেউ কয়লা তুলছে। পুরো নদীর জায়গায় জায়গায় কয়লা সংগ্রহের দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রথমে কোদাল দিয়ে ওপরের বালু সরিয়ে কয়লার সন্ধান করা হয়। কয়লার স্তর পাওয়া গেলে হাত দিয়েই তোলা হয়।

যারা কয়লা উত্তোলন করেন তাদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আগে কয়লা বেশি পাওয়া যেত—এখন কমে এসেছে। ভরা বর্ষায় তোলা যায় না। বর্ষা শেষে পানি কমে এলে তবেই কয়লা সংগ্রহের ধুম পড়ে। একজন শ্রমিক সারা দিনে ত্রিশ থেকে চল্লিশ কেজি কয়লা সংগ্রহ করতে পারেন। তবে চল্লিশ কেজি সংগ্রহ করা ভাগ্যের ব্যাপার। সংগৃহীত কয়লা পানি ও বালু মিশ্রিত হওয়ায় ভেজা থাকে। প্রতি মন কয়লা বিক্রি হয় ২৫০ টাকায়। সে হিসাবে একজন শ্রমিকের প্রতিদিনের আয় ১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকা। পানিতে ভিজে এই কয়লা সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে খাবার ও চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে শ্রমিকদের দিন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। কয়লা শ্রমিকদের জীবন চলে কায়ক্লেশে। সংগৃহীত কয়লার ন্যায্য মূল্য তারা পান না। একজন নারী শ্রমিক আক্ষেপ করে বললেন, 'সরকার যদি আমাদের সংগৃহীত কয়লার সঠিক মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিত তাহলে স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে পারতাম।'

দেশের রাজস্ব আয়ে কয়লা সংগ্রহকারী শ্রমিকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা সংগ্রহকারী এই মানুষগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কামরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, ভাওয়ালগড়, গাজীপুর

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩১, ২০২৪

নারী শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত, জমির মালিকানায় ৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের মোট নারী শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশে কৃষিতে নিয়োজিত আছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমির কার্যকর মালিকানা রয়েছে মাত্র ৪-৫ শতাংশ নারীর। অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) আয়োজিত 'সরকারি কৃষিসেবা ও ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে গ্রামীণ নারী কৃষকের অন্তর্ভুক্তি এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, 'বাংলাদেশের কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত আছে শস্য কৃষির ক্ষেত্রে। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের তথ্য অনুসারে, মোট নারী শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। শস্য উৎপাদনসংক্রান্ত ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টিতে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। তবে কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভূমি অধিকারে তারা পিছিয়ে আছেন। নারীদের এ পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে ভূমি ক্রয়ে আর্থিক অসংগতি, পিতৃতান্ত্রিকতা, ভূমি স্বাক্ষরতার অভাব ও দুর্নীতি। এছাড়া প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন ও নীতিমালা ভূমির মালিকনায় নারীর প্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, 'আমাদের নারী মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি বড় কার্যক্রমভিত্তিক জায়গা আছে। সেখানে আমি ত্রুটি পেয়েছি। আমরা এসব জায়গায় কাজ করছি।'

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। সংসদে যে সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ করা হয়েছে তা আদৌ মানা হচ্ছে কিনা তা আমরা জানি না।'

দেশের নারীরা সাধারণত তিনটি উপায়ে ভূমির অধিকার পেয়ে থাকে—উত্তরাধিকার, খাসজমি বিতরণ ও ভূমি বাজার (ক্রয় ও লিজ গ্রহণ)। এএলআরডির চেয়ারপারসন খুশী কবির বলেন, 'আমরা দেখেছি, এক-চতুর্থাংশ ভূমিহীন পরিবার নারীপ্রধান। অনেকের স্বামী বেঁচে নেই। তারা খাসজমির মালিক হতে পারেন না। কারণ খাসজমি পেতে হলে সক্ষম পুত্রসন্তান থাকা লাগে। এটা নিয়ে প্রতিবার আলোচনা করলেও তা তুলে দেয়া যায়নি।'

গতকাল আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে ওই সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএলআরডির উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি, প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. রেজিয়া খাতুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রঞ্জন সাহা পার্থ, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদাসহ অনেকে।

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 01.10.2024

Bangladeshi migrants in Lebanon struggle for safety, seek urgent repatriation

CONFLICT · DHAKA

KAMRAN SIDDIQUI

Thousands of Bangladeshi migrants are facing dire conditions in Lebanon as Israeli airstrikes target major cities with many fleeing from the southern part to Beirut in search of safety amid the escalating violence.

At least five Bangladeshi nationals have been injured—three in southern Lebanon and two in Beirut—according to the Bangladesh embassy.

Many migrants without access to shelter are reportedly living in the open. They are eager to return to Bangladesh, but foreign airlines are not operating flights, making it impossible for them to leave.

Migrant workers have urged the Bangladesh embassy in Beirut to arrange special flights for those wanting to return.

Sheikh Mamun, a migrant from Gopalganj who has been living in Lebanon for 14 years, told TBS over the phone, "Hundreds of Bangladeshis are sleeping in the streets. We, the expatriate communities, are doing what we can to provide food, water, and financial support to those in need. The embassy is also helping, but there are so many people who need help."

- At least five Bangladeshi migrants were wounded in one week
- Approximately 100,000 Bangladeshi nationals reside in Lebanon
- Airport closure prevents people from leaving Lebanon
- 20,000 to 25,000 Bangladeshis from southern Lebanon sought refuge in Beirut
- Numerous migrants are living without shelter in the open

Mamun, who works for Mazda in Beirut, explained that while some shelters have been established, Bangladeshis have not been able to access them properly. As a result, many are forced to stay in unsafe conditions.

"The situation is so critical that the airport has been closed. Those who want to return home have no way to leave," he added.

Mamun also mentioned that he is caring for 50 people in a small shelter. "There are women here who need food and milk for their children, and many were unable to bring their belongings due to the bombings."

There are approximately 100,000 Bangladeshis working in Lebanon, with around 40% being women, according to unofficial estimates.

"About 20,000-25,000 Bangladeshis from southern Lebanon have moved to Beirut, especially around the Rafik Hariri Mosque and Hamra Sanaya Park. Most people want to go home, but due to the lack of documents and the closure of the airport, they cannot," said Mamun.

Mamun expressed concern about the potential escalation of the conflict. "If the situation worsens, these people will be facing a disaster. The embassy should organise their return on special flights at the state's expense."

Md Anwar Hossain, first secretary (labour) at the Bangladesh embassy in Lebanon, told TBS over the phone, "Only the Lebanese national airline is flying, and that too on a limited basis. No other country has evacuated its citizens so far."

He added that the embassy has informed the foreign ministry in Dhaka about the situation and will follow further instructions regarding evacuation.

On the issue of migrants sleeping in the open, Hossain said, "We have offered shelters, but many of them do not want to go too far from the city."

Babu Saha, a Bangladeshi journalist based in Beirut, reported that

বণিক বার্তা বুধবার, অক্টোবর ২, ২০২৪

লেবাননে স্থল হামলা ইসরায়েলের
প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে শঙ্কিত স্বজনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানী বৈরুতসহ লেবাননের বিভিন্ন স্থানে বিমান হামলার পর স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। গতকাল থেকে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এ হামলা পরিচালনা করছে ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। এদিকে গত দুই সপ্তাহে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত পাঁচ বাংলাদেশী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) ও দূতালয়প্রধান মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানান, আহতদের মধ্যে দুজন নারী এবং বাকি তিনজন পুরুষ। এ পরিস্থিতিতে দেশটিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বজনরা।

দূতাবাসের দেয়া তথ্যমতে, আহতদের মধ্যে আব্দুল মোতালেবের বাড়ি নোয়াখালী। পিতার নাম আব্দুল হানিফ। গত ২০ সেপ্টেম্বর হামলায় মাথায় আঘাত পান তিনি। এখন সুস্থ আছেন।

একই দিন আহত হন নরসিংদীর রেহানা বেগম। তার পিতার নাম আফসার উদ্দীন ভূইয়া। রেহানা বেগমের মাথা, কাঁধ ও পিঠে আঘাত লেগেছে। সান তেরেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে রামলেট আল-বাইদায় স্বজনদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন তিনি।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর চৌইফাত এলাকায় ঘাঁদৌর কারখানার কাছে ঘাড়ে আঘাত লেগে আহত হন সুনামগঞ্জের মুহাম্মদ জনি। তিনি এখন কামাল জুম্বল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তার পিতার নাম জানা যায়নি।

আহত আরেক প্রবাসী নারী হলেন রানু বেগম। পিতার নাম বিল্লাল হোসেন। তিনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম লেবাননে আহত হন। মারজয়ুন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে পরদিন ছাড়পত্র নিয়ে চলে যান। এছাড়া আরো একজন আহতের খবর দিয়েছে দূতাবাস। তবে তার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো জানা যায়নি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসী বাংলাদেশীদের

দূতালয়প্রধান মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানান, লেবাননে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। বৈরুতে নিযুক্ত দূতাবাস হতাহতের খোঁজখবর রাখার পাশাপাশি আশ্রয় কেন্দ্রে খাবার ও পানি সরবরাহ করছে।

প্রসঙ্গত, দুই সপ্তাহ ধরে লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় জোরালো হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত শুক্রবার বৈরুতের দক্ষিণে শক্তিশালী বাংকার বোমা হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নসরাল্লাহ। এরপর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো মধ্যপ্রাচ্য। তিনদিন পর লেবাননে স্থল হামলার অনুমোদন দেয় ইসরায়েলের নিরাপত্তা পরিষদ। জানানো হয়, হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

স্থল হামলার বিষয়ে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী জানায়, গতকাল হিজবুল্লাহর অবকাঠামো লক্ষ্য করে দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে 'নির্দিষ্ট এবং সীমিত' স্থল অভিযান শুরু করেছে সেনারা। ব্লু লাইনের কাছে অবস্থিত হিজবুল্লাহর এ অবকাঠামোগুলো ইসরায়েলি শহরগুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থল, আকাশ ও কামান বাহিনীর সমন্বয়ে পরিচালিত নতুন এ অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে 'অপারেশন নর্দার্ন অ্যারোস'।

লেবানিজ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত দুই সপ্তাহে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত এক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এতে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হতে পারে।

ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে হিজবুল্লাহর ডেপুটি কমান্ডার নাইম কাসেম বলেন, 'স্থল অভিযানের জন্য তারা প্রস্তুত এবং এ যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। হিজবুল্লাহর শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে হাসান নসরাল্লাহর মৃত্যুর পর তিনিই প্রথম কোনো মন্তব্য করলেন।'

এদিকে এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন প্রশাসনিক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমে এপি বলেছে, ইরান অতিসত্বর ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'এ হামলা হলে ইরানকে "গুরুতর পরিণতি" ভোগ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে।' তবে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে এ ধরনের কোনো হামলার খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে লেবাননে নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতি হলে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে ফেরত যেতে আগ্রহী প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য দূতাবাসের ফ্রন্ট ডেস্ক-৭১২১৭১৩৯, হটলাইন নাম্বার-৭০৬৩৫২৭৮, হেল্পলাইন নাম্বার-৮১৭৪৪২০৭ ও beirut.mission@mofa.gov.bd ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যমতে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় চলতি বছর লেবাননে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের পরিমাণ বেড়েছে। ২০২৩ সালে দেশটিতে কর্মী ভিসায় গেছেন ২ হাজার ৫৯৪ জন। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে গেছেন ৪ হাজার ২২৫ জন।

সমকাল শুক্রবার । ৪ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আসছেন আজ

শ্রমবাজার বিনিয়োগ রাজনৈতিক ইস্যু গুরুত্ব পাবে বৈঠকে

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

এক দিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে আজ শুক্রবার ঢাকা আসছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো কোনো দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ঢাকা সফর এটি। এ কারণে সফরটিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখছে ঢাকা। এবার দুই দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা না হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সফরটি ঢাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুই দেশের সম্পর্ক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পাবে শ্রমবাজার ইস্যুটি। পাশাপাশি বিনিয়োগ, বাণিজ্য-অর্থনীতি, রাজনৈতিক, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা সহযোগিতা, যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষাও আলোচনায় ঠাঁই পাবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আসিয়ানের সেক্টরাল সংলাপের অংশীদার হতে চাইছে। আর মালয়েশিয়া চাইছে আসিয়ানের চেয়ারম্যানের পদ। ফলে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশের অংশীদার হওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে।

এ ক্ষেত্রে সম্পর্কের গভীরতা বিবেচনায় মালয়েশিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ।

সফরকালে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। ৫৮ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন আনোয়ার ইব্রাহিম। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রী, পরিবহনমন্ত্রী, দুই জন সংসদ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা এ প্রতিনিধি দলে থাকবেন।

নাম না প্রকাশের শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর প্রথমবারের মতো কোনো দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের ঢাকা সফর। কোনো দেশ এ সরকারকে সমর্থন দেওয়া এবং কাজ করতে চাওয়ার বিষয়টি বড় করে প্রচার করার বিষয় রয়েছে। কারণ এখনও যারা এ সরকারের ওপর আস্থা আনতে পারেনি, এ সফরের মাধ্যমে তারা একটি ভরসার জায়গা পাবে। মূলত বর্তমান সরকারের গ্রহণযোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পাবে।

আজ দুপুর আড়াইটায় কয়েক ঘণ্টার জন্য ঢাকা আসছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাবেন প্রধান উপদেষ্টা। এ ছাড়া বিমানবন্দরে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে আনোয়ার ইব্রাহিমকে। ঢাকা থাকাকালীন রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকবেন তিনি।

দুপুর সাড়ে ৩টায় হোটেলে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুরুতে একান্ত বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা। দুই সরকার প্রধানের একান্ত এ বৈঠক শেষে ড. ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এবং আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া প্রতিনিধি দল দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসবে। এরপর দুই দেশের যৌথ সংবাদ বিবৃতি দেওয়া হবে।

বিকেল ৫টার দিকে আনোয়ার ইব্রাহিমের সফর উপলক্ষে বিশেষ আপ্যায়নের আয়োজন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গভবন থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে যাবেন তিনি। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তাঁর ঢাকা ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ২ অক্টোবর ২০২৪

১৪৪ অনিয়মিত বাংলাদেশি লিবিয়া থেকে ফিরেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

লিবিয়া থেকে ১৪৪ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁরা লিবিয়ার বেনগাজি ডিটেনশন সেন্টারে আটক ছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টায় বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে পৌঁছান তাঁরা। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশে ফেরার পর ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৪৪ জনকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএমের কর্মকর্তারা অভ্যর্থনা জানান। এ সময় আইওএমের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে বাড়ি ফেরার খরচ বাবদ ছয় হাজার টাকা ও কিছু খাদ্যসামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া মেডিক্যাল চিকিৎসা এবং প্রয়োজন অনুসারে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসন করা বাংলাদেশিদের খোঁজখবর নেন। তাঁরা যেন বাড়িতে ফিরে লিবিয়ায় তাঁদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা প্রতিবেশী ও আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে আলোচনা করে সেই পরামর্শ দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানা যায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, ত্রিপোলির প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় লিবিয়ায় আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিগগিরই অনিয়মিত বাংলাদেশিদের লিবিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হবে।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার, ৪ অক্টোবর ২০২৪

সংবাদ সম্মেলনে বায়রা

২-৩ লাখ টাকায় মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো সম্ভব

নিজস্ব প্রতিবেদক

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট না থাকলে ২ থেকে ৩ লাখ টাকায় মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো যাবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সদস্যরা। একইসঙ্গে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেটমুক্ত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তারা।

বায়রার জ্যেষ্ঠ সদস্য ও বিএনপি নেতা খন্দকার আবু আশফাক বলেন, 'বায়রা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। আমি ব্যবসায়ী হিসেবে এখানে এসেছি। আমি বলব, বায়রায় কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না। যদি কোনো সিন্ডিকেট থাকে আমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেব। সিন্ডিকেট না থাকলে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে খরচ হবে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা।'

বণিকবার্তা বুধবার, অক্টোবর ২, ২০২৪

সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা পাঠালেন ৫০ বছরের তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের উল্লম্ফন হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা সেপ্টেম্বরে পাঠিয়েছেন মোট ২৪০ কোটি বা ২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ২৮ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা। দেশের ইতিহাসে কোনো একক মাসে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গতকাল রেমিট্যান্স প্রবাহের এ তথ্য জানানো হয়।

সাধারণত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো উৎসবকে ঘিরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু এবারই প্রথম বড় কোনো উৎসব ছাড়া এত বেশি পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে ২০২০ সালের জুলাইয়ে। করোনাভাইরাস-সৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে ওই সময় প্রবাসীরা রেকর্ড ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। ওই বছর দেশে ঈদুল আজহার ছুটি ছিল ১ আগস্ট থেকে। তাই জুলাইয়ে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে এ উৎসবটিই বড় ভূমিকা রাখে। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে চলতি বছরের জুনে। ওই মাসের মাঝামাঝিতেও ছিল ঈদুল আজহা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর দেশের ব্যাংক খাতের ক্ষত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। বেশকিছু ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আমানতের অর্থ ফেরত দিতে পারছে না। নতুন গভর্নর দায়িত্ব নেয়ার পর তাই ১১টি বেসরকারি ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে প্রবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে ব্যাংকবিমুখ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহের চিত্র বলছে প্রবাসীরা সে পথে হাঁটেননি। বরং আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় তারা বেশি আন্তরিকতা দিয়ে বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহী হয়েছেন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'রেমিট্যান্সের যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, সেটি নতুন বাংলাদেশের সূচনা। প্রবাসীরা দেশের গণ-অভ্যুত্থানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তারা মনে করছেন বাংলাদেশ এখন আমার, এ দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রবাসীরা মূলত দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের উৎসবে শামিল হচ্ছেন।'

প্রবাসীদের এ উৎসাহ ধরে রাখতে হলে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে বলে মনে করে সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, 'দেশ যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তাহলে প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হবেন। দেশ আবারো বিপথে গেলে প্রবাসীরা হতাশ হবেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য সেবার মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রবাসীরা যদি তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পান, তাহলে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।'

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট সরকারপ্রধানের পাশাপাশি

মাসভিত্তিক সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স*

জুলাই ২০২০
২৫৯.৮২ কোটি

জুন ২০২৪
২৫৩.৮৬ কোটি

সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৪০.৪৭ কোটি

সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসা তিন দেশ

» সংযুক্ত আরব আমিরাত
» যুক্তরাষ্ট্র
» সৌদি আরব

সেপ্টেম্বরে আহরণের শীর্ষ তিন ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
৪০.২৭ কোটি

অগ্রণী ব্যাংক
৩২.২১ কোটি

ট্রাস্ট ব্যাংক
২৪.৫৫ কোটি

*২০২০ সালের জুলাই শেষে ও ২০২৪ সালের জুনের মাঝামাঝিতে ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হয়। এবারই প্রথম বড় কোনো উৎসব ছাড়াই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স এল।

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা পাঠালেন

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারও পালিয়ে যান। এক বছর আগে তার নেয়া বেশকিছু সিদ্ধান্তের প্রভাবে দেশে বিনিময় হারজনিত অস্থিরতা তৈরি হয়। এ কারণে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। ওই মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসে মাত্র ১৩৩ কোটি ডলার, যা ছিল গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ভয়াবহ সে বিপর্যয় কাটিয়ে গত মাসে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ১০৭ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮০ শতাংশেরও বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রবাসীরা ৬ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৪ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

কিছুটা কমলেও সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স আহরণের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ব্যাংকটি সেপ্টেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এনেছে ৪০ কোটি ২৭ লাখ ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩২ কোটি ২১ লাখ ডলার এসেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমে। আর রেমিট্যান্স আহরণে তৃতীয় স্থানটি ছিল ট্রাস্ট ব্যাংকের। গত মাসে ব্যাংকটির মাধ্যমে ২৪ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রবাসীরা দেশ পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে উদগ্রীব ছিলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে সেটির বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ করে আসছে। প্রবাসীদের দৃঢ় আস্থার কারণে আমরা এখনো সে স্থান ধরে রাখতে পেরেছি। আশা করছি, আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বাড়বে।'

বাংলাদেশীদের জন্য সর্ববৃহৎ শ্রমবাজার হলো সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটি থেকেই সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসত। কিন্তু গত দুই বছর বেশি প্রবাসী আয় আসছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর সৌদি আরব থেকে আসছে তৃতীয় সর্বোচ্চ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ২০২০-২১ অর্থবছরে। করোনাভাইরাস-সৃষ্ট দুর্যোগের ওই বছরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন। এর আগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সে প্রবাহ কিছুটা বেড়ে ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। বাকি সময়েও এ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা গেলে রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২০ আশ্বিন ১৪৩১, ৫ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ সফরে আনোয়ার ইব্রাহিম

১৮ হাজার কর্মী নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করবে মালয়েশিয়া

আসিয়ানের সংলাপে অংশীদার হতে কুয়ালালামপুরের সমর্থন চান ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে স্বাগত জানান —পিআইডি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দিতে না পারা প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশিকে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। এদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুর দ্রুত সমাধান ও অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান)-এর সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের আমন্ত্রণে এক সংক্ষিপ্ত সরকারি সফরে গতকাল ঢাকায় আসেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। দুপুর ২টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তাকে স্বাগত জানান এবং সেখানে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। বিমানবন্দরেই আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত একান্ত বৈঠক করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, ঢাকায় পুরোনো বন্ধুকে স্বাগত জানাতে পেরে খুবই খুশি। বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূস ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিপ্লব, ছাত্র ও জনগণের আত্মত্যাগ এবং বিগত সরকারের সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর নেতাদের সঙ্গে তার দীর্ঘ সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেন। পরে দুই নেতা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে একই গাড়িতে চড়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ভেন্যুতে আসেন।

১৮ হাজার কর্মী ইস্যু : হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে আসেন ড. ইউনূস এবং আনোয়ার ইব্রাহিম। দুই দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের কথা তুলে ধরে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, যখন আপনারা আমাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, ৭ হাজার বা তার বেশিদের বিষয় বিবেচনার জন্য, যারা নিবন্ধন করেও রাজনৈতিক অবস্থা, এখানকার অভ্যুত্থানের কারণে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছেন, আমি তাৎক্ষণিকভাবে সেটা বিবেচনা করেছি। এই সংখ্যা ১৮ হাজার হওয়ার কথা অধ্যাপক ইউনূস মনে করিয়ে দিলে ইব্রাহিম বলেন, প্রথম ধাপে ৭ হাজার জনের যাওয়ার উদ্যোগ দ্রুত নেওয়া হবে। সব সন্তোষজনক হলে বাকিদেরও ক্রমান্বয়ে নেওয়া হবে।

চলতি বছর নতুন-পুরাতন বিদেশি কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ৩১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিমানের টিকিট স্বল্পতাসহ বিভিন্ন কারণে ঐ সময়ের মধ্যে যেতে পারেননি প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি। বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে যেতে না পারা এই কর্মীদের নিতে মালয়েশিয়া সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার কথা তুলে ধরে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, ঐ ১৮ হাজার (কর্মী) সব ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে এবং যেতে না পারা তাদের দোষ নয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও পরিবর্তন করা আমাদের দায়িত্ব। সব দেশের কর্মীদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম থাকার কথা তুলে ধরে মালয়েশিয়ার সরকারপ্রধান বলেন, তার মানে হচ্ছে, প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ হতে হবে এবং তথাকথিত 'সিলেক্টেড' লোকদেরও কঠোরভাবে নীতি মানতে হবে। তিনি কর্মীদের সতর্ক থাকার এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বিদেশিদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড না করার আহ্বান জানান।

আসিয়ান সংলাপে অংশীদার হতে মালয়েশিয়ার সমর্থন প্রত্যাশা : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন। যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, আমরা ২০২৫ সালে আসিয়ানের আসন্ন সভাপতি পদে মালয়েশিয়াকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য মালয়েশিয়ার সক্রিয় ভূমিকার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ৫ অক্টোবর ২০২৪

শ্রমিকদের ভিসা পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে কুয়েত

কুয়েত প্রতিনিধি

নভেম্বর হতে কুয়েতের সরকারি প্রজেক্ট বা আকুদ হুকুমার ভিসার শ্রমিকরা শর্ত মেনে আহালি প্রাইভেট সেক্টর ভিসা পরিবর্তনের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকরা।

স্থানীয় ইংরেজি দৈনিক 'কুয়েত টাইমস' আরব টাইমসসহ একাধিক গণ্যমাধ্যমে বিষয়ে দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল-ইউসেফের একটি নতুন সিদ্ধান্ত জারির উদ্ধৃতি দিয়ে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে।

সংবাদে উল্লেখ করা হয় আকুদ বা সরকারি প্রজেক্ট ভিসা পরিবর্তনে প্রবাসীদের জন্য ৫টি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে—১. সরকারি প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে হবে। ২. জনশক্তি ও পাবলিক অথরিটির নিকট ভিসা পরিবর্তন বিষয়ে কোম্পানির সরকারি কোনো প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তি নেই এই মর্মে লিখিত পত্র জমা দিতে হবে। ৩. সরকারি প্রকল্পে চুক্তির অধীনে কর্মরত শ্রমিককে কমপক্ষে এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। ৪. বর্তমান নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অবশ্যই ভিসা পরিবর্তনের অনুমতিপত্র নিতে হবে। ৫. ভিসা পরিবর্তন বাবদ ৩৫০ কুয়েতি দিনার ফি জমা দিতে হবে।

কুয়েতে বর্তমানে প্রায় তিন লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন। দেশটির ক্লিনিং কোম্পানিগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ প্রবাসী বাংলাদেশি কাজ করছেন। গত কয়েক বছরে আখুদ হুকুমি অনেক বাংলাদেশি শিক্ষিত বিভিন্ন কারিগরি কাজে দক্ষ থাকা সত্ত্বেও আকামা জটিলতার কারণে নিজে দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি। শ্রমিক নিজ কোম্পানিতে ৮ ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৭৫ কুয়েতি দিনার বেতনে কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৭ হাজার টাকা।

অপেক্ষায় রয়েছি। দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে ড. ইউনূস বলেন, আনোয়ার ইব্রাহিমের সফর বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আলোচনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব নজিরবিহীন গণআন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাধীনতা ও বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়বিচারপূর্ণ বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরো বলেন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ মালয়েশিয়ার অবিচল সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশংসা করি। তিনি জানান, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবাসন করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত রোহিঙ্গা ইস্যুটি সমাধানের জন্য তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ইস্যুটি আসিয়ান ফোরামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার বিষয়ে সম্মত হয়েছি।

ঢাকায় অনুষ্ঠেয় চতুর্থ যৌথ কমিশনের বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, তারা কৃষি, জ্বালানি, যোগাযোগ, সুনীল অর্থনীতি, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, আমরা আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে নিবিড়ভাবে কাজ করতে দৃঢ় অঙ্গীকার ও সংকল্প ব্যক্ত করেছি।

ঢাকা ত্যাগ : বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে গতকাল সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। জানা যায়, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানান। বাংলাদেশ সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য (এমপি) ও শীর্ষ বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫৮ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সফরকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে পরিদর্শক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ অক্টোবর ২০২৪,

মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার আবার চালুসহ তিন প্রস্তাব

দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়টি বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর সুযোগ সীমাবদ্ধ না রেখে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। আর দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিষয়গুলো মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মানবিক দৃষ্টি থেকে বিবেচনায় নিয়েছেন বলে মনে হয়েছে তাঁর।

মালয়েশিয়ায় প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার প্রবাসীকল্যাণ ভবনের মিলনায়তনে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও মালয়েশিয়ার পার্কেসোর মধ্যে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদেশে যেতে বিমানবন্দরের প্রতিটি স্তরে প্রবাসী কর্মীদের সেবা দিতে একজন সহায়তাকারী সঙ্গে থাকবেন বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, প্রবাসীদের ভিআইপি সুবিধা নিশ্চিত করতে বিমানবন্দরে আলাদা বিশেষ লাউঞ্জ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা হয়েছে। মাসখানেকের মধ্যে লাউঞ্জ চালু হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আসিফ নজরুল বলেন, (মালয়েশিয়ায়) ১৮ হাজার কর্মী যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি, এটি নতুন কর্মী নয়। সব প্রক্রিয়া শেষ করেও মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি মানেই বিষয়টা নিশ্চিত নয়। তাই এটি নিশ্চিত করতে সব ধরনের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মালয়েশিয়ায় কর্মরত প্রতিটি কর্মীকে পার্কেসোর নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। নিবন্ধিত হয়ে কর্মীরা স্বাস্থ্যসুবিধা, সাময়িক প্রতিবন্ধী সুবিধা, স্থায়ী প্রতিবন্ধী সুবিধা, নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী সুবিধা, মৃত্যুর পর দাফন সুবিধা, ধারাবাহিক উপস্থিতির ভাতা ও পুনর্বাসন সুবিধা পাবেন। দেশটিতে এ পর্যন্ত ১২ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ বাংলাদেশি কর্মী এ নিবন্ধন নিয়েছেন। এখন সক্রিয় নিবন্ধনকারী আছেন ৭ লাখ ১১ হাজার ৬৫৫ জন। আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের ১১ হাজার ৪৩৯ কর্মী সাময়িক প্রতিবন্ধী সুবিধা পেয়েছেন। তাঁরা প্রায় দেড় কোটি মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (৩৭ কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। স্থায়ী প্রতিবন্ধী সহায়তা পেয়েছেন ৩৬৪ জন, যার পরিমাণ ১২ লাখ ৭০ হাজার রিঙ্গিত। ১৭৫ জন সৎকার সুবিধা পেয়েছেন, যার আর্থিক মূল্য ৮ লাখ ৭০ হাজার রিঙ্গিত।

যুগান্তর
শনিবার ৫ অক্টোবর ২০২৪
২০ আশ্বিন ১৪৩১

সম্পর্কের নতুন উচ্চতা প্রত্যাশা ১৮০০০ শ্রমিকের জন্য সুখবর

ঢাকায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

■ আসিয়ান সংলাপে অংশীদার হতে মালয়েশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন ড. ইউনূস

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দিতে না পারা প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিককে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। আর ড. ইউনূস আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ড. ইউনূসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। এর আগে দুপুর ২টার দিকে সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ১৮ হাজার শ্রমিকের প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, 'আমরা পুরো ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছি। আমাদের শ্রমিক দরকার, তাঁদের আধুনিক দাস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। আমি এখানকার মতো আগেও প্রকাশ্যে এ কথা বলেছি।'

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বাংলাদেশকে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি বা বিদেশি কারো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস শ্রমিক ইস্যুতে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য দেশের সব মানুষের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আনুমানিক আট লাখ বাংলাদেশি এখন মালয়েশিয়ায় বসবাস ও কাজ করেন। এর মধ্যে ২০২২ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ অভিবাসী হয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আগে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত একান্ত বৈঠক করেন।

ড. ইউনূস বলেন, তিনি তাঁর পুরনো বন্ধুকে ঢাকায় স্বাগত জানাতে পেরে 'অত্যন্ত আনন্দিত', কারণ তাঁরা চার দশকেরও বেশি সময় ধরে একে অন্যকে চেনেন। অধ্যাপক ইউনূস ছাত্র নেতৃত্বাধীন বিপ্লব, ছাত্র ও জনগণের আত্মত্যাগ এবং পূর্ববর্তী সরকারের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর নেতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথাও বলেন। তাঁরা তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকস্থলে যাওয়ার জন্য একই গাড়িতে ওঠেন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তাঁরা রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ–এই তিনটি মূল ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনশক্তি রপ্তানি, উচ্চশিক্ষা সহায়তা, যোগাযোগ,

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম গতকাল ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছার পর তাঁকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি : পিআইডি

যুগান্তর | রোববার ৬ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandonagar(

দিনাজপুরে সেতাবগঞ্জ চিনিকল চার বছর বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি — যুগান্তর

সেতাবগঞ্জ চিনিকল বন্ধ ৪ বছর

একরাম তালুকদার, *দিনাজপুর*

দিনাজপুর জেলার একমাত্র ভারী ও প্রাচীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেতাবগঞ্জ চিনিকলের আখ মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে প্রায় চার বছর ধরে। এতে রুদ্ধ হয়েছে হাজার হাজার মানুষের জীবিকার পথ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে মিলের মূল্যবান যন্ত্রাংশ। এরই মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বন্ধ থাকা সেতাবগঞ্জ চিনিকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল ফের চালুর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। সেতাবগঞ্জ চিনিকল কর্তৃপক্ষ বলছে, মিলটি চালু করতে দুই থেকে তিন বছরের প্রয়োজন। কিন্তু আখ চাষিরা বলছেন, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এক বছরেই চালু করা সম্ভব দেশের অন্যতম বৃহৎ এ চিনিকলটি। হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ৯০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার সেতাবগঞ্জ চিনিকলের আখ মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় ২০২০ সালে। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েন মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষের। প্রাণচাঞ্চল্যহীন হয়ে পড়ে চিনিকলকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে মিলের মূল্যবান যন্ত্রাংশ। এরই মধ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকলীন সরকার দেশের বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল ফের চালুর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সেতাবগঞ্জ চিনিকলও। কিন্তু সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল বাশার বলছেন, চিনিকলটি চালু করতে দুই থেকে তিন বছরের প্রয়োজন। বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তিনি বলেন, আখ মাড়াই মৌসুমের তিন মাস মিলটি চালাতে আখের প্রয়োজন ৯০ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু চলতি মৌসুমে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে আখ চাষ হচ্ছে এক হাজার ২২৪ একর জমিতে, যা থেকে আখ উৎপন্ন হতে পারে ৩০ হাজার মেট্রিক টন। তাই মিলটি চালুর করার আগে আখ উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, সেতাবগঞ্জ চিনিকলের মোট জমি তিন হাজার ৮৬০ একর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য জমি দুই হাজার ৮৪২ একর। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, মিলটি চালু করতে আখের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল নিয়োগ, যানবাহন ও যন্ত্রাংশ মেরামতের প্রয়োজন। তিনি বলেন, মিলটি চালু রাখলে অন্তত এক হাজার ৯৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) ৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। আখ মাড়াই বন্ধের পর মিলের যানবাহনগুলো অন্য মিলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একটি আর মহাব্যবস্থাপকের (কৃষি) একটি গাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। যে কয়টি ট্রাক্টর রয়েছে তা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে মিলের অনেক যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু মিলিয়ে

নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি রুদ্ধ হাজারো মানুষের জীবিকার পথ

মিলটি চালু করতে অন্তত ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল বাশার আরও জানান, ইতোমধ্যে মিলটি চালুর সম্ভাবনা নিয়ে কৃষি বিভাগ, যান্ত্রিক বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে কিছু রিপোর্ট ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে মিল কর্তৃপক্ষ মিলটি চালুর জন্য দুই থেকে তিন বছর সময়ের কথা বললেও আখ চাষি ও মিল চালুর ব্যাপারে আন্দোলনকারীরা বলছেন, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে মিলটি এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকেই চালু করা সম্ভব। সেতাবগঞ্জ চিনিকল পুনঃচালুকরণ আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক আখ চাষি মো. বদরুদ্দোজা বাপন বলেন, মিলটি যে বছর বন্ধ করা হয়, সেই বছরই সেতাবগঞ্জ চিনিকলের জমি ও কৃষকদের জমিসহ মোট চার হাজার ১২ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়। মিল বন্ধের ফলে পরবর্তীতে অনেক কৃষক আখ চাষ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আখ রোপণের সময়। সরকার যদি এখনই মিলটি চালুর ঘোষণা দেয়, তাহলে আখ রোপণের সময় রয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই মিলের জমি এবং কৃষকরা তাদের জমিতে আখ রোপণ করেন তাহলে আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মিলে আখ মাড়াই কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। তিনি বলেন, এজন্য অবিলম্বে মিল চালুর ঘোষণা দিয়ে মিলের জমিতে আখ রোপণের পাশাপাশি কৃষকদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বদরুদ্দোজা বাপন বলেন, 'চিনিকলটি বন্ধ থাকায় এলাকার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমাদের এ অঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকা মানি সার্কুলার হতো। বর্তমানে দারিদ্রসীমার নিচে আমরা বাস করছি। অন্য ফসল চাষ করে আখ চাষিরা সংসারের খরচ চালাতে পারছেন না। আমাদের একমাত্র প্রাণের দাবি সেতাবগঞ্জ চিনিকল আধুনিকায়ন করে পুনরায় চালু করা হোক। তাহলে এ অঞ্চলের কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে। এতে করে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হবে।' বোচাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম বলেন, ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সেতাবগঞ্জ চিনিকলটি দিনাজপুর তথা এ অঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এ মিলটি এ এলাকার পরিচয় বহনের পাশাপাশি মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার বারবারই মিলটি বন্ধ করে এ এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতি কুঠারাঘাত করেছে। দেশের চিনি শিল্পকে ধ্বংস করে দেশকে আমদানি-নির্ভর করে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থরক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সেতাবগঞ্জ চিনিকল বন্ধ করে দেন। এরপর ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সেতাবগঞ্জ চিনিকল আবার চালু করে এ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে ২০২০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার আবারও চিনিকলটি বন্ধ করে দিয়ে চিনিকলকে ঘিরে এ এলাকার মানুষকে বেকার করে দিয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 06.10.2024

Break labour market syndicate, Asif Nazrul urges Malaysian PM

LABOUR - DHAKA

TBS REPORT

Asif Nazrul, adviser to the expatriate welfare and overseas employment ministry, has urged Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim to open the Malaysian labour market by removing syndicate-based recruitment practices.

Speaking at a ceremony to sign a memorandum of collaboration (MoC) in Dhaka yesterday, Asif Nazrul said he had made this request during the Malaysian prime minister's recent visit to Dhaka. He also outlined his key concerns regarding the expansion of the Malaysian labour market for Bangladeshi workers.

"I discussed three issues with the Malaysian prime minister. First, I asked for the reopening of the closed Malaysian labour market. Secondly, I requested that the recruitment process, currently limited to 100 recruiting agencies, be opened to all agencies to ensure transparency," he said.

"Lastly, I asked for an increase in workers' wages, which the prime minister considered from a humanitarian perspective."

Addressing the recent statement by the Malaysian prime minister about announced plans to "accept 18,000 workers from Bangladesh", Asif Nazrul clarified that the media had misrepresented the issue.

"Over 17,000 workers, who were supposed to go to Malaysia by 31 May, were unable to do so due to unfortunate circumstances. The Malaysian government has assured that they will now facilitate their entry, and efforts will be made to expedite the process," the adviser said.

Nazrul also cautioned that while promises have been made, they do not guarantee immediate action. "We are working to implement this commitment through our ministry and High Commission in Malaysia. I have a meeting tonight with the Malaysian High Commissioner, where we will discuss creating a roadmap to move forward," he said.

'Special lounge for migrant workers in Middle East'

Asif Nazrul also announced plans to provide improved facilities for Bangladeshi migrant workers in the Middle East.

"Within two weeks, a special lounge will be arranged for Bangladeshi workers. This is not a gesture of generosity but a responsibility towards them," he said, underlining the government's commitment to improving conditions for expatriate workers.

During the ceremony, an MoC was signed by Md Hamidur Rahman, director general (additional secretary) of the Wage Earners Welfare Board, and Dato' Sri Mohammed Azman bin Aziz Mohammad, group chief executive officer of Malaysia's Social Security Organisation, known as PERKESO.

The MoC aims to bring all Bangladeshi workers who have legally travelled to Malaysia since 1 January 2020 under the "Foreign Workers Compensation Scheme."

Bangladeshi workers in Malaysia will now be registered with Perkeso by their employers and will be eligible for a range of benefits, including medical treatment, temporary and permanent disability benefits, dependents' benefits, funeral allowances, and access to rehabilitation facilities.

NEWAGE Dhaka, Saturday, October 5, 2024.

Malaysia to give visa to 18,000 workers

Yunus seeks Malaysia's support in resolving Rohingya crisis

Mustafizur Rahman

MALAYSIAN prime minister Anwar Ibrahim after a bilateral meeting in Dhaka on Friday announced that they had agreed to consider issuing 18,000 work visas for those Bangladeshis who got stuck and could not fly due to some recent measures by the Malaysia government.

Expressing his full support for Bangladesh's interim government in a joint press appearance at a city hotel, Anwar Ibrahim said that he trusted the leadership and dedication of professor Muhammad Yunus, who took over as the chief adviser on August 8 after the fall of the autocratic regime of Sheikh Hasina amid a student-led mass uprising on August 5.

Nobel laureate Muhammad Yunus said that Bangladesh sought Malaysia's support in resolving the Rohingya crisis, which, he said, was not a Bangladesh's problem only but for others in the region also while discussing issues of bilateral interests—mainly - political, trade and investment.

Continued on page 2 Col. 6

Chief adviser Professor Muhammad Yunus greets Malaysian prime minister Anwar Ibrahim as the latter arrives at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on a short official trip on Friday. — PID/ Focus Bangla photo

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Malaysia to give visa

Continued from page 1

'We need workers but they can't be treated as modern slaves—no matter if they are from Bangladesh or other countries. I said this publicly in the past like now,' said the Malaysian prime minister, who arrived in Dhaka in the afternoon on a short visit.

Responding to a question whether they would take steps to dismantle syndicate in the sector, he said that they would ensure transparency in the whole system as his government's focus was on 'anti-corruption and economic fundamentals'.

Anwar Ibrahim also reminded Bangladesh about actions against criminal charges, saying that whenever they took actions against criminals either they were Malaysians or foreigners in Malaysia there were backlashes.

He expressed hope that they would now be able to improve the situation by ensuring transparency in the whole system.

Around 50,000 Bangladeshi aspirants failed to migrate to Malaysia after completing almost all the processes by the May 31 deadline set by the Malaysian authorities. Of them16,970 aspirant migrants failed to fly to Malaysia at the last moment for want of air tickets only.

Around 8,00,000 Bangladeshis are now working in Malaysia, according to officials.

Welcoming the Malaysian prime minister as the first state guest Dhaka received after the interim government has assumed power, chief adviser Muhammad Yunus said that it was a new Bangladesh after the mass uprising and the interim government was committed to building an inclusive and just Bangladesh.

He sought Malaysia's support for Bangladesh so that the country could become a sectoral dialogue partner of the Association of Southeast Asian Nations.

'We congratulate Malaysia's chairmanship of ASEAN in 2025. We discussed the issue of Bangladesh's inclusion as a sectoral dialogue partner of ASEAN. We look forward to Malaysia's active role for Bangladesh's inclusion in the regional forum,' Yunus said.

He said that they also discussed the safe repatriation of Rohingyas to their homeland Myanmar from Bangladesh hosting around 12 forcibly displaced people from the Rakhine State.

Mentioning that the Rohingya community sheltered in camps had around 32,000 new births yearly, the chief adviser said, 'It is not the number we are concerned about, it is about what happens to their new generation growing here. They have no future. It is a ticking time bomb'. He added that the solution was not in Bangladesh's hands, but in the hands of the international community.

Yunus said that he had requested Anwar Ibrahim to pursue the Rohingya issue in the ASEAN to resolve the protracted crisis.

He also underlined the need for signing a free trade agreement between the two countries while referring to the fourth joint commission meeting to be held early next year.

Yunus said that they had also discussed the possibility of sending more workers and professionals from Bangladesh to Malaysia with multiple-entry visas.

The bilateral talks further discussed exploring cooperation possibilities in agriculture, energy, connectivity, blue economy, science and innovations, and defence.

Malaysia is going to be the next chair of ASEAN from January 2025.

Muhammad Yunus and Anwar Ibrahim had a brief one-on-one meeting on his arrival at the Hazrat Shahjalal International Airport.

Advisers to the interim government and officials concerned also accompanied the chief adviser in the bilateral meeting.

The Malaysian prime minister, who led a 58-member delegation during the visit, left Dhaka at 7:00pm.

In August 2022, Malaysia reopened the market after keeping it suspended for more than four years over corruption allegations.

It closed the market on May 31 again for the same reason, sector insiders said.

They said that many other aspirants in Bangladesh deposited their money, passports and other papers but saw their process remain incomplete when the deadline expired.

There were also allegations that a syndicate of recruiting agencies charged aspirant workers much higher than the government fixed migration costs.

Aspirant migrants alleged that recruiting agencies took Tk 5–7 lakh from each, while the government set Tk 78,990 as the migration cost for Malaysia.

Recruiting agents and migrants on the other hand complained that with the May 31 deadline airlines had charged Tk 1.5 lakh for a ticket when their regular price was around Tk 30,000.

সোমবার, ৭ অক্টোবর ২০২৪, ২২ আশ্বিন ১৪৩১ • প্রথম আলো

এগিয়ে নিতে হবে ক্ষুদ্র চা শিল্প

গোলটেবিল বৈঠক

সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক ও *প্রথম আলোর* আয়োজনে 'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক।

'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) এম শাহ আলম, সেলিম রেজা হাসান, মো. আমির হোসেন ও কামরান তানভিরুর রহমান। গতকাল ঢাকায় *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় দুই যুগ আগে উত্তরাঞ্চলের জেলা পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়। সেখানে শুরুতে কৃষকেরা লাভবান হলেও এখন বিপাকে রয়েছেন। চাষিদের দাবি, তাঁরা চায়ের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। তবে চা উৎপাদকেরা বলছেন, পঞ্চগড়ে উৎপাদিত চায়ের মান ভালো না। এ ছাড়া বর্তমানে চাহিদার তুলনায় চায়ের সরবরাহ বেশি। এ বিষয়গুলো সমাধান হলে চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাবেন।

গতকাল রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে চা খাত নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এমন পর্যালোচনা উঠে আসে। সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক ও *প্রথম আলোর* যৌথ আয়োজনে 'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক ওই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহযোগিতা করেছে নেদারল্যান্ডস সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের কান্ট্রি ম্যানেজার সেলিম রেজা হাসান জানান, ২০২১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের নিয়ে কাজ করছে সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক। এ সময় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা পাওয়া গেছে। এগুলো আলোচনার মাধ্যমে এ খাতের জন্য জাতীয়ভাবে একটি পথনির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

গোলটেবিলে উত্তরবঙ্গে চা চাষ নিয়ে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মো. আতিকুজ্জামান। বৈঠকে বক্তারা বলেন, উত্তরবঙ্গে চা-গাছের ফলন ভালো হলেও সেখান থেকে ভালো মানের পাতা কারখানায় যায় না। এ ক্ষেত্রে পাতা তোলার দক্ষ শ্রমিকের অভাব, সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্বলতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যসহ বেশ কিছু কারণ রয়েছে। চায়ের বাজার ঠিক রাখতে হলে এসব সমস্যা সমাধান করা জরুরি।

মান বাড়ানোয় জোর

বৈঠকে চায়ের মান বাড়ানোর ওপরে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন বড় ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সৈয়দ আবুল মনসুর বলেন, পঞ্চগড়ের চা-পাতায় তৈরি চায়ের মান ভালো নয়। এ কারণে নিলামে এ চা ভালো দামে বিক্রি করা যায় না। ভালো চায়ের জন্য দরকার দুই পাতা ও এক কুঁড়ি; অথচ পঞ্চগড়ে সাত-আট পাতা পর্যন্ত সংগ্রহ করেন চাষিরা।

ট্রেড ক্রাফটের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহেদ ফেরদৌস বলেন, চা চাষ পঞ্চগড়ের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি উন্নত করেছে। তবে প্রথম থেকেই সেখানে যথাযথ নিয়ম মেনে চায়ের আবাদ হয়নি। ফলে এই জেলায় চায়ের সম্ভাবনা ধরে রাখতে অবশ্যই মান উন্নয়নে জোর দিতে হবে।

অন্যদিকে চায়ের মান ভালো না হওয়ার জন্য দায়ী করা হলেও চাষিদের দক্ষতা বাড়াতে তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না বলে জানান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতির (পঞ্চগড়) সভাপতি আমিরুল হক খোকন। তিনি বলেন, চা কৃষিপণ্য হলেও তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত। এ কারণে চা-চাষিরা কৃষি খাতে দেওয়া সরকারের কম সুদের ঋণসহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধা পান না। এসব বিষয় সমাধান করা প্রয়োজন।

চা-চাষি ও চা-ব্যবসায়ী ফোরাত জাহান সাথী বলেন, পঞ্চগড়ে চা-চাষিদের অধিকাংশেরই চাষপদ্ধতি ও পাতা উত্তোলনের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। এ ছাড়া কারখানা পর্যন্ত পাতা পরিবহন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সরবরাহে সমস্যা রয়েছে। এসব কারণে ভালো মানের চা পাওয়া যায় না। আর সিন্ডিকেট করে পঞ্চগড়ের চায়ের দাম কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন জেলার সোনাপাতিলা এলাকার চা-চাষি শাহজাহান খান।

চাহিদা-সরবরাহে ভারসাম্য নেই

বৈঠকে চা উৎপাদকেরা জানান, সরকার আরও কয়েকটি জেলায় নতুন করে চায়ের আবাদ বাড়াতে চায়। অথচ বর্তমানে কারখানাগুলোতে মোট উৎপাদিত চায়ের ৩০ শতাংশই অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। এভাবে চললে ভবিষ্যতে পাট খাতের মতো অবস্থা তৈরি হতে পারে।

চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ চা সংসদের চেয়ারম্যান কামরান তানভিরুর রহমান বলেন, শুধু চায়ের উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, সেই চা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাল কি না, তা দেখতে হবে। বর্তমানে কারখানায় উৎপাদিত চা পুরোপুরি বিক্রি হচ্ছে না। ফলে নতুন করে আট জেলায় চা উৎপাদন শুরু হলে তা এ খাতে বিপর্যয় নিয়ে আসবে।

ইএসডিওর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মো. শহিদ-উজ-জামান বলেন, পঞ্চগড়ে চা-বাগান এলাকায় পর্যটন সম্ভাবনা রয়েছে। এটিকে কাজে লাগানো গেলে সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

দাম বাড়ানোর পরামর্শ

নিলামের সময় প্রতি কেজি চায়ের সর্বনিম্ন দাম ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। তবে এ দাম আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে জানান বাংলাদেশ চা বোর্ড পঞ্চগড় আঞ্চলিক কার্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ইনচার্জ মো. আমির হোসেন। তিনি বলেন, চায়ের সর্বনিম্ন দাম ১৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা যেতে পারে।

নিলামের সময় চায়ের নমুনার স্বাদ নেন টি টেস্টার। তাঁরা পঞ্চগড়ে উৎপাদিত চায়ের মান ভালো নয় বলে জানান। এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে চাষিদের। এ জন্য তাঁরা স্থানের উল্লেখ না করে কোড নম্বর ব্যবহার করে চায়ের মান যাচাইয়ের দাবি জানান।

বৈশ্বিক ও দেশীয় বাজার ধরতে উন্নত প্রজাতির (জিন) চা চাষ ও বৈচিত্র্যময় চা উৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের কৃষি ও পুষ্টিনিরাপত্তা শাখার জ্যেষ্ঠ পলিসি অ্যাডভাইজার ওসমান হারুনি। তিনি বলেন, সমবায়ের ভিত্তিতে ভালো মানের চা উৎপাদন করা গেলে চায়ের দাম নিয়ে সংকট কমবে।

ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ডিরেক্টর অব অপারেশনস এম শাহ আলম বলেন, 'শুধু উত্তরাঞ্চল নয়, দেশের পুরো চা খাতেই আমরা ব্যবসা হারাচ্ছি। ভালো মানের চা উৎপাদনের পাশাপাশি চায়ের চাহিদা ও সরবরাহে ভারসাম্য আনতে পারলে এ সমস্যা দূর হবে।'

অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে আরও ছিলেন বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতির মহাসচিব নিয়াজ আলি চিশতি, গ্রিন ফিল্ড টি ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল ইসলাম, পঞ্চগড়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালক এ বি এম আখতারুজ্জামান, সুপ্রিম টি লিমিটেডের তৌফিক হাসান এবং সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের উপদেষ্টা ফয়জুল মতিন, প্রতিষ্ঠানটির পলিসি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসোর্স মবিলাইজেশনের লিড ইঙ্গিতা হাবিব ও প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চগড় জেলার স্মল হোল্ডার টি প্রজেক্টের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল আলম।

এ ছাড়া ক্ষুদ্র চা-চাষিদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে পঞ্চগড়ের চা-চাষিদের সমস্যা তুলে ধরেন মো. রফিকুল ইসলাম, ইমরান আলি চৌধুরী, আবু হানিফা, কবিরুল ইসলাম, শাহীনুর রহমান তরিকুল, দেওয়ান রহমান ও মো. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে চা শিল্পের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান।

সময়ের আলো বুধবার । ৯ অক্টোবর ২০২৪ ।

অর্থবছরের প্রথম তিন মাস

রেমিট্যান্স এলো ৭৮ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রেমিট্যান্স এসেছে ৭৮ হাজার ২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে জুলাইয়ে প্রবাসী আয়ে বড় ধাক্কা লাগে। ওই মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ২২ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। পরে আগস্ট থেকে রেমিট্যান্সে সুবাতাস বইতে শুরু করে। আগস্টে এসেছে ২৬ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। এ ছাড়া সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গত তিন মাসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানো এক প্রকার বন্ধ রেখেছিলেন প্রবাসীরা। এতে হঠাৎ কমে যায় রেমিট্যান্সের গতিপ্রবাহ। থমকে যায় রেমিট্যান্স আসা।

তবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর আবার হু হু করে বাড়তে থাকে রেমিট্যান্স। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রেমিট্যান্স আসে ৭৮ হাজার ২২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুলাই মাসে ১৯০ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২২ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। এর আগের মাস জুনে এসেছিল ২ হাজার ৫৪১ মিলিয়ন বা ২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স। সে হিসাবে এক মাসের ব্যবধানে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় কমেছে ৬৩ কোটি ২০ লাখ ডলার বা ৭ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা।

আগস্ট মাসের পুরো সময়ে দেশে বৈধপথে রেমিট্যান্স এসেছে ২২২ কোটি (২ দশমিক ২২ বিলিয়ন) ডলার। যা তার আগের বছরের (আগস্ট-২০২৩) একই সময়ের চেয়ে ৬২ কোটি ডলার বেশি। গত বছরের আগস্ট মাসে এসেছিল প্রায় ১৬০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে আগস্টের ধারাবাহিকতা রয়েছে সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বর মাসেও। সেপ্টেম্বরের পুরো সময়ে ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার (২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন) পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে) ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকার বেশি।

- জুলাইয়ে রেমিট্যান্সে বড় ধাক্কা
- আগস্টে সুবাতাস, এসেছে ২৬ হাজার ৬৪০ কোটি
- সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, রেমিট্যান্স পাঠানোয় প্রধান দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রবাসী আয় আসে ১০৩ কোটি ২২ লাখ ১০ হাজার ডলারের। এর মধ্যে জুলাই মাসে এসেছিল ৩৩ কোটি ২৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার। পরের মাস আগস্টে আসে ৩৩ কোটি ৭৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং সেপ্টেম্বরে আসে ৩৬ কোটি ১৮ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়।

রেমিট্যান্সের দ্বিতীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রবাসী আয় এসেছে ৯২ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার। এর মধ্যে জুলাই মাসে আসে ২৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। পরের মাস আগস্টে আসে ২৯ কোটি ৩৪ লাখ ৭০ হাজারের ডলার এবং সেপ্টেম্বরে আসে ৩৮ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

একইভাবে সরকারের পতনের পর রেমিট্যান্স বেড়ে যায় সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া থেকে। সৌদি আরব থেকে জুলাই মাসে ২৪ কোটি ৪৬ লাখ ৫০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসে। আগস্ট মাসে আসে ২৬ কোটি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারের প্রবাসী আয়। পরের মাসে সেপ্টেম্বরে আরও বেড়ে আসে ৩৪ কোটি ৫৪ লাখ ৬০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স।

অন্যদিকে মালয়েশিয়া থেকে জুলাই মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৩ কোটি ৬ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। পরের মাস আগস্টে এসেছিল ২৫ কোটি ১৯ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আসে। সেপ্টেম্বর মাসে আসে ২৩ কোটি ৭২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়।

এ ছাড়া চলতি মাস অক্টোবরেও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের গতি উর্ধ্বমুখী রয়েছে। অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনে ৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ কোটি ডলার বেশি। গত বছরের অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি মাস অক্টোবরের শুরুতেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। এভাবে রেমিট্যান্স আসার ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে আড়াই বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে প্রবাসী আয়।

সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বর মাসের পুরো সময়ে ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার (২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন) পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকার বেশি।

দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ ২৬০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের জুলাই মাসে। বছরওয়ারি হিসাবে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ২০২০-২১ অর্থবছরে। ওই অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স আসে ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার। আর চলতি বছরের জুন মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে মোট ২৫৪ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে ১৯০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। এ ছাড়া জুন মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৫৪ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলার। তার আগের মাস মে মাসে আসে ২২৫ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। এ ছাড়া এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ, মার্চে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ এবং জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ মার্কিন ডলার পাঠান প্রবাসীরা।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ১০ অক্টোবর ২০২৪।

জ্বলছে না বাসাবাড়ির চুলা কারখানায় ব্যাহত উৎপাদন

এম তুষারী, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)

গাজীপুরে শিল্পকারখানা ও বাসাবাড়িতে কয়েক মাস ধরে গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। মহানগরসহ কোনাবাড়ী, কাশিমপুর মেট্রো থানা এলাকা ও কালিয়াকৈরের অনেক এলাকায় রান্নার চুলা জ্বলছে না। কিছু জায়গায় অল্প গ্যাস এলেও চুলা জ্বলছে মিটমিট করে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকরা। গ্যাস সংকটে অনেক কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

গতকাল বুধবার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও আবাসিক এলাকা ঘুরে জানা গেছে, দুই সপ্তাহ ধরে গাজীপুর মহানগরীর ভোগাড়া, বাসন সড়ক, কড্ডা, কোনাবাড়ী, কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর, মৌচাক, পল্লী বিদ্যুৎ, কালিয়াকৈর বাজার, সাহেববাজারসহ ২০টি অঞ্চলে গ্যাস সংকট চলছে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কালিয়াকৈর উপজেলার খাড়া জোড়া নামক এলাকার সামছুল আলামিন স্পিনিং মিলস নামের একটি সুতার কারখানায় দেখা যায় ৪০টি মেশিনের মধ্যে সবই বন্ধ। শ্রমিকরা বসে আছেন। তারা জানান, সকালে কয়েকটা মেশিন চালু করা হলেও দুপুরের পর আর চলে না। কয়েক সপ্তাহ ধরে এ অবস্থা চলছে।

কারখানার ব্যবস্থাপক সারোয়ার আলম বলেন, আমাদের কারখানায় ১০ পিএসআই গ্যাসের চাপ থাকার কথা। কয়েক মাস আগেও দেড় পিএসআই গ্যাস পেতাম। বর্তমানে গ্যাস নেই বলে সব মেশিন বন্ধ। এতে প্রতি মাসে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

পূর্ব চান্দরা এলাকার লিজ ফ্যাশন লিমিটেড নামক একটি পোশাক কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) রাজু আহমেদ বলেন, জেনারেটর চালানোর কথা ৯০ শতাংশ সময়। সেখানে গ্যাসের চাপ না থাকায় বর্তমানে ডিজেল দিয়ে চালাতে হচ্ছে। এতে খরচ বাড়ছে।

গাজীপুরে গ্যাসের তীব্র সংকট

- সরবরাহ কমে যাওয়ায় দুর্ভোগ
- শত শত ভবনে অবৈধ সংযোগ

কোনাবাড়ী এলাকার একটি কারখানার ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান জানান, তাদের কারখানা অনেক দিন ধরেই গ্যাস সংকটে রয়েছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে কয়েকবার অভিযোগ করেও লাভ হয়নি। কারখানায় উৎপাদন অর্ধেক কমে গেছে।

এদিকে তিতাসের গ্যাস সরবরাহ কম থাকায় বাসাবাড়িতেও চুলা জ্বলছে না। অনেক গ্রাহক বিকল্প হিসেবে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছেন। আবার অনেকে লাকড়ির চুলা ব্যবহার করে রান্নার কাজ সারছেন। গাজীপুর শহরের পাশের এলাকা মারিয়ালীর বাসিন্দা আজমত আলী বলেন, বাসায় সারাদিন গ্যাসই পাওয়া যায় না। রাতে ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অল্প পাওয়া যায়।

কালিয়াকৈর শহরের কাজিরুল ইসলাম বলেন, কয়েক মাস ধরে গ্যাস না থাকায় চুলা জ্বলছে না। তবে প্রতি মাসেই নিয়মিত গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। একদিকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে সিলিন্ডার গ্যাস কিংবা লাকড়ি কিনে রান্না করায় খরচ বাড়ছে। তিতাসের চন্দ্রা জোনাল অফিসে দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি সমাধানের আবেদন করা হলেও কোনো লাভ হয়নি।

শত শত ভবনে অবৈধ সংযোগ

গাজীপুরের শত শত বহুতল বাসাবাড়িতে অবৈধ গ্যাস দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দালালরা প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, তারা বৈধ গ্রাহক হওয়ার পরও গ্যাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

একটি সূত্র জানায়, অবৈধ সংযোগ দিয়ে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির জোনাল অফিসের কর্মচারী ও স্থানীয় দালালরা হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা। এসব অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য তিতাসের কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। তবে পরদিনই আবার সংযোগ দেওয়া হয়।

এদিকে প্রায় তিন মাস গ্যাস না পেয়ে কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার শতাধিক গ্রাহক ৭ অক্টোবর তিতাসের চন্দ্রা জোনাল শাখা ঘেরাও করেন। তারা বলেন, তিতাসের কর্মকর্তাদের বারবার জানিয়েও লাভ হয় না। কিন্তু প্রতি মাসে ঠিকই বিল দিতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে তিতাসের চন্দ্রা জোনাল শাখার ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী খুরশেদ আলম বলেন, আমাদের মোট চাহিদা ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। কিন্তু আমরা পাচ্ছি ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদার তুলনায় গ্যাস কম থাকায় সরবরাহ করা যাচ্ছে না। আশা করি, কিছুদিনের মধ্যে এ লাইনে আরও ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এতে ভোগান্তির অবসান হবে।

গাজীপুর তিতাসের ব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন) মো. রেদোয়ান বলেন, জেলা পর্যায়ে বর্তমানে যে চাহিদা রয়েছে, সেই পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করতে পারছি না। এতে গ্যাসের সরবরাহ বা চাপ দুটিই কমে গেছে। ১৫ অক্টোবরের পর নতুন এলএনজি দেশে পৌঁছাবে। তখন হয়তো সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে।

সময়ের আলো রোববার। ৬ অক্টোবর ২০২৪

১৮ হাজার মানে নতুন চাকরি না

আইন উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ১৮ হাজার বাংলাদেশিকে ওই দেশে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন বলে গত শুক্রবার ঘোষণা দেন। এই ১৮ হাজার মানে নতুন চাকরি না, নতুন কর্মী নেওয়া হচ্ছে না। গত ৩১ মে'র মধ্যে যারা মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি তারা সুযোগ পাবেন। মধ্যপ্রাচ্যে যেসব শ্রমিক ভাই-বোন যাচ্ছেন, তাদের জন্য বিমানবন্দরে আলাদা স্পেশাল লাউঞ্জের ব্যবস্থা করব। আমরা ইতিমধ্যে জায়গা ঠিক করেছি, সিভিল এভিয়েশনের সঙ্গে কথা হয়েছে, আশা করি দুই সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল শনিবার প্রবাসী কল্যাণ ভবনের বিজয় একাত্তর হলে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও মালয়েশিয়ার পার্কেসোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, বিমানবন্দরে লাউঞ্জ হলে প্রবাসী শ্রমিক ভাই-বোনদের যন্ত্রণা অনেকটা দূর হবে। পাশাপাশি অন্যান্য যে ভিআইপি সুবিধা সেগুলোও থাকবে। বিমানবন্দরে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত যে লাউঞ্জ থাকে, সেই পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাদের সঙ্গে একজন লোক থাকবে সহায়তার জন্য। আমরা মনে করি, এটি প্রবাসীদের প্রতি উদারতা নয়, এটি তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা। এটি বহু আগেই করা উচিত ছিল। মালয়েশিয়ায় ১৮ হাজার কর্মী নিয়োগ ইস্যুতে উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, গত শুক্রবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি ১৮ হাজার বাংলাদেশিকে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন বলে ঘোষণা দেন। এর মানে এই নয়, যে এরা নতুন কর্মী। এই ১৮ হাজার মানে নতুন চাকরি না, নতুন কর্মী নেওয়া হচ্ছে না। ১৭ হাজারের কিছু বেশি কর্মীর সব কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়া সরকারের সময়সীমার মধ্যে সে দেশে যেতে পারেননি। নানা ধরনের জটিলতার কারণে তারা মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি। যেহেতু ৩১ মে'র মধ্যে তারা যেতে পারেননি, তাই মালয়েশিয়া সরকার তাদের গ্রহণ করেনি। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনরা অনেক টাকা দিয়েছিলেন মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। আমি প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছিলাম, এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। হোটেলে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরুর আগে এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই ১৮ হাজার বাংলাদেশিকে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এখন একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, প্রতিশ্রুতি মানেই কিন্তু নিশ্চিত না। আমরা মালয়েশিয়ায় আমাদের হাইকমিশন ও আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে যত দ্রুত সম্ভব প্রচেষ্টা চালাব। আমরা একটা রোডম্যাপ তৈরি করব।

ড. আসিফ আরও বলেন, আমি বৈঠকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে বলেছি, মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালু করার বিষয়ে। পাশাপাশি যে ১০০ রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি উন্মুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৪

১৭ হাজার কর্মীর টাকা ফেরতের দায় নিচ্ছে না কেউ

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

- বেঁধে দেওয়া সময়েও অর্থ ফেরত পাননি অনেকে
- অনুমোদনহীন ১১০০ এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই

সরোয়ার আলম

চলতি বছরের মে মাসে বন্ধ হওয়া মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য ফের খুলছে। প্রথম ধাপে ১৮ হাজার শ্রমিক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। সম্প্রতি ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে এসে এ ঘোষণা দেন তিনি। একই সঙ্গে গত ৩০ মে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার আগে ফ্লাইট জটিলতার কারণে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দিতে না পারা ১৭ হাজার কর্মীর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, সব শর্ত পূরণ করা থাকলে এই কর্মীরা নতুন করে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে ওই ১৭ হাজার কর্মীর টাকা ফেরতের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে যেতে এসব কর্মী মাথাপিছু অন্তত ৫ লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন রিক্রুটিং এজেন্সিকে। সে হিসাবে তাদের পাওনা টাকার পরিমাণ প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা, যা ফেরত পেতে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন আটকে পড়া এসব কর্মী, ধরনা দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বায়রা (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস) নেতাদের কাছেও। কিন্তু মিলছে না কোনো সুফল। বায়রা জানিয়ে দিয়েছে, এ টাকার দায় নেবে না। যারা মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে এ অর্থ নিয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের দায় নিতে হবে। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে শ্রমিক সংকটের জন্য দায়ী প্রায় ১ হাজার ১০০ অনুমোদনহীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে শ্রমিকদের পাওনার ইস্যুটি কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে একটি চক্র মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ধ্বংস করার চেষ্টায় নেমেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন টকশো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এতে মালয়েশিয়ার সম্ভাব্য নিয়োগকর্তারা বাংলাদেশি শ্রমিক নিতে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। অথচ রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মালয়েশিয়া অষ্টম থেকে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। মালয়েশিয়ার জনশক্তি রপ্তানি সংশ্লিষ্টরা এসব তথ্য জানিয়েছেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩১ মে মালয়েশিয়া সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে অনুমতি পাওয়া ১৬ হাজার ৯৭০ জন কর্মী দেশটিতে যেতে পারেননি। কর্মীপ্রতি কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা হিসেবে ৮৪৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা আটকে আছে। এই অর্থ ফেরতের জন্য দুই দফা সময় বেঁধে দেওয়া হলেও এখনো বহু কর্মী তাদের অর্থ বুঝে পাননি। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। ওই সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়, 'মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। ১০১টি রিক্রুটিং এজেন্সি সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ না নিয়ে সহযোগী রিক্রুটিং এজেন্সির (অনুমোদনহীন) কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে। অর্থ ফেরত প্রক্রিয়ায় সহযোগী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সম্পৃক্ত করা না গেলে শ্রমিকদের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।'

ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সহযোগী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়া যেতে না পারা শ্রমিকদের দায়-দেনা পরিশোধ করে প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট ১০১টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে অবহিত করবে। এ ছাড়া গত ২৬ সেপ্টেম্বর বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়া কর্মীদের দায়-দেনা পরিশোধের তথ্য ১০ অক্টোবরের মধ্যে নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। কিন্তু তা এখনো পাঠানো হয়নি।

জনশক্তি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যবসায়ী দেশ রূপান্তরকে বলেন, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগ-বাণিজ্যে জড়িত ১০টি সিন্ডিকেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী ছিলেন বায়রার শীর্ষ পর্যায়ের সাবেক এক নেতা। তিনি মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাণিজ্যের জন্য নিজেই গড়ে তুলেছিলেন একটি মেডিকেল সেন্টার। প্রায় ৭০ হাজার কর্মীর নামমাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোয় যে ১০১টি রিক্রুটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্ট ছিল তার মধ্যে পরিচয় লুকিয়ে কমপক্ষে দুটির লাইসেন্সই বায়রার সাবেক ওই নেতার। সহযোগী রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকাতেও রয়েছে তার এজেন্সি।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ১১, ২০২৪

লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরো ১৫০ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আটকে পড়া আরো ১৫০ বাংলাদেশী লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন। বুরাক এয়ারের (ইউজেড ০২২২) চার্টার্ড ফ্লাইটে গতকাল সকালে তাদের বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) যৌথ উদ্যোগে এ প্রত্যাবাসন সম্পন্ন হয়েছে। লিবিয়ার ত্রিপোলি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আটকে পড়াদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত আসতে ইচ্ছুক অনিয়মিত বাংলাদেশী নাগরিককে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল প্রত্যাবাসন করা ১৫০ বাংলাদেশীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএমের কর্মকর্তারা অভ্যর্থনা জানান।

ফিরে আসা বাংলাদেশীদের বেশির ভাগই মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। তাদের অনেকেই উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধবিগ্রহের দেশটিতে থাকাকালীন অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ফিরে আসা অভিবাসীদের অবৈধ অভিবাসন, বিশেষ করে লিবিয়া হয়ে ইউরোপে বিপজ্জনক যাত্রা সম্পর্কে তাদের কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। সেই সঙ্গে আইওএম প্রত্যেককে নগদ ৬ হাজার টাকা অনুদান, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

এর আগে সেপ্টেম্বরে ত্রিপোলির ডিটেনশন সেন্টারে আটক ১৫৪ অনিয়মিত বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। লিবিয়াজুড়ে আটকে থাকা বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ মিশন ও আইওএম নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৪।

দ. কোরিয়ার শ্রমবাজারে ধস

- কোটা পূরণে ব্যর্থ বাংলাদেশ
- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মী গেছেন মাত্র ২,১৮১ জন
- গত বছরের চেয়ে চলতি বছর ৪৯ শতাংশ কর্মী কম গেছেন
- কারণ হিসেবে ভাষা সমস্যা, কাজ পরিবর্তন ও অদক্ষতা চিহ্নিত

তৌফিক হাসান ▷

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর কোটা পূরণ হচ্ছে না। চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে ১২ হাজার কর্মী পাঠানোর কোটা দিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া, কিন্তু সেই জায়গায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র দুই হাজার ১৮১ জন কর্মী পাঠানো সম্ভব হয়েছে। অভিবাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাকি তিন মাসে ৯ হাজার ৮১৯ জন কর্মী পাঠানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণে গত বছরের মতো চলতি বছরও কোটা পূরণ করতে পারছে না বাংলাদেশ।

শুধু কোটা পূরণই নয়, বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য মতে, গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ৪৯ শতাংশ এবং ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ৩৭ শতাংশ কর্মী কম গেছেন। বিএমইটির হিসাব বলছে, ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় মোট কর্মী গেছেন চার হাজার ৯৯৬ জন। এর মধ্যে ওই বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গিয়েছিলেন চার হাজার ২১৮ জন। আর ২০২২ সালে কর্মী গিয়েছিলেন পাঁচ হাজার ৯১০ জন। এর মধ্যে ওই বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিন হাজার ৪৫৯ জন।

২০০৮ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী যাওয়া শুরু করলেও এই শ্রমবাজারে ধস নামার কারণ হিসেবে ভাষা সমস্যা, কাজ পরিবর্তন ও অদক্ষতাকে চিহ্নিত করেছেন অভিবাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজ করতে যাওয়া কর্মীরা শুধু ভাষা পরীক্ষায় পাসের জন্যই প্রস্তুতি নিলেও ওই দেশে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতে ও বুঝতে পারেন না। এ ছাড়া কাজের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগ অদক্ষ কর্মী ওই দেশে যান। ফলে তাঁরা সেখানকার কাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন না। আর বাংলাদেশি কর্মীরা সব সময় ওভারটাইম কাজের খোঁজে থাকেন। দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক কম্পানিতে ওভারটাইম নেই।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দ. কোরিয়ার শ্রমবাজারে

ফলে ওভারটাইম না পাওয়া কর্মীরা অস্থির হয়ে কম্পানি পরিবর্তন করেন।

কম্পানি পরিবর্তনের কারণে কর্মী নিয়োগে বড় সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। দূতাবাসের কর্মকর্তারা বলছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় উৎপাদন ও জাহাজ নির্মাণ খাতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া হয়। এই খাতগুলোয় দক্ষ কর্মী নেয় দক্ষিণ কোরিয়া। সেখানে গিয়ে অনেক কর্মী দু-তিন মাস পর কম্পানি পরিবর্তন করেন, যা নিয়োগকর্তাদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তাঁরা দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য দেশের কর্মী নিয়ে আসেন। এখানে বড় ধরনের বিনিয়োগও রয়েছে।

এসব সমস্যা দূর করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বোয়েসেলের নির্বাহী পরিচালক মো. শওকত আলী। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'আমরা এর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি, যারা সেখানে চাকরি পরিবর্তন করবে আমরা তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করব এবং প্রয়োজনে তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দেশে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা এরই মধ্যে কয়েকজনের বিষয়ে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যাতে অন্যরা কাজ পরিবর্তন না করে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের দেশে ভাষা পরীক্ষা আরেকটু ভালো করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কাজের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ায় অদক্ষ কর্মী যায়। আমরা এর জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি। দুটি প্রশিক্ষণ এরই মধ্যে শুরু করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ওয়েল্ডিং আরেকটি হচ্ছে মোল্ডিং। মোল্ডিংটা আমরা শুরু করছি বিপাক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, আর ডিকেটিটিসির মাধ্যমে ওয়েল্ডিংটা শুরু করেছি। প্রাথমিকভাবে ৪০ জন দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মী বাছাই করে এই প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। সর্বশেষ আমরা কর্মীদের কাজ পরিবর্তন না করার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে শুরু করেছি। আশা করছি, এ ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে সেই দেশে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়বে।'

কম্পানি বদলের বিষয়ে কর্মীদের স্বীকারোক্তি : ঢাকার সাভারের মিরাজ ফকরুল পাঁচ বছর ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকেন। কাজ করেন ইস্পাত কারখানায়। বাংলাদেশি কর্মীদের কম্পানি বদলের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি মোবাইল ফোনে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক কম্পানি বেসিক বেতনে কাজ করাতে চায়, কিন্তু অনেক কর্মী এভাবে কাজ করতে চায় না। সে যখন দেখে যে বাংলাদেশি কোনো কর্মী অন্য কম্পানিতে বেসিকের বাইরে ওভারটাইম করে বাড়তি আয় করছে, তখন সে-ও আর বেসিক নিয়ে পড়ে থাকতে চায় না। সুযোগমতো অন্য কম্পানিতে চলে যায়।'

মিরাজ আরো বলেন, 'আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, অনেক কম্পানিতে তাদের নিজ ব্যবস্থাপনায় খাবার দেওয়া হয়। এর মধ্যে কোনো কোনো কম্পানির খাবার কর্মীরা খেতে পারে না। তখন কর্মীরা কম্পানি বদল করে।'

বেসরকারি খাতেও যাচ্ছেন না কর্মী : সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই হাজার ১৮১ জন কর্মী গেলেও বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে কোনো কর্মী দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছেন না।

বিএমইটির তথ্য বলছে, গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মাত্র ৩৪০ জন কর্মী পাঠালেও চলতি বছর তারা কোনো কর্মী পাঠাতে সক্ষম হয়নি। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মালিকরা বলছেন, সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির বাইরে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সেভাবে অনুমোদন দেয় না দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস। এ কারণে তাঁরা কর্মী পাঠাতে পারেন না। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের ভাষ্য, বেসরকারি খাতে কর্মী পাঠানো বাড়লে বাড়তি টাকা নিয়ে ভিসা বাণিজ্য শুরু হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ প্রতারণা করার সুযোগও নিতে পারে। এতে এই শ্রমবাজারে এক ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে কাউকে কর্মী পাঠানোর সুযোগ দিচ্ছে না দূতাবাস।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৩১ আশ্বিন ১৪৩১, ১৬ অক্টোবর ২০২৪

রংপুরের চার চিনিকল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ

■ গোলাম মোস্তফা আনছারী, স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

চার বছর ধরে বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল, দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, গাইবান্ধার রংপুর সুগার মিল ও পঞ্চগড় সুগার মিল। চারটি চিনিকলের শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ছিল লাখের উপর।

এদিকে লোকসানের অজুহাত এবং আধুনিকায়নের নামে এসব চিনিকল বন্ধ করা হলেও চালু করার ব্যাপারে নেই কোনো উদ্যোগ। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার কারণে মিলগুলোর সব যন্ত্রাংশই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাতের আঁধারে চুরি হচ্ছে সেখানে থাকা বিভিন্ন জিনিসপত্র।

সম্প্রতি রংপুর প্রেস ক্লাবের সামনে চিনিকল কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন ও আখচাষিদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চিনিকল কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ জানান, সিন্ডিকেটের কারণে রংপুর বিভাগের চারটি চিনিকল বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন সরকার এসেছে। আমরা আশা করি, এ সরকার দ্রুততর সময়ের মধ্যে রংপুর বিভাগে বন্ধ হওয়া চারটি চিনিকলসহ সারা দেশের বন্ধ হওয়া সব চিনিকলগুলো খুলে দিবে।

রংপুরের শ্যামপুর চিনিকল ঘুরে দেখা গেছে, কারখানার টিনের চালে অসংখ্য ছিদ্র। কোথাও কোথাও আবার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। মরিচা পড়েছে অধিকাংশ যন্ত্রপাতিতে। আবার কোনোটি বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষায় ঢেকে রাখা হয়েছে পলিথিন দিয়ে। এক সময়ের কর্মমুখর শ্যামপুর সুগার মিলের বর্তমান চিত্র এখন খুবই নাজুক। বাইরের চিত্র আরো ভয়াবহ। পুরো কারখানা ঢেকে গেছে ঝোপঝাড়, জঙ্গলে। অলস পড়ে থাকতে থাকতে নষ্টের পথে অসংখ্য যানবাহন। যে কজন কারখানা দেখভালের দায়িত্বে আছেন, তাদেরও বেতন বন্ধ পাঁচ মাস ধরে। একই অবস্থা দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, গাইবান্ধার রংপুর সুগার মিল ও পঞ্চগড় সুগার মিলের।

> **নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রাংশ**
>
> শ্যামপুর সুগার মিলের ইনচার্জ মো. মাসুদ সাদিক জানান, এরই মধ্যে কারখানাগুলোর সক্ষমতা, জনবলসহ নানা বিষয় যাচাই-বাছাই করেছে একটি তদন্ত কমিটি। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার মিলগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে

জানা যায়, ষাটের দশকে গড়ে ওঠা এসব কারখানাই উত্তরের অর্থনীতির বড় শক্তি ছিল। ২০২০ সালে লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় দেশের ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল। যার চারটি রংপুর বিভাগে অবস্থিত। তৎকালীন সরকারের আধুনিকায়নের মধ্যদিয়ে এসব সুগার মিল চালুর কথা থাকলেও দীর্ঘ সময়ে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বন্ধ হওয়া এসব চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াইয়ের সক্ষমতা ছিল গড়ে দেড় হাজার মেট্রিক টন। বছরে চিনি উৎপাদন সক্ষমতা ১১ হাজার মেট্রিক টন। দেশে চাহিদার বড় অংশ জোগান আসত এসব চিনিকল থেকে।

জানা যায়, রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল ১৯৬৪ সালে ১০০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠে। এর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। ২০০০ সাল পর্যন্ত চিনির মিলটি লাভজনক থাকলেও পরে লোকসানের মুখে পড়ে। পরে ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে মিলের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। বন্ধ হয়ে যায় মিল এলাকায় আখ চাষ।

শ্যামপুর এলাকার আখচাষি জয়নাল হোসেন বলেন, আমরা বিভিন্ন সময় মিল চালুর জন্য আন্দোলন সমাবেশ করেছি কাজ হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমাদের প্রাণের দাবি হচ্ছে, তিনি যেন চিনিকলটি চালু করে এ অঞ্চলের মানুষকে অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে বাঁচান।

রংপুরের শ্যামপুর আখচাষি কল্যাণ কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন বলেন, চিনিকলটি চালু থাকা অবস্থায় আমাদের এই অঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকা মানি সার্কুলার হতো। গ্রামে থেকেও আমরা শহরে জীবনযাপন করতাম। কিন্তু মিলটি এখন বন্ধ থাকায় এলাকার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছি। অন্য ফসল চাষ করে আখচাষিরা সংসারের খরচ চালাতে পারছেন না। তাই অতি দ্রুত চিনিকলটি পুনরায় চালু করার দাবি জানাচ্ছি।

শ্যামপুর সুগার মিলের ইনচার্জ মো. মাসুদ সাদিক জানান, এরই মধ্যে কারখানাগুলোর সক্ষমতা, জনবলসহ নানা বিষয় যাচাই-বাছাই করেছে একটি তদন্ত কমিটি। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার মিলগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, যন্ত্রাংশ পড়ে থাকলে নষ্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চিনিকল চত্বরে চুরি ও গাছপালা লুট যেন না হয়, সে ব্যাপারে আমরা সজাগ রয়েছি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 13 October 2024

পাঁচ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৪২ কোটি ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি অক্টোবরের প্রথম ৫ দিনে ৪২ কোটি ৪৭ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যা দেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশের ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ৫ দিনে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এনেছে ইসলামী ব্যাংক, ১০ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ কোটি ১৪ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংক ৩ কোটি ৫৯ লাখ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ৩ কোটি ২৭ লাখ ও অগ্রণী ব্যাংকে ৩ কোটি ১৩ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এনেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ৫ দিনে সরকারি ব্যাংক ১০ কোটি ৮০ লাখ ডলার, বিশেষায়িত ব্যাংক দেড় কোটি ও বেসরকারি ব্যাংক ৩০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এনেছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে রেমিট্যান্সে প্রবাহে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত মাসে প্রবাসী আয় আবার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে দেশে। আর সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছিল জুনে, ২৫৪ কোটি ডলার। একক মাস হিসেবে গত তিন বছরের মধ্যে এটি ছিল দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবাসী আয় আসার রেকর্ড।

এর আগে ২০২০ সালের জুলাইয়ে এসেছিল ২৫৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর।

দায়িত্ব নিয়েই তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে আর্থিক খাতের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যান্ড ১

> চলতি অক্টোবরের প্রথম ৫ দিনে ৪২ কোটি ৪৭ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা দেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা

শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দর ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারে ব্যাংকগুলো।

এ কারণে প্রবাসী আয় কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এখন ডলারের দাম কিছুটা বেশি দিতে পারছে। এ ছাড়া জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে বৈধ পথে প্রবাসী আয় না পাঠানোর যে প্রচারণা ছিল, তাতেও পরিবর্তন এসেছে। ব্যাংকাররা বলছেন, এখন বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রচারণায় সাড়া দিয়ে অনেকেই ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠাচ্ছেন।

যুগান্তর
রোববার ১৩ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandonagar@

গার্মেন্টের অর্ডার সরে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে

বিবিসি বাংলা

রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকার পতন এবং শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশের একটি অংশ প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বাজারে চলে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতের জন্য গভীর সংকট হিসাবে দেখা হচ্ছে। বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্রেতা এবং বাংলাদেশের পোশাক কারখানার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে সময়মতো শিপমেন্ট করতে না পারায় তাদের একটি ক্রেতার নব্বই শতাংশ ক্রয়াদেশ ভারতে চলে গেছে। 'নো এক্সিট' নামের ওই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ জাকির বলেন, পরিস্থিতি ভালো হলে তবেই ক্রেতারা আবার ফিরতে পারেন। তিনি বলেন, 'আমার অনেকগুলো অর্ডার ইন্ডিয়াতে প্লেস হয়ে গেছে। যে কাস্টমার আমার এখানেই কাজ করত তার অর্ডারগুলো সে ইন্ডিয়ায় প্লেস করেছে শিপমেন্ট ও ডেলিভারি ইস্যুর কারণে। আমরা যদি পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে পারি ক্রেতারা আবার ফিরে আসবে।'

শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা

বাংলাদেশের বড় বড় পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে এমন অঞ্চলের মধ্যে আশুলিয়া, সাভার এবং গাজীপুর এলাকায় সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ এবং উত্তেজনার এক পর্যায়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একজন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ক্রমাগত পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলা হলেও সেটি যে পুরোপুরি স্বাভাবিক নয় তা স্পষ্ট। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি রুবানা হক বর্তমান পরিস্থিতিকে পোশাক খাতের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'বারো থেকে পনেরো দিন প্রচুর ফ্যাক্টরি বন্ধ থেকেছে। এগুলো তো পুরোটাই লস। আর এর চেয়ে বড় লস হলো আমাদের যারা ক্রেতা তারা তো সরে যাচ্ছেন। বাস্তবতা হলো অন্তত শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অর্ডার ডিসেম্বরের মধ্যে সরে যাবে। বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তানে যাচ্ছে, এমনকি মিয়ানমারে চলে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, সহজভাবে স্বচ্ছভাবে আমাদের সমস্যাগুলো যদি আমরা তুলে ধরতে পারি এবং বোঝাতে পারি যে, এর পেছনে আরও অনেক কিছু কাজ করছে তাহলে সবাই মিলে কিন্তু একটা সমাধানের দিকে যাওয়া যায়। রুবানা হক বলেন, 'পোশাক খাতে অস্থিরতার মূল কারণ খতিয়ে দেখতে হবে সরকারকে। একেবারে নিঃসন্দেহে বাইরের ইন্ধন আছে এবং এর পেছনে কেউ না কেউ কাজ করছে।'

শ্রমিক অসন্তোষ কেন : আশুলিয়া এলাকায় শ্রমিক সংগঠনের একজন নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, আগের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতাদের ফ্যাক্টরিতে যেমন সমস্যা হয়েছে, তেমনি পাঁচই আগস্টের পর সুযোগ পেয়ে শ্রমিকরাও নানা দাবি নিয়ে মাঠে নামে। ত্রিশটার ওপরে দাবি আসছে। একেক কারখানার একেক দাবি।' বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম আক্তার মনে করেন, শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির নেপথ্যে বহিরাগত একটি প্রভাব কাজ করেছে। তিনি বলেন, ঝুট ব্যবসা নিয়ে একটি সমস্যা—আগে যারা ছিল তাদের জায়গায় নতুন লোকজন এই ব্যবসা নিতে চায়। আর আন্তর্জাতিক কিছুটা চাপ থাকবেই। যারা চায় আমাদের দেশ থেকে এই শিল্পটা আরেক দেশে যেন চলে যায়।'

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি জলি তালুকদার বলেন, আমরা জোর দিয়ে বলছি ১৮ দফার যে চুক্তি হয়েছে সেটার বাস্তবায়ন যেন সবগুলো ফ্যাক্টরিতেই দ্রুত হয়। সংকট দীর্ঘায়িত এবং জটিল হওয়ার পেছনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা একটি কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। সরকার পতনের পর পুলিশ একটি বড় সংকটের মধ্য দিয়ে গেছে। শিল্পপুলিশ, গোয়েন্দা মিলিয়ে যেভাবে সমন্বিতভাবে তৎপরতা চালাত সেখানে এক ধরনের ঘাটতি দেখা দেয়। এখনো শিল্পপুলিশ বিভিন্ন জেলা থেকে এসে আশুলিয়া সাভার এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে।

বিজিএমইএ কী বলছে : সরকার পতনের পর বাস্তবতা হলো বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ'র নেতৃস্থানীয় অনেকেই নিরুদ্দেশ। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে এখন দায়িত্ব পালন করছেন আব্দুল্লাহ হিল রাকিব। পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, এতদিন অনেকেই প্রকাশ করতে পারেনি। যার যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এখন প্রকাশ করছে। তিনি বলেন, 'আমি বলব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ের স্কোপ রয়ে গেছে। সদিচ্ছা সবারই আছে। চেষ্টা করছে। আর্মি ইজ গিভিং দেয়ার বেস্ট। এখানে আসলে উচিত সরকারকে আরও একটু কঠোর ভূমিকা পালন করা। আমরা কথা বলছি, তারাও হয়তো চেষ্টা করছেন।'

বিজিএমইএ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এও মনে করেন, বর্তমানে যেসব কারখানা আক্রান্ত আছে সেটা সংখ্যা বিবেচনায় নগণ্য। তিনি বলেন, এটাও সত্য যে এটা আসলে এক পার্সেন্টেরও কম, আমাদের টোটাল নম্বরের তুলনায়।

mic@gmail.com বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা : বুধবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 16 October 2024

রেমিট্যান্সে সুবাতাস, ১২ দিনেই এলো বিলিয়ন ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশে রেমিট্যান্সে সুবাতাস বইছে। দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের পর চলতি অক্টোবর মাসেও বেশি রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চতুর্থ মাস অক্টোবরের প্রথম ১২দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ৯৮ কোটি ৬৬ লাখ ৩০ হাজার (প্রায় ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন।

বর্তমান বিনিময় হার (প্রতি ডলার ১২০ টাকা) হিসাবে টাকার অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ ১১ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ডলার। টাকার অঙ্কে যা ৯৮৭ কোটি টাকা। মাসের বাকি ১৯ দিনে (১৩ থেকে ৩১ অক্টোবর) এই হারে এলে মাস শেষে এই অঙ্ক ২৫৫ কোটি (২.৫৫ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে ঠেকবে। একক মাসের হিসাবে যা হবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিটেন্স। এর আগে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৬০ কোটি (২.৬ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

চলতি অর্থবছরের তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ (২.৪০ বিলিয়ন) ডলার দেশে এসেছিল। প্রতিদিনের গড় হিসাবে যা ছিল ৮ কোটি ডলার। টাকার হিসাবে ছিল ৯৬২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় মাস আগস্টে এসেছিল ২২২ কোটি ৪১ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলার। প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছিল ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন)। সব মিলিয়ে অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৬৫৪ কোটি ২৭ লাখ (৬.৫৪ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা যা গত অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের চেয়ে ৩৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি।

> মাসের বাকি ১৯ দিনে এই হারে এলে মাস শেষে এই অঙ্ক ২৫৫ কোটি (২.৫৫ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে ঠেকবে। একক মাসের হিসাবে যা হবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহে যে ধাক্কা লেগেছিল তা কেটে গেছে; এখন প্রতি মাসেই বাড়ছে দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে দেশজুড়ে সহিংসতা, মৃত্যু, ইন্টারনেট বন্ধ, কারফিউ, মামলা, গ্রেপ্তার ও প্রবাসীদের উৎকণ্ঠার প্রেক্ষাপটে জুলাই মাসে রেমিটেন্স কমেছিল বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। ওই সময় আন্দোলনকে ঘিরে সংঘাত-সহিংসতার জন্য সরকারকে দায়ী করে দেশে রেমিটেন্স না পাঠাতে সোশাল মিডিয়ায় কেউ কেউ প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চলে মাত্র এক দিন। শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের মধ্যে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণে ১৯ জুলাই রাত থেকে কারফিউ জারি করে বিদায়ী সরকার। এরপর ২৩ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ ছিল। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ব্যাংকের অনলাইন লেনদেনও বন্ধ ছিল। কয়েক দিন লেনদেন বন্ধের পর ২৪ জুলাই ব্যাংক চালু হয়। ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ১৯ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই বৈধ পথে তথা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে কোনো প্রবাসী আয় আসেনি।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর রেমিটেন্স প্রবাহে আরও ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু হয় অন্তর্বর্তী সরকারের। রেমিটেন্স প্রবাহেও গতি ফেরে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২২-২৩) চেয়ে ১০ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। এদিকে রেমিটেন্সের উপর ভর করে অর্থনীতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ বাড়ছে।

গত ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক যে 'উইকলি সিলেক্টেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ১৯ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার।

এক সপ্তাহ আগে ২ অক্টোবর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। দুই সপ্তাহ আগে ২৫ সেপ্টেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলার।

তিন সপ্তাহ আগে ১৮ সেপ্টেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার। এক মাস আগে ১১ সেপ্টেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এক মাসের ব্যবধানে বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ বেড়েছে ৪০ কোটি ডলার। 'গ্রস' হিসাবে বেড়েছে ৪৭ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার 'উইকলি সিলেক্টেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস' প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

তাতে রিজার্ভের পাশপাশি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়। গত ৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট মাসের ১ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারের আমদানি বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ কমে যায়। আকুর দেনা শোধের আগে ৫ সেপ্টেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৫ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। এক বছর আগে গত বছরের ৮ অক্টোর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৬ দমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলার।

Dhaka : Wednesday 16 October 2024 সংবাদ e-mail : sangbadeco

প্রথম ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে যা বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের জন্য উদ্বেগজনক। কেননা, তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাকের জন্য অন্যতম বড় রপ্তানি বাজার।

সম্প্রতি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) একটি হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট মাস পর্যন্ত (আট মাসে) বাজারটিতে ৪৭১ কোটি (৪.১৭ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ কম।

অটেক্সার এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের প্রথম আট মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ হাজার ১৩০ কোটি ৩১ লাখ (৫১.৩০ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছেন। এ আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ কম।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ চীন। তারা চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১ হাজার ৬৯ কোটি ১০ লাখ (১০.৬৯ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। গত বছরের এই আট মাসে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার।

চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট মাস পর্যন্ত (আট মাসে) বাজারটিতে ৪৭১ কোটি (৪.১৭ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ কম।

আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক ভিয়েতনাম চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে ৯৫৫ কোটি ৬৯ লাখ (৯.৫৫ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তারা গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি করেছিল ৯ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলারের পোশাক। সেই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ০৩ শতাংশ।

তবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে রপ্তানির এই হ্রাস বাংলাদেশের জন্য চিন্তার বড় কারণ। আবার বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম, চীন, ভারত এবং কম্বোডিয়াসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বড় পরিমাণে পোশাক সরবরাহ করে থাকে, ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পোশাক খাতকে টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাবমূর্তি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ২২, ২০২৪

লেবানন থেকে ফিরলেন ৫৪ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে লেবানন থেকে গতকাল প্রথম ধাপে সাত শিশুসহ ৫৪ প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে ফিরেছেন। বিকাল ৫টা ৫৫ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে দেশে ফেরেন তারা। আগামীকাল আরো ৬৫ জনের দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

এদিকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, সেখান থেকে যারা ফিরতে চান, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে।

লেবানন থেকে স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে দেশে ফিরেছেন নরসিংদীর মোহাম্মদ হোসাইন। তিনি বলেন, 'আমি ১৫ দিন ধরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সাগরপারে ছিলাম। সেখানে এখন খুব ঠাণ্ডা পড়ছে, খুব বাতাস, খুব খারাপ অবস্থা : যত দ্রুত সম্ভব, যারা দেশে ফিরতে চায়, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।'

এদিকে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে লেবানন থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ফেরানোর সরকারি উদ্যোগ জানাতে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সিআইপি লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, লেবানন থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ফেরাতে সব উদ্যোগ অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হচ্ছে। তাদের ফিরিয়ে আনার খরচ সরকার বহন করবে। যারা ফিরতে চান, তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, 'লেবাননে এক লাখের মতো বাংলাদেশী প্রবাসী রয়েছেন। তার মধ্যে ১ হাজার ৮০০ জন দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ সংখ্যা বাড়তে পারে, আবার কমতেও পারে। বাংলাদেশ সরকার আইওএমের সহযোগিতায় বিনা খরচে এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।'

খরচের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'তাদের সহায়তা দিতে আমাদের এরই মধ্যে ১৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে খাদ্যসহায়তা বাবদ ৫৫ লাখ খরচ টাকা হয়েছে।'

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৪

পাট ও জাহাজ শিল্পে কোরিয়ান বিনিয়োগ চায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের পাট ও জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে সরকার। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে গতকাল দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান।

বৈঠকে বাংলাদেশের পাট ও জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'এক সময় জুট মিলগুলো সরকারিভাবে পরিচালিত হতো। এখন মিলগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে লিজ দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে।'

তিনি জানান, বর্তমান সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ চালুর পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া পাট থেকে তৈরি সোনালি ব্যাগের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা দেশে ও বিদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা পরিবেশবান্ধব কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি করছি। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী পাটজাত পণ্য উৎপাদনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কাজ করছে। গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পাট ও টেক্সটাইল খাতকে আরো সমৃদ্ধ করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এটিকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত উল্লেখ করে উপদেষ্টা দেশের পাটজাত খাতে বিনিয়োগ করার জন্য কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ-কোরিয়া উভয় দেশের সম্পর্ক তুলে ধরে নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'বর্তমানে কোরিয়া থেকে ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়সংশ্লিষ্ট একটি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আরো প্রকল্প চলমান আছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

বর্তমান সরকারের পরিবেশ দূষণ রোধে পলিথিন বন্ধ করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক বলেন, 'পরিবেশ দূষণ বৈশ্বিক সমস্যা। প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাট পরিবেশবান্ধব।' বাংলাদেশের পাট খাত উন্নয়নে কোরিয়া সহযোগিতা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। জাহাজ শিল্পে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, 'প্রায় দুই বছর আগে কোরিয়ান বিনিয়োগকারী একটি প্রতিনিধি দল এদেশে বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখতে পরিদর্শনে আসেন। তখন মাতারবাড়ী বন্দরও পরিদর্শন করেন। আগামীতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

বৈঠকে দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ ও শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য বিষয়ে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত বলেন, 'দেশে বিনিয়োগের জন্য বর্তমান সময় অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিরাপদ। বর্তমান সরকার দুর্নীতি, ঘুস ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশও উন্নত হচ্ছে। একটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন শাসন করেছে, বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে পাচার করেছে, যা দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতি করেছে। বর্তমান সরকার দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয়ে কাজ করছে।'

বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব দেলোয়ারা বেগম, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তাসলিমা কানিজ নাহিদা, উপসচিব আসমা আরা বেগম এবং দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের কনসাল কিম জিয়ং কি উপস্থিত ছিলেন।

NEW AGE
WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024,

157 more Bangladeshis repatriated from Libya

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

ONE hundred and fifty-seven more stranded irregular Bangladeshi migrants returned home early Tuesday from Libya.

The repatriation had taken place under the joint initiative of the foreign ministry, Bangladesh embassy in Tripoli and the International Organization for Migration, a foreign ministry's press release said.

They returned in a chartered Buraq Air flight, which landed at Hazrat Shahjalal International Airport at 4:25am.

Upon arrival, the repatriated migrants were received by the officials of the foreign ministry and IOM at the airport.

Most of the returned had entered Libya illegally with the intention of reaching Europe by sea, influenced and aided by human traffickers. Many of them had suffered abduction and abuse during their time in Libya, said the foreign ministry.

The ministry's officials urged the returned to raise awareness within their communities about the danger of illegal migration, particularly the perilous journey to Europe via Libya.

The International Organization for Migration provided each repatriated individual with a cash grant of Tk 6,000, food supplies, medical assistance, and temporary accommodation if required.

The foreign ministry along with the Bangladesh mission in Tripoli and IOM are making tirelessly stride to ensure the safe repatriation of Bangladeshi nationals detained in various detention centres across Libya.

বণিক বার্তা রোববার, অক্টোবর ২০, ২০২৪

বিজিএমইএর সংবাদ সম্মেলন

পোশাক খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রণোদনাসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের কারণে উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রম ব্যাহতসহ বিভিন্ন ক্ষতির মুখে পড়েছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। এরপর গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে প্রায় ৪০ কোটি ডলারের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক খাতে প্রণোদনা পুনর্বহাল, বকেয়া থাকলেও তিন মাসের জন্য গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করাসহ বেশ কয়েকটি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। রাজধানীর বিজিএমইএ ভবনে গতকাল আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান পোশাক শিল্পের মালিকরা।

বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানি পরিমাণের দিক থেকে ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে চীন থেকে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া ভিয়েতনাম থেকে ৫ দশমিক ২ শতাংশ, ভারত থেকে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং কম্বোডিয়া থেকে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ আমদানি বেড়েছে দেশটিতে। বিপরীতে এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি কমেছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপে তৈরি পোশাক আমদানির অবস্থাও একই রকম। জানুয়ারি-জুলাই সময়ে সেখানে আমদানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এ সময়ে একক দেশ হিসেবে চীন থেকে তাদের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত থেকে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ, কম্বোডিয়া থেকে ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ, ভিয়েতনাম থেকে ১২ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং পাকিস্তান থেকে বেড়েছে ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নগণ্য। এ সময়ে ইউরোপে আমদানি বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ।

তুলনামূলক রফতানি প্রবৃদ্ধির বিচারেও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে দেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অথচ ভিয়েতনামের ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ ও ভারতের ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধিতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। এসব পরিসংখ্যান বাংলাদেশ থেকে রফতানি আদেশ অন্য দেশে চলে যাওয়াকে ইঙ্গিত করে বলে দাবি করেছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

খন্দকার রফিকুল ইসলাম জানান, অপ্রত্যাশিত বিলম্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাগুলোর ওপর যেন বাড়তি কোনো চাপ তৈরি না হয়, সে বিষয়ে সব ক্রেতার প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। এ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সরকারের সহায়তা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কাস্টমস ও বন্দরসংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ ও দ্রুততর করা, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে পণ্য লোডিং ও আনলোডিংয়ের সময় অহেতুক বিলম্ব বন্ধ করা, পরবর্তী তিন মাসের জন্য বকেয়ার দায়ে কারখানার গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা, শিল্পকে ব্যবসাবান্ধব করতে যথাযথ নীতিসহায়তা প্রণয়নের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা, শিল্পে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণসহ একটি টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করা, টেক্সটাইল বর্জ্য বা ঝুট বিষয়ে বহিরাগতদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, ঋণখেলাপি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি কিস্তি ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে ছয়টি কিস্তি বিবেচনায় নেয়া এবং তা এক বছর পর্যন্ত বহাল রাখা।

এছাড়া ব্যাংক খাতের সংস্কার যেন উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলে তার জন্য কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিজিএমইএ। একই সঙ্গে সব ধরনের ঋণের বিপরীতে ঋণ শ্রেণীকরণ না করে ঋণ পরিশোধের জন্য পুনঃতফসিলীকরণের সুযোগ চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জরুরি ভিত্তিতে সিএনজি স্টেশন থেকে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ।

NEW AGE WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024

58 more Bangladeshis to return from Lebanon today

United News of Bangladesh · Dhaka

ANOTHER batch of 58 Bangladeshis is expected to arrive in Dhaka from war-torn Lebanon on Wednesday.

The International Organization for Migration said that they were looking into the possibility of additional support to facilitate the safe return of Bangladesh nationals and ensure that a safe passage home was available to those left vulnerable in Lebanon.

The government of Bangladesh, earlier, sought support from the IOM which is part of the United Nations system and stands as the leading intergovernmental organisation in the field of migration.

IOM's acting chief of mission in Bangladesh Fathima Nusrath Ghazzali said that the efforts of the government of Bangladesh to evacuate its nationals was commendable and IOM stood committed to support the Bangladeshi authorities in these humanitarian efforts.

'IOM is exploring potential avenues to extend additional support for vulnerable Bangladeshi nationals in Lebanon at soonest,' she said.

সমকাল | বুধবার | ২৩ অক্টোবর ২০২৪

ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভাটা

■ আবু হেনা মুহিব

২৭ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার। পোশাকের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫৫ শতাংশ আসে এ বাজার থেকে। চলতি বছরের প্রথম আট মাস অর্থাৎ গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ইইউ জোটে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমে গেছে। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে রপ্তানি কম হয়েছে ৬৭ কোটি ডলার। দেশের মুদ্রায় ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) এক গবেষণায় বলা হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে ইইউর বাজারে ৬৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। পোশাকের বৈশ্বিক বাজারের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এই পরিসংখ্যান দিয়েছে র‍্যাপিড। বর্তমান অবস্থায়ও ইইউতে বাড়তি ১৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সে সম্ভাবনার জায়গায় উল্টো রপ্তানি কমে গেল।

অনেক কারণ একসঙ্গে কাজ করায় রপ্তানিতে এ পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এর আগে-পরে প্রায় তিন সপ্তাহ আমদানি-রপ্তানি বিঘ্নিত হয়। নির্বাচনের আড়াই মাস আগে গত সেপ্টেম্বরে

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশের জন্য ইইউর অবাধ বাজার সুবিধা এভরিথিং বাট আর্মসের (ইবিএ) পরিসর আরও বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান। এ অবস্থায় মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর বিরুদ্ধে আদালতের রায় পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ, যা উদ্বেগের। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইবিএ সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

অন্যদিকে গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দুই মাসের উত্তাল পরিস্থিতি, সরকারের পদত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'কমপ্লিট শাটডাউন' বাংলা ব্লকে আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানি বিঘ্নিত হয়। এসব কারণে রপ্তানি কমে থাকতে পারে। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বাজারেও রপ্তানি কমেছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, রাজনৈতিক কারণের বাইরে অন্য বড় কারণের মধ্যে রয়েছে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা কমানো। এক বছর আগের চেয়ে এখন নগদ সহায়তা কমেছে ৬০ শতাংশ। মজুরি বেড়েছে। ব্যাংক ঋণে সুদের হার বেড়েছে। গ্যাস-বিদ্যুৎসহ সব ধরনের সেবা চার্জ বেড়েছে। তারপরও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ মিলছে না।

তিনি বলেন, প্রতিযোগী কোনো দেশের পরিস্থিতি এ রকম নয়। বরং অনেক দেশ তাদের বস্ত্র ও পোশাক খাতে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা বাড়িয়েছে। এ ছাড়া দুই বছর ধরে ইইউ জোটে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছে ভিয়েতনাম। এসব কারণে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। শিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বন্দর এবং কাস্টমস সেবার সংকট দূর, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের সমাধান ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আনা সম্ভব হলে ইউরোপ কিংবা আমেরিকা সব বাজারে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশের।

ইইউর সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যান বলছে, বছরের প্রথম আট মাসে ইইউ জোটে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ বা ৪৭ কোটি ডলার। মাসগুলোতে মোট প্রায় ১ হাজার ৩৩৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে জোটের দেশগুলোতে। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল প্রায় ১ হাজার ২৯১ কোটি ডলার।

অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী কয়েকটি দেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। কম্বোডিয়ার ১৩ শতাংশ, পাকিস্তানের ৭ শতাংশ এবং মরক্কোর ৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে কিছুটা কমেছে ভিয়েতনাম, ভারত এবং শ্রীলঙ্কার।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৪।

৯ মাসে বাংলাদেশিসহ ৩৩ হাজার ৮০৭ জন প্রবাসী ফেরত

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব অভিবাসন ডিপো থেকে বাংলাদেশিসহ ৩৩ হাজার ৮০৭ জন প্রবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। তবে তাঁদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা জানা যায়নি। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির জাতীয় সংসদে টুয়ান তান হং পিনকে (পিএইচ-বাকরি) এক লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুশন ইসমাইল এই তথ্য জানান।

এ সময় দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুশন ইসমাইল বলেন, 'মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের (জেআইএম) রেকর্ড অনুসারে, সাজা শেষে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব অভিবাসন ডিপো থেকে মোট ৩৩ হাজার ৮০৭ জন বিদেশি বন্দিকে তাঁদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৪ হাজার ৫৪২ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আট হাজার ৮৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী, ৬৮১ জন ছেলে ও ৪৯৭ জন বয়স্ক নারী রয়েছেন।'

তবে কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা জানানো হয়নি। ইন্দোনেশীয় নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি বন্দি ছিলেন– মোট ১৪ হাজার ৫৮৩ জন, যা ৪৩.১ শতাংশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'যাঁদের কাছে বৈধ ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশন ফর রিফিউজিস (ইউএনএইচসিআর) কার্ড আছে তাঁদের প্রথমে যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে এবং মুক্তির আগে ইউএনএইচসিআরে রেফার করা হবে। বন্দিদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার একটি ব্যবস্থা হিসেবে ইউএনএইচসিআর থেকে নিশ্চিত করা হয়েছিল, যেন প্রত্যাবর্তনের নীতি লঙ্ঘন করা না হয়।'

এদিকে সিন্ডিকেটের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে চলতি বছরের ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এতে বিএমইটির ছাড়পত্র হওয়ার পরও ১৬ হাজার ৯৯০ জন কর্মী যেতে পারেননি।

ঢাকা : বুধবার ১৪ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 30 October 2024
সংবাদ
e-mail : sangbadecor

দুই বছরে পোশাক রপ্তানি সবচেয়ে কম

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

রপ্তানি আয়ের প্রাপ্ত তথ্যের নতুন হিসাব অনুযায়ি, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছুরে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে আয় কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলার, শতকরা হিসাবে যা ৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ। রপ্তানি আয় হিসাব করা নিয়ে বির্তক সামনে আসার পর তৈরি পোশাকের বছরওয়ারী মোট আয়ের তথ্য এই প্রথম প্রকাশ করল বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে দেখা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি আগের দুই অর্থবছরের চেয়ে কমে গেছে। এর কারণ হিসেবে রপ্তানিকারকরা গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট ও বিদেশে চাহিদা কমে যাওয়াকে মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

গত সোমবার প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মেট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের। আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে যা ছিল ৩৮ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ি, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে মোট আয় আসে ৪৪ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে ৮১ দশমিক ২৪ শতাংশেই রপ্তানি হয়েছে পোশাক খাত। তবে গত ২৯ অগাস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যালেন্স অব পেমেন্টের যে তথ্য প্রকাশ করে তাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৃত রপ্তানি আয় ৪০ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলার বলা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সঙ্গে রপ্তানি আয় নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, সেদিন মোট রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করে সেটির সমাধান টানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত সোমবার তৈরি পোশাক খাতের মূল্যায়ন বিষয়ক প্রতিবেদনে মোট রপ্তানি আয়ের নতুন পরিসংখ্যান আসায় এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এ নিয়ে দুই তথ্য দিচ্ছে- যেখানে আয়ের ব্যবধান ৩ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার।

দীর্ঘদিন ধরে পোশাক খাতের রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। চলতি বছর এপ্রিল-মে মাসে আয়ের তথ্য হিসাব করার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক সামনে আসার পর জটিলতা এড়াতে তারা আর তথ্য প্রকাশ করছে না। এ জটিলতার আগে ইপিবি চলতি অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত পোশাক রপ্তানির তথ্য দেয়। তাতে দেখা যায়, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে চলতি বছর মে পর্যন্ত ১১ মাসে ৪৩ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ হিসাব বলছে তা ৩৬ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার।

ইপিবির আগের হিসাবগুলোতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দেখানো হত অনেক বেশি। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়, যেখানে ইপিবি বলেছিল, এটি ৬৩ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবেদনে বড় ধরনের 'গড়বড়' নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরের সরবরাহ করা রপ্তানি তথ্য ব্যবহার না করে এখন থেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে তা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয় ইপিবি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, তৈরি পোশাক খাতে এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে এর ঠিক আগের প্রান্তিকের তুলনায় রপ্তানি কমেছে ৩৬ দশমিক শূন্য ২ দশমিক শতাংশ। এ সময়ে বিদেশে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৮ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার। এর তিন মাস আগে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত যা ছিল ১৩ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলার।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৪।

২৬ দিনেই এলো ১৯৫ কোটি ডলার

প্রবাস আয় ক্রমেই বাড়ছে

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর থেকেই প্রবাস আয়ে উড়ন্ত গতি দেখা দিয়েছে। চলতি অক্টোবরের প্রথম ২৬ দিনেই এসেছে ১৯৫ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে)। গত মাসেও প্রবাস আয়ের গতি উর্ধ্বমুখী ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি ডলার বা ৯০০ কোটি টাকার রেমিট্যান্স এসেছে। রেমিট্যান্স আসার এই গতি মাসের বাকি দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকলে প্রবাস আয়ের পরিমাণ আড়াই বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

সাড়ে ৭ কোটি ডলার
দিনে গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে

২৫০ কোটি ডলার
মাস শেষে আসতে পারে

২৪০ কোটি ডলার
সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স আসে

» দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ ২৬০ কোটি ডলার এসেছিল ২০২০ সালের জুলাইয়ে

» রেমিট্যান্স আসার এই গতি মাসের বাকি দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা

গত সেপ্টেম্বর মাসের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকার বেশি। আগের মাস সেপ্টেম্বরে প্রতিদিন এসেছিল আট কোটি এক লাখ ৫৬ হাজার ৬৬৬ ডলার। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে ১৯০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। মাসের প্রথম ২৬ দিনে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫৪ কোটি ৭৩ লাখ ২০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১২৯ কোটি ৬৯ লাখ ৭০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫১ লাখ ২০ হাজার ডলার। তবে এ সময়ের মধ্যে ৯ ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি।

একক ব্যাংক হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রবাস আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটির মাধ্যমে প্রবাস আয় ৩৭ কোটি ১৪ লাখ ৩০ হাজার ডলার এসেছে, যা দেশি মুদ্রায় দাঁড়ায় চার হাজার ৪৪৭ কোটি ৮৭ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। ব্যাংকটির মাধ্যমে এসেছে ১৮ কোটি ৫৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার। এরপর সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ১৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে ১২ কোটি ২৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার, জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে ১১ কোটি ৬৪ লাখ ডলার এবং রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ১০ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার ডলার এসেছে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রবাস আয় তলানিতে ঠেকেছিল। এ সময় ডলারের দর বেড়ে যায়। ফলে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়ার ফলে প্রবাস আয় বাড়তে শুরু করে। জুনে একক মাস হিসেবে এযাবৎকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাস আয় আসে ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। এর আগের মাস মে মাসে আসে ২২৫ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। এ ছাড়া এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ, মার্চে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ এবং জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

এরপর দেশে প্রথমে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে জুলাই মাসে প্রবাস আয় কমে যায়। আগস্টে সরকার পতনের পর রেমিট্যান্স কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার ডলারে দাঁড়ায়।

এর আগে দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ ২৬০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের জুলাই মাসে। বছরওয়ারি হিসাবে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে। ওই অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স আসে ২৪.৭৮ বিলিয়ন বা দুই হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার। আর চলতি বছরের জুন মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে মোট ২৫৪ কোটি ডলারের প্রবাস আয় দেশে এসেছে।

সমকাল বুধবার | ৩০ অক্টোবর ২০২৪

২৩ পোশাক কারখানার পাওনা পরিশোধ করছে না মোজাইক

■ আবু হেনা মুহিব

অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠান মোজাইকের কাছে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এক রকম পথে বসার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়েছে বাংলাদেশের ২৩ কারখানা। বিভিন্ন সময়, এ কারখানাগুলো থেকে প্রতিষ্ঠানটি ২ কোটি ৩ লাখ ডলার মূল্যের পোশাক নিয়েছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এর পুরো অর্থই এখন অনাদায়ী। মূল্য পরিশোধে মোজাইক কর্তৃপক্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সুফল মিলছে না। বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে কিছুই করার নেই বলে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

অর্থ আদায়ে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার আবারও ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নারদিয়া সিমপসনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সরকার নিযুক্ত বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন। এতে বলা হয়, গত ১ মার্চ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর– দুই দফায় বিজিএমইএ ১৬টি কারখানার প্রায় ১৪৯ কোটি ডলার অনাদায়ী অর্থ আদায়ে সহযোগিতা চেয়ে হাইকমিশনকে অনুরোধ জানায়। অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ওই অনাদায়ী পরিস্থিতির মধ্যেই মোজাইকের কাছে আরও ৭টি কারখানার প্রায় ৫০ লাখ ডলার পাওনার তথ্য জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা। এ কারখানাগুলোর অস্তিত্ব এবং লাখো শ্রমিকের রুটিরুজির স্বার্থে সব পাওনাদি আদায়ে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে। চিঠির সঙ্গে কারখানার বিস্তারিত এবং মোজাইকের সঙ্গে লেনদেন ও যোগাযোগের সব তথ্য দেওয়া হয়।

নিজের দেশের ব্র্যান্ড মোজাইকের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের অনুরোধের জবাবে কিছু দিন আগে বিজিএমইএর কাছে পাঠানো চিঠিতে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশন বলেছে, বিষয়টি নিয়ে তারা ইতোমধ্যে ক্যানবেরায় যোগাযোগ করেছে। এতে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি মারাত্মক আর্থিক সংকটে রয়েছে। এ কারণে শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্য দেশের রপ্তানিকারকদের পাওনা পরিশোধেও একই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। পাওনা অনাদায়ী থাকলে সংশ্লিষ্ট কারখানা এবং বিজিএমইএর জন্য যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়টি স্বীকার করেছে তারা। তবে এ ধরনের বেসরকারি বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে অস্ট্রেলিয়া সরকারের ভূমিকা রাখার খুব একটা সুযোগ নেই। আইনি প্রক্রিয়ায় বিরোধ নিষ্পত্তির পরামর্শ দিয়েছে হাইকমিশন।

মোজাইক ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য বলছে, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির অধীন বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড বন্ধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ ফ্যাশন সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা বড় গ্রুপগুলোর একটি তারা। গ্রুপের ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে– মিলারস, রকম্যানস, ননি বি, রিভারস, কেটিস, অটোগ্রাফ, ডব্লিউ. লেন, ক্রসরোডস ও বেমে।

বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, বিল অব লেডিং অর্থাৎ রপ্তানি বিল জমা দেওয়ার চার মাসের মধ্যে রপ্তানির অর্থ পরিশোধ করার নিয়ম রয়েছে। তবে পণ্য হাতে পেলেও আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের অর্থ পরিশোধ করছে না মোজাইক। এখন রপ্তানিকারকদের কাছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় চাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বিজিএমইএ সংগঠনের সদস্য কারখানাগুলোর কাছে মোজাইকের সঙ্গে লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছিল। এর পরই বিভিন্ন কারখানা তাদের বাজে অভিজ্ঞতার কথা জানায়।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, রপ্তানি মূল্য না পাওয়ার এ রকম পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী কারখানার পথে বসার দশা হয়। অতীতে এ রকম ভারতীয় লিলিপুট এবং পিকফের ঘটনায় অনেক কারখানা সর্বস্বান্ত হয়েছে। অথচ কারখানার কোনো দায় নেই। এ রকম অবস্থায় কোনো কারখানার একার পক্ষে কিছু করারও সুযোগ কম। এ রকম পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত হবে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে পদক্ষেপ নেওয়া। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই দেশের সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করাতে পারে। এতে রপ্তানি আয় আসবে, কারখানাগুলো টিকে যাবে, শ্রমিকরাও কাজ হারাবেন না।

NEW AGE Dhaka, Thursday, October 31, 2024

Labour migration to major destinations still at halt

Rashad Ahamad

LABOUR migration from Bangladesh to over a dozen of destination countries that once employed millions of workers has remained suspended for up to five years for different reasons.

Bureau of Manpower, Employment and Training data shows labour migration to at least 13 destinations remains suspended at present, while the overseas employment ministry says that the government is working to reopen the market.

The bureau data shows that labour export from Bangladesh to Oman, Bahrain, Iraq, Libya, Sudan, Malaysia, Egypt, United Arab Emirates, Romania, Brunei, Mauritius, Italy and Maldives remains suspended at present.

'It is not a one-sided issue. The destination country also needs to come forward,' said Shahidul Islam Chowdhury, joint secretary at the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, adding that both the ministry and Bangladesh missions in those countries were working to reopen the labour market.

Professor Tasneem Siddiqui, founding chair of the Refugee and Migratory Movements Research Unit, said that irregularities in the migration process had led to the closure of most of these potential markets, seriously affecting the economy of the country heavily dependent on remittance earning.

Migration experts even fear a total collapse in the country's migration sector if doors to these countries remain shut for Bangladeshi workers for longer periods of time.

Currently, Bangladesh's labour migration is mostly dependent on a single country—Saudi Arabia—that recruits mostly unskilled and semi-skilled workers from overseas at lower wages—a fact that makes the vulnerability of the country's labour migration all the more apparent, they said.

Experts observe that the situation demands the government to focus on a two-pronged strategy—one for reopening the market that was once accessible to Bangladeshi migrants, and the other for building skilled human resources as well as finding potential markets for export of skilled labour.

Pointing out the nagging issue of undocumented Bangladeshi migrants residing in many countries, Tasneem said that many of them did not have any job, while many had to return home untimely at the end of a failed migration.

'We must rearrange the total migration governance and management to establish discipline in the whole sector,' she said.

Echoing Tasneem, Syed Saiful Haque, chairman of WARBE Development Foundation, a non-governmental body working on labour migration, said that the government must take moves to reopen the closed markets as well as to search new destinations for skilled migration.

He also demanded a reform commission for identifying and effectively addressing the risks involved in labour migration.

Fearing that irregularities in the migration process

Labour migration

Continued from page 1

might in future lead more countries to shut their doors on Bangladeshi labour force, he urged the government to act urgently.

According to the BMET, Mauritius and Romania almost stopped recruiting labour from Bangladesh nearly a year ago after Bangladeshis, violating rules, left the company that hired them and shifted to different companies or migrated to other countries.

In Mauritius, so far six workers migrated in last nine months of the current year while the East African country imported hired 2,000 Bangladeshis yearly on average in the past.

In the absence of any initiatives by the authorities to recover from the image crisis, Bahrain took no Bangladeshi workers this year, while it recruited over 71,000 in 2016 and over 19,000 in 2017.

In the absence of any initiatives from the authorities for image recovery, Bahrain took no Bangladeshi workers this year, while it recruited over 71,000 in 2016 and over 19,000 in 2017.

The Malaysian market remain shut for Bangladeshis since it closed its doors for all its 15 labour sourcing countries, while the UAE shut door since a group of Bangladeshi workers staged demonstration in August supporting the student movement in Bangladesh.

Among other countries, labour export to Iraq, Libya, Sudan and Egypt remain suspended owing to their internal volatile situation.

Tasneem said that although labour export has stopped in these countries, gangs are using these countries as human trafficking routes and also for exploitative labour.

After eight years' of suspension imposed due to serious irregularities in migration processes, Malaysia reopened its market in 2023, setting May 31 this year as deadline that led 19,000 aspirant migrants to fail to fly over a last-minute flight schedule chaos. Following its assumption of power, the interim government has recently succeeded to persuade Malaysia to allow entry to these workers.

Migration experts also observe that the interim government that assumed power on August 8, three days after the fall of Sheikh Hasina-led Awami League government on August 5 amid a student-led mass uprising, has yet to focus on establishing order in the sector.

So far, 6,98,558 people migrated from Bangladesh in the past nine months of the current year. Of them 3,74,383, or 53 per cent, have gone to Saudi Arabia only.

The suspension of recruitment in major destinations did not much impact the total number of yearly migration from the country, the experts have also pointed out.

They also said that Bangladesh has to yet reach an expected level of remittance earning since it was mostly sending unskilled labour earning low wages.

The government must focus its attention on building exportable skilled manpower, iterates professor Tasneem.

Expatriates' Welfare and Overseas Employment secretary Ruhul Amin and BMET director general Saleh Ahmed Mujaffor did not responded to phone calls and text messages for comments.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
১ অক্টোবর ২০২৪

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় এক নারী পুলিশ কনস্টেবলসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। রবিবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের খবর–

দিনাজপুর : দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের রানীগঞ্জ বাজারে সকালে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন, রংপুরের গোফ্ফার হোসেন (৬৮) ও দিনাজপুরের আনোয়ার হোসেন (৫০)। **নরসিংদী :** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদীর মরজাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– সিফাত (২৬) ও ইকরাম হোসেন সোহেল (২৮)। **খুলনা :** ট্রাকচাপায় বাইক আরোহী ফারজানা ইয়াসমিন (২৭) নামে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। রবিবার রাতে ডুমুরিয়া উপজেলার খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** লরির সঙ্গে প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে রফিকুল ইসলাম (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের সদর উপজেলার বুধল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রফিকুল ঢাকার মহাখালীর আবদুল গনির ছেলে।

গোপালগঞ্জ : কাশিয়ানী উপজেলার ভাট্টাইধোবা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ট্রাক-ইজিবাইক-ভ্যানের ত্রিমুখী সংঘর্ষে টিটুল মোল্লা (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। নিহত টিটুল মোল্লা কাশিয়ানী উপজেলার বাসিন্দা।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৪ অক্টোবর ২০২৪,

ছাদ থেকে পড়ে গাড়িচালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশানে ভবনের ছাদ থেকে পড়ে রিপন গোমেজ (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। রিপন পেশায় প্রাইভেটকারচালক ছিলেন বলে জানা গেছে। গত বুধবার রাত ৩টার দিকে গুলশানের নর্দা কালাচাঁদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালের দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রিপনের স্ত্রী বৃষ্টি গোমেজ বলেন, আমার স্বামী পেশায় প্রাইভেটকারচালক। রাতে বাসার বাইরে নর্দা এলাকায় একটি মিটিংয়ে গিয়েছিল। রাত ১২টা পেরিয়ে গেলেও তিনি বাসায় ফিরেননি। রাত ৩টার দিকে আমি ঘুম থেকে উঠে তাকে ফোন করি। তিনি বলেন, বৃষ্টি আমাকে বাঁচাও, এরপর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এরই মধ্যে বাসার দারোয়ান এসে জানান, বাসার নিচে রিপন পড়ে আছে।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, অক্টোবর ১, ২০২৪

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দিনাজপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। নরসিংদীতে কাভার্ড ভ্যানচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় গোপালগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

দিনাজপুর : জেলার ঘোড়াঘাটে কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানের ওপর উঠে যায়। এ সময় আব্দুল গফফার (৬৮) ও আনোয়ার হোসেন (৫০) নামে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে উপজেলার রানীগঞ্জ বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

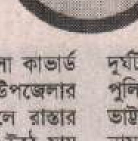

নিহত আব্দুল গফফার রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কুমারপুর চতরা গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে এবং আনোয়ার হোসেন দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার কোচগ্রামের ওমর আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কাভার্ড ভ্যানটি দিনাজপুরে যাচ্ছিল। ঘোড়াঘাট উপজেলার রানীগঞ্জ বাজারে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে রাস্তার পাশে থাকা পাঁচ-সাতটি ভ্যানের ওপর উঠে যায় কাভার্ড ভ্যান। এ সময় ভ্যানগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান। গুরুতর আহত হন আরো চারজন। তাদের ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজনের মৃত্যু হয়। আহত তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ঘোড়াঘাট থানার ওসি নাজমুল হক জানান, কাভার্ড ভ্যানটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। নিহতদের পরিবারকে খবর দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হবে।

নরসিংদী : জেলার শিবপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের গাবতলীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার চিনিশপুরের আক্তারুজ্জামানের ছেলে দারুল কারার সিফাত (২৮) এবং একই এলাকার ইকবাল ফকিরের ছেলে সোহেল ফকির (২৯)।

হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায়, মরজালের একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে সোহেলকে নিয়ে মোটরসাইকেলে নরসিংদীর চিনিশপুরে ফিরছিলেন সিফাত। এ সময় শিবপুরের গাবতলী পৌঁছলে একটি কাভার্ড ভ্যানের মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। গুরুতর আহতাবস্থায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীকে নরসিংদীর ১০০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ইটাখোলা হাইওয়ে থানার পরিদর্শক সোহেল সারোয়ার জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল উদ্ধারের পাশাপাশি কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গোপালগঞ্জ : জেলার কাশিয়ানীতে ট্রাক-ইজিবাইক ও ভ্যানের সংঘর্ষে টিটুল মোল্লা (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের ভাট্টাইধোবা গ্রামের মো. রকমান মোল্লার ছেলে। এ ঘটনায় আরো দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৬টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাট্টাইধোবা বাসস্ট্যান্ডে ইজিবাইক থামিয়ে যাত্রী নামাচ্ছিলেন চালক মো. আকবর মিয়া। এ সময় একটি ট্রাক ইজিবাইকটিকে ধাক্কা দেয়। পরে সেখানে থাকা একটি অটোভ্যানের ওপরে আছড়ে পড়ে ট্রাক ও ইজিবাইক। এতে ভ্যানচালক মো. টিটুল মোল্লা ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কাশিয়ানী থানার ওসি মো. শফিউদ্দিন জানান, দুর্ঘটনায় ভ্যান চালক নিহত হয়েছেন। আরো দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : বিজয়নগরে লরির ধাক্কায় প্রাইভেট কারের চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বুধন্তী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সাকিব মিয়া রাজধানীর মহাখালীর ওয়্যারলেস গেট এলাকার গনি মিয়ার ছেলে।

খাঁটিয়াতা হাইওয়ে থানার ওসি মারগুব তৌহিদ জানান, সকালে উপজেলার বুধন্তী মাদ্রাসার সামনে একটি লরি প্রাইভেট কারটিকে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেট কার চালক গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
বুধবার ২ অক্টোবর ২০২৪

বন্দরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল শ্রমিকের

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃদুল (২২) নামে এক ডকইয়ার্ড শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বন্দরের মাহমুদনগর কর্ণফুলী ডকইয়ার্ডে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মৃদুল ২০নং ওয়ার্ড বন্দরের সোনাকান্দা পানির ট্যাংক এলাকার কালাম মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে মৃদুল জনৈক মুরাদ মিয়ার ডকইয়ার্ডে কাজে আসেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ অক্টোবর ২০২৪
১৯ আশ্বিন ১৪৩১

কালিয়াকৈরে ৪ যানবাহনে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৪

পীরগাছা (রংপুর) : পীরগাছায় অটো-ভ্যান সংঘর্ষে চালক সৈকত মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার কৈকুড়ী ইউনিয়নের চৌধুরানী শুল্লিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সৈকত মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাতি (পুঁটিমারি) গ্রামের আমিনুর মিয়ার ছেলে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : নবীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে হেলপার মখলিছ মিয়া নিহত হয়েছেন। তিনি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার রামপুর গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে। বৃহস্পতিবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ১ অক্টোবর ২০২৪

চট্টগ্রামে তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণে নিহত ২, নিখোঁজ ১

বিপিসির সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন জেটির কাছেই নোঙর করা বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) ট্যাংকার 'বাংলার জ্যোতি'তে গতকাল সোমবার ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে দুই জন নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন আরো এক জন। দুই জনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। দুর্ঘটনার সময় তারা জাহাজে অবস্থান করছিলেন। নিহত দুই জনের নাম ও পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা না গেলেও তারা জাহাজের কর্মকর্তা হতে পারেন বলে বিএসসি সূত্র জানায়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) বাংলার জ্যোতি ট্যাংকারে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি তদন্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী একটি সূত্র জানায়, গতকাল বেলা ১১টায় বন্দরের ডলফিন জেটিতে প্রথম দফা জ্বালানি তেল খালাসের পর জেটির অদূরে নোঙর করে রাখা ট্যাংকারটিতে বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। বেলা ২টা ৩০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল।

অগ্নিকাণ্ডের শিকার ট্যাংকার বাংলার জ্যোতি আমদানিকৃত জ্বালানি সাগরে নোঙর করে রাখা বড় ট্যাংকার থেকে পরিবহন করে জেটিতে নিয়ে আসা বা লাইটারিংয়ে নিয়োজিত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ইস্টার্ন রিফাইনারি সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার সময় প্রায় ১১ হাজার টনের বেশি অপরিশোধিত তেল ছিল এ ট্যাংকারে। আগুন নেভাতে নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, বন্দর ও ফায়ার সার্ভিস বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করে। সূত্রটি জানায়, ঐ ট্যাংকার থেকে এক ঘণ্টা আগে তেল খালাস করা হয়েছিল। আগুন লাগার পর থেকে এক জন নিখোঁজ রয়েছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক ইত্তেফাককে বলেন, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই জন নিহত এবং এক জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে বিএসসির তরফ থেকে জানানো হয়েছে। জাহাজটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়নি। এর সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, দুই জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সংবাদে বন্দর, ইপিজেড ও কেইপিজেড স্টেশনের আটটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি বলে জানান ইস্টার্ন রিফাইনারির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ হাসনাত।

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে নোঙর করে রাখা বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তেলবাহী জাহাজ এমটি বাংলার জ্যোতিতে বিস্ফোরণের পর আগুন লাগার ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিপিসি। গতকাল দুপুরে বিপিসির সচিব এ টি এম সেলিম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়।

কমিটিতে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শরিফ হাসনাতকে আহ্বায়ক ও সংস্থাটির উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্ল্যানিং ও শিপিং) মো. মোস্তাফিজার রহমানকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (কার্গো সুপারভিশন অ্যান্ড অপারেশন) ক্যাপ্টেন জামাল হোসেন তালুকদার, বিপিসির উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য ও অপারেশন) মো. জাহিদ হোসাইন, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন), পদ্মা অয়েল কোম্পানির উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) আসিফ মালিক ও যমুনা অয়েল কোম্পানির উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)। তাদের গতকালের মধ্যে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে বিপিসির চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। অফিস আদেশে বলা হয়, গঠিত কমিটি ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এবং এমটি বাংলার জ্যোতিতে অগ্নি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিক প্রতিবেদন গতকাল সোমবারের মধ্যে বিপিসির চেয়ারম্যানের কাছে দাখিল করবে। অন্যদিকে বিকালে বিএসসির একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে বিস্ফোরণ ও পরে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে সংবাদ সম্মেলনে বিএসসির এমডি

সাধারণত অগ্নিকাণ্ডের পর বিস্ফোরণ ঘটলেও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) 'বাংলার জ্যোতি' অয়েল ট্যাংকারে প্রথমে বিস্ফোরণ ও পরে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন বিএসসির এমডি কমডোর মাহমুদুল মালেক। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বিএসসি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিএসসির সাতটি জাহাজ আছে। এর মধ্যে পাঁচটি জাহাজ সমুদ্রগামী। বাকি দুটি লাইটারিং করে অপরিশোধিত তেল। বিপিসির সব ক্রুড অয়েল আমরা পরিবহন করি। ১৯৮৭ সালে ডেনমার্কে তৈরি হয় 'বাংলার জ্যোতি' জাহাজটি। এটিতে প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ড, টানেল কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর ও ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স ফায়ার ফাইটিং করেছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার এটা একটি জাতীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমি সব সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

তিনি জানান, ১৫ হাজার টন ধারণক্ষমতার এ জাহাজের ট্যাংকারে ১১ হাজার ৭১৬ টন অপরিশোধিত তেল ছিল। কিছু খালাস করেছে। যদি জাহাজে থাকা তেলে আগুন লেগে যেত তাহলে ভয়াবহ হতো। জাহাজে ফাটল দেখা দিলে বিপদ হতো। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে যেতে পারত। আগুন নেভানোর পর দুর্ঘটনাস্থলে গ্যাস আছে কি না আমরা দেখেছি। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আইসোলেটেড করে রাখা হয়েছে। তেল খালাসের পর জাহাজটি টাগ বোটের সহায়তায় ডকে নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২১ আশ্বিন ১৪৩১, ৬ অক্টোবর ২০২৪

মেহেন্দিগঞ্জে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

■ বরিশাল অফিস

বরিশালের মেঘনা নদীতে ইলিশ শিকারে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত হয়েছে। শনিবার ভোর রাতে মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জেলে কবির মাঝি (৩৫) মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া আশা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহমান মাঝির ছেলে।

প্রতিবেশী সাবেক ইউপি সদস্য জসিম সরদার জানান, ইলিশ শিকারে রাতে মেঘনা নদীতে জাল ফেলে কবির মাঝিসহ জেলেরা। সকাল ৬টার দিকে নদীতে থেকে জাল উঠানোর সময় বজ্রপাত হয়। এতে নৌকার অন্যান্য মাঝিরা রক্ষা পেলেও সুকান ধরা কবির মাঝি উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছেন।

মেহেন্দিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমাদুল করিম বলেন, মেঘনা নদীতে বজ্রপাতে এক জন জেলের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় ইউপি সদস্য জানিয়েছেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলে বিনা ময়নাতদন্তে লাশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩ অক্টোবর ২০২৪
১৮ আশ্বিন ১৪৩১

গাজীপুরে বাসচাপায় যুবক নিহত, ৩ গাড়িতে আগুন

নয় স্থানে আরও ১০ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরে ভোগড়া বাইপাসের কলম্বিয়া গার্মেন্ট এলাকায় বাসচাপায় মোটরসাইকেলচালক এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনটি বাসে আগুন দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ জনতা। ফরিদপুরের ভাঙ্গা হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে দুই বাসের ধাক্কায় চালক প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একদিন উপজেলার পুলিয়া এলাকায় দুই কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আট স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। নিহতদের

নান্দাইলে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক যুগান্তর

মধ্যে ময়মনসিংহে যাত্রীসহ দুজন, গাইবান্ধায় বৃদ্ধ, চুয়াডাঙ্গায় শিশু, খুলনায় যুবক, চট্টগ্রামে শ্রমিক, কুমিল্লায় বৃদ্ধা এবং সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গাজীপুর : নিহত ওই যুবকের তাৎক্ষণিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। গাজীপুর থেকে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে টঙ্গীর দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে ওই স্থানে গাজীপুরগামী বলাকা পরিবহণের বাসের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে করে তিনি বাসের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এ সময় আশপাশের কারখানার শ্রমিক ও উত্তেজিত জনতা তিনটি বাসে আগুন দেন। গাজীপুর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের উত্তেজিত দেখে আগুন না নিভিয়েই ফিরে যান।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) ও টেকেরহাট (মাদারীপুর) : নিহতরা হলেন—বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার সোনাতলা গ্রামের কাভার্ডভ্যানচালক ইমদাদ হোসেন এবং ঝালকাঠির বানারীপাড়া থানার দুলাল হাওলাদারের ছেলে কাভার্ডভ্যানচালক যুবক মিরাজ হাওলাদার। পৃথক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-এক্সপ্রেসওয়েতে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা নড়াইলগামী একটি বাস হঠাৎই কাভার্ডভ্যানটির পেছনে দাঁড়ায়। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি বাস আগের বাসটিকে ধাক্কা দিলে সেটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানচালক এমদাদের ওপরে উঠে যায়। এতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই এমদাদ মারা যান। এ ঘটনায় বাস দুটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অপরদিকে সকালে পুলিয়া এলাকায় দুই কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান চালক মিরাজ।

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : নান্দাইলে বাস-ইজিবাইক সংঘর্ষে চালক ফিরোজ মিয়া ও যাত্রী বাদল মিয়া প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার দুপুরে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের নান্দাইল উপজেলার ডাংরী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফিরোজ নান্দাইল পৌরসভার দশালিয়া গ্রামের মৃত নবী নেওয়াজের ছেলে এবং বাদল নান্দাইল উপজেলার আচারগাঁও ইউনিয়নের সুতারটিয়া গ্রামের মৃত আমজদ আলীর ছেলে।

সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা) : সাদুল্লাপুর উপজেলার মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ দেবেন্দ্র নাথ পাল নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের ইদিলপুরের একবারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দেবেন্দ্র সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের পালানপাড়া (পাটানিপাড়া) গ্রামের মৃত হরেন্দ্র নাথ পালের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা : মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু সাফিন আহমেদ মারা গেছে। বুধবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। সাফিন সদর উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের সুমন মিয়ার ছেলে। মঙ্গলবার বিকালে রাস্তা পারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে।

খুলনা : ডুমুরিয়া উপজেলার খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে নসিমনচালক যুবক ইমরান গাজী নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে জিলেরডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমরান ডুমুরিয়া উপজেলার গোনালী গ্রামের আজিজুল গাজীর ছেলে।

চট্টগ্রাম : নগরীতে ট্রাকচাপায় পোশাক শ্রমিক মোহাম্মদ কুমুরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে পাহাড়তলী থানার বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুমুর ভোলার মনপুরা এলাকার নাসির উদ্দিনের মেয়ে। তিনি গার্মেন্টে চাকরির কারণে পাহাড়তলী থানাধীন ফইল্যাতলী এলাকার ভাড়া বাসায় থাকতেন।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা মরিয়ম বেগম নিহত হয়েছেন। বুধবার মহাসড়কের ইলিয়টগঞ্জ রাস্তা পারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ মোবারকপুর গ্রামের চারু মিয়ার স্ত্রী।

সিরাজগঞ্জ : মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন যুবক ইসমাইল হোসেন। বুধবার সকালে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইসমাইল সদর উপজেলার কাশিয়াহাটা গ্রামের বাসিন্দা।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ৪, ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

হবিগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

হবিগঞ্জ : জেলার নবীগঞ্জে ট্রাক ও পিকআপের সংঘর্ষে মোখলেছ মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পিকআপ চালক আহত হয়েছেন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কান্দিগাঁও নামক স্থানে গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোখলেছ মিয়া নেত্রকোনার বাসিন্দা ও পিকআপের যাত্রী ছিলেন।

পুলিশ জানায়, সিলেট থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল বালি বোঝাই একটি ট্রাক। বিপরীত দিক থেকে সিলেটের দিকে যাচ্ছিল পিকআপটি। কান্দিগাঁও পৌঁছলে পিকআপ ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোখলেছ মিয়া মারা যান। গুরুতর আহত হন পিকআপ চালক।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি পরিমল চন্দ্র দেব জানান, হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও গোপলার বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিকআপ চালককে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাজীপুর : কালিয়াকৈরে কাভার্ড ভ্যান চাপায় হাবিবুর রহমান নামে অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাবিবুর রহমান রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার পরান গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাবিবুরের মেয়ে উপজেলার সফিপুর ভাড়া থাকেন। মেয়েকে দেখতে অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় পৌঁছলে পেছন দিক থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ চারজন আহত হন। মাথায় গুরুতর আঘাত পান হাবিব। স্থানীয়রা তাকে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অটোরিকশা চালকসহ আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ : ত্রিশালে দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় বিল্লাল হোসেন (২২) এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশা চালক। বিল্লাল হোসেন উপজেলার আউলাটিয়া এলাকার ইসমাঈল হোসেনের ছেলে। গতকাল সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাঘামারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Saturday 5 October 2024

রামগড়ে বজ্রপাতে চালক নিহত

প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির রামগড়ে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে নুরুল আফছার নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দুপুর ১টা ৪০মিনিটে রামগড় পৌরসভাধীন ফেনীরকুল (কাঠালবাড়ী) নামক গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল আফছার ফেনীরকুল (কাঠালবাড়ী) গ্রামের আবদুল কুদ্দুছের ছেলে। তার দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে।

জানা যায়, গত বুধবারদুপুরে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশের ধান্য জমিতে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান নুরুল আফছার। সেখানে হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। পরে দূরে থাকা এক প্রতিবেশী খবর দিলে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতলে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরুল আফছারকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩, ২০২৪

চার জেলায় সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

বণিক বার্তা ডেস্ক

ময়মনসিংহে বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক চালকসহ দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরো চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ময়মনসিংহ: জেলার নান্দাইলে বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ইজিবাইকের আরো সাত যাত্রী। গতকাল বুধবার বেলা ১টার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের ভাংরী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে আকলিমা আক্তার (৩০) নামে এক নারীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ থেকে আসা ভৈরবগামী শ্যামল ছায়া বাসের ধাক্কায় নান্দাইলগামী একটি ইজিবাইক দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ইজিবাইক চালক ফিরোজ মিয়া (৫৮) ও যাত্রী বাদল মিয়া (৩৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। সাতজন আহত হন।

ফরিদপুর: ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পৃথক স্থানে দুটি সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে। এতে দুটি পরিবহনের দুই চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ যাত্রী। গতকাল বুধবার ভাঙ্গা উপজেলার পুলিয়া বাজার ও ব্রাহ্মণপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের ভাঙ্গা হাসপাতাল ও মালিগ্রামে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ভাঙ্গা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়।

নিহতরা হলেন বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার দুলাল হাওলাদারের ছেলে কাভার্ড ভ্যানচালক মিরাজ হাওলাদার (৩০) ও বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার ইমদাদ হোসেন (৪০)।

সিরাজগঞ্জ: বাসচাপায় মো. ইসমাইল হোসেন নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়কের সয়দাবাদ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইসমাইল হোসেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কাশিহাটা গ্রামের খবির প্রামাণিকের ছেলে।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, ভাগ্নে মোহাম্মদ হাকিম (১২) ও ভাগ্নি মোছা. সুরাইয়া বেগমকে (১৪) মোটরসাইকেলে করে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ইসমাইল। সয়দাবাদ মোড়ে আরকে ট্রাভেলসের একটি বাসের নিচে চাপা পড়েন তারা।

চট্টগ্রাম: নগরীর বিটাক মোড়ে ট্রাকচাপায় মোছাম্মৎ ঝুমুর আক্তার (১৮) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো একজন আহত হন। গতকাল সকালে অটোরিকশায় করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ অক্টোবর ২০২৪

টঙ্গিবাড়ীতে সড়কে স্পিড ব্রেকার, পা ভেঙে দুই টুকরো আটোচালকের

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

টঙ্গিবাড়ী উপজেলার টঙ্গিবাড়ী-কামারখাড়া সংযোগ মূল সড়কের কামারখাড়া এলাকায় সড়কের ওপরে দেওয়া স্পিড ব্রেকারে গাড়ি উলটে এক আটোচালকের পা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেছে। আহত আটোচালককে উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, ঐ স্থানের মূল সড়কে উঁচু করে স্পিড ব্রেকার দিয়ে ড্রেজারের পাইপ স্থাপন করে পাশের পদ্মা নদী থেকে বালু এনে ভরাট বাণিজ্য করছেন বেসনাল গ্রামের অনিক হালদার। সে কামারখাড়া গ্রামের কাঠব্যবসায়ী মজিবুর রহমানের ক্রয় করা শত বছরের পুরোনো একটি পুকুর ভরাট করছে। পুকুরের পাশেই মূল সড়কে উঁচু করে দেওয়া স্পিড ব্রেকারের ওপর দিয়ে গতকাল সোমবার ভোরে ফল নিয়ে পাশের দিঘিরপাড় বাজারে যাচ্ছিল উপজেলার আবদুল্লাপুর গ্রামের অটোচালক দুলাল। ঐ স্পিড ব্রেকারের ওপর উঠতেই ফলসহ গাড়ি উলটে পড়ে পা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায় তার। দুলাল উপজেলার আবদুল্লাহপুর বিন্দুনার গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। এদিকে মুজিবুর সর্দার গত ৬ মাস আগেও বেসনাল এলাকার শত বছরের পুরোনো একটি পুকুর ড্রেজার বসিয়ে ভরে ফেলে। এখন কামারখাড়া এলাকার অপর একটি পুকুর সে ড্রেজার দিয়ে ভরাট করছে।

এ ব্যাপারে মজিবুর সর্দার মুঠোফোনে পুকুর ভরাটের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, স্পিড ব্রেকারে সড়ক দুর্ঘটনায় আটোচালকের পা ভাঙার বিষয়টি তার জানা নেই।

অভিযুক্ত অনিক হালদার ঐ স্থানে স্পিড ব্রেকার বসিয়ে বালুর ব্যবসা করার কথা স্বীকার করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে কি না, তা বলতে পারব না খোঁজ নিয়ে দেখব। এদিকে টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বালিগাঁও ইসলামপুর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দেড় কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ছয়টি স্পিড ব্রেকার স্থাপন করে বালুর ব্যবসা করছেন ভূমিদস্যুরা। এর নেপথ্যে রয়েছেন ঐ এলাকার এক বিএনপি নেতা।

যুগান্তর
বুধবার ২ অক্টোবর ২০২৪
১৭ আশ্বিন ১৪৩১

বৃদ্ধ ও যুবকসহ সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে মাদারীপুরে বৃদ্ধ, গাইবান্ধায় মোটরসাইকেল আরোহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুবক এবং ঝিনাইদহে ভ্যানচালক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঝিনাইদহ: শৈলকুপায় লরির ধাক্কায় ভ্যানচালক মানোয়ার হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ মাদ্রাসার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শৈলকুপার হুদামাইলমারি গ্রামের বাসিন্দা মানোয়ার হোসেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৮ অক্টোবর ২০২৪,

নারায়ণগঞ্জে আগুনে পুড়ল ৪০টি দোকান

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ শহরের কালীরবাজারে মসলাপট্টি পাইকারি মার্কেটে আগুনে ছোট-বড় ৪০টি দোকান পুড়ে গেছে। আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আগুন লাগলে দিবাগত রাত দেড়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে আগুন লাগার কারণে কালীরবাজারে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Saturday 5 October 2024

তিন জেলায় সড়কে ও রেলে নিহত ৩

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বালুবোঝাই ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানের যাত্রী এবং রংপুরের পীরগাছায় অটোরিকশা ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে, কক্সবাজারের চকরিয়ায় যাত্রীবাহি ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বালুবোঝাই ট্রাক এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোখলেছ মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পিকআপ ভ্যান চালক আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার গজনাইপুর ইউনিয়নের কান্দিগাঁও এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোখলেছ মিয়া নেত্রকোণা জেলার বাসিন্দা। তিনি ওই পিকআপ ভ্যানের যাত্রী ছিলেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি পরিমল চন্দ্র দেব জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা পুলিশ এবং গোপলার বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ সময় মুমূর্ষু অবস্থায় আহত পিকআপ ভ্যানচালককে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পীরগাছা (রংপুর) : রংপুরের পীরগাছায় অটোরিকশা এবং ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৈকত মিয়া নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কৈকুড়ী ইউনিয়নের চৌধুরানী শুল্পিপাড়ায় খাদিজা আবেদীন কলেজের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সৈকত মিয়া পার্শ্ববর্তী মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাতি (পুঁটিমারি) গ্রামের আমিনুর মিয়ার ছেলে। তিনি আড়াই বছর বয়সী এক কন্যা সন্তানের জনক। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পীরগাছা থানার ওসি (তদন্ত) নাহিদ হোসেন বলেন, এই ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

NEW AGE

SUNDAY, OCTOBER 6, 2024,

One dead as BSC oil tanker catches fire

Sabotage suspected, probe ordered

Staff Correspondent
Chattogram

A CREW member died as a Bangladesh Shipping Corporation-owned oil tanker 'MT Banglar Shourabh' caught fire at the outer anchorage of Chattogram Port on Saturday, five days after the fire at the corporation's other oil tanker.

BSC authorities suspected that the fire on the oil tanker 'MT Banglar Shourabh' might have been an 'act of sabotage'.

The deceased, Sadek Mia, 60, is from Langalkot in Cumilla district.

Victim Sadek jumped into the water while trying to escape the flames. He was rescued later and taken to Chattogram Medical College Hospital where doctors declared that he was brought dead.

The fire broke out on the vessel at about 12:50am on Saturday, officials said.

The Bangladesh Navy, the Bangladesh Coast Guard, and the Chittagong Port Authority brought the fire under control after their efforts for about three hours, said Lieutenant Shakib Mehbub, media officer of the East Zone of Coast Guard in Chattogram.

Of the 50 crew members on board, 12 jumped into the water following the explosion, and 38 others were rescued from the oil tanker, he said.

He said that, of the 12 crew members who jumped into the river, 11 could be rescued in a conscious state while Sadek was found in an unconscious state.

Sadek was rushed to CMCH where doctors declared him 'brought dead', he said.

Kofil Uddin, mobilizing officer at the Chattogram divisional office of Fire Service and Civil Defence, said that they received an emergency call from the national emergency helpline number 999 and responded immediately.

'Several crew members, being panicked, jumped into the sea before arriving our rescue team. They were rescued by fishing trawlers, as well as Coast Guard and Navy personnel,' he said.

BSC managing director Commodore Mahmudul Malek, addressing a press conference at the BSC office on Saturday, suspected that the fire on the oil tanker 'MT Banglar Shourabh' might have been 'an act of sabotage'.

'There were simultaneous fires at four places on the 'Banglar Shourabh'. However, there was no explosion aboard the vessel, which raises suspicions of sabotage. The fire erupted at night when the sea was extremely rough. As a result, it became difficult to control due to rough weather,' he said.

'Since the fire was not caused by gas or any other known reason, we suspect that it can be a deliberate act. However, the reason will only be determined after a thorough investigation,' he added.

Shipping affairs adviser Brigadier General (retired) M Sakhawat Hossain expressed deep shock at the death in the fire and directed the formation of an inquiry committee to investigate the incident.

The Ministry of Shipping, in a press release issued on Saturday, said that the shipping affairs adviser assured the deceased's family of full support.

The release said that the adviser ordered the BSC managing director to form a committee to investigate the cause of the fire and submit a detailed report with recommendations as soon as possible.

The vessel was reportedly carrying 11,600 tonnes of crude oil, which was being transferred from a mother vessel for refining.

Bangladesh Shipping Corporation operates two oil tankers, 'MT Banglar Jyoti' and 'MT Banglar Shourabh,' which transfer oil from mother vessels stationed at the port's outer anchorage.

On September 30, an explosion and fire occurred aboard the 'Banglar Jyoti' at the port's Dolphin Jetty, killing three people.

কালের কণ্ঠ | রবিবার | ৬ অক্টোবর ২০২৪

কেরানীগঞ্জে হোটেলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ৩, আহত ১০

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

ঢাকার কেরানীগঞ্জের রুহিতপুর ইউনিয়নের রুহিতপুর বোর্ডিং মার্কেটে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দোকানে আটকে পড়া তিন কর্মচারী প্রাণ হারান। আহত হন অন্তত ১০ জন। নিহতরা হলেন মো. মিন্টু মিয়া, মো. ইলিয়াস ও মো. শাহ আলম। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা রিফাত জানান, মায়ের দোয়া বিরিয়ানির পাশের একটি কাবাবের দোকানের সামনে রাখা সিলিন্ডারের সঙ্গে নবাবগঞ্জগামী একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হয়। এরপর মুহূর্তেই সেখানে আগুন ধরে যায়। এ সময় হোটেল কর্মচারীরা মারাত্মকভাবে আহত হন। বিস্ফোরণের পর লোকজন এদিক-সেদিক ছুটে পালায়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ফায়ার স্টেশন মাস্টার মো. কাজল মিয়া বলেন, 'সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে যাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পাশাপাশি তিন-চারটি দোকানে আগুন জ্বলছে। পরে প্রায় ৫০ মিনিট পানি ছিটানোর পর আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে ঘরোয়া ফাস্ট ফুড দোকানে আটকে পড়ে তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। মরদেহ উদ্ধার করে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

> ❝ আগুনে ঘরোয়া ফাস্ট ফুড দোকানে আটকে পড়ে তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান
>
> মো. কাজল মিয়া
> কেরানীগঞ্জ উপজেলা ফায়ার স্টেশন মাস্টার

এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে দোকানের ভেতর আটকে পড়ে তিনজন মারা গেছেন। তাঁরা ঘরোয়া ফাস্ট ফুডের কর্মচারী ছিলেন। আহতদের নাম জানা যায়নি।

যুগান্তর | সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০২৪
২৯ আশ্বিন ১৪৩১

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বোয়ালমারী গফরগাঁও ইন্দুরকানীতে ৩ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভ্যানচালক ও ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক গাছির মারা গেছেন। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জামাল বিশ্বাস (৬০) নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় গুনবহা ইউনিয়নের অমৃতনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রোববার সকালে জামাল তার নিজ বাড়ির ফ্রিজে বিদ্যুতের লাইনের সমস্যা ঠিক করতে যান। এ সময় জামাল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাকে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোস্তাকিম মিয়া (১৭) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের শিলাসী মালিভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ওই দিন কাজল মিয়ার ছেলে মোস্তাকিম বাড়ি লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে রাসেল (৩৭) নামে এক গাছির মৃত্যু হয়েছে। রাসেল উপজেলার পূর্ব চরনী পত্তাশী গ্রামের চান্দে আলী শেখের ছেলে। জানা গেছে, রাসেল নারিকেল গাছ পরিষ্কার ও গাছের ডাব কাটার (গাছি) কাজ করে। রবিবার রাসেল ওই গ্রামের আকন বাড়িতে এনছান বেপারীর সঙ্গে গাছের ডাব কাটতে যায়। এ সময় নারিকেল গাছের ডগা পাশের বিদ্যুৎ লাইনের ওপর পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি নিচে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে ইন্দুরকানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাসেল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৬ অক্টোবর ২০২৪

কেরানীগঞ্জে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ৩, আহত ১০

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- মিন্টু (২৫), শাহ আলম (৪০) ও ইলিয়াস (৪০)। গতকাল সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর বোর্ডিং মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ধ্যার পরে বোর্ডিং মার্কেট এলাকায় চলমান একটি ট্রাক ভ্যানগাড়িকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ভ্যানগাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি হোটেলের চুলায় গিয়ে পড়ে। এতে ... চুলার পাশে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারটির বিস্ফোরণ ঘটে আশপাশের ৪/৫টি দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তিনজনের লাশ উদ্ধার করে। তবে নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কেরানীগঞ্জ উপজেলা ফায়ার স্টেশন মাস্টার কাজল জানান, রামেরকান্দা ঘরোয়া বিরিয়ানের দোকানে আগুনে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আগুনে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা নিশ্চিত করা যায়নি।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ৫ অক্টোবর ২০২৪।

সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ মা-ছেলে আহত

প্রিয় দেশ ডেস্ক >

টাঙ্গাইলে ট্রাক-বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এদিকে জামালপুরে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও ছেলে আহত হন। কালের কণ্ঠ'র প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

জামালপুর : জামালপুর শহরের টিউবেলপার এলাকায় বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার আরোহী স্কুল শিক্ষকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরো একজন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টিউবেলপার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়। আহত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। নিহতরা হলেন বেলটিয়া কামিল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান (৫৫), অটোরিকশাচালক মেলান্দহ ঝাউগড়া ইউনিয়নের গাজীপুর এলাকার রোকন মাহমুদ (৪৫), আরোহী মেলান্দহ উপজেলার শেখ সাদী এলাকার আব্দুল মালেক (৫০)।

জামালপুর সদর থানার ওসি আবু ফয়সাল মো. আতিক বলেন, অটোরিকশা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা
সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২১ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 6 October 2024

দুই উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চাঁদপুর

চাঁদপুরের হাইমচর ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় পৃথক ঘটনায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুই যুবক মারা গেছেন। গত শুক্রবার সকালে হাজীগঞ্জে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাসুদ (৩৮), দুপুরে হাইমচরের কৃষক বোরহান (৪৮)। তাদের কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

হাজীগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দা মো. মাকছুদ হোসাইন বলেন, 'মাসুদ দীর্ঘদিন ধরে রাজমিস্ত্রী কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিন সকালে কাজে গেলে বিদ্যুতের তারে শরীরের অংশ স্পর্শ হয়। স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।'

নিহত মাসুদ উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড জয়শোরা বেপারি বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন।

অন্যদিকে, হাইমচর উপজেলার বাসিন্দা হোসেন গাজী জানান, 'বোরহান উদ্দিন উপজেলার ৩ নম্বর আলগী দুর্গাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমচর কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। গত শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ শেষে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করার পর পালিত ছাগলের জন্য পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন বোরহান। দ্রুত হাইমচর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইত্তেফাক
১০ অক্টোবর ২০২৪

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পোশাক শ্রমিকসহ চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী পোশাকশ্রমিকসহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, ধামরাই উপজেলার বালিথা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় পোশাক কারখানার এক নারী শ্রমিক ও সিএনজিচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিন জন। নিহত পোশাকশ্রমিক নাজমিন নাহার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া থানার ডিমাডাঙ্গা পূর্বপাড়া গ্রামের মোতালেব ফরাজীর মেয়ে। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহত সিএনজিচালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সকালে উপজেলার বালিথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ধামরাই থানা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় সুতিপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান রমিজুর রহমান চৌধুরী রোমা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এদিকে কারখানার নিরাপত্তা শাখার লোকজন কাছে থেকেও দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধারে এগিয়ে না আসায় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এ সময় পার্কিং জোন এবং অ্যাম্বুলেন্সের দাবি জানায়। এ সময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পার্কিং জোন এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের শান্ত করেন।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) সংবাদদাতা জানান, গোদাগাড়ীতে ট্রাক ও ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জন নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন। ভোর ৫টার দিকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের উদপুর নামক স্থানে ইটবোঝাই ট্রলি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক জনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তি হলেন ট্রলিচালক মাসুদ রানা (৪২)। তিনি রাজশাহী মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা হড়গ্রাম এলাকার মান্নানের ছেলে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকটি আটক করে। প্রেমতলী তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক এস এম মাকছুদুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গোদাগাড়ী মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ত্রিশালে যাত্রীবাহী বাসচাপায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বৈলর নামক স্থানে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে একটি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কামাল হোসেন (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ত্রিশাল থানাপর এসআই মোস্তাফিজুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাসটি জব্দ করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে।

NEW AGE
SUNDAY, OCTOBER 6, 2024,

11 shops burnt in Nilphamari

Bangladesh Sangbad Sangstha · Nilphamari

ELEVEN shops were burnt in a fire at Monaganj Bazar in the district town in the early hours of Saturday. The fire originated from an electric short circuit at a grocery shop at Monaganj Bazar around 1:00am and soon engulfed the adjacent business establishments. As a result, 11 shops were gutted, Abu Sayem, officer of Khansama Fire Service and Civil Defense in Dinajpur, said. Firefighters of Khansama Fire Services put out the blaze after one hour of efforts. The extent of the damage could not be known immediately, Sayem added.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০২৪

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানীর বাড্ডায় দুই বাসের মাঝখানে চাপা পড়ে এক নারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া মানিকগঞ্জ, ঢাকার ধামরাই, ময়মনসিংহ ও খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে-

ঢাকা: রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় অফিসে যাওয়ার সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে আকাশ পরিবহনের দুই বাসের মাঝখানে চাপা পড়েন তাসনিম জাহান আইরিন (২৪)। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। আহত হয়েছেন তার বড় বোন নুসরাত জাহান জেরিন (২৮)। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাস চালককে আটক করেছে পুলিশ। তাসনিম জাহান আইরিন একটি বেসরকারি কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পদে চাকরি করতেন।

নিহতের সহকর্মী শেখ রফিক আহমেদ বলেন, 'তারা দুই বোনই আমাদের এখানে চাকরি করতেন। সকালে অফিসে আসার পথে উত্তর বাড্ডা সুবাস্তু মার্কেটের সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় আকাশ পরিবহনের দুটি বাস প্রতিযোগিতা শুরু করে। এ সময় দুই বাসের মাঝখানে পড়ে যান তাসনিম জাহান আইরিন। তাকে ওই বাস টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তার বোন নুসরাত জাহান জেরিনও আহত হন।'

বাড্ডা থানার এসআই ফাতেমা সিদ্দিকা সোমা জানান, আকাশ পরিবহনের চালককে আটক করা হয়েছে। বাসটিও জব্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

মানিকগঞ্জ: জেলার সাটুরিয়ায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে ওমর আলী (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল বেলা ২টার দিকে উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের তারাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওমর আলীর বাড়ি গাজীপুরের কাশিমপুর কড্ডা গ্রামে। আহতরা হলেন ট্রাকচালক ফয়সাল (৩০), আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫) ও সুমন (৩৫)।

আহত শ্রমিক সুমন জানান, তারাবাড়ি মামুন ব্রিকস থেকে ইট নিয়ে গাজীপুরে যাচ্ছিল ট্রাকটি। তারাবাড়ি এলাকায় সেতুতে উঠার সময় ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় চালকসহ তিনজন বের হতে পারলেও ট্রাকের ওপরে থাকা ওমর আলী চাপা পড়েন।

সাভার: ধামরাইয়ে বাস-পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নাজমীন নাহার (৩৫) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চার জন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নের বালিথা এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমীন নাহার মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পশ্চিম রাজৈর এলাকার মোতালেব ফরাজির মেয়ে। তিনি বালিথা এলাকার একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। গোলড়া হাইওয়ে থানার ওসি রুপল চন্দ্র দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মহাসড়কের মানিকগঞ্জগামী লেনে একটি পিকআপ, অটোরিকশা ও মিনিবাস যাচ্ছিল। সে সময় সেলফি পরিবহনের একটি বাস ওভারটেক করতে গিয়ে শ্রমিক বহনকারী মিনিবাসকে চাপা দেয়। পরে মিনিবাসটি সামনে থাকা অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। আর অটোরিকশাটি ছিটকে সামনে পিকআপের সঙ্গে লাগে। এ সময় অটোরিকশায় থাকা এক নারী শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ময়মনসিংহ: ত্রিশালে বাসচাপায় কামাল হোসেন (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বৈলর নামক স্থানে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা একটি বাস ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে কামাল হোসেন গুরুতর আহত হন। পরে তাকে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ত্রিশাল থানার এসআই মুস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খুলনা: নগরীর রূপসা বাইপাস সড়কে ট্রাকচাপায় প্রান্ত শেখ (১৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে নগরীর লবণচরা থানার টেক্সটাইল কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত প্রান্ত নগরীর বয়রা কলেজ মোড় পিজিএফ কলোনির সাঈদুজ্জামানের ছেলে।

লবণচরা থানার ওসি মো. তৌহিদুজ্জামান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রান্ত শেখ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা পান করতে রূপসা যান। ফেরার পথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন তিনি।

বণিক বার্তা

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০২৪

বজ্রপাতে প্রাণ গেল পাঁচজনের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বজ্রপাতে এক নারীসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এছাড়া রাজবাড়ীর পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এক জেলে প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল বজ্রপাতের ফলে এসব ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ গড়েরপাড়ায় কৃষিকাজ করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। দুপুরে হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তবে শ্রমিকরা বৃষ্টির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে বজ্রপাত হলে সবাই গুরুতর আহত হন। পরে তাদের দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে নিজাম হোসেন, তরিকুল ইসলাম ও আওলাদ হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহতদের মধ্যে একজনকে দৌলতপুর হাসপাতালে রেখে বাকিদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। আরেকজনকে চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। দৌলতপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আওলাদ হোসেন (৬০) গড়েরপাড়ার হাউস জব্দারের ছেলে, নিজাম হোসেন (৪২) ময়েন আলীর ছেলে, তরিকুল ইসলাম (২০) মুজাম হোসেনের ছেলে।

অন্যদিকে উপজেলার ফারাকপুর গ্রামে বাড়ির পাশে কাজ করছিলেন গৃহবধূ জহুরা খাতুন (৪০)। এ সময় বজ্রপাতে তিনি আহত হন। পরে তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ওই গ্রামের জামান হোসেনের স্ত্রী।

এছাড়া রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর এলাকায় পদ্মা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামের মৃত নবাব আলীর ছেলে। কালুখালী থানার ওসি মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাকের ভাই কুদ্দুস মেম্বার জানান, দুপুরে আব্দুর রাজ্জাকসহ দুজন পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে তারা নৌকা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ নৌকায় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই রাজ্জাক মারা যান। তবে তার সঙ্গে থাকা অন্য জেলে সামান্য আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ অক্টোবর ২০২৪

ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে বৃহস্পতিবার রাজু হোসেন (৩০) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

পাঁচবিবি থানার ওসি কাওসার আলী জানান, টিঅ্যান্ডটির পশ্চিমপাড়ায় প্রতিদিনের মতো রাজু হোসেন সকালে স্থানীয় এমদাদুল হক নামে এক ব্যক্তির নবনির্মিত ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজের জন্য ওপরে উঠেন। সেখান থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় অন্য শ্রমিকরা তাকে জয়পুরহাট ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে মারা যান রাজু হোসেন। এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজু হোসেন পাঁচবিবি উপজেলা ইমারত নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য বলে জানান ইউনিয়নের সভাপতি সায়েম সরদার।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোবর ২০২৪
২৫ আশ্বিন ১৪৩১

সড়কে ঝরল শিক্ষার্থী ও গার্মেন্টকর্মীসহ ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে গার্মেন্টকর্মী ও কেরানীগঞ্জে যাত্রী, জয়পুরহাটে মোটরসাইকেল চালক, নেত্রকোনায় মাদ্রাসাছাত্র এবং মানিকগঞ্জে শ্রমিক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা উত্তর : ধামরাইয়ে বাস-পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে পোশাক শ্রমিক নাজমীন নাহার নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নের বালিথা এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাজমীন মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পশ্চিম রাজৈর এলাকার মোতালেব ফরাজির মেয়ে ও বালিথা এলাকায় কারখানায় পোশাক শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন।

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) : কেরানীগঞ্জে বাসের ধাক্কায় যাত্রী ইয়াসিন গাজী সাগর নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পার্শ্ববর্তী তেঘরিয়া স্ট্যান্ডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াসিন বরিশাল কোতোয়ালি থানাধীন হরিণা গুলিয়া গ্রামের গাজীবাড়ির সোবহান গাজীর ছেলে। তিনি ঢাকায় একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

জয়পুরহাট : পৌর শহরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিক্ষার্থী ইউসুফ মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে জয়পুরহাট পৌর শহরের গুলশান মোড়ের অদূরে শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন হাতিল-বুলুপাড়া সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোটরসাইকেল চালক ইউসুফ পৌর শহরের ইলেকট্রিক মিস্ত্রি রানা মণ্ডলের ছেলে। সে মঙ্গলবাড়ী এমএম ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

নেত্রকোনা: বারহাট্টায় বাস দুর্ঘটনায় ছাত্র আশরাফুজ্জামান সিফাত নিহত হয়েছে। সিফাত বারহাট্টা উপজেলার সিংধা গ্রামের মনোয়ার হোসেন আলালের ছেলে। সে মোহনগঞ্জ পৌরশহরের দ্বাওতুল কুরআন ওয়া সুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। মঙ্গলবার রাতে বারহাট্টা শহরের গোপালপুর এলাকায় সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) : সাটুরিয়ার ধানকোরা ইউনিয়নে ট্রাক উলটে বুধবার শ্রমিক ওমর আলী নিহত হয়েছেন। তিনি গাজীপুরের কাশিমপুর থানার কুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা।

যুগান্তর | শুক্রবার ১১ অক্টোবর ২০২৪
২৬ আশ্বিন ১৪৩১

নীলফামারীতে সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

নীলফামারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া চার স্থানে নিহত হয়েছেন আরও চারজন। এদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে নারী, গাজীপুরে যুবক, ভোলায় শিক্ষক এবং বগুড়ায় ছাত্র রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে লালমনিরহাটে দেয়াল ভেঙে ট্রাক মাদ্রাসার ভেতর ঢুকে পড়ায় ১৪ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

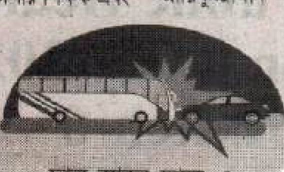

চার স্থানে ছাত্র ও শিক্ষকসহ নিহত আরও ৪

লালমনিরহাটে মাদ্রাসায় ট্রাক : ঘুমন্ত ১৪ শিক্ষার্থী আহত

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় পোশাক শ্রমিক নীলা রানী সরকার নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি ফরিদপুরের নিরঞ্জন সরকারের মেয়ে।

নীলফামারী : নিহতরা হলেন—যুবক প্রান্ত, বৃদ্ধ দেলোয়ার হোসেন, গৃহবধূ রেহানা বেগম এবং রোজিনা বেগম। রাতে শহরের পাঁচমাথা মোড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রান্ত, সন্ধ্যায় নীলফামারী-জলঢাকা সড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দেলোয়ার, সৈয়দপুর-দিনাজপুর বাইপাস সড়কের ধলাগাছায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় রেহানা এবং ডোমার উপজেলার জালালের মোড় এলাকায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে রোজিনা নিহত হন। প্রান্ত শহরের সবুজপাড়া এলাকার রবিয়াল আলম লালুর ছেলে। দেলোয়ার জলঢাকা রাজারহাট এলাকার মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে। রেহানা ধলাগাছা গ্রামের আব্দুল বারীর স্ত্রী। রোজিনা দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার কুশানি গ্রামের মঞ্জুরুল ইসলামের স্ত্রী।

যশোর : ভ্যানে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বাঘারপাড়ায় ছাত্র আরিফুজ্জামান নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বাঘারপাড়ার উপজেলার আয়াপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আরিফুজ্জামান বাঘারপাড়ার বলরামপুর গ্রামের পুলিশের এসআই মনিরুজ্জামান মনিরের ছেলে। দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকসহ তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন।

প্রথম আলো • শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৪

৪ জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের চার জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল শুক্রবার ও গত বৃহস্পতিবার বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পদুমহার গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে বজ্রপাতে দুই আত্মীয় মারা যান। তাঁরা হলেন রাজা মিয়া (৪৬) ও শাহাজাহান আলী (৪৫)।

স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজা মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে আসেন শাহাজাহান। বিকেলে বাড়ির পাশে কলাখেত দেখতে যান দুজন। সন্ধ্যায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। বৃষ্টি থেমে গেলে রাতে কলাখেতের পাশ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করেন স্বজনেরা।

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার খোলাবাড়িয়া গ্রামের হালতি বিলে গতকাল সকালে শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা হলেন খোলাবাড়িয়া গ্রামের মোমিন হোসেন (৩৪) ও নওগাঁর আত্রাই উপজেলার ক্ষুদ্রপারবিশা গ্রামের রায়হান আলী (৩২)। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় ইয়ারাবাজ হাওরে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে তানভির মিয়া (২১) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা দুই জেলে আহত হন।

নওগাঁর আত্রাইয়ে গতকাল বিকেলে খালে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে ক্ষুদ্রাবিশা গ্রামের রায়হান আলী মণ্ডলের (২৫) মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২৮ আশ্বিন ১৪৩১, ১৩ অক্টোবর ২০২৪

বারহাট্টায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

বৃষ্টি চলাকালে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সেলিম সিদ্দিকী (৫৩)। ঘটনাটি ঘটেছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ডেমুরা গ্রামে। স্থানীয়রা জানান, ডেমুরা গ্রামের মৃত মাকসুদ সিদ্দিকীর ছেলে সেলিম সিদ্দিকী শুক্রবার বিকালে বাড়ির সামনে বিলে মাছ ধরতে যান। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি শুরু হলে হঠাৎ বজ্রপাতে সেলিম সিদ্দিকী মাটিতে পড়ে যান। আশপাশের লোকজন এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত বারহাট্টা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে বারহাট্টা থানার ওসি মো. কামরুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বজ্রপাতে সেলিম সিদ্দিকী নামে এক কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, বজ্রপাতে নিহত সেলিম সিদ্দিকীর পরিবারকে তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৪
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভ্যানচালকের মৃত্যু

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে জামাল বিশ্বাস (৬০) নামের এক ভ্যানচালক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। গতকাল উপজেলার অমৃতনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, জামাল বিশ্বাস নিজ বাড়ির ফ্রিজে বিদ্যুতের লাইনে সমস্যা দেখা দিলে তা ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বোয়ালমারী থানার ওসি গোলাম রসুল বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই তার লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। —ফরিদপুর প্রতিনিধি

যুগান্তর | শনিবার ১২ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandon...

ভালুকায় সড়কে মায়ের মৃত্যু, হাসপাতালে শিশু

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের ভালুকায় মোটরসাইকেলে গাড়ির ধাক্কায় মা মামনি আক্তার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে তার চার বছর বয়সি শিশু আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ। শুক্রবার দুপুরে পৌর এলাকার খিরু ব্রিজের দক্ষিণপাড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকালে উপজেলার রাজ্জাপড়া ভালুকা ফিডমিলের সামনে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক বৃদ্ধাও প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া চার স্থানে দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজধানীতে মোটরসাইকেল আরোহী, হবিগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে দুই চালকসহ তিনজন এবং চট্টগ্রামে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পাঁচ স্থানে ঝরল নারী ও যুবকসহ আরও ৬ প্রাণ

ঢাকা : এলিফ্যান্ট রোডে বৃহস্পতিবার রাতে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় আরোহী ফুয়াদ মৃধার মৃত্যু হয়েছে। ফুয়াদ পেশায় গাড়িচালক। তিনি মোহাম্মদপুরে বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালের গাড়ি চালাতেন।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : নিহত মামনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার আসাদ চৌধুরীর স্ত্রী। মামনি তার ভাইয়ের মোটরসাইকেলে সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি আসছিলেন। পথে ওই স্থানে পৌঁছলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। দুর্ঘটনায় আহত ফুয়াদ ও তার মামাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। একই দিন সকালে ফিডমিলের সামনে ত্রিমুখী সংঘর্ষে বৃদ্ধা সুফিয়া নিহত হয়েছেন। সুফিয়া শ্রীপুর উপজেলার শৈলাপ গ্রামের সাহেব আলীর স্ত্রী। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে চালক সুমন মিয়া মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় ১০ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের জগদীশপুর মুক্তিযোদ্ধা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাস চালক সুমন নরসিংদী শিবপুর উপজেলার নদীয়া গ্রামের সুরুজ মিয়ার ছেলে।

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) : মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে যুবক তারেকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ফটিকছড়ির কাটিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারেক রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এলাকার সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

কালিহাতী ও ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) : কালিহাতীতে ট্রাক-কাভার্ডভ্যান সংঘর্ষে চালক আনোয়ারুল ইসলাম ও হেলপার আরিফুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঢাকা-যমুনা সেতু সড়কের সল্লা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ারুল ঠাকুরগাঁওয়ের মহেশপুর গ্রামে আজহারুল ইসলামের ছেলে ও আরিফুল ঠাকুরগাঁওয়ের আরাজি চশ্‌তমপুর বেলতুলি গ্রামের বাচ্চুর ছেলে।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : সিংগাইরে মোটরসাইকেল-হ্যালোবাইক সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। শুক্রবার সকালে সিংগাইর-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জয়মন্টপ ইউনিয়নের ভাকুম ব্রিজের পশ্চিম পাশের ঢালে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

THE BUSINESS STANDARD
MONDAY 14.10.2024

Explosion at chemical factory in Malaysia kills three Munshiganj expats

EXPLOSION - MALAYSIA

TBS REPORT

At least three Bangladeshi expatriates in Malaysia succumbed to injuries sustained in an explosion at a chemical factory, according to their family members and media reports.

All three deceased - Jabbar Ali, 42, son of Razzaq Bhuiyan; Abu Taher, 32, son of Abu Taher; Salam, 24, son of Mohiuddin - were residents of Ward-9 of the Munshiganj municipality area, our correspondent reports.

They died while being under treatment for injuries sustained in an explosion at the Southern Industrial and Logistics Clusters (SILC) on Friday. Family members, citing Malaysian High Commission officials, said Jabbar died on the same day, Taher on Saturday and Salam yesterday. However, their bodies are yet to return to the country.

At midnight on Saturday, Bangla Daily Kaler Kantho, citing Malaysian High Commission sources, reported that three workers had succumbed to injuries from the explosion. Quoting First Labour Secretary ASM Zahidur Rahman, the report said the bodies of the expats will be brought to the country soon. "We have contacted the company. The High Commission of Bangladesh in Malaysia is trying its best to secure compensation for the families of the dead from the company," he also said.

Earlier on the day, Malaysian news outlet the New Straits Times reported that two Bangladeshi workers severely injured in the fire at the SILC have died, while a third remains hospitalised.

যুগান্তর | সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০২৪

পোশাককর্মী দুই বোনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। শনি ও রোববার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে বগুড়ায় দুই গার্মেন্টকর্মীসহ তিনজন, মৌলভীবাজারে অটোচালক, গাইবান্ধায় মোটরসাইকেল আরোহী, বরিশালে ট্রাকচালক, চাঁদপুরে যুবক ও রাজশাহীতে বৃদ্ধা রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া ও শেরপুর : ট্রাক চাপায় নিহতরা হলেন—গাইবান্ধা উপজেলার দক্ষিণ গ্রিদারী গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে নূপুর আক্তার এবং একই এলাকার আব্দুর রশিদের মেয়ে রুনা আক্তার। তারা সম্পর্কে চাচাতো বোন। রোববার সকালে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে শেরপুরের ঘোগাবটতলা এলাকায় তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রাতে নূপুর খবর পায় তার মা মারা গেছেন। এই খবরে ভোরে চাচাতো বোনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন। ওই স্থানে পৌঁছালে ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই দুই বোন প্রাণ হারান।

নীরব সরকার

সারিয়াকান্দিতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের শিক্ষার্থী নীরব সরকার মারা গেছেন। শনিবার রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নীরব সরকার বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার সদর ইউনিয়নের চান্দিনা নোয়ারপাড়া গ্রামের নিরঞ্জন সরকারের ছেলে।

জুড়ী (মৌলভীবাজার) : জুড়ীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর সঙ্গে ধাক্কায় চালক লিটন মিয়া নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে জুড়ী-ফুলতলা সড়কের সমাই বাজারে ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। লিটন উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের নয়াগ্রামের বাসিন্দা রেনু মিয়ার ছেলে।

গাইবান্ধা : গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আরোহী আবু সাইদের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি সাঘাটা উপজেলার উত্তর উল্লাহ গ্রামে। রোববার দুপুরে সাঘাটা উপজেলার উল্লাবাজার থেকে গাইবান্ধার দিকে আসার পথে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বরিশাল : বরিশালে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালক আতিকুর রহমান নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে নগরীর আমতলা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাকেরগঞ্জ উপজেলার জয়নাল আবেদীনের ছেলে আতিকুর রহমান। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : হাজীগঞ্জ উপজেলার বাকিলায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক সুজন হাজী প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার বিকালে উপজেলার ২নং বাকিলা ইউনিয়নের বাকিলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুজন চাঁদপুর সদর উপজেলার মহামায়া লোদেরগাঁও হাজী বাড়ির খোরশেদ আলম হাজীর ছেলে।

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধা মর্জিনা বেগম নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় বাঘা-চারঘাট মহাসড়কের হাতারী আখ ক্রয় কেন্দ্রের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মর্জিনা বলিহার গ্রামের বাসিন্দা।

যুগান্তর | সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০২৪

তেজগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ১

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন কাওরান বাজার এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় নুরনবী (৪০) নামে এক মাছ বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে। রোববার সন্ধ্যা ৬টায় কাওরান বাজার রেলগেটের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। নুরনবীর বাড়ি নেত্রকোনার মদন থানার গোবিন্দশ্রী গ্রামে। তিনি কাওরান বাজার এলাকাতেই থাকতেন। সেখানেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি। নুরনবীর পরিচিতজন মো. জুয়েল কবির জানান, সন্ধ্যার দিকে একটি ট্রেন কমলাপুর থেকে বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। তখন রেলগেটের পাশ দিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিল নুরনবী। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কাওরান বাজার থেকে এক ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Monday 14 October 2024

গাজীপুরে শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৬

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গাজীপুর মহানগরে শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানায় শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দগ্ধ হওয়া ৬ জন গ্যাস সিলিন্ডার মেরামত কর্মী। কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার মেরামতের সময় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মহানগরের কাশিমপুরের চক্রবর্তী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আরেফিন। দগ্ধরা হলেন- মোহাম্মদ রাহাত (৩২), রায়হান, মো. রেজাউল (৫৫), রুপম (৩৩), মো. তানভীর (৩৭) এবং মো. ফারুক (৫৫)। তাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

দগ্ধদের মধ্যে রাহাত ও ফারুকের বাড়ি বরিশাল। রায়হান ও রেজাউলের বাড়ি জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায়। রুপম পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মানিকনগর গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়া তানভীরের বাড়ি খুলনার খালিশপুর এলাকায়।

ফায়ার সার্ভিসের আবদুল্লাহ আরেফিন সাংবাদিকদের জানান, সিরামিকস কারখানায় ছয় শ্রমিক গ্যাস সিলিন্ডার মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় বৈদ্যুতের লাইন দিতে গেলে 'শর্ট সার্কিট' থেকে আগুন লেগে যায়। তাৎক্ষণিক কারখানার নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আগুন নিভিয়ে ফেলে। তবে দগ্ধ হন ছয় শ্রমিক।

পরে দগ্ধ ৬ জনকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, শুক্রবার রাতে গাজীপুর থেকে ৬ জনকে দগ্ধ অবস্থায় জরুরি বিভাগে আনা হয়। তাদের মধ্যে রুপমের ছয় শতাংশ, রেজাউলের দুই শতাংশ, তানভীরের ১৬ শতাংশ, ফারুকের ২১ শতাংশ, রায়হান ৪৪ শতাংশ এবং রাহাতের শরীরের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন বলে জানান তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Monday 14 October 2024

ভোলায় পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

ভোলায় পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় একদিনে ৪ শিশুসহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার ছয়টি দুর্ঘটনায় এসব মৃত্যু হয়। তার মধ্যে পানিতে ডুবে ৪ শিশু মৃত্যুবরণ করে। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) ৭টি মৃত্যুর খবর আলাদা আলাদাভাবে নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যেকটি ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

মৃত্যুবরণ করা ৭ জনের মধ্যে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া চার শিশু হলো হুজাইফা আক্তার, সদর উপজেলা ৩নং ওয়ার্ডের পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপাতা গ্রামের শেখ ফরিদ উদ্দিনের মেয়ে। সাইফুল আহমেদ, ধনিয়া ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামের মো. নুরনবী মিয়ার ছেলে। জুবায়ের আহমেদ, চরফ্যাশন উপজেলার ওমরপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মো. ইউসুফ হোসেনের ছেলে। আরিয়ান ইসলাম, একই ওয়ার্ডের মো. সুমন মিয়ার ছেলে। মৃত চার শিশুর পরিবারই পুলিশকে জানিয়েছে, পরিবারের সবার অগোচরে খেলতে গিয়ে বাড়ির পুকুরের পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

চরসামাইয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবক তার নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত শনিবার পুলিশ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। বোরহানউদ্দিন উপজেলার পৌর ৫নং ওয়ার্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মো. সোহাগ (২৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং একই উপজেলার দালালপুর নামক এলাকায় কীটনাশক পানে আব্দুল রহিম নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৪,

দুই এলপিজি ট্যাংকারে আগুন

কুতুবদিয়া

বিশেষ প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম* ও **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *কক্সবাজার*

কুতুবদিয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে গত শনিবার রাতে এলপিজির দুটি ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে বিদেশি পতাকাবাহী বড় এলপিজি ট্যাংকারের আগুন আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে। আর দেশি ছোট ট্যাংকারের আগুন গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নিয়ন্ত্রণে আসে।

গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় ছোট ট্যাংকারের আগুনও নিয়ন্ত্রণে আসে।

বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন এলপিজি সোফিয়া ট্যাংকার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যাংকারটিতে এলপিজিবোঝাই ছিল। তবে এলপিজি নিয়ে আসা তানজানিয়ার পতাকাবাহী বড় ট্যাংকার ক্যাপ্টেন নিকোলাস নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বন্দর ও কোস্টগার্ড জানায়, অগ্নিকাণ্ডের পর সোফিয়া ট্যাংকারের ১৮ জন নাবিক, ২ জন মুরিং ম্যান, ৩ জন পাহারাদার এবং ক্যাপ্টেন নিকোলাস থেকে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া আটজন পাহারাদারকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা নাবিকদের ৯ জন বাংলাদেশি, ৮ জন ইন্দোনেশীয় ও ১ জন ভারতীয়।

বন্দর, কোস্টগার্ড ও ট্যাংকারের স্থানীয় এজেন্ট

এলজিপিবাহী লাইটারেজ জাহাজে লাগা আগুন নেভানোর কাজ করে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজ। গতকাল সকালে। ছবি : সংগৃহীত

দায়িত্বরত কর্মকর্তারা জানান, শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার পর আগুনের ঘটনা ঘটে।

ক্যাপ্টেন নিকোলাসের স্থানীয় এজেন্ট সি ওয়েভ মেরিন সার্ভিসেসের কর্ণধার সামিদুল হক বলেন, ক্যাপ্টেন নিকোলাস থেকে সোফিয়া ট্যাংকারে ৩ হাজার ৩৫০ টন এলপিজি স্থানান্তর করা হচ্ছিল। এ সময় সোফিয়ার ডেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

সামিদুল হক বলেন, দুর্ঘটনার পর ক্যাপ্টেন নিকোলাসের ডেকে আগুন ছড়িয়ে পড়লে ট্যাংকারটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এ সময় রশি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে সোফিয়া ট্যাংকারটি দূরে সরে যায়। এ কারণে ক্যাপ্টেন নিকোলাস ট্যাংকারটিতে থাকা প্রায় ৩৬ হাজার টনের বেশি এলপিজি অক্ষত রয়েছে।

সমকাল ১৩ অক্টোবর ২০২৪

কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৬ জন দগ্ধ

■ **গাজীপুর প্রতিনিধি**

গাজীপুর মহানগরের কাশিমপুর এলাকায় বেক্সিমকো গ্রুপের শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানায় এলপিজি গ্যাস লাইন মেরামতের সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন।

গত শুক্রবার রাতে শর্টসার্কিট থেকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন রাহাত হোসেন, আবু রায়হান, ফারুক হোসেন, তানভীর আহমেদ, রুপম ও রেজাউল করিম। রাতেই দ্রুত তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তারা গ্যাস সিলিন্ডার মেরামতের কাজ করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, বিস্ফোরণে আহত রায়হানের শরীরের ৪৪ শতাংশ, তানভীরের ১৬, ফারুকের ২১ ও রাহাতের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তারা ঝুঁকিতে রয়েছেন। রেজাউলের শরীরের ৩ শতাংশ ও রুপমের ৬ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এ দু'জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পরে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দগ্ধদের মধ্যে রাহাত ও ফারুকের বাড়ি বরিশালে। রায়হান ও রেজাউলের গ্রামের বাড়ি জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায়। তানভীরের বাড়ি খুলনার খালিশপুর ও রুপমের বাড়ি পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মানিকনগর গ্রামে।

শাইনপুকুর সিরামিকস কোম্পানির প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, দগ্ধদের কেউ কারখানার শ্রমিক নন। তারা বিভিন্ন এলাকায় সিলিন্ডার মেরামত করে থাকেন। শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানায় হঠাৎ করেই একটি সিলিন্ডার নষ্ট হয়ে যায়। মেরামতের জন্য তাদের আনা হয়। মেরামত করতে গিয়ে হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের কারখানার ব্যবস্থাপনায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইত্তেফাক ১৫ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ায় কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ মুন্সীগঞ্জের তিন জন নিহত

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাদের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রমজানবেগ গ্রামে। তারা হলেন রাজ্জাক ভূঁইয়ার ছেলে জব্বার আলী, আবুল কাশেমের ছেলে আবু তাহের এবং মহিউদ্দিনের ছেলে সালাম। গত ১০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যের ইস্কান্দার পুতেরের গেলাং পাতার এসআইএলসি শিল্প এলাকায় একাধিক রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহতের স্বজনরা জানান, এদের মধ্যে ১১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার দিকে জব্বার আলী, ১২ অক্টোবর ভোররাতে আবু তাহের ও ১৩ অক্টোবর বিকালে মারা যান সালাম।

জানা যায়, মরদেহ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। দ্রুত মরদেহগুলো দেশে প্রেরণের আশ্বাস দিয়েছেন মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব (শ্রম) এ এস এম জাহিদুর রহমান। আরো জানা যায়, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। নিহত ও আহতের ক্ষতিপূরণ আদায়ে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রবাসীদের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরদেহ তিনটি দ্রুত দেশে পাঠানোর জন্য সরকারি উদ্যোগের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ১৫, ২০২৪

মালয়েশিয়ায় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩ বাংলাদেশীর মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মুন্সিগঞ্জ

মালয়েশিয়ায় একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ তিন বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত তিনজনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রমজানবেগ এলাকায়।

নিহতরা হলেন রমজানবেগ গ্রামের রাজ্জাক ভূঁইয়ার ছেলে জব্বার আলী, আবুল কাশেমের ছেলে আবু তাহের এবং মহিউদ্দিনের ছেলে সালাম।

গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যের ইস্কান্দার পুতেরের গেলাং পাতার এসআইএলসি শিল্প এলাকায় একাধিক রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে ভেতরে থাকা তিন বাংলাদেশী শ্রমিকের শরীরের অন্তত ৭০ শতাংশ দগ্ধ হয়। দমকলকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সমকাল সোমবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৪

ধানক্ষেত দেখতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ কুমারখালী (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বজ্রপাতে আলম শেখ নামে এক কৃষক মারা গেছেন। শনিবার রাতে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আলম শেখ (৫৫) উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের সিংদহ গ্রামের মৃত জুলমত শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, আলম শেখ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বাড়ির পাশে সিংদহ মাঠে জমির ধানক্ষেত দেখতে গিয়েছিলেন। বিকেলে সিংদহ মাঠে বজ্রপাতে আহত হয়ে মাঠে পড়ে ছিলেন। দীর্ঘ সময়েও তিনি বাড়ি না ফিরে আসায় স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাঁকে উদ্ধার করে. বাড়ি নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাত সোয়া ৮টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মোতাহার হোসেন বলেন, কৃষক আলম বজ্রপাতের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। গভীর রাতে গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে।

কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক মো. ইমদাদুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

বণিকবার্তা রোববার, অক্টোবর ১৩, ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিনজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ফরিদপুর, বগুড়া ও চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো চারজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বগুড়া: বাসচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা পৌনে ১২টার দিকে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মজনু শেরপুর উপজেলার সুখ্তচরের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক আল আমিন জানান, মজনু তার অটোরিকশা নিয়ে বগুড়া থেকে শেরপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নয়মাইলে রাস্তার ওপর থাকা একটি পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অটোরিকশা উল্টে যায়। এ সময় তিনি ছিটকে পড়েন। পরে পেছনে থাকা একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মজনু মারা যান। মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফরিদপুর: ভাঙ্গা পৌরসভার সামনে বাসের ধাক্কায় নূর ইসলাম (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল বিকালে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. খাইরুল আনাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহত নূর ইসলাম ভাঙ্গা পৌরসভার নূরপুর গ্রামের বাসিন্দা। ভাঙ্গা হাইওয়ে ওসি মো. খাইরুল আনাম জানান, শুক্রবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পরিবহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চট্টগ্রাম: জেলার হাটহাজারীতে বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের চারিয়া বুড়িপুকুর পাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন হোসেন (১৭) রাউজান উপজেলার সাতলংগা এলাকার মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু বিদ্যুৎ কর্মীর

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির এক লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রেজোয়ানুল হক। গতকাল কুঞ্জবন গ্রামে বিদ্যুৎলাইনে কাজ করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার সিন্দুরখান ইউনিয়নে সাবজোনাল অফিসে কর্মরত ছিলেন। জানা যায়, গতকাল কুঞ্জবন গ্রামে বিদ্যুৎলাইনে কাজ করতে যান রেজোয়ানুল হক।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ॥

গাজীপুরে ঝুট গোডাউনে আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের হাতিমারা এলাকায় একটি ঝুট গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে সিটি করপোরেশনের কাশিমপুর থানার হাতিমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম জানান, মধ্যরাতে সিটি করপোরেশনের কাশিমপুর থানার হাতিমারা এলাকায় একটি ঝুটের গোডাউনে আগুন লাগে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪

প্রথম আলো • রোববার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ায় ভবন ধসে বাংলাদেশির মৃত্যু

মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন একটি ভবন ধসে জিদান (২২) নামের এক বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন দুজন পাকিস্তানি শ্রমিক। গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে মালয়েশিয়ার মেলাকার বান্দা হিলিরের জালান বুকিত সেনজুয়াংয়ে এ ঘটনা ঘটে। কুয়ালালামপুর থেকে এএফপি জানিয়েছে, মেলাকার সহকারী পুলিশ কমিশনার ক্রিস্টোফার প্যাটিট বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ কমিশনার জানান, নির্মাণাধীন ভবনটি ধসে পড়ার সময় সেখানে তিনজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান জিদান। রাত ১০টার দিকে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জিদানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পাকিস্তানি শ্রমিক জুবায়ের আহমেদ (৩২) ও আব্বাস গুলমকে (৪৯)।

বাসস, ঢাকা

সড়কে ছয়জনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **টাঙ্গাইল :** কালিহাতীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে ছয়জন আহত হন। শুক্রবার রাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের সল্লা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- অটোরিকশার চালক ভূঞাপুরের অলোয়া ইউনিয়নের চেংটাপাড়া এলাকার শওকত মণ্ডল ও যাত্রী ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার নয়ন চন্দ্র দাস। এর আগে শুক্রবার ভোরে একই স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুজন নিহত হন। **চট্টগ্রাম :** হাটহাজারীতে বাস-সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে ইমন হোসেন (১৭) নামের এক

কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া বুড়িপুকুর পাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন রাউজান উপজেলার সাতলংগা এলাকার মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে। **বগুড়া :** বগুড়ায় গতকাল বাসের চাকায় পিস্ট হয়ে মজনু মিয়া নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। **গাইবান্ধা :** সাদুল্লাপুরে যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিস্ট হয়ে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। **নাটোর :** বড়াইগ্রামে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন সুজলা রোজারিও (৪০) নামে এক গৃহবধূ।

কাজে এসে ট্রেনে কাটা পড়লেন শ্রমিক

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লায় ট্রেনে কাটা পড়ে কাজের অপেক্ষায় থাকা এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গতকাল শাসনগাছা রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তফা কামাল। নিহতের নাম আপন রবি দাস (৪০)। তার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার জমিনপুর গ্রামে। রেলওয়ে পুলিশ ও এলাকাবসী জানায়, রবিসহ কয়েকজন শ্রমিক চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে কুমিল্লায় কাজের সন্ধানে আসেন। প্রতিদিন শাসনগাছা রেলগেট এলাকায় তারা কাজের জন্য অপেক্ষা করতেন। গতকালও তাই করছিলেন। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সুবর্ণা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়েন রবি দাস।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ॥

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মুগদায় নির্মাণাধীন দোতলা ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে আবুল হোসেন (৫৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ওই ব্যক্তির ভাতিজা জাহাঙ্গীর আলম জানান, মুগদায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যান তার চাচা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাদের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জরুরি বিভাগের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 13 October 2024

হবিগঞ্জে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে শুঁটকি নদী থেকে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে সেলিম মিয়া (৩৫) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটে। মৃত্যু সেলিম মিয়া ১নং উত্তর-পূর্ব ইউনিয়নের বাদাউড়ি গ্রামের মো. জালাল মিয়ার পুত্র। তিনি পেশায় একজন জেলে। প্রতিদিনই সকালে মাছ ধরতে যেতেন শুঁটকি নদীতে। সেলিম মিয়ার বাবা জালাল মিয়া জানান, সকালে সেলিম মিয়াসহ পাঁচজন শুঁটকি নদীতে মাছ ধরতে যান। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত শুরু হলে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে নদীর পাড়ে নির্মিত বাঁশের উড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই বজ্রপাতের আঘাতে ঘটনাস্থলেই সেলিম মিয়ার মৃত্যু হয়। তবে তার সঙ্গে থাকা অপর এক জেলে আহত হন। সেলিম মিয়ার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। তার এ আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের ও এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ মো. কবির হোসেন।

কালের কণ্ঠ। রবিবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ায় দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ায় রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ এবং নির্মীয়মাণ ভবন ধসের পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত শুক্রবার দেশটির জোহর রাজ্যের ইস্কান্দার পুতেরের গেলাং পাতার এসআইএলসি শিল্প এলাকায় রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে মালয়েশিয়ার মেলাকার বান্দা হিলিরের জালান বুকিত সেনজুয়াংয়ে নির্মীয়মাণ ভবন ধসে পড়ে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন ও এএফপির প্রতিবেদন সূত্রে এই দুটি ঘটনায় তিন বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয়ে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব এ এস এম জাহিদুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, 'মালয়েশিয়ায় রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে দুজন মারা গেছেন। গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৭টার দিকে একজন ও আজ (শনিবার) ভোর ৩টার দিকে অপরজনের মৃত্যু হয়।'

নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করে তিনি বলেন, 'নিহতরা হলেন মুন্সীগঞ্জের রাজ্জাক ভূইয়ার ছেলে জব্বার আলী ও একই জেলার আবুল কাশেমের ছেলে আবু তাহের। বর্তমানে মরদেহ দুটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আহত অবস্থায় সালাম নামের একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত সালামের বাড়িও মুন্সীগঞ্জে। তাঁর বাবার নাম মহিউদ্দিন।

যুগান্তর
রোববার ১৩ অক্টোবর ২০২৪

নবাবগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার নবাবগঞ্জে কৃষি কাজ করার সময়ে বজ্র পাতে আব্দুল হালিম (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার কলাকোপা ইউনিয়নে রাজপাড়া দক্ষিণ চক এলাকার খেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত আব্দুল হালিম কলাকোপা ইউনিয়নের বাগবিবিরচর গ্রামের এশাক মিয়ার ছেলে। ওসি মমিনুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় নবাবগঞ্জ থানায় অপমৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। স্বজনদের অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪,

গাজীপুরে সিরামিক কারখানায় আগুনে দগ্ধ ৬

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর এলাকায় সাইনপুকুর সিরামিকস ফ্যাক্টরিতে আগুনে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। গত শুক্রবার রাতে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে।

দগ্ধরা হলেন– মো. মোহাম্মদ রাহাত (৩২), আবু রায়হান (৩২), রেজাউল (৫৫), রুপম (২৫), তানভীর (৩৭) ও মো. ফারুক (৫৫)। তাদের ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. তরিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে গাজীপুর থেকে ছয়জনকে দগ্ধ অবস্থায় জরুরি বিভাগে আনা হয়। তাদের মধ্যে রুপম ৬ শতাংশ, রেজাউল ২ শতাংশ, তানভীর ১৬ শতাংশ, ফারুক ২১ শতাংশ, আবু রায়হান ৪৪ শতাংশ ও রাহাত ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন। তাদের সবারই ফ্লেম বার্ন ইনজুরি রয়েছে। তাদের জরুরি বিভাগের অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

সাইনপুকুর সিরামিক কোম্পানির প্রতিনিধি মো. আল মামুন বলেন, আহতরা সবাই গ্যাস সিলিন্ডার রিপেয়ারিং কর্মচারী। তারা কেউ আমাদের কোম্পানির কর্মচারী নন। তারা মজুরিতে গ্যাস সিলিন্ডার রিপেয়ারিংয়ের কাজ করেন। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে আমাদের কোম্পানির ভেতর গ্যাস সিলিন্ডার রিপেয়ারিংয়ের কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক লাইন দিতে গেলে তা থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে দগ্ধ হন তারা। পরে আমরা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসি। হাসপাতালে দগ্ধদের চিকিৎসা চলমান।

যুগান্তর
রোববার ১৩ অক্টোবর ২০২৪
২৮ আশ্বিন ১৪৩১

কালিহাতীতে সড়কে নিহত বাবা-ছেলেসহ তিনজন

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। এছাড়া ছয় জেলায় প্রাণ গেছে আরও আটজনের। তাদের মধ্যে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, নাটোরের বড়াইগ্রামে গৃহবধূ, বগুড়ার শাজাহানপুরে অটোরিকশাচালক ও শেরপুরে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে পথচারী, চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে কিশোর, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বৃদ্ধ রয়েছেন।

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : শুক্রবার রাতে ঢাকা-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতীর সল্লা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—অটোরিকশার যাত্রী নয়ন চন্দ্র দাস, তার ছেলে রুদ্র চন্দ্র দাস (১৫), অটোরিকশার চালক শওকত মণ্ডল। নয়ন চন্দ্র দাস পূজা উপলক্ষ্যে কালিহাতীর সল্লায় শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। নিহত নয়ন চন্দ্র দাসের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায়। আর অটোরিকশাচালক শওকত ভূঞাপুরের চেংটোপাড়ার চান্দু মণ্ডলের ছেলে।

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে সড়কে ছিটকে পড়ে দেলোয়ার হোসেন ও মো. সাগর মিয়া নামে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ সময় রায়হান নামে মোটরসাইকেল চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উজিরপুর ইউনিয়নের ছাফচেড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে মিয়ার বাজার হাইওয়ে থানার এসআই নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত দেলোয়ার হোসেন সদর দক্ষিণ উপজেলার ধনপুরের শহীদ মিয়ার ছেলে। সাগর মিয়া একই উপজেলার জয়নগর গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে ট্রাকচাপায় গৃহবধূ সুজলা রোজারিও নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর আগে সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বনপাড়া হারোয়া এলাকায় বনপাড়া-লালপুর সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় তিনি আহত হন। নিহত সুজলা রোজারিও উপজেলার মাঝগাঁও বাহিমালি গ্রামের অনন্ত পিউরির স্ত্রী। তিনি তিন সন্তানের জননী। স্থানীয়রা জানান, সুজলা রোজারিও বনপাড়ায় একটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে ভ্যানে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়া ও শেরপুর : শাজাহানপুরে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোরিকশাচালক মিজানুর রহমান মজনু নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে উপজেলার নয়মাইল এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মজনু বগুড়ার শেরপুর উপজেলার জোড়গাছা গ্রামের কলিম উদ্দিনের ছেলে। এছাড়া ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক পারাপারের সময় গাড়ির চাপায় অজ্ঞাতনামা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার ভোরে শেরপুর উপজেলার মির্জাপুরে ফুট ওভারব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গাইবান্ধা : সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাটে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ধাপেরহাট ফ্লাইওভারের পাশে শনিবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) : ফটিকছড়ি উপজেলার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে অটোরিকশায় বাড়ি ফেরার পথে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে কিশোর ইমন হোসেন নিহত হয়েছে। শুক্রবার রাত দেড়টায় চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে হাটহাজারী উপজেলার ৩নং মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া বুড়িপুকুর পাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন রাউজান উপজেলার সাতলংগা এলাকার মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে। ওই ঘটনায় অটোরিকশাচালক মো. মিরাজ, যাত্রী মো. মিনহাজ ও রায়হানসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গায় বাসের ধাক্কায় নুর ইসলাম নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। তিনি ভাঙ্গা পৌরসভার নুরপুরের হোসেন মাতবরের ছেলে। শুক্রবার রাত একটার দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
Wednesday 16 October 2024

২ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

নওগাঁর মান্দায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। অপরদিকে, নাটোরের বড়াইগ্রামে ট্রাকচাপায় এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

মান্দা (নওগাঁ) : নওগাঁর মান্দায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় মেছের আলী মন্ডল নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার মৈনম ইউনিয়নের বালুডাঙ্গা বাজার মোড়ের অদূরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক মেছের আলী মন্ডল মৈনম ইউনিয়নের দক্ষিণ মৈনম সাহপাড়া গ্রামের মৃত মকবুল আলী মন্ডলের ছেলে। মান্দা থানার ওসি মনসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় কারো কোন অভিযোগ না থাকায়, ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ নিহতের পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : নাটোরের বড়াইগ্রামে ট্রাকচাপায় সুজলা রোজারিও নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। নিহত সুজলা রোজারিও উপজেলার মাঝগাঁও ইউনিয়নের বাহিমালি গ্রামের অনন্ত পিউরির স্ত্রী। তিনি ৩ সন্তানের জননী। গত শনিবার রাত ৮টায় সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এর আগে গত শুক্রবার সকাল ৯টায় বনপাড়া-লালপুর সড়কে উপজেলার হারোয়া মাদারের ঝাড় এলাকায় দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাকে বহনকারী ভ্যানে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের উপর পড়ে যান। এ সময় ট্রাকের চাকায় তার কোমরে ক্ষত হয়।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার রাত ৮টায় সুজলা রোজারিওর মৃত্যু হয়। বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরল মুর্মু জানান, সুজলা রোজারিও একটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে নিজ গ্রাম বাহিমালি থেকে বনপাড়া আসার পথিমধ্যে দুর্ঘটনার শিকার হন। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিসহ ট্রাকচালককে আটক করেছে।

সময়ের আলো
রোববার। ১৩ অক্টোবর ২০২৪

বজ্রপাতে মৃত্যু কৃষকের

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার নবাবগঞ্জে কৃষিকাজ করার সময়ে বজ্রপাতে আবদুল হালিম (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বেলা ৩টার দিকে কলাকোপা ইউনিয়নে রাজপাড়া দক্ষিণ চক এলাকার খেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্বজনরা। নিহত আবদুল হালিম কলাকোপা ইউনিয়নের বাগবিবিরচর গ্রামের এশাক মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্র জানায়, হালিম শনিবার সকালে নিজের কৃষিজমিতে বেগুন, মরিচের চারা রোপণ করতে যান। এ সময় বজ্রপাতে হালিম মারা যান। বিকাল হওয়ার আগে বাড়িতে না ফেরায় স্বজনরা খোঁজ করতে যায়। সেখান গিয়ে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তার কান দিয়ে রক্ত পড়ছিল ও ঘাড়ের কাছে কালচে দাগ ছিল। তা ছাড়া তার মোবাইল ফোনটিও ছিল বিস্ফোরিত অবস্থায়। পরে স্বজনরা তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন। নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় নবাবগঞ্জ থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। স্বজনদের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বণিক বার্তা বুধবার, অক্টোবর ১৬, ২০২৪

ফরিদপুর ও মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফরিদপুর ও মিরসরাই

ফরিদপুর সদর উপজেলার মল্লিকপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। তারা সবাই সাতক্ষীরা থেকে সাভার যাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে হতাহতদের বেশির ভাগই ইটভাটার শ্রমিক। অন্যদিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে নারী-শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন নিহত হন

ফরিদপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় একই পরিবারের তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল এ দুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। তাদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ফরিদপুর হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৪টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলার মল্লিকপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসের সুপারভাইজার, হেলপারসহ পাঁচজন নিহত হন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৭ জন। তাদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হতাহতদের বেশির ভাগই ইটভাটার শ্রমিক। সাভারে ইটভাটায় কাজ করেন তারা। ছুটি শেষে কাজে ফেরার জন্য ৩০-৩৫ জন শ্রমিক সাতক্ষীরা থেকে খাগড়াছড়ি পরিবহনের একটি বাস ভাড়া করেন। পথেই তারা দুর্ঘটনার শিকার হন।

নিহতরা হলেন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সরা গ্রামের আবু বক্কর (৫৫), জাবাইল গ্রামের বাবু (৪০), খাগড়াছড়ি পরিবহনের সুপারভাইজার মো. মহসিন (৩৫) ও হেলপার নাহিদ কারিগর (১৯)। তাদের বাড়ি শ্যামনগর উপজেলার চণ্ডীপুর ও বাজার গ্রামে। নিহত অন্যজন মাগুরা সদর উপজেলার বরুইচারা গ্রামের পিকুল।

ফরিদপুর হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন জানান, ঢাকার আব্দুল্লাপুর থেকে ঝিনাইদহ যাচ্ছিল গ্রিন এক্সপ্রেস নামে একটি যাত্রীবাহী বাস। এ সময় ফরিদপুরের মল্লিকপুরে বিপরীত দিক থেকে আসা খাগড়াছড়ি পরিবহনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। নিহতদের সবাই খাগড়াছড়ি পরিবহনের যাত্রী ছিলেন। গ্রিন এক্সপ্রেসের বাসটি অসতর্কতাবশত বিপরীত লেনে চলে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মাহমুদুজ্জামান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৩০-৩২ জনকে ভোরে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ২৭ জনকে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদের মধ্যে একজনকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্লা ও পুলিশ সুপার আব্দুল জলিল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে হতাহতদের খোঁজখবর নেন।

জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্লা জানান, নিহতদের পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আহতদের মধ্যে ১৭ জনকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

অন্যদিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। এ সময় ঘটনাস্থলে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন নিহত হন। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড়তাকিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাইওয়ে পুলিশ ও মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা মরদেহগুলো উদ্ধার করেছেন।

নিহতরা হলেন সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের বগাচতর গ্রামের মো. সায়েমের স্ত্রী কাজল রেখা (২৫), তার ছেলে মো. আনাস (ছয় মাস) এবং কাজল রেখার মা নূরজাহান (৬০)।

পুলিশ জানায়, সীতাকুণ্ড থেকে অটোরিকশায় পূর্ব খৈয়াছড়া এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিল কাজল রেখার পরিবার। অটোরিকশাটি থামিয়ে খৈয়াছড়া ঝরনা রাস্তার মাথায় যাত্রীদের নামাচ্ছিলেন চালক। এ সময় পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকসহ অটোরিকশা উল্টে খাদে পড়ে যায়। এ সময় অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইমাম হোসেন পাটোয়ারী জানান, অটোরিকশায় আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Thursday 17 October 2024

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাজবাড়ী

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে ছেলের সুন্নতে খাৎনার অনুষ্ঠানের জন্য বাজার করতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রজব প্রামানিক নামে এক ভ্যানযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার সকালে উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের গাড়াকোলা বাজারের নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রজব প্রামানিক উপজেলা সদর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের জেকের প্রামানিকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন।

বালিয়াকান্দি থানার ওসি মো. জামাল উদ্দিন বলেন, ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রজব প্রামানিকের ফরিদপুর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেননি।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৮ অক্টোবর ২০২৪
২ কার্তিক ১৪৩১

সিরামিক কারখানার আগুনে দগ্ধ রায়হানের মৃত্যু

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কাশিমপুরে সিরামিক কারখানায় লাগা আগুনে দগ্ধ আবু রায়হান ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় কাশিমপুরের শাইনপুকুর সিরামিকের কারখানায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে। বুধবার রাতে আবু রায়হান শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে মৃত্যুবরণ করেন। তার বাবা রেজাউল করিম জানান, ১১ অক্টোবর আমার ছেলেসহ আমরা ৬ জন মিলে এসএনজি মেশিনের মাধ্যমে এলপিজি গ্যাস থেকে এসএনজি গ্যাসে পরিণত করার জন্য শাইনপুকুর কারখানায় কাজ করছিলাম। তখন মেশিনের পাশে থাকা বিদ্যুতের বোর্ড থেকে হঠাৎ শর্টসার্কিটে বৈদ্যুতিক স্পার্কিং হয়ে আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

যুগান্তর
শনিবার ১৯ অক্টোবর ২০২৪
৩ কার্তিক ১৪৩১

এলপিজি সিলিন্ডারে যানবাহনের গ্যাস

ধামরাইয়ে বিস্ফোরণে মাইক্রোচালক নিহত

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

মাইক্রোবাসে লাগানো এলপিজি সিলিন্ডারে যানবাহনের গ্যাস (সিএনজি) নিতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন চালক ফারুক হোসেন। শুক্রবার সকালে ধামরাই পৌর শহরের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ড এলাকার নাসির উদ্দিন অ্যান্ড নুরজাহান (এনএন্ডএন) সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় স্টেশনে থাকা কয়েকটি প্রাইভেটকার ও অটোরিকশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অল্পের জন্য বেঁচে যান স্টেশনের নজেলম্যানসহ শতাধিক মানুষ। বিস্ফোরণে দগ্ধ সোলাইমান নামে এক অটোচালক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর সদরের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে। নিহত ফারুক ধামরাই উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নের সুতিপাড়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। নাসির উদ্দিন অ্যান্ড নুরজাহান গ্যাস ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মাহবুবুর রহমান মাহবুব বলেন, দুর্ঘটনার শিকার ফারুক যদি আগে জানাতেন এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডারে রূপান্তর করা হয়েছে, তাহলে আমাদের টেকনিশিয়ান ও নজেলম্যান গাড়িটিতে গ্যাসই দিতেন না।

গ্যাস বিশেষজ্ঞ ও সিএনজি স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানান, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের পুরুত্ব অত্যন্ত পাতলা। আর যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডারগুলো পুরুত্ব মোটা হয়। ২০০ কিংবা ২২০ চাপে সহনশীল এ গ্যাস সিলিন্ডারে আমরা গ্যাস দিয়ে থাকি। পক্ষান্তরে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারটি পাতলা হওয়ায় ২০০ চাপের গ্যাস নিতে গিয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ধামরাই থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি বিশদভাবে খতিয়ে দেখে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে গ্যাস বিপণন ও দাহ্য পদার্থ সংরক্ষণ এবং বিপণন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৩ কার্তিক ১৪৩১, ১৯ অক্টোবর ২০২৪

সাভারে সেপটিক ট্যাংকের কূপ খনন করতে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে একটি নির্মাণাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের কূপ খনন করতে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ মেইটকা গ্রামের প্রবাসী লাল মিয়ার নির্মাণাধীন বাড়িতে এঘটনা ঘটেছে।

নিহতরা হলো রংপুর জেলার সদর থানার শ্রিরামপুর গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আনিসুল (৩৬) ও ভোলা জেলার দৌলতখানপুর থানার চরপাতা ইউনিয়ন আবুল কাশেমের ছেলে সাইফুল (৪২)। তারা সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নের মুশুরীখোলা এলাকায় ভাড়া থেকে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন।

ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে আনিসুল ও সাইফুল দক্ষিণ মেইটকা গ্রামের প্রবাসী লাল মিয়ার নির্মাণাধীন বাড়িতে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের জন্য কূপ খননের কাজ করছিলেন। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে কাজে গিয়ে প্রথমে আনিসুল ঐ কূপে নামলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় ওপরে থাকা সাইফুল আনিসুলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে কোনো সাড়া না পেয়ে নিজেই ঐ কূপে নামেন। কূপের ভিতরে নামার পর সাইফুলও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন বিষয়টি জানতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় চামড়াশিল্প নগরীর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এসময় সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

চামড়াশিল্প নগরীর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার তানভীর আহমেদ বলেন, কূপটি ২৫-৩০ ফুট গভীর ছিল। ধারণা করা হচ্ছে কূপের ভিতরে অক্সিজেনের অভাবে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়েমুল হুদা জানান, মৃত অবস্থায় ঐ শ্রমিকদের হাসপাতালে আনা হয়। বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত সাপেক্ষে তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা যাবে।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, সেপটিক ট্যাংকে নেমে মারা যাওয়া দুই জনের মরদেহ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৮ অক্টোবর ২০২৪
২ কার্তিক ১৪৩১

ট্রাকে পিকআপের ধাক্কা নিহত চালক-হেলপার

যুগান্তর ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় চালক ও তার সহকারী প্রাণ হারিয়েছেন। উপজেলার সীমান্তবাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া নওগাঁর রাণীনগরে বৃদ্ধ ও হবিগঞ্জের মাধবপুরে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এদিকে দুর্ঘটনায় ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও ময়মনসিংহের ফুলপুরে নবজাতকসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৫৬ জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

সিরাজগঞ্জ : নিহতরা হলেন— রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট গ্রামের মুক্তার হোসেনের ছেলে যুবক আশরাফুল ও একই এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে রনি। উত্তরবঙ্গগামী পণ্যবাহী ট্রাক বিকল হওয়ায় ওই এলাকায় থামিয়ে চাকা পরিবর্তন করছিলেন। এ সময় পেছন থেকে আসা পিকআপ ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান পিকআপের চালক ও সহকারী।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আরোহী সৌরভ মিয়া নিহত হয়েছেন। তিনি মাধবপুর উপজেলার বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের শিপন মিয়া ছেলে। বুধবার রাতে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

দুই স্থানে ঝরল আরও ২ প্রাণ

ভাঙ্গা ও ফুলপুরে নবজাতকসহ আহত ৫৬

দুর্ঘটনার পর আহত নবজাতককে উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গায় যুগান্তর

রাণীনগর (নওগাঁ) : রাণীনগরে রাস্তা পারের সময় পিকআপের ধাক্কায় বৃদ্ধ সোলাইমানের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলা সদরের রাণীনগর-আত্রাই আঞ্চলিক মহাসড়কের রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোলাইমান উপজেলার নয়া হরিশপুর গ্রামের মৃত কছির উদ্দিনের ছেলে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে নবজাতকসহ ৩০ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ভাঙ্গা ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার পূর্বসদরদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরে শেরপুর ও ঢাকাগামী বাসের সংঘর্ষে ২৬ জন আহত হয়েছেন। শেরপুর-ময়মনসিংহ সড়কের উপজেলার ইমাদপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ অক্টোবর ২০২৪

পাঁচবিবিতে ট্রেনে কাটা পড়ে ভ্যানচালকের মৃত্যু

■ পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

পাঁচবিবিতে চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সচীন চন্দ্র (৩৫)। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রেল স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সচীন পাঁচবিবি পৌরসভার মদিনা মসজিদ এলাকার নিতাই চন্দ্রের ছেলে। পাঁচবিবি স্টেশন মাস্টার জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশন অতিক্রম করছিল। এ সময় ঐ ব্যক্তি চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেয়। এ সময় তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে তার মৃত্যু হয়। সান্তাহার রেলওয়ে থানার ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ১৯ অক্টোবর ২০২৪
৩ কার্তিক ১৪৩১

সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের পেঁচাইন গ্রামে বিদ্যুৎস্পর্শে এক গার্মেন্টিস শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ দেওয়ার সময় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান। নিহত গার্মেন্টস শ্রমিকের নাম কাউসার আহিম্মেদ (৩০)।

নিহতের ভগ্নিপতি আলমগীর মিয়া জানান, উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের পেঁচাইন গ্রামে শুক্রবার বিকেলে গার্মেন্টস শ্রমিক কাউসার আহাম্মেদ তার নিজের পাকা বাড়ির কাজ তদারকি করছিলেন। এ সময় সিমেন্ট-বালু মেশানোর জন্য পানির প্রয়োজন হলে সে পানির মোটরের সুইচ দিতে যায়। মোটরের সুইচে হাত দেওয়ার সাথে সাথে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারাত্মকভাবে আহত হয়। এলাকাবাসী মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ইনচার্জ ফারুক হোসেন চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জানান, লাশ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৪ ■ কার্তিক ১, ১৪৩১ বণিক বার্তা

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ও রাজবাড়ীতে চারজন এবং রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও জামালপুরে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ছয়জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে :

চট্টগ্রাম: জেলার বাঁশখালীতে লরির ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে আনোয়ারা-বাঁশখালী পিএবি প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মহেশখালী উপজেলার হুয়ানক গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে ওয়াসিম রহমান (২২) এবং কালারমারছড়ার উত্তর নরবিলা ভাঙার মুখ বড়ুয়াপাড়ার সৈকত বড়ুয়ার মেয়ে রশ্মি বড়ুয়া (৩)। আহতরা হলেন নিহত রশ্মি বড়ুয়ার মা প্রিয়ন্তি বড়ুয়া (২১), মহেশখালীর হুয়ানক গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য গোলাম কুদ্দুস (৬৮), সিএনজি অটোরিকশাচালক জাবের (১৯)। আহত আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানায়, দুপুরে আনোয়ারা-বাঁশখালী পিএবি প্রধান সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় গ্যাস বোঝাই একটি লরি। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন।

বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজন মারা গেছেন। তাদের মরদেহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। আহতদের দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজবাড়ী: জেলার পাংশা উপজেলার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের নয়ন মোড়ে ভ্যানের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে সাইফুল ইসলাম রিপন নামে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ভ্যানের তিন যাত্রী। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন বাবুপাড়া ইউনিয়নের ফুলতলা গ্রামের মাবুদ আলীর ছেলে।

পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি হারুন-অর রশিদ জানান, রিপন মোটরসাইকেল চালিয়ে বাবুপাড়া থেকে পাংশার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নয়ন মোড়ে সামনে থাকা ভ্যানে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর অবস্থায় পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে দুপুরে সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামে নিজ বাড়ির সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নওয়াব আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

ঢাকা: রাজধানীর যাত্রাবাড়ী বাসস্ট্যান্ডে ইলিশ পরিবহনের একটি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে যাত্রাবাড়ীর গোমতী পেট্রলপাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী সম্রাট জানান, ইলিশ পরিবহনের দুটি বাসের মাঝখানে পড়ে যান ওই যুবক। পরে একটি বাসের ধাক্কায় নিচে পড়ে গেলে অন্য বাস তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জামালপুর: জেলার মেলান্দহে মাহিন্দ্রা গাড়ির ধাক্কায় কোরবান আলী (৫৫) নামে এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১টার দিকে উপজেলার খানপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কোরবান আলী ইসলামপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি।

বণিক বার্তা রোববার, অক্টোবর ২০, ২০২৪

চট্টগ্রামে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট পৌরসভায় নির্মীয়মাণ একটি ভবন থেকে পড়ে মো. জামাল উদ্দিন (২০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে নাজিরহাট বাজারের দরবার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল উদ্দিন হাটহাজারীর মোহাম্মদ ছালামের ছেলে।

ভবন মালিক মো. কাশেম জানান, জামাল উদ্দিন দীর্ঘদিন ছয়তলা ভবনে কাজ করছিলেন। গতকাল সকালে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যান। আহতাবস্থায় ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর

রোববার ২০ অক্টোবর ২০২৪
৪ কার্তিক ১৪৩১

নবাবগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

নবাবগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারুফ (১৫) নামে এক কিশোর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা যন্ত্রাইল-শোল্লা রোডের যন্ত্রাইল গ্রামের কাওসারের পোলট্রি ফার্মে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারুফ জালালচর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইলেকট্রিকের কাজ করত। নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার বিকালে যন্ত্রাইল ব্রিজের ঢালের মসজিদের কাছে পোলট্রি ফার্মে ইলেকট্রিকের কাজে আসে। ফার্মের পাশের পুকুরে পড়ে থাকা একটি বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায় মারুফ। এ সময় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। এ বিষয়ে নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মমিনুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই, থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৪

ফরিদপুরে দুই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৫ শ্রমিকের

রূপান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। গতকাল মঙ্গলবার ভোররাত ৪টার দিকে ফরিদপুর সদরের ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মল্লিকপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ঢাকা থেকে ঝিনাইদহগামী গ্রিন এক্সপ্রেস বাসের সঙ্গে সাতক্ষীরা থেকে সাভারের আমতলীগামী খাগড়াছড়ি পরিবহন নামে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সাভারগামী বাসের চারজন ও গ্রিন এক্সপ্রেসের একজন যাত্রী নিহত হন। হতাহতদের বেশিরভাগই ইটভাটার শ্রমিক। ছুটি শেষে কর্মক্ষেত্র ঢাকার সাভারে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তারা।

এদিকে গতকাল দুপুরে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের খৈয়াছড়া ঝরনা রাস্তার মাথা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছেন। নিহতদের দুজন নারী ও এক শিশু। তারা একই পরিবারের সদস্য। চট্টগ্রামে পৃথক দুর্ঘটনায় আরেকজন নিহত হয়েছেন। গতকাল গাজীপুরে পৃথক আরেক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরেক ব্যক্তি।

চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত এক পরিবারের তিনজন

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস, হাইওয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে নিহত পাঁচজনের মরদহ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ মর্গে রয়েছে। নিহতরা হলেন– সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার আবাদ চণ্ডীপুর গ্রামের আনসার ইসলামের ছেলে মহসিন ইসলাম (২৬), একই উপজেলার ছড়া গ্রামের সাখাওয়াত গাজীর ছেলে আবু বক্কার (৫৫), একই উপজেলার ইছামোড়ল গ্রামের সিরাজ মোল্লার ছেলে বাবু মোল্লা (৪০), সাতক্ষীরা থেকে শ্রমিকদের নিয়ে আসা বাসের সুপারভাইজার সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার বাজরা গ্রামের মনিরুল কারিগরের ছেলে নাহিদ কারিগর (১৯) ও গ্রিন এক্সপ্রেসের হেলপার মাগুরার বাগিয়া গ্রামের সিরাজ শেখের ছেলে পীকুল শেখ (৪২)।

এলাকাবাসী ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকার আবদুল্লাপুর থেকে রাতে ছেড়ে আসা ঝিনাইদহগামী গ্রিন এক্সপ্রেস নামের যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে ছেড়ে আসা খাগড়াছড়ি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার বিষয়ে খাগড়াছড়ি পরিবহনের যাত্রী শরিফুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে আসা বাসটি অনেক গতিতে আসছিল। পরে খাগড়াছড়ি পরিবহনের লেনে এসে সজোরে ধাক্কা মারলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা থেকে আসা বাসটি অতিরিক্ত গতির কারণে এমনটি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ফরিদপুর হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তবে কী কারণে এ দুর্ঘটনা হলো সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড প্রতিনিধি জানান, জেলার মিরসরাইয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে নারী-শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহগুলো উদ্ধার করেছেন। নিহতরা হলেন– কাজল রেখা (২৫) ও তার মা নুরজাহান (৫৫), কাজলের সন্তান আনাস (৭ মাস)। তারা সবাই সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বগাচতর গ্রামের জমাদার মিস্ত্রিবাড়ির বাসিন্দা। মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা

যুগান্তর
রোববার ২০ অক্টোবর ২০২৪
৪ কার্তিক ১৪৩১

শাজাহানপুরে সড়কে ব্যবসায়ী ২ বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শাজাহানপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ব্যবসায়ী দুই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার রাতে উপজেলার জোড়া কৃষি কলেজ এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া চার স্থানে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাদের মধ্যে নাটোরে দুই যাত্রী, বরিশালে পথচারী এবং টাঙ্গাইল ও কুষ্টিয়ায় দুই চালক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া : নিহতরা হলেন—শাজাহানপুর উপজেলার গন্ডগ্রামের মানিকের ছেলে যুবক পলাশ ও গন্ডগ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রম এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে আপেল। তারা পরস্পর বন্ধু। করতেন কাপড় ব্যবসা। শুক্রবার মোটরসাইকেলে বগুড়ায় যান কাজের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে বাসায় ফেরার পথে ওই স্থানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তারা প্রাণ

চার
ও ৫
নি

কুমারখালী (কুষ্টিয়া) : কুমারখালীতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক রতন হোসেন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের নন্দলালপুর ইউনিয়নের বাঁশআড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রতন লালপুর উপজেলার শিমুল হোসেনের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৪ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Sunday 20 October 2024

মঠবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর)

পিরোজপুরে মঠবাড়িয়ায় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহীদ খান নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শহীদ খান উপজেলার ৫নং সদর ইউনিয়নের বকশির ঘটিচোরা গ্রামের মৃত মুন্সি মুসা আলী খানের ছেলে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরসাইকেল ধোয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পানির পাম্প চালু করেন শহীদ খান। এ সময় ও অসাবধানতাবসত বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন। পরে স্বজনরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শহীদ খানকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিক বার্তা
বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৪ ■ কার্তিক ৭, ১৪৩১

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানীর মুগদা ও মহাখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই কলেজছাত্র এবং কুমিল্লায় গাড়ির ধাক্কায় কাভার্ড ভ্যানচালক প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল সকালে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো সাতজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঢাকা: গ্রামের বাড়ি থেকে জাকির খাঁর (৪৫) খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়ার বাসায় আসছিলেন কয়েকজন আত্মীয়স্বজন। গতকাল ভোরে তারা সায়েদাবাদ এলাকায় বাস থেকে নামেন। জাকির খাঁ তাদের নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। মুগদায় কমলাপুর স্টেডিয়ামের সামনে একটি ট্রাক তাদের বহনকারী অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এ সময় জাকিরসহ অটোরিকশায় থাকা চারজন আহত হন। গুরুতর অবস্থায় জাকিরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত জাকির পেশায় অটোরিকশাচালক।

অন্যদিকে ভোরে মহাখালী ফ্লাইওভারের পাশের সড়কে পিকআপের ধাক্কায় জিদান (২০) নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক আরমান, পিকআপ চালক বাবুল ও তার সহকারী রাসেল।

বনানী থানার এসআই ইফতেখার মাহমুদ জানান, দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, সেটি জানা যায়নি। মোটরসাইকেল ও পিকআপ ভ্যানের সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে, নাকি অন্য কোনোভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে, সেটি জানার চেষ্টা চলছে।

মাদারীপুর : জেলার শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো একজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের বন্দরখোলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ভদ্রাসনের গোবিন্দ শীলের ছেলে পার্থ শীল (২০) ও গোয়ালকান্দা গ্রামের পান্ডব দাসের ছেলে তন্ময় দাস (২০)। আহত সীমান্তের বাড়ি পাঁচ্চর এলাকায়। হতাহতরা সবাই শিবচরের দত্তপাড়া ইলিয়াস আহম্মেদ চৌধুরী কলেজের শিক্ষার্থী।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ক্লাস শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন পার্থ, তন্ময় ও সীমান্ত। মোটরসাইকেলটি বন্দরখোলায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীছাউনিতে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই পার্থ ও তন্ময় মারা যান। গুরুতর আহত হন সীমান্ত। পরে স্থানীয়রা সীমান্তকে পাঁচ্চরের একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। মূলত বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানান শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি মো. শাকিল আহমেদ।

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে দুর্ঘটনায় মোহাম্মদ রানা (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি কাভার্ড ভ্যানচালক ছিলেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাতিসা ইউনিয়নের আমজাদের বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ রানা চট্টগ্রামের হালিশহর থানার সবুজবাগ এলাকার মোহাম্মদ সেলিম মিয়ার ছেলে।

চৌদ্দগ্রাম মিয়া বাজার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক গিয়াস উদ্দিন জানান, ভোরে ঢাকামুখী একটি কাভার্ড ভ্যান সামনে থাকা অন্য একটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে কাভার্ড ভ্যানচালক মোহাম্মদ রানা নিহত হন।

যুগান্তর
রোববার ২৭ অক্টোবর ২০২৪
১১ কার্তিক ১৪৩১

বনশ্রীতে ভবন থেকে পড়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকার খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ বনশ্রীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. মাহবুব হোসেন নামে এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কিংবাজরা গ্রামের রফিকুল হোসেনের ছেলে। বনশ্রী এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ভাই রাকিব হোসেন জানান, মাহবুব ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করতেন। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ বনশ্রী কাজী বাড়ি এলাকায় একটি ভবনের নবম তলায় বিদ্যুতের কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে তাকে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে খিলগাঁও থানার পুলিশের সহায়তায় সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খিলগাঁও থানার এএসআই মো. রফিকুল ইসলাম জানান, লাশ ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। মাহবুব দুই ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন।

সোমবার, অক্টোবর ২৮, ২০২৪ ■ কার্তিক ১২, ১৪৩১ বণিকবার্তা

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানী ঢাকাসহ চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েছেন। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলে দুজন এবং নরসিংদী, গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা ও ফেনীতে চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঢাকা: যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল হাসপাতালের সামনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যাত্রীসহ রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রিকশাযাত্রী দিদার এলাহী (৩৪)। তবে নিহত রিকশাচালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। দিদার এলাহী এসবিএসি ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যাত্রাবাড়ী থানার এসআই মুজাহিদুল ইসলাম জানান, কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কাভার্ড ভ্যান শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

নরসিংদী: জেলার ঘোড়াশালে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে ময়ুরী বেগম (৭৫) নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশাচালক। গতকাল সকালে ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ময়ুরী বেগম ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করতেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে ঘোড়াশাল থেকে একটি অটোরিকশা পাঁচ যাত্রী নিয়ে পাঁচদোনার দিকে যাচ্ছিল। বাইপাস সড়কে পৌঁছলে একটি কুকুর দৌড়ে সড়ক পার হচ্ছিল। চালক কুকুরটিকে বাঁচাতে ব্রেক করলে অটোরিকশাটি উল্টে যায়। ময়ূরী বেগম অটোরিকশার নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পলাশ থানার এসআই কামরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গাইবান্ধা: গোবিন্দগঞ্জে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা পৌনে ১১টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের কোমরপুর বৈঠাখালী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন মিয়া (২৮) রাজধানীর মিরপুর মাজার রোডের ছোলেমান মাতুব্বরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, পিকআপটি বগুড়া যাওয়ার পথে বৈঠাখালীতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপটির সামনের অংশ ভেঙে ট্রাকের সঙ্গে আটকে যায়। এ সময় পিকআপচালক রিপন মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত পিকআপ ও চালকের মরদেহ থানায় নিয়ে আসে। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি শরিফুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা: দামুড়হুদায় ট্রাকের ধাক্কায় রাকিব হোসেন (১৯) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কাঁচাবাজারসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব হোসেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের গোবিন্দহুদা গ্রামের মিলন হোসেনের ছেলে। তিনি দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, রাকিব মোটরসাইকেলে দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষা দেয়ার জন্য আসছিলেন। তিন রাস্তার মোড়ে পৌঁছলে চুয়াডাঙ্গা থেকে দর্শনাগামী একটি ট্রাক মোটরসাইকলেটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান রাকিব।

ফেনী: পরশুরামে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আবদুর রহমান (১৬) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের মালিপাথর রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুর রহমান ওই গ্রামের আবদুল কাদেরের ছেলে। সে পরশুরামে একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজ শ্রমিকের কাজ করত।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গ্যারেজ থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি যাচ্ছিল আবদুর রহমান। মালিপাথর সড়কে পৌঁছলে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়। পরশুরাম মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
বুধবার ২৩ অক্টোবর ২০২৪
৭ কার্তিক ১৪৩১

ফতুল্লায় পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পূর্বপাশে ফতুল্লার পূর্ব লামাপাড়া এলাকায় নূর গ্রিন কম্পোজিট নামে পোশাক কারখানার দুই তলা ভবনের নিচতলায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। আগুনের খবর পেয়ে হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনে বিপুল পরিমাণ কাপড় ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। মালিক পক্ষ আগুনে তাদের দুই কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে। হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার ওবায়দুল ইসলাম আগুনের বিষয়টি নিশ্চিত করে মঙ্গলবার বিকালে বলেন, ফতুল্লার একটি গার্মেন্ট কারখানায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ
শনিবার ১০ কার্তিক ১৪৩১
Saturday 26 October 2024

গোবিন্দগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎচালিত মোটর দিয়ে পুকর থেকে পানি সরাতে দিতে গিয়ে মনিরুল ইসলাম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকালে উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের খুরশাল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক মনিরুল ইসলাম খুরশাল গ্রামের হাফিজার রহমানের ছেলে।

জানা যায়, গত বুধবার দুপুর ১২টায় বাড়ির পাশের মজা পুকুরটি শুকানোর জন্য প্রতিবেশী মাহামুদ মন্ডলের ভাড়ায় চালিত বিদ্যুতের মটর ভাড়া করে আনা হয়। বেলা ৩টায় মোটরটি দিয়ে শুকানোর জন্য পুকুর থেকে পানি সরানোর চেষ্টা করছিলেন মনিরুল। মোটরে পানি না ওঠায় স্থান পরিবর্তনের জন মনিরুল পুকুরে নামেন। এ সময় ছেঁড়া-ফাটা বিদ্যুতের তারে পুকুরের পানি বিদ্যুতায়িত হয়ে থাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন মনিরুল। পরে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মনিরুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
শনিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৪
১০ কার্তিক ১৪৩১

সড়কে শিক্ষার্থী ও নারীসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় শুক্রবার পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামে শিক্ষার্থী, গাজীপুরে নারী, দিনাজপুরে যাত্রী, কুমিল্লায় মোটরসাইকেল আরোহী এবং মুন্সীগঞ্জে বৃদ্ধ রয়েছেন। **প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : মীরসরাই উপজেলায় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নাঈম ভূঁইয়া প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ছোট কমলদহ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নাঈম মীরসরাই উপজেলার ধুম ইউনিয়নের ইয়ারহাট এলাকার মহিউদ্দিন স্বপনের ছেলে ও বারইয়ারহাট কলেজের ছাত্র।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় বাসচাপায় নিহত হয়েছেন শ্রমিক আয়দন বিবি। শুক্রবার সকালে উপজেলার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আয়দন সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ছিরহাইল এলাকার জাকির হোসেনের স্ত্রী। তিনি আশুলিয়া থানাধীন জিরানী পুকুরপাড় এলাকায় নিজামউদ্দিনের বাড়িতে ভাড়া থেকে কাজ করতেন।

যুগান্তর | সোমবার ২৮ অক্টোবর ২০২৪ | ১২ কার্তিক ১৪৩১

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় শিক্ষার্থী রাকিব প্রাণ হারিয়েছে। রোববার সকালে দামুড়হুদার বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন হাঁটের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ছাড়া সাত স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে ব্যাংক কর্মকর্তাসহ দুজন, রংপুরে যুবক, হবিগঞ্জে ব্যবসায়ী, নরসিংদীতে নারী, গাইবান্ধায় পিকআপ চালক এবং বগুড়া ও টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল আরোহী-চালক রয়েছেন। এদিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেটকার পথচারীদের ওপর উঠে যায়। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

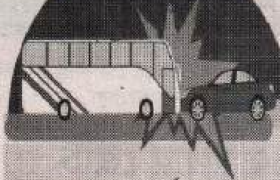

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানীসহ সাত স্থানে ঝরল আরও ৮ প্রাণ

ঢাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের ওপর প্রাইভেটকার, আহত ৭

ঢাকা : যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল হাসপাতালের সামনে রোববার কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ব্যাংক কর্মকর্তা দিদার এলাহী এবং এক রিকশাচালক প্রাণ হারিয়েছেন। দিদার মতিঝিলে বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সহকারী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার পাইকা এলাকায়। তিনি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে মাতুয়াইল মেডিকেল রোডে বসবাস করতেন। দিদারকে বহনকারী রিকশাচালকের আনুমানিক বয়স ৪০। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনায় রিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের সামনের ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেটকার পথচারীদের ওপর উঠে যায়। এতে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর তিনজনকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : রাকিব উপজেলার চিতলা গোবিন্দহুদা গ্রামের মিলনের ছেলে এবং দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। সকালে রাকিবরা তিন বন্ধু মোটরসাইকেলে কলেজে পরীক্ষার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে ওই স্থানে ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগলে তারা পড়ে যায়। এ সময় পেছন থেকে আসা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় রাকিব।

পীরগাছা (রংপুর) : রোববার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দুর্ঘটনায় আহত যুবক আশরাফুল ইসলাম। মঙ্গলবার নাজমুল ও আশরাফুল ব্যবসার উদ্দেশ্যে পীরগঞ্জে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শনিবার চিকিৎসাধীন নাজমুল প্রাণ হারান। তারা পরস্পর বন্ধু। নাজমুল পীরগাছার অন্নদানগর ইউনিয়নের আবু সুফিয়ানের ছেলে আর আশরাফুল একই ইউনিয়নের এমদাদুল হক মাস্টারের ছেলে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : উপজেলার গজনাইপুর ইউনিয়নের অজ্ঞাতনামা গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী জাকির হোসেন নিহত হয়েছেন। রোববার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাদক ব্যবসায়ী জাকির চুনারুঘাট উপজেলার দেওয়ারগাছ ইউনিয়নের বাঘারু গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

শেরপুর (বগুড়া) : শেরপুর-ধুনট আঞ্চলিক সড়কের শুবলী এলাকায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক মেহেদী হাসান জিসান নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জিসান ধুনট উপজেলার জোড়খালি গ্রামের খায়রুল ইসলাম জুয়েলের ছেলে।

গাইবান্ধা ও সাঘাটা : গোবিন্দগঞ্জের বৈঠাখালি এলাকায় ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে চালক রিপন মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রিপন ঢাকার মিরপুর এলাকার মাজার রোডের ছোলেমান মাতুব্বরের ছেলে।

পলাশ (নরসিংদী) : পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে অটো উলটে বৃদ্ধা ময়ূরী বেগম নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়ূরী বেগম ঘোড়াশাল রেলস্টেশনের বস্তি এলাকার গোলাম মোস্তফা মিয়ার স্ত্রী।

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : কালিহাতীতে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক আকাশ মারা গেছেন। রোববার সকালে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কালিহাতীর মুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আকাশ কালিহাতী উপজেলার আউলিয়াবাদ মধ্যপাড়া গ্রামের হারুনের ছেলে। নিজ বাড়ি থেকে আকাশ স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে টাঙ্গাইলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৪

দুই নৌকার সংঘর্ষে নদীতে জেলে নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের কালাবদর নদীতে ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকার সংঘর্ষে নদীতে পড়ে এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস ও নৌপুলিশ জানিয়েছে। এ সময় আরও দুই জেলে আহত হয়েছেন। নিখোঁজ জেলে হলেন রবিউল ইসলাম রবি (২৫)। তিনি মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর আদর্শ গ্রামের বাসিন্দা সেলিম ঢালীর ছেলে। আহতরা হলেন মো. নিজাম ও মো. কবির। মেহেন্দিগঞ্জের কালিগঞ্জ নৌপুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক অনিমেষ হালদার বলেন, শ্রীপুর নাসির মিয়ার ইটভাটা এলাকায় কালাবদর নদীতে সোমবার রাত ১০টার দিকে দুই ট্রলারের সংঘর্ষ হয়। এতে এক জেলে নদীতে পড়ে নিখোঁজ রয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা এসে তল্লাশি করে তাকে খুঁজে পায়নি। ঘটনাস্থলে নৌপুলিশের একটি টহল দল রয়েছে। বরিশাল সদর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে গতকাল সকালে গিয়ে তারা তল্লাশি করেছেন। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ জেলের বাবা সেলিম ঢালী জানান, বরিশাল সদর উপজেলার লাহারহাট বাজার থেকে ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকা নিয়ে রাত ৯টার দিকে বাড়ি ফেরার সময় নদীর নাসির মিয়ার ইটভাটা এলাকায় পৌঁছালে অবৈধভাবে শিকার করে ইলিশ মাছ নিয়ে ফেরা ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যায় ছেলে রবি। তার সন্ধানে নদীতে তল্লাশি করা হচ্ছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ায় ভবনের গর্তে পড়ে বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনের গর্তে পড়ে বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের ছাদের কাঠামোর কাজ করতে গিয়ে ১৮ মিটার উঁচু থেকে বায়ু প্রবাহের গর্তে পড়ে ২২ বছর বয়সি এক বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তবে তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। বুধবার দেশটির পেনাং রাজ্যের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের (জেকেকেপি) পরিচালক হাইরোজি আসরি এক বিবৃতিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশটির পেনাং রাজ্যের পোলাও পেনাংয়ে রোববার সকাল পৌনে ১০টায় ওই বাংলাদেশি নির্মাণ শ্রমিক নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে কাজ করছিলেন। এমন সময় ১৮ মিটার উঁচু থেকে বায়ু প্রবাহের গর্তে পড়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

কালের কণ্ঠ | বুধবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৪।

প্রাইভেট কারের চাপায় ট্রাকচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মহাখালী ফ্লাইওভারের ঢালে প্রাইভেট কারের চাপায় মো. মিলন (৫০) নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তেজগাঁও থানার উপপরিদর্শক মো. শাহাদাত হোসেন নাফিজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, স্বজনদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মিলন বনানীতে মাটি ফেলে ট্রাক নিয়ে ফিরছিলেন। মহাখালী ফ্লাইওভারের কাছে পৌঁছলে মোবাইল ফোন হাত থেকে পড়ে যায়। ট্রাক থামিয়ে ফোন তুলতে গিয়ে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মিলন সাভারের সালেহপুর গ্রামের মৃত মফিজুল ইসলামের ছেলে।

দেশের সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৫ কার্তিক ১৪৩
Dhaka : Thursday 31 October 2024

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নববধূ ও শিশুসহ নিহত ৩

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

রাজশাহীতে বাসচাপায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় এক নববধূ এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

গাজীপুর : গাজীপুরের কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মুক্তাদির নামে এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার নলছাটা এলাকায় টঙ্গী-কালীগঞ্জ সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুক্তাদির হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার চইলা রামপুর এলাকার হাসেন আলীর ছেলে।? টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শাহিন আলম জানান, খবর পেয়ে সকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ও স্থানীয়দের, সহায়তায় প্রথমে পিকআপ থেকে ডাব আনলোড করা হয়।

পরবর্তীতে একটি ট্রাকের সহায়তায় পিকআপ ভ্যান টেনে উদ্ধার করা হয়। এরপর পিকআপ থেকে চালককে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, ঘুমের ঘোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পিকআপ চালকের মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ৩০ অক্টোবর ২০২৪
১৪ কার্তিক ১৪৩১

টকে বাসের নিচে, মায়ের সামনে প্রাণ গেল শিশুর

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহীতে বাসচাপায় সাত বছর বয়সি শিশু মারিয়া আক্তার যুঁথি প্রাণ হারিয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর বোয়ালিয়া থানার ভদ্রা মোড়ে মায়ের সামনেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বেশ কয়েকটি বাস এবং মোড়ে থাকা আন্তঃজেলা বাস টিকিট কাউন্টার ভাঙচুর করেন। এ ছাড়া পাঁচ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে রাজধানীতে ট্রাকচালক, বগুড়ায় নারী শ্রমিক, নড়াইলে বৃদ্ধ, গাজীপুরে যুবক এবং ফরিদপুরে পথচারী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—**

রাজশাহী : যুঁথি নগরীর মেহেরচন্ডির দায়রাপাক এলাকার হাসান মোল্লার মেয়ে। ঘটনার পর ছোট্ট আরেক মেয়েকে নিয়ে লাশের পাশে রাস্তায় বসেছিলেন মা। দুই মেয়েকে নিয়ে অটোতে নগরীর সাহেববাজার যাচ্ছিলেন ওই মা। ভদ্রা মোড়ে একটি অটো তাদের গাড়ির পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে যুঁথি ছিটকে পড়লে বাস তাকে চাপা দেয়। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় যুঁথি। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা সড়ক অবরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর করলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য ও রাজশাহী মহানগর পুলিশের কুইক রেসপন্স টিমের (সিআরটি) সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঢাকা : মহাখালী ফ্লাইওভারের ঢালে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় ট্রাকচালক মিলন নিহত হয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিলন সাভার আমিনবাজার সালেহপুর গ্রামের মৃত মফিজুল ইসলামের ছেলে।

বগুড়া : বগুড়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে পথচারী রেহেনা বেওয়া প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার দ্বিতীয় বাইপাস মহাসড়কে মোল্লা বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রেহেনা বগুড়া সদর উপজেলার খামারকান্দি দক্ষিণপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দিন ফকিরের স্ত্রী। তিনি একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। সকালে বাড়ি থেকে হেঁটে কারখানার দিকে যাচ্ছিলেন।

লোহাগড়া (নড়াইল) : লোহাগড়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ হারেজ মোল্যা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার যশোর-কালনা মহাসড়কের বসুপটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হারেজ মোল্যা লোহাগড়ার কাশিপুর ইউনিয়নের পীলাতলা গ্রামের বাসিন্দা।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : কালীগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে পিকআপের ধাক্কায় যুবক মুক্তাদির নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার টঙ্গী-কালীগঞ্জ সড়কের নলসাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুক্তাদির হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ থানার চইলা রামপুর এলাকার হাসেন আলীর ছেলে।?

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী এলাকায় বাসচাপায় পথচারী বৃদ্ধ নান্নু শিকদার নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নান্নু গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার বাহারা গ্রামের মৃত আব্দুল কাশেমের ছেলে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৪
১৫ কার্তিক ১৪৩১

দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ ছিটকে নারী ট্রলির তলায়

যুগান্তর ডেস্ক

শেরপুরে ট্রলিচাপায় দুই সন্তানের জননী হাসি বেগম নিহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে নৌহাটা এলাকার পৌর কবরস্থানের সামনে শেরপুর-ঝিনাইগাতী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে বৃদ্ধা, মেহেরপুরে বৃদ্ধ, গাইবান্ধায় যাত্রী, হবিগঞ্জে হেলপার এবং ফরিদপুরে যুবক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : নবীগঞ্জ উপজেলায় লরিতে ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার শফিকুল ইশমাম নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শফিকুল যশোর কোতোয়ালি থানার মুরালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর ২০২৪,

গুলিতে এক শ্রমিক নিহত, আহত ৫ জন হাসপাতালে

তৈরি পোশাক খাত

আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষে আবারও প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। গতকাল সোমবার ঢাকার সাভারে গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন। গতকাল দুপুরে আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলিতে নিহত কাওসার হোসেন (২৭) টঙ্গাবাড়ির ম্যাংগো টেক্স লিমিটেড নামের একটি কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ অন্য পাঁচ শ্রমিক হলেন হাবীব, নাজমুল হোসেন, ওবায়দুল মোল্লা, রাসেল মিয়া ও নয়ন। তাঁরা সাভারের বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এনাম মেডিকেলের ইনচার্জ মো. ইউসুফ গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, দুপুরের দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একসঙ্গে পাঁচ শ্রমিককে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে হাসপাতালে

নিটওয়্যারের কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় আশপাশের কিছু কারখানার শ্রমিকেরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর চালান। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ধাওয়া দেন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ন্যাচারাল ডেনিমের এক শ্রমিক বলেন, 'মজুরি নিয়া সমস্যা, দুইজন শ্রমিক নিখোঁজ—এই সব নিয়া মন্ডল কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে আমরা গেছিলাম। মন্ডলের শ্রমিকদের আটকাইয়া মারধর করতেছে, এটাও শুনছিলাম। ওইখানে যাওয়ার পর প্রশাসন ও সাধারণ শ্রমিক মুখোমুখি হয়। দুই পক্ষেই পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। দেখছি তিনজনের গুলি লাগছে। একজন মারা গেছে। দুইজনরে এনাম মেডিকেলে নিয়া রাইখা আসছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ইটপাটকেল ছুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকটি গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলেন। এ সময় পুলিশের কয়েকজন সদস্যও আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রাবার বুলেট ছোড়েন।

এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর সাভারের জিরাবো এলাকায় পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষে একজন নারী শ্রমিক নিহত হন। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকার সাভার ও আশুলিয়া এবং গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অনেক কারখানা দফায় দফায় বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে ২৪ সেপ্টেম্বর শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি পূরণের ঘোষণা দেয় মালিকপক্ষ। অন্তর্বর্তী সরকারের চার উপদেষ্টা, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতা, পোশাক কারখানার মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের দাবি মানার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, গত কয়েক দিনে

গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকার একটি কারখানা শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় কারখানায় ভাঙচুরের চেষ্টা চালানো হয়। পরে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আটজনকে আটক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন দাবিতে এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা কোনাবাড়ী-আমবাগ আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। সেখান থেকে তাঁরা আমবাগ এলাকায় পি এন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি কারখানায় ভাঙচুর চালান। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা-পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এরপর র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে শ্রমিকদের ধাওয়া করেন।

এম এম নিটওয়্যারের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. মনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করলে কর্তৃপক্ষ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে। এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ ও বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল ফতুল্লায় বিক্ষোভ মিছিল করেন জনি টেক্সটাইল নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, জনি টেক্সটাইলে ৬২৮ শ্রমিক কর্মরত। আজ (গতকাল) লে-অফের যে নোটিশ টাঙানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কারখানাটি বন্ধ। এমন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত।

গতকাল নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন ক্রোনি অ্যাপারেলস লিমিটেড ও অবন্তী কালার টেক্স লিমিটেড নামের দুটি কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা। সমাবেশ থেকে বলা হয়, দুই কারখানায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। কোনো কারণ ছাড়াই বিনা নোটিশে ধাপে ধাপে কারখানা দুটির শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের কেউ কেউ এখনো ৯ মাসের বেতন পাবেন। মালিকপক্ষ বেতন দিতে টালবাহানা করছে। অবিলম্বে সবার পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১ অক্টোবর ২০২৪ ॥

লিফটের গর্তে শ্রমিকের লাশ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ভালুকায় নিখোঁজের তিন দিন পর একটি কারখানার নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের গর্ত থেকে সাজ্জাদ হোসেন নামে এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় গতকাল লাশটি উদ্ধার করে থানা পুলিশ। সাজ্জাদ পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার বোতলডাঙ্গার আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি ওই কারখানার ফিনিশিং সেকশনে আয়রন ম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জানা যায়, সাজ্জাদ গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কারখানা থেকে নিখোঁজ হন। তার ভাই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। পুলিশ মোবাইল ট্র্যাকিং করে কারখানার নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের গর্তে লাশের সন্ধান পায়। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং দোষীদের বিচার দাবিতে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এবং কারখানা গেটে অবস্থান নিয়ে ভাঙচুর চালান শ্রমিকরা। এতে দীর্ঘ যানজট হয়।

যুগান্তর | শনিবার ৫ অক্টোবর ২০২৪
২০ আশ্বিন ১৪৩১

চারঘাট সীমান্ত

দুই বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেল বিএসএফ

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর চারঘাট সীমান্তে পদ্মা নদীর জলসীমা থেকে একটি ইঞ্জিন নৌকাসহ দুই বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধৃতরা হলেন চারঘাট উপজেলার চক মুক্তারপুর গ্রামের জেলে মানিক উদ্দিন শেখ ও মোফাজ্জল হোসেন শেখ। পদ্মার মধ্য জলসীমা থেকে আটকের পর দুই জেলেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদেরকে মুর্শিদাবাদের লালবাগ কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজশাহীর ১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মতিউল ইসলাম জানান, আমাদের জেলেরা পদ্মার বাংলাদেশ জলসীমাতেই মাছ ধরছিলেন। প্রবল সে াতে জেলে নৌকাটি ভারতীয় জলসীমার কয়েকশ গজ ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় ৭৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অধীন কাকমারী সীমান্ত ফাঁড়ির একটি টহল দল তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। পরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, দুই বাংলাদেশি জেলেকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমরা বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের প্রস্তাব পাঠালেও তারা সাড়া দেয়নি।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, দুই বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর পদ্মার বাংলাদেশি জলসীমায় বিজিবি টহল বাড়ালেও জেলেরা ভয়ে মাছ ধরতে নামছেন না।

উল্লেখ্য, চারঘাটের একই সীমান্তে বুধবার সন্ধ্যায় দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটক দুই ভারতীয় নাগরিককে চারঘাট থানা পুলিশে হস্তান্তরের পর বৃহস্পতিবার তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার । ৬ অক্টোবর ২০২৪ ।

বাসা থেকে গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মেরুল বাড্ডার একটি বাসা থেকে এক কিশোরী গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম ফেরদৌসী (১২)। তাকে হত্যা করা হয়েছে না অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয় সেটি তদন্ত চলছে। ফেরদৌসীর স্বজন ইয়ার আলী জানান, ফেরদৌসী একটি পোশাক কারখানায় কাজ করত। সকালে বাসার একটি কক্ষের দরজা ভেঙে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাদের গ্রামের বাড়ি বরগুনার সদর উপজেলায়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১ অক্টোবর ২০২৪
১৬ আশ্বিন ১৪৩১

কোম্পানীগঞ্জে অটোচালক খুন

যুগান্তর ডেস্ক

কোম্পানীগঞ্জে অটোচালককে হত্যা করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার তার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মধুপুর, চাঁদপুর, উলিপুর, জুড়ী, চুয়াডাঙ্গা, ভেদরগঞ্জ ও ভাঙ্গায় নারীসহ ৭ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **সিলেটের গোলাপগঞ্জে** ফখর উদ্দিন (৩৮) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তিনি উপজেলার পৌর এলাকার রণকেলীর নুরুপাড়ার মৃত রইয়ব আলীর ছেলে। রোববার সিলেটের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ছোট ভাই ফজলু আহমদ জানান, ৫ আগস্ট পৌর এলাকার রাঙাঢহর বাজারে ওই গ্রামের ইজ্জাত আলীর ছেলে দুলাল আহমদের সঙ্গে সিএনজি চালক ফখর উদ্দিনের কথা কাটাকাটি হয়। স্থানীয়রা বিষয়টি মীমাংসা করে দিলেও দুলাল আহমদ তার আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে ফখর উদ্দিনের ওপর হামলা করে। গুরুতর অবস্থায় ফখর উদ্দিনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোববার দুপুরে আবারও তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাকে সিলেট নগরীর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় তিনি মারা যান। ওসি মীর মো. আব্দুন নাসের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **টাঙ্গাইলের মধুপুরে** দুদিন নিখোঁজ থাকার পর জহুর আলী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কুড়াগাছা ইউনিয়নের পিরোজপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ আলী শেখের ছেলে। সোমবার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নাতি কাউছারের জন্য খাবার নিয়ে পিরোজপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন। ওসি (তদন্ত) রাসেল আহমেদ জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইলে পাঠানো হয়েছে। **চাঁদপুর** সদর উপজেলার তরপুরচন্ডী ইউনিয়নে মিজান ছৈয়ালের বাড়ির পেছন থেকে অজ্ঞাত যুবকের গলিত লাশ উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ। নৌথানার এসআই আরশ আলীর নেতৃত্বে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চাঁদপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। **কুড়িগ্রামের উলিপুরে** রিমা আক্তার (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার পৌর শহরের মুন্সিপাড়া এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, মুন্সিপাড়া এলাকার রফিক মিয়ার কন্যা রিমা আক্তারের বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী বাকরেরহাট এলাকার আব্দুল হকের ছেলে সুজা কসাইয়ের সঙ্গে। ৯ মাস আগে ঝগড়ার জেরে রিমা বাবার বাড়িতে চলে আসেন। এরপর ঢাকায় গিয়ে পোশাক কারখানায় কাজ নেন। এক সপ্তাহ পূর্বে ঢাকা থেকে বাবার বাড়িতে আসেন রিমা। সোমবার তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **চুয়াডাঙ্গায়** শামসুর রহমান নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে জেলা শহরের কোর্টপাড়ার একটি বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত শামসুর রহমান আলমডাঙ্গা উপজেলা তিয়রবিলা গ্রামের মৃত মনসুর আলী বিশ্বাসের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। নিহতের স্বজনরা বলেন, রোববার বিকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টপাড়ায় ভাতিজা কামাল হোসেনের বাড়িতে যান শামসুর রহমান (৭০)। সকালে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। **মৌলভীবাজারের জুড়ীতে** নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টা পর আরাফাত সানি (৭) নামে এক শিশুর লাশ বাড়ির পাশের ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে উপজেলার পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের মো. আলাউদ্দিনের ছেলে। সে হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল। **শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে** রাসেল সরদার (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার ভোরে উপজেলার ছয়গাঁও ইউনিয়নের পাপরাইল গ্রাম থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এসআই সিরাজ-উদ-দৌলা জানান, পাপরাইল এলাকার মো. সাজাহান সরদারের ছেলে রাসেল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। **ফরিদপুরের ভাঙ্গায়** ঘারুয়া ইউনিয়নের রশিবপুর গ্রামে নিখোঁজের তিন দিন পর খাল থেকে কমলা বেগমের (৪৫) গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী ভাসমান লাশ দেখে ভাঙ্গা থানায় খবর দেন। রাতে রশিবপুরা খালের মাঝখান থেকে অর্ধগলিত লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। কমলা বেগম ওই গ্রামের দলিল উদ্দিন খাঁর মেয়ে। ওসি মোকসেদুর রহমান জানান, তিন দিন ধরে ওই নারী নিখোঁজ ছিলেন।

> মধুপুর চাঁদপুর উলিপুর জুড়ী চুয়াডাঙ্গা ভেদরগঞ্জ ও ভাঙ্গায় নারীসহ ৭ জনের লাশ উদ্ধার

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ১ অক্টোবর ২০২৪

কাহালুতে দোকানিকে গলা কেটে হত্যা

■ কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার নারহট্ট ইউনিয়নের নহরাপাড়া গ্রামে আব্দুল বাসেদ (৬০) নামে এক দোকানিকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুষ্কৃতকারীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে রোববার রাতের যে কোনো সময়ে। দোকানি আব্দুল বাসেদ ঐ গ্রামের মৃত বশারত আলী খাঁন ওরফে বিশার ছেলে। হত্যাকারীরা আব্দুল বাসেদের গলায় ফাঁস এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করা ছাড়াও তার পায়ের দুটি রগ কেটে দেয়। এছাড়া তার কপালেও ছোরার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

জানা গেছে, বাসেদ তার নিজ বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট মুদিখানা দোকান দিয়ে ব্যবসা করতেন এবং রাতের বেলায় ওই দোকানেই ঘুমাতেন। সোমবার ভোর ৫টার দিকে একই গ্রামের টুকু ঘটক তার দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়ে বাসেদকে রক্তাক্ত মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে। ঘটনার সংবাদ পেয়ে নন্দীগ্রাম সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. ওমর আলী, কাহালু থানার অফিসার ইনচার্জ শাহিনুজ্জামান শাহিন ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসেদের লাশ ময়নাতদন্তের বগুড়া মর্গে পাঠায়। নন্দীগ্রাম সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. ওমর আলী জানান, ঐ গ্রামের এক জনকে আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাদ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৪

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে হুমায়ুন (২০) নামে এক চালকের হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। করিমগঞ্জ উপজেলার বাদে শ্রীরামপুর গ্রামের একটি বাগানে গতকাল তার লাশ পাওয়া যায়। হুমায়ুন করিমগঞ্জের পূর্ব চরকরণশি গ্রামের ওসমান মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার রাতে রোগী আনার কথা বলে অজ্ঞাত একজন কিশোরগঞ্জ শহরের পুরানথানা থেকে হুমায়ুনের অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে করিমগঞ্জের জঙ্গলবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পথে হুমায়ুন তার ফুফাতো ভাই শামীমকে ফোন করে দেওয়ানগঞ্জ বাজারের কাছে থাকতে বলেন। দেওয়ানগঞ্জ বাজরের কাছে গিয়ে শামীমকে অটোতে উঠতে বললে অজ্ঞাত যাত্রী তাকে বলেন, রোগী ও রোগীর সঙ্গে বেশি লোক থাকায় আর কাউকে নেওয়া যাবে না। শামীমকে ছাড়াই অটো নিয়ে যান হুমায়ুন। এরপর তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর বন্ধ পাওয়া যায় মোবাইল ফোন। বাদে শ্রীরামপুর গ্রামের বাগানে গতকাল তার হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ পাওয়া যায়। ওসি শাহাব উদ্দিন জানান, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৬ আশ্বিন ১৪৩১, ১১ অক্টোবর ২০২৪

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি নির্মাণশ্রমিক খুন

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

মালয়েশিয়ার ইপুহ জেলায় বাংলাদেশি এক নির্মাণশ্রমিককে জঙ্গলে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে দেশটির ইপুহ জেলার তেলুক ইন্তানের কাছে একটি জঙ্গল থেকে বাংলাদেশি এক নির্মাণশ্রমিকের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ।

বিবিসি বাংলার এক খবরে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিন বাংলাদেশি শ্রমিককে আটক করে সাত দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে নিহত ঐ বাংলাদেশি এবং এ ঘটনায় আটক তিন জনের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেনি পুলিশ। এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পেরাক পুলিশের প্রধান আজিজি মাত আরিস।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানা গেছে গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভিকটিমের তিন জন সহকর্মী নিখোঁজ ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা আরিস প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলেন, নিহত ব্যক্তিকে তার সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে গতকাল রাত সাড়ে ৮টার সময় রাতের খাবার খেতে ও এক সময় জামাতে নামাজ পড়তে দেখা গেছে। তিনি বলেন, এ এলাকায় প্রায় ৩৪ জন বিদেশি পৃথক ছোট ছোট রুমে বাস করত। তদন্তে সহায়তার জন্য পুলিশ ৩২ থেকে ৩৯ বছর বয়সি তিন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্য শনাক্ত করতে আমরা তিনটি মোবাইল ফোনও জব্দ করেছি।

কালের কণ্ঠ | রবিবার | ৬ অক্টোবর ২০২৪ |

গার্মেন্টসে বহিরাগতদের হামলায় আহত ৫০

আশুলিয়া

সাভার সংবাদদাতা ▷

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়া বিভিন্ন দাবি আদায়ে গত কয়েক দিনের টানা শ্রমিক অসন্তোষের পর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করলেও গতকাল শনিবার একটি কারখানায় বহিরাগতদের হামলায় অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে ১৭ জনকে আটক করেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে অতিরিক্ত পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি শিল্প এলাকায় সেনা টহল অব্যাহত রয়েছে।

দুপুরের পর আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকার ডংলিয়ান ফ্যাশন লিমিটেড নামে চীনের মালিকানাধীন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি পালন করলে কারখানার স্টোর ম্যানেজার কনকের নেতৃত্বে কারখানাটিতে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করা স্থানীয় সন্ত্রাসী অনিক বহিরাগত লোকজন নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। লোহার রড, স্টিলের পাইপ, কাঠ ও বাঁশের লাঠি দিয়ে শ্রমিকদের বেধড়ক পেটানো হলে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হন।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে হামলাকারী কনকসহ ১৭ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে কারখানাটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানাটির এক শ্রমিক জানান, কিছুদিন আগে শ্রমিকদের দাবির মুখে নানা অনিয়মের অভিযোগে কারখানার এইচআর ম্যানেজার রফিকুল ইসলামসহ চার কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৮৮ জন শ্রমিক ছাঁটাই করে।

অন্যদিকে আশুলিয়ার জিরাবো পুকুরপাড় এলাকায় নুসাকা গ্রুপের শ্রমিকরা সকালে কারখানায় ঢুকে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করলে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সরিয়ে দেন। পরে কারখানাটি শনিবারের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। একই এলাকার তাহারাত কম্পোজিট কারখানা গত বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া নরসিংহপুর ইথিক্যাল গার্মেন্টস, জামগড়া এলাকার পলমল গ্রুপের আয়েশা ক্লথিং ও ইয়ারপুর এলাকার আঞ্জুমান গার্মেন্টসও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইউসুফ মার্কেট এলাকার জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুরে গার্মেন্টসে অসন্তোষ : গাজীপুর থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, গাজীপুরের কাশিমপুর শিল্প এলাকার জিরানীতে ১৬ দফা দাবিতে শনিবার সকালে আবারও বিক্ষোভ করেছেন আইরি ও ফেব্রিক্স কারখানার শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে তাঁরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৯ অক্টোবর ২০২৪

প্রাচীরঘেরা প্লটে পড়ে ছিল বাসচালকের লাশ

গাজীপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর তারেক হোসেন (৩০) নামে এক বাসচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত রাতে শহরের জয়দেবপুর বাস টার্মিনালের পাশে প্রাচীরঘেরা একটি প্লট থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। তারেক ফরিদপুরের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ঢাকা-গাজীপুর রুটের বলাকা পরিবহন সার্ভিসের বাসের চালক ছিলেন। জিএমপির সদর থানার ইন্সপেক্টর রাহেনুল ইসলাম জানান, তারেকের মুখমন্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। –গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৬ অক্টোবর ২০২৪

গার্মেন্টকর্মী হত্যায় প্রেমিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানা এলাকায় মরিয়ম আক্তার সামিরা (১৭) নামে এক গার্মেন্টকর্মীকে হত্যার ঘটনায় তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতের নাম মো. তারেক (২০)। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জের ধরে সামিরাকে তার প্রেমিক হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল নগরীর দামপাড়া পুলিশ লাইনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান মেট্রোপলিটন পুলিশের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী তারেক আজিজ। তিনি বলেন, গার্মেন্টকর্মী সামিরার সঙ্গে রাজমিস্ত্রি তারেকের প্রেমের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

যুগান্তর | রোববার ৬ অক্টোবর ২০২৪
২১ আশ্বিন ১৪৩১

কুড়িলে বাইক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

প্রতিবাদ করায় যুগান্তর সাংবাদিককে মারধর

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কুড়িলে মোটরবাইক ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় দুর্বৃত্তের হামলায় সাংবাদিক গাজী সাদেক আহত হয়েছেন। তিনি দৈনিক যুগান্তরের সহসম্পাদক। ঢাকার প্রগতি সরণি সড়কের কুড়িল বিশ্বরোড় এলাকায় প্রগতি ফিলিং স্টেশনের সামনে শুক্রবার রাত সোয়া ১০টায় ওই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত সাদেক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাত সাড়ে ১২টায় ভাটারা থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গাজী সাদেক কর্মস্থল যুগান্তরের অফিস থেকে শুক্রবার রাতে বেরিয়ে কুড়িল বিশ্বরোড় এলাকায় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলযোগে একজন আরোহী ফ্লাইওভারে উঠছিলেন। ফ্লাইওভার দিয়ে উলটোপথে আসা সিএনজি অটোরিকশা মোটরসাইকেলটি চাপা দিয়ে আরোহীর গতিরোধ করে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সাংবাদিক সাদেকসহ কয়েক পথচারী এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং মোটরসাইকেল আরোহীকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। মোটরসাইকেল আরোহী চলে গেলে দুর্বৃত্তরা অটোরিকশায় থাকা রড-লাঠি নিয়ে সাদেকের ওপর হামলা চালায়। এ সময় এক পথচারী ভিডিও ধারণ শুরু করলে দুর্বৃত্তরা সাদেককে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ভিডিও ধারণকারী মো. আমানুল্লাহ বলেন, মোটরসাইকেলচাপা দেওয়ার প্রতিবাদ করায় অটোরিকশায় থাকা যাত্রীরা ওই সাংবাদিক ও আমার ওপর চড়াও হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে তারা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র। মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিতে না পেরে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পরে টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আহত গাজী সাদেক বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় দুর্বৃত্তরা আমার ওপর হামলা চালিয়েছে। অটোরিকশায় রড-লাঠিসহ অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে তাদের কথোপকথনে আমি বুঝতে পেরেছি। একজন পথচারী ভিডিও ধারণ না করলে তারা আমাকে মেরে ফেলত। ভাটারা থানার ওসি মাজহারুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, হামলার ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে।

যুগান্তর | শনিবার ১২ অক্টোবর ২০২৪
২৭ আশ্বিন ১৪৩১

মোহাম্মদপুরে নৈশপ্রহরী খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছুরিকাঘাতে এক নৈশপ্রহরী খুন হয়েছেন। তার নাম রবিউল ইসলাম (৩৫)। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যান ৩ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। ছুরিকাঘাতের পর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাত পৌনে ১টায় মৃত ঘোষণা করেন।

উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল হান্নান জানান, গত তিন-চার বছর ধরে রবিউল এই এলাকার নৈশপ্রহরীর হিসাবে চাকরি করে আসছিলেন। বুধবার রাতে এলাকার মাদকসেবী ও ছিনতাইকারী সুজন ওরফে ডিপজল একটি বাড়ি থেকে রড চুরি করছিল। তখন তাকে ধরে ফেলেন রবিউল। তবে রড রেখে তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সুজন মোবাইল ছিনতাই করতে যায়। তখনো রবিউল তাকে বাধা দেন। বৃহস্পতিবার রাতে রবিউল ৩ নম্বর রোডের একটি গলিতে ডিউটিতে ছিলেন রবিউল। ওই সময় সুজনের সঙ্গে দেখা হলে সে বন্ধু কেমন আছো বলে রবিউলের বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

রবিউলের বাড়ি নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার বালা গ্রামে। তার বাবার না মো. লোকমান মিয়া। মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যান ২ নম্বর রোডের সি ব্লকে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

সময়ের আলো বুধবার। ৯ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশি ৫ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

● টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের নাফ নদী থেকে পাঁচ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেকনাফ ২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহিউদ্দীন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, জেলেদের ফিরিয়ে আনার জন্য বিজিবির পক্ষ থেকে মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যে পাঁচজন বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা হলেন–টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের জালিয়াপাড়ার আবদুর রহিমের ছেলে মো. আলম (২২), আবদুল মজিদের ছেলে রাসেল মিয়া (২৩) ও সাইফুল মিয়া (১৭), রফিকুল ইসলামের ছেলে বোরহান উদ্দিন (১৯) এবং চকরিয়ার খোরশেদ

↓

বাংলাদেশি ৫ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলমের ছেলে মো. রাশেদ (২৪)। সোমবার বেলা ৩টার দিকে নাফ নদীর টেকনাফ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের নৌকাসহ ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মির সদস্যরা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার দুপুরে পাঁচজন জেলে বড়শি নিয়ে নাফ নদীতে মাছ শিকার করতে যায়। সন্ধ্যার দিকে তাদের টেকনাফ পৌরসভা সংলগ্ন নাফ নদী থেকে মিয়ানমারের আরাকান আর্মির সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেরা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাদের পরিবারকে বিষয়টি জানায়। তারা বর্তমানে টেকনাফের বিপরীতে মিয়ানমারের প্রাংপুরু আরাকান আর্মির হেফাজতে রয়েছেন। এ বিষয়ে শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া ক্ষুদ্র মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি আবদুল গনি বলেন, নাফ নদীতে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরিবারের চাহিদা মেটাতে কিছু লোক স্থানীয় প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরে আসছিল। নাফ নদীতে মাছ ধরায় পাঁচজন বড়শি জেলেকে মিয়ানমারের আরাকান আর্মির সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে।

যুগান্তর সোমবার ১৪ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandonagar@

শ্যামনগর হাতীবান্ধা বালিয়াকান্দি টাঙ্গাইল তানোরে ৫ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলে রোববার গলায় পরনের কাপড় পেঁচানো অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে ফেলে গেছে। এছাড়া হাতীবান্ধা, বালিয়াকান্দি, শ্যামনগর ও তানোরে ৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **টাঙ্গাইলে** গলায় পরনের কাপড় পেঁচানো অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত আইয়ুব আলী (৪৭) সদর উপজেলার ভবানীপুর পাতুলী এলাকার মৃত নছিম মিয়ার ছেলে। ছেলে অনিক মিয়া বলেন, আমার বাবা গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কাজের কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। রোববার সকালে আমার বাবার লাশ উদ্ধারের খবর পেয়েছি। ওসি তানবীর আহম্মেদ বলেন, ধারণা করা হচ্ছে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। **লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায়** নাহিয়ান নুর আরাবি (৮) নামে নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে উপজেলার ডাউয়াবাড়ি ইউনিয়নের প্রাণনাথ পাটিকাপাড়া এলাকায় নুর আলমের মেয়ে। রোববার সকালে বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে শনিবার মাছ ধরতে গিয়ে ওই শিশু নিখোঁজ হয়। ওসি মাহমুদুন্নবী লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে** নারুয়া ইউনিয়নের পাটকিয়াবাড়ী গ্রামে খালের পানি থেকে আব্দুল জব্বার বিশ্বাস (২৮) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি পাটকিয়াবাড়ী গ্রামের মৃত বাকু বিশ্বাসের ছেলে। বড় ভাই রনু বিশ্বাস জানান, শনিবার রাতে জব্বার খাওয়া-দাওয়া শেষে মাছ ধরতে পাটকিয়াবাড়ী খালের গিয়ে নিখোঁজ হয়। রোববার সকালে খালের পানিতে তার ভাসমান লাশ পাওয়া যায়। **সাতক্ষীরার শ্যামনগরে** আছমা আক্তার নামে (২২) এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার রমজাননগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি রমজাননগর গ্রামের মুজিবর গাজীর মেয়ে ও আছমা সোনার মোড় এলাকার আবুজার হোসেনের স্ত্রী। তাদের সংসারে তিন বছরের একটি সন্তান রয়েছে তার। জানা যায়, স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে তিন-চার মাস ধরে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন আসমা। শনিবার বিকেলে বাবা মুজিবর রহমান বকা দিয়ে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। পরে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ওসি (তদন্ত) ফকির তাইজুর রহমান জানান, লাশ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। **রাজশাহীর তানোরে** আবুল হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার উপজেলার পাচন্দর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল হোসেন উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত মনির উদ্দিনের ছেলে। স্বজনদের দাবি স্ত্রীর ওপর অভিমানে ওই কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ওসি মিজানুর রহমান মিজান বলেন, এ ঘটনায় তানোর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

সমকাল শুক্রবার। ১১ অক্টোবর ২০২৪

মিয়ানমার নৌবাহিনীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি জেলে

সমকাল প্রতিবেদক, ঢাকা
কক্সবাজার ও টেকনাফ প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশি মাছ ধরার ট্রলার লক্ষ্য করে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর ছোড়া গুলিতে এক জেলে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিনজন। বুধবার বিকেলে সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌলভীর শিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

কোস্টগার্ড জানায়, নিহত জেলের নাম মো. ওসমান (৫০)। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের কোনারপাড়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। বাজারপাড়ার সাইফুল কোম্পানির ট্রলারে ছিলেন তিনি।

ট্রলার মালিকরা জানান, মোহনায় মাছ ধরার সময় মিয়ানমারের নৌবাহিনী গুলি চালায়। ট্রলার মালিক সাইফুল বলেন, 'হঠাৎ মিয়ানমারের নৌবাহিনী আমাদের ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে তারা গুলি চালায়। এর পর ছয়টি ট্রলার মাঝি-মাল্লাসহ মিয়ানমার সীমানায় নিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ একজন ট্রলারেই মারা যান।' তিনি জানান, গতকাল মিয়ানমারের নৌবাহিনী ছেড়ে দিলে তারা শাহপরীর দ্বীপে আসেন। আহত দু'জন হলেন রাজু ও মো. রফিক। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি।

জেলেরা জানান, ৬ ট্রলারে তারা ৫৮ জন ছিলেন। মিয়ানমারের নৌবাহিনী সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। গতকাল প্রথম দফায় তাদের ১০ জন এবং দ্বিতীয় দফায় ৪৭ জন টেকনাফ জেটিঘাটে পৌঁছেন। জেলে ওসমানের মরদেহ আসে প্রথম দফায়।

কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার খন্দকার মুনিফ তকি সমকালকে বলেন, 'গুলিতে এক জেলে নিহত হয়েছেন। নেটওয়ার্কের বাইরে থাকায় দীর্ঘ সময় তাদের অবস্থা জানা যায়নি।'

এদিকে ওসমানের মৃতদেহ শাহপরীর দ্বীপ জেটিঘাটে পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আদনান চৌধুরী বলেন, 'ফিরে আসা জেলেদের কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর গুলিবিদ্ধ দু'জনকে পাঠানো হয়েছে টেকনাফ হাসপাতালে।' তিনি জানান, আহত জেলে রাজুর বাড়ি শাহপরীর দ্বীপ বাজার পাড়ায় এবং মো. রফিকের মাঝের পাড়ায়।

টেকনাফ থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি মাছ শিকার করে ফেরার সময় ট্রলার লক্ষ্য করে গুলি চালায় মিয়ানমারের নৌবাহিনী। গুলিতে জেলে ওসমান নিহত হন। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ট্রলারের মালিক মো. কায়সার বলেন, 'সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি মাছ শিকারের সময় নাইক্ষ্যংদিয়া-সংলগ্ন সাগরে মিয়ানমার নৌবাহিনীর একটি জাহাজ আমাদের থামার সংকেত দেয়। ভয়ে আমরা কাছাকাছি যাইনি। এর পর তারা ট্রলার লক্ষ্য করে গুলি চালায়।' ঘটনার সময় তাঁর ট্রলারটি বাংলাদেশের জলসীমায় ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। কায়সার বলেন, 'হাত উঁচু করে বাংলাদেশি পতাকা দেখিয়েছি। তার পরও তারা গুলি করতে থাকে।' আরেক ট্রলারের মালিক মতিউর রহমান জানান, ট্রলারের মাছ ও টাকা লুটপাট করেছে মিয়ানমারের নৌ সেনারা। জেলেদের মারধরও করে তারা। আহত জেলে মো. রফিক জানান, তিনি অলি আহমেদের ট্রলারে ছিলেন। তারা সাগরে মাছ ধরতে যান চার দিন আগে।

বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলিতে এক জেলে নিহত ও অপর তিনজন আহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন বিজিবির টেকনাফ ২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ।

প্রথম আলো • শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৪.

নৈশপ্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় রবিউল ইসলাম (৩৫) নামের এক নৈশপ্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে হত্যা করা হয়। রবিউলের বাড়ি নীলফামারী জেলায়। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ বলছে, রবিউল ঢাকা উদ্যান এলাকায় একটি নির্মাণপ্রতিষ্ঠানে নৈশপ্রহরীর কাজ করতেন। স্থানীয় বখাটেরা সেখান থেকে রডসহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী চুরি করতেন। চুরিতে বাধা দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। মোহাম্মদপুর থানার ওসি ইফতেখার ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, চুরিতে বাধা দেওয়ার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৯ আশ্বিন ১৪৩১, ১৪ অক্টোবর ২০২৪

কাপাসিয়ায় মুরগি বহনে ব্যবহৃত গাড়িতে ডাকাতি

হেলপারকে কুপিয়ে হত্যা, লুণ্ঠিত টাকাসহ চালক আটক

■ কাপাসিয়া (গাজীপুর) সংবাদদাতা

কাপাসিয়া-মনোহরদী আঞ্চলিক সড়কের সালদৈ এলাকায় গত শনিবার গভীর রাতে মুরগি ব্যবসায়ীর পিকআপ গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ডাকাতদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে গাড়ির হেলপার নিহত এবং জড়িত সন্দেহে চালককে লুণ্ঠিত টাকাসহ আটক করা হয়েছে। নিহত হেলপার জাকিরুল ইসলাম ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মমরেজপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। আহত চালক হৃদয় কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার মাদখোলা গ্রামের ছিদ্দিক মিয়ার ছেলে। থানা পুলিশ গতকাল রবিবার ভোরে কাপাসিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে লাশসহ পিকআপ উদ্ধার করে।

জানা যায়, গাজীপুরের এক মুরগি সরবরাহকারী তার শ্যালক জাকিরুল ইসলাম ও হৃদয়কে দিয়ে মুরগি কেনার জন্য কাপাসিয়া পাঠায়। প্রথমে তারা উপজেলার কড়িহাতা ইউনিয়নের রামপুর এলাকা থেকে শনিবার রাতে এক খামারির কাছ থেকে কিছু ব্রয়লার মুরগি কেনেন। পরে তারা আরো মুরগি কেনার উদ্দেশ্যে রাত ২টার দিকে সালদৈ থেকে আড়ালগামী সড়কের মোল্লাবাড়ির পাশে পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন ডাকাত গাড়ির সামনের গ্লাসে ঢিল মারে। গাড়ি স্লো করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতিরোধ করে ডাকাতরা চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ডাকাতরা মুরগি কেনার উদ্দেশ্যে আনা টাকা দাবি করে। একপর্যায়ে তারা হেলপারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় এবং শরীরে কুপিয়ে জখম করে। তার কাছ থেকে এক লাখ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

আহত চালক হৃদয় জানান, ঘটনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পিকআপে উঠে হেলপারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশসহ গাড়ি চালিয়ে কাপাসিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি চায়ের দোকানের পাশে এসে দোকানদারকে বিস্তারিত বললে তিনি থানা পুলিশকে অবহিত করেন। পরে আমাকে চিকিৎসার জন্য কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কাপাসিয়া থানার ওসি মো. কামাল হোসেন জানান, চালকের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ৪৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তার সঙ্গে দুষ্কৃতকারী একটি সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত থাকতে পারে। নিহত হেলপারের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৪,

ময়মনসিংহে সাংবাদিক হত্যায় গ্রেপ্তার তরুণের দায় স্বীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ

স্বপন কুমার ভদ্র

ময়মনসিংহে সাংবাদিক স্বপন কুমার ভদ্র (৭০) হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দী দিয়েছেন গ্রেপ্তার তরুণ সাগর মিয়া। গত শনিবার রাত আটটার দিকে ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন তাঁর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম খান প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়ভাবে পূর্ববিরোধের জের ধরে সাগর মিয়া একাই সাংবাদিক স্বপন ভদ্রকে হত্যা করেন বলে আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছেন। গত শনিবার সন্ধ্যার পর আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

সাংবাদিক স্বপন ভদ্র হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সবিতা ভদ্র বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি মামলা করেন। মামলায় সাগর মিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাত পরিচয় আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে সাগরকে গত শনিবার সন্ধ্যায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। সাগর তখন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

গত শনিবার বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় শম্ভুগঞ্জের রঘুরাম টানপাড়া এলাকায় নিজ বাসার সামনে সাংবাদিক স্বপন কুমার ভদ্রকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি তারাকান্দা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ছিলেন। আগে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বজন পত্রিকার তারাকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোনো গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন না। তবে এলাকার বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় নিয়ে ফেসবুকে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

এ ঘটনায় গত শনিবার দুপুরে গৌরীপুর উপজেলার সহনাটী ইউনিয়নের পাছার গ্রাম থেকে সাগর মিয়াকে (১৮) আটক করে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। তবে শম্ভুগঞ্জের টানপাড়া এলাকায় নানাবাড়িতে থাকতেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১১ অক্টোবর ২০২৪
২৬ আশ্বিন ১৪৩১

কাশিমপুরে বিয়ের প্রলোভনে শ্রমিককে ধর্ষণ, গ্রেফতার ১

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কাশিমপুরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে মিজান হোসেনকে (২৭) আটক করেছে কাশিমপুর থানা পুলিশ। বুধবার রাতে কাশিমপুরের সারদাগঞ্জ হাজী মার্কেট এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মিজান হোসেনকে আটক করে পুলিশ। অভিযোগে বাদী জানান, ৭ অক্টোবর ২নং বিবাদী আব্দুল জলিল ১নং বিবাদী মিজান হোসেন এর সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়ে কথা বলার জন্য মিজানের ভাড়া বাসায় নিয়ে যায় তাকে। কিন্তু ওই ভাড়া বাসায় যাওয়ার পর ৩ জন একসঙ্গে মিজান এবং তার বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করার সময় জলিল হঠাৎ করে বলে আমার একটু কাজ আছে। আমি বাইরে যাচ্ছি; এ কথা বলে জলিল বাইরে চলে গেলে মিজান হোসেন বাদীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মিজানকে বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু মিজান তাকে বিয়ে করবে না বলে জানিয়ে দেয় এবং হুমকি প্রদান করে যে ধর্ষণের বিষয়ে কাউকে জানালে তার বড় ধরনের ক্ষতি করবে। পরে বাদী বাসায় গিয়ে তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে থানায় একটি অভিযোগ করেন। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মিজান হোসেনকে গ্রেফতার করে কাশিমপুর থানা পুলিশ। কাশিমপুর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে মিজান হোসেনকে আটক করা হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৫ অক্টোবর ২০২৪
৩০ আশ্বিন ১৪৩১

চুনারুঘাটে চা শ্রমিক খুন

যুগান্তর ডেস্ক

চুনারুঘাটে ধানখেত থেকে সোমবার চা শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া রাণীশংকৈলে বৃদ্ধা, ঘাটাইলে তরুণী ও গৃহবধূ, টাঙ্গাইলে অজ্ঞাত ব্যক্তি, ওসমানীনগরে তরুণী, সীতাকুণ্ডে ও কোম্পানীগঞ্জে বৃদ্ধ এবং গৌরনদীতে নওমুসলিমের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে** দেউন্দি চা বাগানের ফুলছড়ি টিলা এলাকার ধানখেত থেকে সোমবার অজিৎ সাওতাল নামে এক চা শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি দেউন্দি চা বাগানের বাসিন্দা মত দূর্জ ধন সাঁওতালের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকালে বাজার করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি অজিৎ। সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা তার গলাকাটা লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। ওসি মো. কবির হোসেন বলেন, পরিবারের সদস্যরা হত্যা মামলা করতে থানায় এসেছেন। **ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে** কুলিক নদী থেকে সোমবার রেজিয়া নামে এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার বাচোর ইউনিয়নের বাজে বাকসা নামক এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি উপজেলার সন্ধারই সাতঘরিয়া এলাকার মৃত আব্দুল সামাদের স্ত্রী। পরিবার জানায়, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। **টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে** রোববার বিকালে হাফিজা নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার মালেঙ্গা গ্রামের প্রবাসী হাবিবুর রহমানের মেয়ে। পুলিশের উপপরিদর্শক সানাউল হক বলেন, লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, তবে ওই বিয়েতে তিনি রাজি ছিলেন না। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। অপরদিকে ফাতেমা নামে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার আকন্দের বাইদ গ্রামের রাসেল মিয়ার স্ত্রী। উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **টাঙ্গাইলে** হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সদর উপজেলার রাবনা বাইপাস এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওসি তানভীর আহাম্মেদ জানান, ৯৯৯-এ কল পেয়ে লাশ উদ্ধার করি। ধারণা করা হচ্ছে, হত্যার পর লাশটি কেউ এখানে ফেলে রেখে গেছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। **সিলেটের ওসমানীনগরে,** ফাতেমা আক্তার এ্যানি নামে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাতে উপজেলার তাজপুর স্কুল রোডের আসমা ভিলা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের দ্বিপর গয়াসপুর গ্রামের মৃত আব্দুল কাদিরের মেয়ে। পরিবার জানায়, রোববার সন্ধ্যায় নিজ ঘর থেকে এ্যানির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওসি (তদন্ত) আরাফাত জাহান চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে** সোমবার সুকুমার দাশ নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার মধ্যম মাহমুদাবাদ গ্রামের ভারত মাস্টারবাড়ির (ধোপা বাড়ি) ভারত দাশের ছেলে। জানা গেছে, ভারত মাস্টারবাড়ির লোকনাথ মন্দিরের পাশে একটি আমলকি গাছে সুকুমার দাশের লাশ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। ছেলে ঝন্টুদাশ এটিকে হত্যা দাবি করে বলেন, সোমবার ভোরে আমার বাবাকে হত্যা করে লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পারিবারিকভাবে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। ওসি মুজিবুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **বরিশালের গৌরনদীতে** মানিক মিয়া নামে এক নওমুসলিমের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার ভোরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি গৌরনদী পৌরসভার দক্ষিণ বিজয়পুর এলাকার সুধীর জয়ধরের ছেলে। এ ঘটনায় তার স্ত্রী লাইজু বেগম বাদী হয়ে থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওসি মো. ইউনুস মিয়া। **নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সোমবার এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সিরাজপুর ইউনিয়নের হাবিবপুর এলাকা থেকে ওই বৃদ্ধাকে গুরুতর অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। ওসি গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

রাণীশংকৈল ঘাটাইল টাঙ্গাইল ওসমানীনগর সীতাকুণ্ড গৌরনদী ও কোম্পানীগঞ্জে ৮ লাশ উদ্ধার

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৫ অক্টোবর ২০২৪

খামার কর্মীকে গলা কেটে হত্যা

যশোর শহরের বকচর এলাকায় মিলন মোল্যা (৩৬) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ গতকাল সকালে তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। মিলন মণিরামপুর উপজেলার জালঝাড়া গ্রামের আসমান মোল্যার ছেলে। বকচরে টিটোর গরুর খামারে কাজ করতেন তিনি। কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল আক্তার জানান, রবিবার দিবাগত রাতে বকচর বিহারী কলোনী এলাকার মিলনের গরুর খামারে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে সকালে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। কারা কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। -নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪

বাসার সামনে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় নিজ বাসার সামনে স্বপন কুমার ভদ্র (৬৪) নামের এক সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শম্ভুগঞ্জের মাঝিপাড়ার

বাসার সামনে সাংবাদিককে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] টানপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাগর নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত সাংবাদিক ময়মনসিংহের তারাকান্দা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি। এক সময় তিনি স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তারাকান্দা উপজেলার কাকনি ইউনিয়নের জগেশ চন্দ্র ভদ্রের সন্তান। তিনি পরিবার নিয়ে সদর উপজেলার শম্ভুগঞ্জের মাঝিপাড়া এলাকায় বসবাস করতেন। নিহত স্বপন কুমার ভদ্রের ভাগনে মানিক সরকার বলেন, 'মাদক নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার কারণে আমার মামাকে হত্যা করা হয়েছে।'

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি সফিকুল ইসলাম খান বলেন, আটক সাগর এলাকায় বখাটে ও নেশাগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সময় মানুষকে ছুরিকাঘাত করারও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৪

চালককে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাই নারীসহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া

বগুড়ার কাহালুতে চালককে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ছিনতাই হওয়া একটি ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার রাতে উপজেলার দেওগ্রাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তাররা হলেন- বগুড়া সদর উপজেলার মুনছুর প্রাং (২৫), স্বপন ইসলাম সাগর (২৬) ও শাজাহানপুর উপজেলার আবদুল মজিদের মেয়ে অঞ্জনা আক্তার মুক্তি (১৯)। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, শুক্রবার রাতে নাটোরের কাহালু উপজেলার এরুইল বাজার এলাকায় চালক মিনহাজকে অজ্ঞান করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করে একটি চক্র। পরে পালানোর সময় স্থানীয়রা ছিনতাইকারী চক্রের তিন সদস্যকে আটক করে। ওসি শাহীনুজ্জামান শাহীন জানান, মিনহাজের বড় ভাই বায়োজিদ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন।

যুগান্তর
রোববার ১৩ অক্টোবর ২০২৪
২৮ আশ্বিন ১৪৩১

ফ্ল্যাট নিয়ে দ্বন্দ্বে তামিম হত্যা

'আমার ছেলেটাকে মাইরা ওদের কী লাভ হইছে'

যুগান্তর প্রতিবেদন

দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিম হত্যার সঙ্গে জড়িতদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়েছে তার পরিবার। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ফ্ল্যাট নিয়ে দ্বন্দ্বের সমাধানে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও বিচার পাননি তারা। অবশেষে চোখের সামনে নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে তামিমকে। এ ঘটনায় এখনও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে আছেন তারা। শনিবার দুপুরে তামিমকে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এ অভিযোগ করেন তারা। মানববন্ধনে তামিমের বাবা সুলতান আহমেদ, বড় ভাই শামভিল জাহান ইসলাম, ভাবি ফারিয়া, ভাতিজি মুনাজাসহ পরিবারের অন্য সদস্য, সহকর্মী, সহপাঠীরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় 'নতুন বাংলাদেশে নাগরিকদের প্রাণের নিরাপত্তা চাই', 'ঘাতক প্লিজেন্ট প্রোপার্টিজের অনুমোদন বাতিল চাই', 'তামিম হত্যার বিচার চাই', 'জাস্টিস ফর তামিম'সহ বিভিন্ন দাবি লিখে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা বলেন, এর আগেও এ ঘটনায় অনেকবার আক্রমণের শিকার হয়েছেন তারা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মামুন ও প্লিজেন্ট প্রোপার্টিজ লিমিটেডের কর্ণধার বিএনপি নেতা শেখ রবিউল আলম রবি সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এ ঘটনায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত তামিমের মা খুরশিদা বেগম বলেন, আমার কিছু বলার নেই। আমার ছেলেটা অনেক নিরীহ ছিল। আমার ছেলে কোনোদিন কারও সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করেনি। সবাইকে সালাম দিয়ে কথা বলেছে। আমার ছেলেটা যাওয়ামাত্রই তাকে মেরে ফেলেছে। এমন মারা মারছে, ছেলেটা এসে বলতেছে, মা আমার বুকটা ব্যথা করে।

আহাজারি করে খুরশিদা বেগম আরও বলেন, 'আমার বুকটা জ্বলতেছে, জ্বইলা যাইতেছে। আমার বাচ্চাটারে কেমন কইরা মারল। একটা মানুষরে মানুষ এমনে কইরা মারে? রবিউল, মানুষের কাছে একটা প্রশ্ন—আমার বাচ্চাটাকে মাইরা ওদের কী লাভ হইছে? আমার বুকটা খালি কইরা দিছে। আমরা কোনোদিন অন্যায়ভাবে কিছু করিনি। আমরা শতভাগ ঠিক আছি। আমার বাচ্চাটারে যারা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করছে আল্লাহ তুমি তাদের বিচার কর। আমি ড. ইউনূসসহ সব উপদেষ্টার কাছে আমার বাচ্চার হত্যার বিচার চাই।'

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) রাজধানীর পশ্চিম রামপুরার হাতিরঝিলসংলগ্ন আবাসিক এলাকা মহানগর প্রজেক্টে নিজ বাসায় তামিমকে ২০ থেকে ২৫ ব্যক্তি পিটিয়ে হত্যা করে। তিনি দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তামিমদের জমিতে নির্মাণাধীন ভবনে ফ্ল্যাট বরাদ্দ নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের বাবা সুলতান আহমেদ বাদী হয়ে হাতিরঝিল থানায় বিএনপি নেতা রবিউল আলম রবি ও মামুনসহ ১৬ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। এখন পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হাতিরঝিলে তামিম হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার আরও ১ : রাজধানীর হাতিরঝিলে তানজিল জাহান ইসলাম ওরফে তামিম (৩৪) হত্যার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার মো. রাসেলের (২২) বিরুদ্ধে দীপ্ত টিভির সম্প্রচার বিভাগের এই কর্মীকে হত্যায় জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম রবিকে গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ১০টায় তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. রুহুল কবির খান গণমাধ্যমকে বলেন, ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে রাসেলকে শনাক্ত করা হয়। তিনি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্লিজেন্ট প্রোপার্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ রবিউল আলমকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এদিকে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে এবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলমকে (রবি) কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার সকালে হাতিরঝিল এলাকায় খুন হন তানজিল জাহান ইসলাম। এ ঘটনায় ১৬ জনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে।

বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ভাগাভাগি নিয়ে আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধের জেরে জমির মালিকের ছেলেকে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় রামপুরা মহানগর প্রজেক্টের ব্লক-ডির নির্মাণাধীন ভবনের অষ্টম তলার করিডোরে জমির মালিক, আবাসন প্রতিষ্ঠান ও ওই ভবনের আরও কয়েক মালিকের মধ্যে হাতাহাতি হয়। বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ভাগাভাগি নিয়ে এ ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে হামলায় জমির মালিকের ছেলে তানজিল গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি মারা যান।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আশ্বিন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 13 October 2024

মাছের ঘের থেকে পাহারাদারের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বেনাপোল (যশোর)

মাছের ঘেরের পানি থেকে ঘের পাহারাদার অহিদুলের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বেনাপোলের ছোট আঁচড়া গ্রামের মাঠে বাবলুর মাছের ঘেরে। সে ছোট আঁচড়া গ্রামের নিছার আলী ওরফে মধু খোকনের ছেলে। এলাকাবাসীরা জানায়, ছোট আঁচড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবলুরমাছের ঘের পাহারাদার হিসেবে অহিদুল কর্মরত ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে ঘেরে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। রাত ৯টার দিকে ভবারবেড় গ্রামের সন্ত্রাসী রিপন সহ ৫-৬ জন ঘেরে যায় মাছ ধরতে। এ সময় সেখানে ধস্তাধস্তি হয়। খবর পেয়ে রাতেই এলাকার লোকজন ঘেরে অহিদুল কে খুঁজতে। কিন্তু সেখানে তাকে না পেয়ে রিপনের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারে সে ঘের থেকে মাছ ধরতে গেছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া বলেন, বেনাপোলের ছোট আঁচড়া গ্রামের বাবলুর মাছের ঘের থেকে অহিদুল নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে ওই ঘেরে পাহারাদারের কাজ করত। ময়না তদন্তের জন্য লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো[illegible] প্রক্রিয়া চলছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৬ অক্টোবর ২০২৪।

গেন্ডারিয়ায় চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় চালককে হত্যা করে তার ব্যাটারিচালিত রিকশাটি নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। অটোচালকের নাম আনোয়ার (৩৫)। মঙ্গলবার ভোরে গেন্ডারিয়া কচিকাঁচা স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যার পর রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

নিহত আনোয়ারের আপন চাচাতো ভাই ফিরোজ মিয়া বলেন, আনোয়ার শ্যামবাজার এলাকায় একাই থাকতেন। তিন সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী কুলসুম সিরাজগঞ্জের চোহালি উপজেলার একটি গ্রামে বসবাস করেন।

তিনি বলেন, শ্যামবাজার এলাকার

গেন্ডারিয়ায় চালককে হত্যা করে

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে গত সোমবার সারারাত চালানোর জন্য বের হন আনোয়ার। সকালে জানতে পারি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করে অটোরিকশাটি নিয়ে গেছে। গেন্ডারিয়া থানার ওসি আবু শাহেদ খান বলেন, গেন্ডারিয়া কচিকাঁচা স্কুলের পাশ থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২২ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandonagar@

মায়ের দাবি

যৌন নির্যাতনেই মৃত্যু গৌরীপুরের গৃহকর্মীর

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ঢাকার খিলগাঁওয়ের তিলপাপাড়ায় একটি ভাড়া বাসা থেকে ১৬ অক্টোবর রাতে এক গৃহপরিচারিকার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় স্ত্রীসহ গৃহকর্তা নুরুল হায়দার রাকিবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার মা বলেন, যৌন নির্যাতনেই আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গৃহকর্তা রাকিব তার শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিত। এ নিয়ে রাকিবের স্ত্রী নাদিরা নাজনীন সেতুর কাছে অভিযোগও করেছিল শাহিদা। পরে আমার মেয়েকে শাসিয়েছে রাকিব। এতে লজ্জায় হয়তো সে আত্মহত্যা করেছে, না হয় তাকে হত্যার পর ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মেয়ের হত্যার বিচার চাই। ২০২০ সালে ঢাকায় রাকিবের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নেয় ওই কিশোরী। রাকিব গৌরীপুর পৌর শহরের সতিষা মহল্লার হাসমত আলীর মেয়ের জামাতা। গত কুরবানির ঈদের সময় মেয়ে বাড়ি ফিরে আর যেতে চাইছিল না। পরে হাসমত আলী বুঝিয়ে দুই মাসের কথা বলে তাকে ঢাকায় নিয়ে যায়। ১৪ অক্টোবর রাতে মেয়ের সাথে আমার শেষ কথা হয়। বলেছিল, এখন আসব না, কয়েক দিন পর একেবারেই চলে আসব। কিন্তু এখন মেয়ে এলো লাশ হয়ে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাদেকুল ইসলাম জানান, ১৬ অক্টোবর রাতে ওই কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নানা জুবেদ আলী বাদী হয়ে মামলা করেন। রাকিবের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবি শ্বশুর হাসমত আলীর।

সমকাল সোমবার। ২১ অক্টোবর ২০২৪

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কল্পনা আক্তার ● সমকাল

শিশু গৃহকর্মীর ওপর পাশবিকতা

কল্পনার শরীরজুড়ে ক্ষতচিহ্ন, ভেঙে দেওয়া হয় ৪ দাঁত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাবা-মায়ের ছোট সন্তান কল্পনা আক্তার (১৩)। অভাব-অনটনের সংসারে বয়সের কোঠা ১০ পেরোনোর আগেই হবিগঞ্জের গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজে পাঠানো হয়। তবে ভাটারার যে বাসায় কাজ করত, সেখানে দিনের পর দিন তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। ভেঙে দেওয়া হয় তার চারটি দাঁত। এখন কল্পনার শরীরজুড়ে ক্ষতচিহ্ন। চিকিৎসক ও স্বজনরা বলছেন, কল্পনাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। এ কারণে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি তার মানসিক চিকিৎসাও দরকার। যে ক্ষত হয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। সাত থেকে আটটি অস্ত্রোপচার লাগবে। তিন থেকে চার মাস হাসপাতালে থাকতে হবে।

গত শনিবার রাজধানীর ভাটারা এলাকার আই ব্লকের ৩ নম্বর রোডের ৪৬৬ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় কল্পনাকে। মধ্যরাতে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে। গতকাল রোববার দুপুরে মেয়েটিকে দেখতে যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

কল্পনার বড় বোন রত্না বেগম জানান, ছয় ভাইবোনের মধ্যে ছোট কল্পনা সবার খুব আদরের। মাসে ৫ হাজার টাকা বেতনে দিনাত জাহান আদরের (২১) বাসায় কাজ করত সে। আদর একাকী থাকতেন। তাঁর পরিবার ধানমন্ডিতে আলাদা বাসায় বসবাস করে। এক সময় আদরের পরিবারের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন রত্না। তিনি বলেন, বোনকে দেখে এখন চিনতে কষ্ট হচ্ছে। কোনো মানুষকে এভাবে নির্যাতন করা যায়– এটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

কল্পনার মা আফিয়া বেগম বলেন, ওই বাসায় পাঁচ বছর ধরে কাজ করে কল্পনা। কাজের ভুল ধরে তাকে বিভিন্ন সময় হেয়ার স্ট্রেইটনার দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। রড দিয়ে মারধর করা হতো নিয়মিত। এই পাঁচ বছর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। শুধু বিকাশে মাসে ৫ হাজার টাকা পাঠাত। শনিবার রাতে পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মেয়েকে দেখতে পাই। গৃহকর্ত্রী আদরের ভাই আমার মেয়ের সঙ্গে 'খারাপ কাজ' করার চেষ্টা করেছিল। আমি তাদের বিচার চাই।

ভুক্তভোগী কল্পনা আক্তার জানায়, সবসময় কাজের ভুল ধরে তাকে মারধর করতেন আদর। দুই মাস আগে কাঠের ব্রাশ দিয়ে তার চারটি দাঁত ভেঙে দেয়। দু'দিন আগে হেয়ার স্ট্রেইটনার গরম করে মুখে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। চিকিৎসার জন্য কখনও বাসার বাইরে যেতে দেওয়া হতো না। একবেলা খাবার খেতে পারত সে। যদিও গৃহকর্ত্রী বাসার বাইরে থেকে খাবার এনে সামনে বসেই খেতেন।

সে আরও জানায়, শনিবার বাসার একটি বিড়ালকে চিকিৎসার জন্য গাড়ি দিয়ে কল্পনাকে পাঠায় চিকিৎসকের কাছে। সেখানেই ওই চিকিৎসক শরীরের জখম দেখে তার বাসার ঠিকানা রেখে দেন। পরে তিনিই সাংবাদিক ও পুলিশের সাহায্য নেন। উদ্ধার হয় কল্পনা।

ভাটারা থানার ওসি মাজহারুল ইসলাম বলেন, শনিবার খবর পেয়ে ওই গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গৃহকর্মীর মা আফিয়া বেগম বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেছেন। মামলায় গ্রেপ্তার গৃহকর্ত্রী দিনাত জাহান আদরকে রোববার আদালতে তোলা হয়। এক দিনের হেফাজতে এনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, নির্যাতিত শিশুটির বয়স মাত্র ১৩ বছর। যদিও ১৪ বছর বয়সের আগে কোনো শিশুকে শ্রমিকের পেশায় নিয়োজিত করার আইন নেই। ওই শিশুর পরিবারের দারিদ্র্যের সুযোগে এমন নির্মম নির্যাতন মেনে নেওয়া যায় না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে পাঁচ লাখের মতো মেয়েশিশু শ্রমিক আছে, যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিবারে আছে। এ রকম আরও কত হচ্ছে অনেকেই তা জানি না।

ঢাকা মেডিকেলের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, মেয়েটির মুখ থেকে শুরু করে হাত, পা, বুক, পিঠসহ বিভিন্ন জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো এক দিনে করা হয়নি।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২২ অক্টোবর ২০২৪
৬ কার্তিক ১৪৩১

রূপগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে কেয়ারটেকারকে পিটিয়ে আহত

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সেনা কর্মকর্তার কাছে দাবি করা পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে সিরাজ খন্দকার নামে এক কেয়ারটেকারকে পিটিয়ে আহত করেছে চাঁদাবাজরা। সোমবার সকালে উপজেলার টেকনোয়াদ্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় চাঁদাবাজরা ওই সেনা কর্মকর্তার জমির গাছপালা কেটে সাইনবোর্ড ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় সিরাজ খন্দকার বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানা ও সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন।

কেয়ারটেকার সিরাজ বলেন, কর্নেল এস. জাহাঙ্গীর হোসেন টেকনোয়াদ্দা এলাকার ৮ শতাংশ জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছেন। বায়নাসূত্রে জমিটির মালিক তিনি। জমিটিতে তিনি গাছপালা ও নিজের বায়না করা সাইনবোর্ড টানিয়ে রেখেছেন। জমিটি দেখাশোনার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় চাঁদাবাজ রফিকুল ইসলাম লিটন, রাসেল ও রানা সেনা কর্মকর্তার জমিতে এসে আমার কাছে চাঁদা দাবি করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

রাজশাহীতে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই মাটিচাপা লাশ উদ্ধার

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহীতে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দিবাগত রাতে মহানগরীর এয়ারপোর্ট থানার ভুগরইল গ্রামে এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। এদিকে হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দিতে ছিনতাইকারীরা অটোচালকের লাশ গ্রামের একটি কালাই খেতে পুঁতে রাখে। গতকাল সোমবার স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ লাশটি উদ্ধার করেছে। আরএমপির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) সাবিনা ইয়াসমিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, নিহত অটোরিকশা চালক সিরাজুল ইসলাম (৬৫) নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার কাঞ্চন গ্রামের বাসিন্দা। তাকে হত্যার অভিযোগে তিন জনকে আটক করা হয়েছে। এরা হলেন- রাতুল, ফিরোজ ও শুভ। রাজশাহীতেই তাদের বাড়ি বলে জানিয়েছেন এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহিন আকতার।

ওসি জানান, আটক তিন জন সিরাজুল ইসলামকে হত্যা করে লাশ পুঁতে রাখে। এরপর তারা সিরাজুলের অটোরিকশা নিয়ে চলে যায়। সোমবার সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে গিয়ে তারা অটোরিকশাটি বিক্রির চেষ্টা করে। এ সময় কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় স্থানীয় লোকজন তাদের আটক করে পুলিশে খবর দেয়। পরে গোদাগাড়ী থানা পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার ঘটনা বেরিয়ে আসে। এরপর বিষয়টি আরএমপির এয়ারপোর্ট থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়। পরে আটক তিন জনের দেখানো স্থান থেকে অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ওসি আরো জানান, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। আটক তিন যুবককে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল মঙ্গলবার । ২২ অক্টোবর ২০২৪

নির্যাতনের পর রাস্তায় ফেলল গৃহকর্মীকে

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশানের বাসায় নির্মম নির্যাতনের পর এক নারী গৃহকর্মীকে রাস্তায় ফেলে যাওয়া হয়। গতকাল সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। এ ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গুলশান থানার ওসি তৌহিদ আহমেদ সমকালকে বলেন, গুলশান-১ নম্বরের ১২৬ নম্বর সড়কের ২৯ নম্বর বাড়িতে প্রকৌশলী আশিক ইমরানের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন দিনা আক্তার। সেখানে কোনো কারণে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাসার সামনের রাস্তায় পাওয়া যায়। পথচারীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁকে শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

ওসি জানান, প্রকৌশলী আশিক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালক। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলশান থানায় নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

প্রকৌশলী ও তাঁর স্ত্রী পুলিশ হেফাজতে

এর আগে গত শনিবার রাজধানীর ভাটারা এলাকার আই ব্লকের ৩ নম্বর রোডের ৪৬৬ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় নির্মম নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মী কল্পনা আক্তারকে (১৩)। তার গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জে। এ শিশুর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালান তার গৃহকর্ত্রী। ভেঙে দেওয়া হয় তার চারটি দাঁত। হেয়ার স্ট্রেইটনার গরম করে মুখে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। পান থেকে চুন খসলেই রড দিয়ে পেটানো হতো। তার শরীরজুড়ে ক্ষতচিহ্ন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে, ভর্তি মেয়েটির স্বাস্থ্যের বর্ণনা দিয়ে চিকিৎসক ও স্বজনরা বলছেন, কল্পনাকে ধর্ষণের চেষ্টাও করা হয়। এ কারণে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি তার মানসিক চিকিৎসাও দরকার। লাগবে সাত থেকে আটটি অস্ত্রোপচার।

কল্পনাকে নির্যাতনের অভিযোগে দিনাত জাহান আদরকে (২১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নামে ভাটারা থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর মা আক্তিয়া বেগম।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৭ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

করিমগঞ্জে অটোরিকশাচালক হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার ৩

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের পূর্ব চরকুরশী গ্রামের অটোরিকশাচালক হুমায়ুন কবীরকে (২০) হত্যা করে তার অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। তারা হলো—হৃদয়, আশরাফুল ইসলাম ও ঝুটন পাঠান। তাদের করিমগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে করিমগঞ্জ, বাজিতপুর ও গাজীপুরের গাছা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে গত সোমবার আদালতে সোপর্দ করেছে।

করিমগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) মো. শাহাব উদ্দিন জানান, এর আগে হৃদয়ের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ছিনতাই হওয়া রিকশাটি আশরাফুল ইসলামের দখল থেকে উদ্ধার করা হয়। আসামি ঝুটন পাঠান এবং আশরাফুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে চোরাই অটোরিকশা ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, গত ২ অক্টোবর রাতে যাত্রীবেশী দুর্বৃত্তরা হুমায়ুন কবীরকে খুন করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪
৮ কার্তিক ১৪৩১

আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ সংঘর্ষ গুলি, আহত ৫

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

আশুলিয়ায় পোশাক শ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ধাওয়া-পালটাধাওয়া হয়েছে। এ সময় তিনজন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে পাঁচ শ্রমিক। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে আশুলিয়ার নরসিংহপুর-কাশিমপুর সড়কের বাংলাবাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকরা হলেন, হালিমা খাতুন, ববিতা আক্তার, মোর্শেদা খাতুন ও চম্পা খাতুন। অন্য একজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এদের মধ্যে হালিমা খাতুন সুসুকা গার্মেন্টের শ্রমিক। বাকিরা জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনের শ্রমিক।

সাভারে বেতন না দিয়ে মালিক পালিয়েছে

শ্রমিকরা জানান, জেনারেশন নেক্সট পোশাক কারখানার শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কারখানাটির সামনে একত্রিত হন শ্রমিকরা। পরে তারা পাশের সিগমা অ্যাপারেলস, দিসান, সুসুকা, জি ম্যাক্স ও শিনশিন পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের বের করে আন্দোলনে নামান।

এরপর শ্রমিকরা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বাধা দেন। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে আইনশৃঙ্খলা

আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ সংঘর্ষ গুলি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মো. সারোয়ার আলম যুগান্তরকে বলেন, শ্রমিকরা গুলিতে আহত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিকরা যখন পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে, তখন সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে তাদের কেউ কেউ আহত হন। পুলিশ গুলিতে তিনজন গুলিবিদ্ধের বিষয় তিনি বলেন, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলে এটা যেখানে পড়ে, সেখানে ইটের কণা বা টুকরা থাকলে তা ছিটে গিয়ে স্প্লিন্টারের মতো আঘাত করতে পারে। তেমন হয়তো কারও হাতে-পায়ে লেগেছে।

আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতালের সহকারী ব্যবস্থাপক এইচএম আসাফুদ্দৌলা রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, চারজনকে আমরা আহত অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে পেয়েছি, এর মধ্যে ৩ জন গুলিবিদ্ধ বলে নিশ্চিত হয়েছি। বাকি জনের তলপেটে ইনজুরি রয়েছে, সেটা গুলির ইনজুরি কি না আমরা নিশ্চিত না। এর আগে জেনারেশন নেক্সট পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল মোড় অবরোধ করে রাখেন। পরে সন্ধ্যায় জলকামানের মুখে সড়ক ছাড়তে বাধ্য হন তারা। সড়ক ছেড়ে যাওয়ার সময় মহাসড়কে অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর করেন শ্রমিকরা।

সাভারে বেতন না দিয়ে মালিক পালিয়েছেন : সাভারে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে পালিয়েছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। এ ঘটনায় চার মাসের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শ্রমিকরা। বুধবার সকালে সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা। এতে ওই কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অংশ নেন। মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে শ্রমিকরা জানান, অর্ধশতাধিক শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে ডগরমোড়া এলাকায় ইউনিট ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড কারখানায় চাকরি করে আসছিলেন। সম্প্রতি কারখানার শ্রমিকদের চার মাসের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ না করে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করে মালিকপক্ষ পালিয়ে যায়। বুধবার কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে তারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪
৮ কার্তিক ১৪৩১

কেরানীগঞ্জে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকার কেরানীগঞ্জে চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। নিহত চালকের নাম নয়ন (২৫)। বুধবার সকাল ৮টার দিকে গোলামবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার নহুরী গ্রামের আব্দুল মতিন মিয়ার ছেলে। কেরানীগঞ্জের তালতলা এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন।

নিহতের ফুফাতো ভাই রিফাত জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে অটোরিকশা নিয়ে বাসা থেকে বের হন নয়ন। সকাল ৮টার দিকে গোলামবাজার এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ৪-৫ জন ছিনতাইকারী ধারালো ছুরি দিয়ে পেছন থেকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা তার অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

সংবাদ
বুধবার ৭ কার্তিক ১৪৩১
Wednesday 23 October 2024

কুমিল্লায় নিরাপত্তা কর্মীকে খুন, বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার মইলাকান্দা ইউনিয়নের কাউরাট চকবাড়ির মৃত আকবর আলীর পুত্র আবুল হাসিম (৬৫) কে গত শনিবার ভোরে কুমিল্লায় হাত-পা, মুখ বেঁধে হত্যা করে। তার লাশ রোববার রাতে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাত ১০টায় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানা যায়, পূর্বে হাসিম হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই' স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে। অপর নিরাপত্তাকর্মী হাফেজ মো. সফি উল্লাহ বিনা অনুমতিতে ছুটি থাকায় এ হত্যাকাণ্ডটি আরও রহস্যঘেরা।

এলাকাবাসীর দাবি, এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। মইলাকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নিহত আবুল হাসিম অত্যন্ত ভালো ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তার খুনের সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

নিহতের পুত্র মনোয়ার হাসিব মামুন বলেন, একটা টাওয়ারে একজনকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া কোনোভাবেই উচিত হয়নি। সেখানে সিসি ক্যামেরারও কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এর সঙ্গে অবশ্যই কোম্পানীর লোকজনও জড়িত রয়েছে।

আবুল হাসেম (৬৫) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে রবি অজিয়াটা টাওয়ারে নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। গত শনিবার ভোর রাতে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার রবি টাওয়ারের ভেতরে মুখ, হাত, পা গামছা দিয়ে বাঁধা, নাক থেতলানো, মাথায় গামছা দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৫ অক্টোবর ২০২৪
৯ কার্তিক ১৪৩১

সহকর্মীদের ছুরিকাঘাতে শ্রমিক নিহত, গ্রেফতার ৩

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে কথা কাটাকাটির জেরে সহকর্মীদের ছুরিকাঘাতে কারখানা শ্রমিক রানা নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে কলাতিয়া ইউনিয়নের বাবর জুতার কারখানার সামনে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় তিন সহকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরা হলেন— শ্রমিক রফিকুল, হৃদয় ও শাকিল। রানা বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ডাকবাংলা এলাকার আলীর ছেলে। তিনি 'বাবর জুতা' কারখানায় কাজ করতেন।

রানার সহকর্মী জিয়াদ হাওলাদার জানান, রানা এবং তারা একসঙ্গে কারখানায় কাজ করতেন। বিকালে কাজের বিষয়ে সহকর্মী রফিকুলের সঙ্গে রানার কথা কাটাকাটি হয়। এরই জেরে রাতে কারখানার গেটের কাছে সহকর্মী রফিকুল, হৃদয়, শাকিলসহ চারজন মিলে রানার গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রানাকে উদ্ধার করে প্রথমে কলাতিয়া হাসপাতালে এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় পরে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় পরে মামলা হয়। কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি সোহরাব আল হোসাইন বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন পলাতক আছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৪

সোনারগাঁয়ে চালক হত্যা করে গাড়ি ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন, সোনারগাঁ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে চালককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যার পর প্রাইভেটকার ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারীরা। উপজেলার পিরোজপুর চেঙ্গাকান্দী এলাকায় নিহত মো. হানিফ (৬০) লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার কেরোয়া গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে। শুক্রবার সকালে মহাসড়কে আগমন ফিলিং স্টেশনের পাশের ঝোপ থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সোনারগাঁয়ের পিরোজপুর, আষাঢ়িয়ারচর, চেঙ্গাকান্দী ও মেঘনা টোল প্লাজা এলাকায় একাধিক ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য সক্রিয় রয়েছে। রাতের আঁধারে তারা সুযোগ বুঝে একের পর এক প্রবাসী যাত্রীদের বহনকারী প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাসের গতিরোধ করে ছিনতাই চালিয়ে যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনেক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করলেও বন্ধ হয়নি ছিনতাই।

বৃহস্পতিবার রাতের কোনো একসময় ছিনতাইকারীরা প্রাইভেটকার ছিনতাই করতে এর চালককে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে তার লাশ ফেলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের পাশেই একটি বাটন মোবাইল ও দুই পায়ের দুটি স্যান্ডেল পড়েছিল। সেখানে পাওয়া মোবাইলে কল করে লোকজন জানতে পারেন নিহত প্রাইভেট গাড়ি চালকের নাম ও পরিচয়।

নিহতের ভাগ্নে বাহারউদ্দিন মিয়া জানান, স্থানীয় হাইওয়ে রোডের সার্জেন্ট ফোনের মাধ্যমে আমাদের খুনের বিষয়টি জানালে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। পরে আমরা লাশ দেখে নিশ্চিত হই নিহত ব্যক্তি আমার মামা।

সোনারগাঁ থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুল বারী জানান, নিহতের গলায় ও পেটসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, যাত্রীবেশে ওঠা ছিনতাইকারীরা বৃহস্পতিবার রাতে কোনো একসময় চালককে কুপিয়ে হত্যার পর গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পুলিশ এর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করতে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৬ অক্টোবর ২০২৪
১০ কার্তিক ১৪৩১

আড়াইহাজারে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে নারীকে ধর্ষণ

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেক্সটাইল মিল কর্মীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গাড়িচালক মাসুমের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভিকটিমের বড় বোন বাদী হয়ে বুধবার আড়াইহাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। জানা যায়, একই মিলের গাড়িচালক আড়াইহাজার পৌরসভার কৃষ্ণপুরা এলাকার মাসুমের গাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। বিভিন্ন সময় তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। একসময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ফাঁদে ফেলে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে নিয়ে যান। সেই সুবাদে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন মাসুম। গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে, ধর্ষিতাকে বড় বোনের বাসা থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আড়াইহাজার পৌরসভার কৃষ্ণপুরা বৌবাজারসংলগ্ন সড়কের পাশে, ইটভাটার কাছে নির্জন স্থানে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করেন। ১৮ অক্টোবর ভোরে বিয়ের কথা বলে ধর্ষিতাকে মাসুমের বাসায় নিয়ে যান। মাসুমের মা-বাবা ও বোন বিয়েতে ১০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে। ওই নারী যৌতুক দিতে রাজি না হওয়ায় মাসুমের বাড়ির লোকজন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ধর্ষিতাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেন। অভিযুক্ত মাসুমের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, লম্পট মাসুম চার মাস আগে অন্য মেয়েকে বিয়ে করলেও বিয়ের কথা পরিবারের কেউ জানে না। বিয়ের প্রমাণ হিসাবে মাসুম যে নিকাহনামা দেখিয়েছে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেটিও ভুয়া। মাসুম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, গাড়িতে শ্রমিক আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ড্রাইভারের সাথে মিলের শ্রমিকদের আনাগোনা থাকতেই পারে। ওর কাছে প্রমাণ থাকলে দেখাতে বলেন।

সংবাদ
শনিবার ১০ কার্তিক ১৪৩১
Saturday 26 October 2024

টঙ্গীতে শ্বাসরোধ করে পোশাক শ্রমিককে হত্যা

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গাজীপুরের টঙ্গীতে ময়না বেগম (৩৮) নামে এক পোশাক শ্রমিককে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী পলাতক রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় মিরাশপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ময়না বেগম ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার দুপপাশা গ্রামের মৃত আয়নাল মাদবরের মেয়ে।

পুলিশ জানায়, ময়না তার দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে মিরাশপাড়া এলাকায় শফিউরের বাড়ির ভাড়া বাসায় বাস করতেন। তিনি পেশায় পোশাক শ্রমিক। তার স্বামী চা-পান বিক্রি করতেন। সাংসারিক মতবিরোধের জেরে গত বৃহস্পতিবার সকালে স্বামী আলম ময়নার হাত-পা বেঁধে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে।

বণিক বার্তা
সোমবার, অক্টোবর ২৮, ২০২৪ ■ কার্তিক

বকেয়া বেতনের আন্দোলন

আশুলিয়ায় গুলিবিদ্ধ নারী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানীর আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ পোশাক শ্রমিক চম্পা খাতুন মারা গেছেন। গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ আরেক শ্রমিক মোরশেদা বেগম এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

চম্পার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, তার পেটে, বুকে ও হাতে গুলি লেগেছিল। গতকাল সকালে তার মৃত্যু হয়।

চম্পার ভাই বলেন, 'আমার বোন জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেডে সেলাই মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। চার মাস ধরে বেতন না পেয়ে ২৩ অক্টোবর সকালে কারখানার অন্যদের সঙ্গে আন্দোলনে যান তিনি। সেখানে পুলিশ গুলি চালালে আমার বোনের পেটে ও বাম হাতে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে আমরা তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। গতকাল সকালে

আন্দোলনরতরা জানিয়েছেন, দেড় মাস আগে শ্রমিকদের চার মাসের বেতন বকেয়া রেখে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। এতে বিপাকে পড়েন কয়েক হাজার শ্রমিক। পরে তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় কারখানাটির সামনে আন্দোলন শুরু করেন। আশপাশের আরো কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরাও বিভিন্ন দাবিতে ওই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।"

শ্রমিকরা আরো জানান, ২৩ অক্টোবর কয়েক দিনের ধারাবাহিকতায় যথারীতি আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা।

পরে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর শটগান দিয়ে গুলি চালায়। ওই সময় আহত হন চম্পা খাতুন, ববিতা আক্তার, হালিমা খাতুন ও মোরশেদা বেগম।

আহতদের আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক এইচএম আসাফ উদ্দৌলা রিজভী জানান, ববিতা ও হালিমাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং চম্পা ও মোরশেদার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চম্পা ও মোরশেদাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, 'আহতরা গুলিবিদ্ধ এবং তাদের মধ্যে চম্পার অবস্থা গুরুতর।'

তবে ঘটনাস্থলে গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম। ২৩ অক্টোবর তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'কারখানাটির শ্রমিকরা অন্য কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে সেখানকার শ্রমিকদের বের করে আনছিলেন। এ সময় তাদের ভয় দেখাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে। তবে কোনো ধরনের গুলি ছোড়া হয়নি। দৌড়াদৌড়ির সময় ইটের টুকরোর আঘাতে কেউ আহত হয়ে থাকতে পারেন।'

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১১ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Sunday 27 October 2024

চালককে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ফরিদপুরে চালককে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর ইজিবাইক ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে গত শুক্রবার ভোরে পুলিশ ফরিদপুর সদর উপজেলার কোষা গোপালপুর এলাকার একটি আখখেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় অভিযান চালিয়ে কোতয়ালি থানা পুলিশ ছিনতাইকৃত ইজিবাইক এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত শুক্রবার বিকেলে ফরিদপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) শৈলেন চাকমা জানান,

গ্রেপ্তারকৃত মো. সোহেল মৃধা, মো. চান্দু শেখ ও সাগর হোসেন ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা এবং নিহত ইজিবাইকচালক মোশারফ বেপারী ফরিদপুর পৌরসভার শোভারামপুর এলাকার মৃত ছাদেক বেপারীর ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. সালাউদ্দিন এবং কোতয়ালি থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামানসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৪

'স্পিডবোটের শব্দে পালাতে গিয়ে জেলের মৃত্যু

● বরিশাল ব্যুরো

বরিশালের হিজলা উপজেলা সংলগ্ন মেঘনা নদীতে মা ইলিশ ধরতে গিয়ে আভিযানিক স্পিডবোটের শব্দ মনে করে পালাতে গিয়ে নদীতে পড়ে নয়ন বেপারি (৬২) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া সংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নয়ন বেপারি উপজেলার বড়জালিয়া ইউনিয়নের বাউশিয়া এলাকার বাসিন্দা।

হিজলা থানার ওসি মো. আবুল কালাম আজাদ নিহতের স্ত্রীর বরাত দিয়ে বলেন, নয়ন বেপারি ও তার ছেলে রোববার রাতে মেঘনা নদীতে মা ইলিশ শিকার করতে গিয়েছিলেন। অজ্ঞাত স্পিডবোটের শব্দ পেয়ে ট্রলার দ্রুতগতিতে চালালে নয়ন বেপারি ট্রলার থেকে পড়ে গিয়ে ট্রলারের সূচালো মাথায় (আন্নির) আঘাত পান। এতে পাঁজরের হাড্ডি ভেঙে গিয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। নিহত নয়ন বেপারির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৩ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 29 October 2024

আশুলিয়ায় সংঘাতে আহত পোশাককর্মী চম্পার মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকার আশুলিয়ায় সংঘাতে আহত পোশাক কর্মী চম্পা খাতুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে তার মৃত্যু হয় বলে জানান সেখানকার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক।

চম্পার মৃত্যুর বিষয়ে ঢাকা মেডিকেলের রেজিস্টারে লেখা হয়েছে, শারীরিক আঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার আশুলিয়ার নরসিংহপুর-কাশিমপুর সড়কের বাংলাবাজার এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।

তাদের মধ্যে আছেন-জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেডের প্রিন্টিং অপারেটর মোর্শেদা বেগম (৩৫), সুইং অপারেটর চম্পা খাতুন (২২), শ্রমিক ববিতা আক্তার এবং সুসুকা গার্মেন্টসের শ্রমিক হালিমা খাতুন। তাদের মধ্যে 'গুলিবিদ্ধ' মোরশেদা ও চম্পাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন তাদের সহকর্মীরা। চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনের কর্মীদের আন্দোলনের তৃতীয় দিনে ওই সংঘাত ঘটেছিল। আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছিল সুসুকাসহ আশপাশের কারখানার শ্রমিকরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৪ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ অক্টোবর ২০২৪

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে হামলা, সাংবাদিকসহ আহত ২

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। হামলায় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাউদ মাসুদসহ ২ জন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রনি নামে এক জনকে আটক করেছে পুলিশ।

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জীবন জানান, দুপুরে ২০/২৫ জনের একটি দল ক্লাবের পাঁচতলায় উঠে হামলা ও ভাঙচুর করে। এ সময় ক্লাবে অবস্থানরত সাংবাদিকরা তাদের বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় মাসুদ রানা রনি নামে এক জনকে আহত অবস্থায় আটক করেছে বলে জানায় নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নজরুল ইসলাম।

এ ঘটনার পর নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের কর্যকরী পরিষদের সভায় হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে তথ্য উপদেষ্টার জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নেতৃবৃন্দ। এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ নিউজ পেপার ওনার্স এসোশিয়েশনের সভাপতি হাবিবুর রহমান বাদল তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৪

টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পোশাককর্মীর মৃত্যু

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী মাছিমপুর এলাকায় ফায়ার স্টেশনের সামনে গত মঙ্গলবার রাতে একদল ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. জাফর উল্লাহ (৪২) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পোশাককর্মী ছিলেন। নিহত ব্যক্তি ফেনী সদরের করোচিয়া গ্রামের করিম উল্লাহর ছেলে। এ সময় স্থানীয় জনতা দুই ছিনতাইকারীকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

জানা যায়, জাফরউল্লাহ ঢাকার সবুজবাগে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন। গত মঙ্গলবার রাত ১১টায় বাসযোগে টঙ্গী ফায়ার স্টেশনের সামনে নামেন। পরে একদল ছিনতাইকারী তার পথ রোধ করে মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৪ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 30 October 2024

চালককে হত্যা করে প্রাইভেটকার ছিনতাই গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধি, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে হানিফ (৬০) নামের এক প্রাইভেটকার চালককে কুপিয়ে হত্যার পর তার প্রাইভেটকার নিয়ে পালানোর ঘটনায় জড়িত ৩ জনকে গ্রেপ্তার ও ছিনতাই করা প্রাইভেটকার উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত তিন দিনের মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও গাড়ি উদ্ধার করা হয়।

সোনারগাঁ থানার অফিসার ইনচার্জ এম এ বারী জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে চারজনের একটি ছিনতাইকারী দল যাত্রী বেশে প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো গ ২৫-৪৭৭১) ভাড়া করে নোয়াখালীর উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

পরে শেষ রাতের দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ের পিরোজপুর এলাকা অতিক্রমের সময় প্রাইভেটকার চালক হানিফকে কুপিয়ে হত্যার পর মরদেহ রাস্তার পাশে ফেলে প্রাইভেটকারটি নিয়ে পালিয়ে যায় চক্রটি। হত্যা ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক আ. জলিল ও আল ইসলাম বিশেষ অভিযান চালিয়ে কাঁচপুর নয়ামাটি এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে কামরুল ইসলাম (২৩), মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থানার বাউশিয়া গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে ওমর হোসেন (৩৪) ও একই এলাকার গোলাম মাহমুদের ছেলে মুজাহিদুল ইসলামকে (৩৫) বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তারকৃতদের স্বীকারোক্তি ও তথ্যানুযায়ী প্রাইভেটকারটি উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ॥

ছুরিকাঘাতে লেগুনা চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর রামপুরায় ছুরিকাঘাতে হাসান হাওলাদার (২২) নামে এক লেগুনা চালক মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর লেগুনা চালক নুরে আলম (২৩)। গতকাল রাত সোয়া ১০টার দিকে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহত নুরে আলম জানান, রামপুরা বনশ্রী হতে খিলগাঁও মাদারটেক রুটে লেগুনা চালাই। বেশ কয়েক দিন ধরে ইমনসহ কয়েকজন লেগুনা স্ট্যান্ডে গিয়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। রাতে ইমনসহ কয়েকজন রামপুরা ব্রিজের পাশে বনশ্রী প্রবেশের মুখে লেগুনা স্ট্যান্ডে গিয়ে চাঁদা নেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা বাধা দেই। এ সময় তারা হাসানকে ছুরিকাঘাত করে। বাধা দিলে আমাকেও ছুরিকাঘাত করে তারা পালিয়ে যায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ॥

অটোরিকশা চালক হত্যা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এক অটোরিকশা চালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তার অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাত্রীবেশী দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার নামাশুলাইয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুর রহমান লিটন (৪৮) মেদীআশুলাইয়ের শহিদুর রহমানের ছেলে। কালিয়াকৈর থানার ওসি জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৪.

পোশাক কারখানায় চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুর

সাভারের আশুলিয়ায় সেনাবাহিনীর আশ্বাসে বার্ডস গ্রুপের চারটি কারখানার শ্রমিকেরা দুই দিন পর নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ছেড়ে দিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার* এবং **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

গাজীপুরের পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিক নিয়োগ চালুসহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল বুধবার নগরের ভোগড়া চৌধুরীবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এক দল ব্যক্তি। তাঁদের দাবি, বেশির ভাগ কারখানার সামনে 'শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ' লেখা রয়েছে। এতে তাঁরা কোথাও কাজে ঢুকতে পারছেন না। এ বিক্ষোভের জেরে গতকাল জেলার ৪৭টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা জানান, গাজীপুরের বেশির ভাগ কারখানার সামনে লেখা আছে 'শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ'। মাসের ১-৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কারখানার সামনেই শত শত শ্রমিক চাকরির জন্য ভিড় করেন। শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ থাকার কথা লেখা থাকলেও গোপনে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। পুরুষ শ্রমিকেরা চাকরিতে যোগদান করার পর অযথা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেন—এমন অভিযোগে তাঁরা পুরুষ শ্রমিকদের নিয়োগ দিচ্ছেন না।

গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে ভোগড়া এলাকায় শতাধিক শ্রমিক জড়ো হয়ে চাকরির দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে তাঁরা বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কারখানার ফটকের সামনে গিয়ে আহ্বান জানান। তাঁরা সাড়া না দিলে ইটপাটকেল ছোড়া হয়। এ পরিস্থিতিতে প্রথমে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে ভোগড়া পর্যন্ত সব কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। ধীরে ধীরে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে জয়দেবপুর রোড এলাকার কারখানাগুলোতেও শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হয়।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম প্রথম আলোকে বিক্ষোভের জেরে ৪৭টি কারখানা বন্ধ ঘোষণার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

অপর দিকে জেলার কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন নায়াগ্রা টেক্সটাইল লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন মহাসড়কটি ব্যবহারকারী গণপরিবহনের যাত্রীসহ পথচারীরা।

সেনাবাহিনীর আশ্বাসে মহাসড়ক ছাড়লেন শ্রমিকেরা

ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা বার্ডস গ্রুপের চারটি কারখানার শ্রমিকেরা দুই দিন পর সেনাবাহিনীর আশ্বাসে মহাসড়ক ছেড়ে দিয়েছেন। বকেয়া বেতনসহ শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা টাকা পরিশোধের দাবিতে গত সোমবার থেকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন। গতকাল দুপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা সমস্যা সমাধানে কারখানার মালিককে শ্রমিকদের সামনে হাজির করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে দিয়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেন।

বার্ডস গ্রুপের একটি কারখানার এক শ্রমিক প্রথম আলোকে বলেন, 'সকালে সেনাবাহিনী আসছিল। তারা আমাদের বলেছে, সেনাবাহিনী আপনাদের সাথে আছে। আপনাদের মালিক পলাতক আছে, তাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। আমাদের দাবিদাওয়া পূরণের ব্যাপারে তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত রোববার বার্ডস গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য তিন মাসের সময় বর্ধিতকরণের নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বকেয়া পরিশোধ করতে তিন মাস সময় চায়। নোটিশের পর শ্রমিকেরা বকেয়া পাওনার দাবিতে বাইপাইলে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন।

মঙ্গলবার ২২ অক্টোবর ২০২৪
৬ কার্তিক ১৪৩১ | যুগান্তর

বকেয়া বেতনের দাবি

কমলগঞ্জে চা-শ্রমিকদের কর্মবিরতি

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

কমলগঞ্জে বকেয়া মজুরির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) চা শ্রমিকরা। সোমবার শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। জানা যায়, এনটিসির বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক নেতারা গত রোববার চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সোমবার থেকে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেন। চা শ্রমিকদের ভাষ্য, শ্রমিকদের পাঁচ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া আছে। মজুরি না পেয়ে অর্থকষ্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মালিকপক্ষ বকেয়া মজুরি পরিশোধ না করলে তারা কাজে ফিরবেন না। কমলগঞ্জের পদ্মছড়া চা-বাগানের বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি কৃষ্ণলাল দেশোয়ারা বলেন, আমাদের শ্রমিকদের ঘরে খাবার নেই। তারা অনেক কষ্ট করে চলছেন। পেটে ভাত না দিয়ে শ্রমিকরা কাজ করবেন কীভাবে? চা শ্রমিকদের কর্মবিরতির কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন আছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিপেন পাল। ন্যাশনাল টি কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক এমদাদুল হক সাংবাদিকদের জানান, শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৩ অক্টোবর ২০২৪

আশুলিয়ায় ৫৪ ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়েছে শ্রমিকরা

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভে ১৫ কারখানা ছুটি

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট ও গাজীপুর প্রতিনিধি**

সাভারের শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে টানা ৫৪ ঘণ্টা নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখার পর গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে যৌথ বাহিনীর আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বার্ডস গ্রুপের শ্রমিকরা। এর আগে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা দফায় দফায় অবরোধকারী শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা করেন। পরে দুপুর ১টার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কারখানা মালিককে আটক করে পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা রাস্তা ছেড়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেয়।

এদিকে চাকরিসহ বিভিন্ন দাবিতে গাজীপুরে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ফের বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে। শ্রমিক অসন্তোষের মুখে বুধবার গাজীপুরের অন্তত ১৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

গত সোমবার সকাল ৯টার দিকে পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে বার্ডস গ্রুপের শ্রমিকরা। এই অবরোধের কারণে পার্শ্ববর্তী বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়ক ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। যানজটের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ও বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়ক।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত রবিবার বার্ডস গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য তিন মাসের সময় বর্ধিতকরণের নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বকেয়া পরিশোধ করতে তিন মাস সময় চায়। নোটিশের পর শ্রমিকেরা বকেয়া পাওনার দাবিতে বাইপাইলে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে যানজটে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী ব্যক্তিরা ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন। গতকাল বুধবার দুপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আহম্মদ মুঈদ সাংবাদিকদের জানান, দুপুরের দিকে আন্দোলনরত শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান। তাদের যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণে বিষয়টি নিয়ে কারখানার মালিক ও শ্রমিক উভয়ের আলোচনা দরকার। মালিককে শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত করার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দ্রুতই কারখানার মালিককে শ্রমিকদের সামনে নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিক্ষোরত শ্রমিকরা বলেন, সেনাবাহিনী আমাদের দাবিদাওয়া পূরণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানিয়ে আমরা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছি। যদি এই প্রতিশ্রুতি না মানা হয়, তবে আমরা আবারও অবরোধ করব। গত সোমবার লে-অফ করা বার্ডস গ্রুপের শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দিন ধার্য করা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ কোনো ধরনের পাওনাদি পরিশোধ না করে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এমনকি তিন মাস সময় চেয়ে কারখানার গেটে একটি নোটিশও সাঁটিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। সব শ্রমিক পাওনাদি পাওয়ার আশায় সকালে কারখানায় গেলে নোটিশে আরো তিন মাস সময় চাওয়ার বিষয়টি দেখতে পায় শ্রমিকরা। এ সময় উত্তেজিত হয় সব শ্রমিক নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বুড়িরবাজার রোড এলাকা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে।

অপরদিকে গতকাল সকালে চাকরিপ্রত্যাশী শ্রমিকরা ভোগড়া বাইপাস মোড়ে জড় হয়ে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মহাসড়ক দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ পড়েন চরম বিপাকে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের এসপি সারোয়ার আলম বলেন, চাকরিসহ বিভিন্ন দাবিতে পোশাক কারখানার বেশ কিছু শ্রমিক বিক্ষোভ করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ সৃষ্টি করে। পরে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কারণে গাজীপুরে বেশ কিছু পোশাক কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২২ অক্টোবর ২০২৪।

বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

● আশুলিয়া প্রতিনিধি

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আশুলিয়ার জেনারেশন নেক্সট লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার প্রায় সাত হাজার শ্রমিক।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল ত্রিমোড়ে অবস্থান নিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এর আগে সকাল ৮টার দিকে আশুলিয়ার গোরাট এলাকায় কারখানার সামনে থেকে মিছিল নিয়ে বাইপাইলে যান তারা। সড়কের এতে উভয় পাশে প্রায় ১০ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিকাল সাড়ে ৪টা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি শিল্প পুলিশ ও জেলা পুলিশ টহল দেয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অভিযোগ, গত তিন মাস থেকে কোনো বেতন-বোনাস পান না তারা। বেতন না দিয়ে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে কয়েকবার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয় এবং বারবার আশ্বাস দিলেও তারা বেতন পরিশোধ করেনি। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও বেশিরভাগ শ্রমিক বেতন-বোনাস পায়নি। কারখানার স্টাফদের বেতন বকেয়া আছে চার থেকে পাঁচ মাসের। তারা বলেন, আমরা বিজিএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ে গেলে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয়। তবে এখন পর্যন্ত কারখানা খুলে দেয়নি, বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেনি।

সানজু নামের এক নারী শ্রমিক সময়ের আলোকে বলেন, গত তিন মাস ধরে পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। বাসা ভাড়া ও দোকানে বাকি থাকায় দোকানদার আর বাকিতে কোনো সওদা দিতে চাচ্ছে না। অনেকটাই না খেয়ে দিন পার করছি। কোথাও চাকরি নিতে পারছি না। এক মাসের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করেই গত মাসের আগে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। গত মাসে বিজিএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয় আমাদের আশ্বাস দিয়ে ছিল। কিন্তু তিন মাসের বেতন এখনও পরিশোধ করেনি। তাই বাধ্য হয়ে মহাসড়কে এসেছি। বেতন না পাওয়া পর্যন্ত যদি আমাদের সাত দিন রাস্তায় থাকতে হয় তা হলে আমরা থাকব।

অন্যদিকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল ত্রিমোড়ে অবরোধ করায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কও বন্ধ থাকায় প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট দেখা দেয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে শত শত মানুষ।

সাভার হাইওয়ে থানার ওসি আইয়ুব আলী বলেন, সকাল থেকে শ্রমিকরা পাওনা বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম বলেন, ঘটনাস্থলে এসেছি। এরা জেনারেশন নেক্সট লিমিটেড কারখানার শ্রমিক। কেউ দুই মাস, কেউ আরও বেশি মাসের বেতন পাননি। আলোচনা চলছে সেই সঙ্গে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সে জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ও যৌথবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ইত্তেফাক বুধবার ১৭ আশ্বিন ১৪৩১, ২ অক্টোবর ২০২৪

সাভার গাজীপুরে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ গাজীপুরে ১১ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এসব কারখানায় শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকরা। তবে অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে বেশ কয়েকটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এছাড়া সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে গতকাল সকাল থেকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে বার্ডস গ্রুপের শ্রমিকরা। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভোগড়া বর্ষা সিনেমা হলের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ সৃষ্টি করেছে শ্রমিকরা। ১১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এছাড়া আগের দিন বন্ধ থাকা মণ্ডল নিটওয়্যার কারখানাটিও খুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কারখানাটির শ্রমিকরাও শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগদান করেছেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানার সামনে যৌথ বাহিনীর

সাভার গাজীপুরে সড়ক

অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন রাখা হয়। শিল্প পুলিশ জানায়, শিল্পাঞ্চলের জিরাবো রোডে অবস্থিত এআর জিন্স প্রডিউসার লিমিটেড ছাড়া বাকি সব কারখানা চালু রয়েছে। কাঠগড়া এলাকার এআর জিন্স প্রডিউসার লিমিটেড, টঙ্গাবাড়ি এলাকায় ম্যাংগো টেক্স লিমিটেড, বাইপাইল এলাকার স্কাইলাইন কারখানা ও সেতারা গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানা স্ববেতনে ছুটি রয়েছে।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে শ্রমিকরা সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। আমরা কারখানাটির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। এছাড়া বিজিএমইএসহ যৌথ বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ ১ এর পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম বলেন, শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারায় ৭টি কারখানা বন্ধ আছে এবং আটটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া এলাকার টি এন্ড জেড গ্রুপের অ্যাপারেলস প্লাস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় উত্তেজিত শ্রমিকরা মিছিল সহকারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভোগড়া বর্ষা সিনেমা হলের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের যাত্রীরা। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ১১ ঘণ্টা পর শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে মহানগরীর কোনাবাড়ি এলাকার এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা টিফিন বিল, নাইট বিল এবং হাজিরা বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার দুপুরে বিক্ষোভ শুরু করে। কোনো সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা ফের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছে। এ ছাড়া আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে বাইপাইল থেকে গাজীপুরের চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত অন্তত ১০ কিলোমিটার সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বাসন থানার ওসি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জানান, অ্যাপারেলস প্লাস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের বেতন সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে সোমবার রাত থেকেই বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে আসছে। শ্রমিকদের দাবির বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। মালিক কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাতের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে। পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে ১১ ঘণ্টা পর ঐ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে কারখানার নিরাপত্তা ইস্যুতে বিজিএমইএ গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, সরকারের নির্দেশনায় যৌথ বাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় চলমান শ্রম পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে, কারখানা খোলা রাখা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়ার পরও কিছু কারখানায় অন্যায় দাবি ও গুজব ছড়িয়ে অস্থিরতা তৈরি হলে ও সেগুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়।

গাজীপুরে ঝুট ব্যবসা নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ীর জরুন এলাকার একটি পোশক কারখানার ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মঙ্গলবার স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৩ অক্টোবর ২০২৪

রংপুর চিনিকল চালুর দাবিতে গাইবান্ধায় বিক্ষোভ

■ গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জের রংপুর চিনিকল চালু ও বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় চিনিকল প্রাঙ্গণে রংপুর চিনিকল পুনরায় চালু ও রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রথমে চিনিকলের প্রধান গেটে বিক্ষোভ ও পরে সেখানেই মানববন্ধন শুরু হলেও স্থানীয় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এতে যোগ দিলে পরে তা বিশাল সমাবেশে রূপ নেয়।

ছাত্রনেতা মোফাজ্জল হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন—শ্রমিক নেতা আবু সুফিয়ান সুজা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াত হোসেন সোহেল, আবু বক্কর সিদ্দিক, ছাত্রনেতা নুর আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিগত সরকার বিনা কারণে গাইবান্ধা জেলার একমাত্র কৃষিভিত্তিক ভারী শিল্পকারখানা রংপুর চিনিকলসহ ছয়টি চিনিকলকে অবৈধভাবে বন্ধ করে একটি অশুভ সিন্ডিকেটের হাতে চিনির বাজার তুলে দিয়েছিল। এ কারণে চিনির দাম একলাফে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, এ চিনিকলের কাজ নাই, মজুরি নাই (কানামনা) চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন থেকে অবৈধভাবে দেড় কোটি টাকা কেটে রেখে তাদের মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে।

অবিলম্বে চিনিকল চালু করা ও গরিব শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, অবিলম্বে এ দাবি মেনে না নিলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ৪ অক্টোবর ২০২৪

মোরেলগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার কর্মচারীদের কর্মবিরতি

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মোরেলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার ও কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে তারা কর্মবিরতিতে আছেন। কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের ভেতরে ডাক্তারদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে তারা এ কর্মসূচি পালন করেছেন। ফলে অসংখ্য রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবার জন্য গেলেও ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

উল্লেখ্য, বুধবার বেলা ১১টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঁচ-ছয় জনের একটি দল হামলা করে। হামলায় উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার চন্দন দাস আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। লাঞ্ছিত করা হয়েছে দুই জন নারী মেডিক্যাল অফিসারকেও। এ ঘটনায় বুধবার রাতে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এ বিষয়ে কর্তব্যরত মেডিক্যাল অফিসার ডা. আহাদ নাজমুল হাসান বলেন, কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তারদের ওপর যারা হামলা করেছে তাদেরকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। শুধু জরুরি বিভাগ ও আন্তঃবিভাগের সেবা চালু থাকবে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বলেন, হাসপাতালে হামলার ঘটনায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর আছে।

সমকাল
শুক্রবার । ৪ অক্টোবর ২০২৪

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে দুটি শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার মহানগরের জিরানি এলাকার রেডিয়্যাল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের শ্রমিক এবং আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার কর্মীদের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, সকালে রেডিয়্যাল কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া জানিয়ে কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে। ওই সময় তারা পাশের আইরিশ ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকদের তাদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়। তবে আইরিশের শ্রমিকরা সাড়া দেয়নি। এতে বিক্ষুব্ধ রেডিয়্যালের শ্রমিকরা আইরিশ কারখানায় ভাঙচুর চালায়। এর জেরে আইরিশ কারখানার শ্রমিকরা রেডিয়্যাল কারখানায় ভাঙচুর চালায়। এ সময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত শ্রমিকরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখে। দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। প্রায় ২ ঘণ্টা পর ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ-২ এর সুপার সারোয়ার আলম বলেন, সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ২ ঘণ্টা পর শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে গতকাল জেলার অন্তত ৮টি কারখানা বন্ধ ছিল।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ অক্টোবর ২০২৪,

গাজীপুরের জিরানী

হাজিরা বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে সড়কে শ্রমিকেরা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে নগরের জিরানী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। এ সময় সড়কের দুই পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চলাচলকারী মানুষেরা।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল সকাল থেকে জিরানীর আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকেরা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সকাল নয়টার দিকে কারখানার পাশের চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। দুই ঘণ্টার বেশি সময় সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন লোকজন।

আবিদ হোসেন নামের কারখানাটির একজন শ্রমিক *প্রথম আলোকে* জানান, কারখানার কয়েক কর্মকর্তা তাঁদের (শ্রমিকদের) সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। এসব কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করতে হবে। পাশাপাশি হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকা পরিশোধ করতে হবে। এসব দাবি মানা না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

প্রথম আলো • রোববার, ৬ অক্টোবর ২০২৪,

এফবিসিসিআইয়ের চাকরিচ্যুত কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) থেকে 'অবৈধভাবে ও জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা' চাকরিতে পুনর্বহালের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। গতকাল শনিবার সকাল থেকে তাঁরা এফবিসিসিআই ভবন ঘেরাও এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এরপর বেলা দুইটায় আন্দোলনকারীরা এফবিসিসিআইয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসকের আশ্বাসে তাঁরা গতকালের মতো কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। আজ বিকেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসকের বৈঠক করার কথা। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সরকার এফবিসিসিআইয়ে প্রশাসক নিয়োগ দেয়। এরপর তাঁর কাছে আন্দোলনকারীরা নিজেদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। পাশাপাশি কয়েকজন উপদেষ্টার কাছেও স্মারকলিপি দেন; কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়ায় গতকাল অবস্থান কর্মসূচি ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

NEW AGE SUNDAY, OCTOBER 6, 2024,

Mathiura tea garden workers rally for payment of arrears

Our Correspondent · Moulvibazar

THE tea workers of Mathiura Tea Garden of Rajnagar in Moulvibazar on Saturday held a rally demanding the payment of arrears of wages.

They held the rally with three-point demand in front of the garden office, presided over by a union parishad member of the upazila, Satya Narayan Naidu.

Muzahid Ahmad, former member secretary of Bangladesh Samajtanrik Dal in Moulvibazar district, central president of Tea Workers Federation Biplab Madraji Pashi, general secretary Dipankar Ghosh, member Maina Rajbhar, tea workers Lalon Rajbhar, Achia Begum, Kajli Rabidash, Lakshmi Naidu, Narayan Gaur, Samajtantrik Chhatra Front Moulvibazar district president Biswajit Nandi, among others, spoke at the rally.

Biplab Madraji said that time ultimatum had given for the payment of all dues, including outstanding wages and bonuses by Sunday. 'If they fail to pay, tea workers will besiege the Rajnagar UNO office.'

The three-point demands of the tea workers include Mathiura tea estate workers to be paid unpaid wages immediately, and and fair dues including festival bonus must be paid before Durga Puja.

Dipankar Ghosh said that for the past seven weeks in Mathiura tea garden, the garden authorities had not paid the due wages of tea workers. 'They have been making excuses by changing the date of payment.'

NEW AGE THURSDAY, OCTOBER 3, 2024

70 RMG units halt production amid unrest

Staff Correspondent

AT LEAST 70 readymade garment factories in Savar, Ashulia, and Gazipur suspended production on Wednesday amid workers' protests over various demands.

Industry insiders said that of the 70 factories, 30 were located in Ashulia industrial zone and 40 in Gazipur industrial zone.

Deputy inspector general of Industrial Police for operation and crime Mohd Ashrafuzzaman said that some owners did not open their factories for fear of unrest and many others remained shut as they had no work.

He said that additional members from the police and other law enforcement agencies were deployed to ensure safety of the factories.

'No untoward incident happened today (Wednesday),' he said.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association secretary general Md Faizur Rahman said that some factories declared general holiday, some shutdown after starting operation in the morning, and some remained shut under the 'no work no pay' provision stated in Section 13(1) of the labour act.

Witnesses said that several hundred workers of Birds Group factories continued their blockade on Dhaka-Tangail Highway demanding arrears. The agitated workers took to the streets on Monday to press their demand and left the highway at noon on Wednesday as the army and police assured them to get payment soon.

Workers of Skyline and Generation Next factories, among others, went to the factories but did not join production. The management later declared holiday and workers left the factories, said the industrial police.

BGMEA officials said that in Ashulia, one factory, Anjuman Design Ltd, remained shut under Section 13(1) of the Bangladesh Labour Act.

New Age correspondent in Gazipur reported that several hundred people blocked the Dhaka-Mymensingh highway in the district pressing several demands.

Earlier, the protesters targeted several factories in the Bogra Chowdhury Bari area, throwing brick chips and urging their fellow workers to join the movement, which led to the closure of several factories.

Gazipur industrial police superintendent Sarwar Alam said that some 40 factories suspended production amid unrest in that industrial zone.

In Ashulia, Birds Group authorities announced the closure of the factory on August 27 and signed an agreement with the workers to pay their wages and benefits by September 30.

But on September 29, the factory authorities issued a notice postponing the payment date by three months.

This notice prompted workers to take to the streets once more, blocking the Nabinagar-Chandra highway on Monday morning, causing thousands of vehicles to remain stranded for hours.

Bangladesh Workers' Front in a statement on Wednesday asked the government to settle down labour unrest through dialogue and not by using excessive force.

They also demanded justice of the victim worker who was killed in Ashulia during the unrest.

সময়ের আলো রোববার। ৬ অক্টোবর ২০২৪

থামছে না শ্রমিক বিক্ষোভ, ১৭ কারখানায় ছুটি

● নিজস্ব প্রতিবেদক ও গাজীপুর প্রতিনিধি

সব দাবি-দাওয়া মেনে নিলেও গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন-বিক্ষোভ থামছে না। গতকাল শনিবারও গাজীপুরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ ১৩ দাবিতে চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা। এ ঘটনার পর আশপাশের ১৭টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সকালে জিরানী এলাকায় কারখানার সামনে প্রায় ৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন আইরিশ ফেব্রিকস লিমিটেডের শ্রমিকরা। এ সময় চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও সাধারণ মানুষ। এদিকে ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গেলে বিক্ষোভ স্থগিত করেন শ্রমিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আইরিশ ফেব্রিকসের আশপাশের অন্তত ১৭টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আইরিশ কারখানার শ্রমিকরা বলেন, সকালে নাইট বিল, হাজিরা বোনাস, অভার টাইমের টাকা বৃদ্ধি, এক ঘণ্টা দেরিতে কারখানায় প্রবেশে হাজিরা বোনাস না কাটাসহ বিভিন্ন দাবি জানান পোশাক শ্রমিকরা। সে সময় কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। ওই কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করতে হবে এবং আমাদের দাবি দ্রুত মানতে হবে, না হলে আমাদের এই কর্মসূচি চলবে।

এদিকে গতকাল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে খোলা থাকা কারখানাগুলোর শ্রমিকরা কাজে গেছেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গাজীপুর নগরীর জিরানী এলাকার আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেড নামে কারখানার শ্রমিকরা সকালে কাজে এসে প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হন। পরে তারা হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বাৎসরিক ছুটির টাকার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ৯টার দিকে কারখানার পাশের চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সড়কটি বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন এই পথে চলাচলকারী যাত্রীরা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের তথ্য মতে, পুরো জেলায় সব মিলিয়ে নিবন্ধিত কারখানা রয়েছে ২ হাজার ৬৩৩টি। এর বাইরে অনিবন্ধিত কারখানা আছে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি। এসব কারখানায় শ্রমিক কাজ করেন প্রায় ২২ লাখ।

গাজীপুর প্রতিনিধি মো. মিলটন খন্দকার জানান, হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বাৎসরিক ছুটির টাকার দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর জিরানী এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। এটি ছাড়া এ শিল্পাঞ্চলের সব কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম ছিল স্বাভাবিক। সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল ছিল।

জেলার আর কোথাও শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে শ্রমজীবী নারী-পুরুষ শ্রমিকরা নিজেদের কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। শিল্প কারখানার উৎপাদন স্বাভাবিক রয়েছে। জেলার ৮টি পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে।

কারখানা শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা, ভোগড়া, ইটাহাটা, কোনাবাড়ী ও কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকার শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা দলবেঁধে সকালে কারখানার কাজে যোগ দিয়েছে। সকাল ৮টার দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলেও শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারখানায় প্রবেশ করেন। এ সময় বিভিন্ন কারখানার সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। সকাল থেকে জেলার কোথাও শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি। ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কেও যান চলাচল করছে স্বাভাবিক গতিতে।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পরিদর্শক আবু তালেব জানান, জিরানী এলাকার একটি কারখানা ছাড়া জেলায় আর কোথাও শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন কারণে জেলার ৮টি কারখানা আজও বন্ধ আছে। শিল্প-কারখানা সার্বিক নিরাপত্তায় কাজ করছে শিল্প পুলিশ, টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী ও বিজিবি।

THE BUSINESS STANDARD

SUNDAY 06.10.2024

Ctg journos demand withdrawal of 'false' cases against them

PROTEST - CTG

TBS REPORT

Journalists formed a human chain yesterday in front of the Chattogram Press Club, demanding withdrawal of "false" cases filed against them by Anisuzzaman Ronny, the brother of former land minister Saifuzzaman Jabed.

The hour-long event began around 12:00pm and ended with a rally.

Speakers at the event called for a trial and re-investigation into the kidnapping of local journalist Golam Sarwar and demanded exemplary punishment for those involved. Both Golam Sarwar and his wife shared their harrowing experiences.

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

২২ আশ্বিন ১৪৩১, ৭ অক্টোবর ২০২৪

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বরিশালে ওজোপাডিকোর শ্রমিকদের কর্মবিরতি

■ বরিশাল অফিস

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) তে কর্মরত পিচরেট শ্রমিকদের বয়সসীমা শিথিল করে শূন্য পদে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন বরিশাল ওজোপাডিকোর পিচরেট শ্রমিকরা। রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ওজোপাডিকোর অধীনে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে ২১ জেলায় পিচরেট কর্মচারীবৃন্দ বরিশাল সার্কেলের ব্যানারে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে এ কর্মসূচি ওজোপাডিকো পিচরেট শ্রমিক-এর সভাপতি মো. মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তারা বলেন, উন্নয়ন বোর্ড তথা বর্তমান ওজোপাডিকোতে পিচরেট কর্মচারী শ্রমিক হিসেবে বিগত ২০/২৫ বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মরত থেকে মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুত, বিল বিতরণ, ক্রেডিট পোস্টিংসহ লাইন সাহায্যকারী হিসেবে এবং বকেয়াধারী গ্রাহকের আঙিনা চিহ্নিত করে বকেয়া আদায় এবং নন ভেন্ডিংয়ের কাজ করাসহ অন্যান্য কাজ সতর্কতার সঙ্গে পালন করে আসছি। কিন্তু আমাদের চাকরি স্থায়ী করা হচ্ছে না। এসময় বক্তারা আরো বলেন, ২১টি জেলায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারী দীর্ঘদিন অত্র প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ীভাবে কাজ করার কারণে তাদের অনেকেরই সরকারি চাকরির বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। যার কারণে অন্য কোনো সংস্থায় কাজের সুযোগ নেই। কোম্পানির সকল দপ্তরে অসংখ্য শূন্য পদ রয়েছে। তাই শ্রমিকদের বয়সসীমা শিথিল করে শূন্য পদের বিপরীতে চাকরি স্থায়ী করে বৈষম্য দূর করার দাবি জানান বক্তারা। পাশাপাশি দাবি না মানা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করারও ঘোষণা দেন কর্মচারীরা।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মো. সুজন আহমেদ, সমন্বয়ক রেজাউল হকসহ শ্রমিকবৃন্দ।

সংবাদ মঙ্গলবার ২৩ আশ্বিন ১৪৩১ : Tuesday 8 October 2024

নারায়ণগঞ্জে বকেয়া পরিশোধের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, অনশন

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ১৮ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি পোশাক কারখানার কয়েকশ' শ্রমিক। তারা পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ'র কার্যালয়ের সামনে অনশন ধর্মঘটও পালন করেন। প্রায় তিনঘণ্টা অনশনের পর ব্যবসায়ী নেতারা দাবি মেনে নেবার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অনশন তুলে নেন।

গতকাল সকাল এগারোটায় শহরের চাষাঢ়ায় শহীদ মিনারে জড়ো হন কয়েকশ' শ্রমিক। শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। পরে বেলা বারোটার দিকে বিকেএমইএ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে অনশন শুরু করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য সংসদ এর ব্যানারে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে এই অনশনের পর ব্যবসায়ীরা নেতাদের আশ্বাসে শ্রমিকরা অনশন ভাঙেন বলে জানান শ্রমিক জাগরণ মঞ্চের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম পোলক।

বিক্ষোভে অংশ নেন ক্রোনী গ্রুপের দু'টি কারখানা ক্রোনী অ্যাপারেলস, অবন্তী কালারটেক্সসহ নেমকন ডিজাইন, আরএজেড অ্যাপারেল, এশিয়ান টেক্সটাইল ও জনি টেক্সটাইলের কয়েকশ' শ্রমিক।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে কারখানাগুলোর বকেয়া মজুরি পরিশোধ ও ত্রি-পক্ষীয় ১৮ দফা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে তারা বিক্ষোভ করছেন। গত কয়েকমাসের বেতন তাদের বকেয়া। বেতন চাইলে মালিকপক্ষ সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল বলেন, নারায়ণগঞ্জে কয়েকটি গার্মেন্টস থেকে শ্রমিকরা বিগত কয়েক মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছে না। যার কারণে তারা দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করছেন। বিকেএমইএ, জেলা প্রশাসক, কলকারখানা অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। প্রত্যেকেই একের পর এক বেতন পরিশোধের তারিখ দিচ্ছে কিন্তু পরিশোধের কোনো হদিস নেই।

তিনি আরও বলেন, বিকেএমইএ ১৮ দফা দাবির যে চুক্তিনামা হয়েছে তারা বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। শ্রমিকদের দাবির প্রতি এখন তারা কোনো লক্ষ্য দিচ্ছে না। এতে করে আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে বিকেএমইএ অফিস ঘেরাও করেছে এখন যেকোনো সময় তারা রাস্তায় নেমে যাবে। এর জন্য বিকেএমইএ দায়ী থাকবে। কারণ বিকেএমইএ মালিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এবং শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করছে না।

বিকেএমইএ'র সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লিখিত দাবি আমাদের কাছে আসেনি। মৌখিকভাবে যেটা জানানো হয়েছে সেটার জন্য আমরা কাজ করছি এবং ১০ তারিখের মধ্যে বেতন দেয়া হবে। এই ঘোষণা আগেই দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক কাজ করছে আমরা সবাই মিলেই সমাধানের কাজ করছি।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৭ অক্টোবর ২০২৪

শ্রমিক ছাঁটাই করে কারখানা বন্ধ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়া-নারায়ণগঞ্জ

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় একটি সোয়েটার তৈরি কারখানায় বিনা নোটিসে ৬৩ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের পর কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল রবিবার সকালে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় 'ফ্যাশনইট কোম্পানি লিমিটেড' নামে ওই কারখানায় ছবিসহ শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের তালিকা টানানো হয়।

এদিকে গতকাল সকালে নিশ্চিন্তপুর এলাকার আল-মুসলিম অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকদের ওপর বহিরাগতদের হামলার প্রতিবাদে কারখানা ভাঙচুরসহ এক কর্মকর্তাকে মারধর করেছেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানাটি ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

ফ্যাশনইট কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিকদের অভিযোগ, গত শনিবার রাতেও সোয়েটার কারখানাটিতে প্রায় ১২০০ শ্রমিক কাজ করেছেন। তখনো কেউ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানতেন না। সকালে কারখানায় এসে ৬৩ শ্রমিকের ছবিসহ ছাঁটাই এবং কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিস দেখতে পান।

বরখাস্তকৃত শ্রমিক শাকিল হোসেন বলেন, 'আমরা কখনো কোনো শ্রমিক আন্দোলনে যাইনি। তারপরও কর্তৃপক্ষ আমাদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাইসহ কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ছাঁটাইয়ের তালিকা টানিয়েছে।'

ফ্যাশনইট কোম্পানির প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. আবদুল খালেক স্বাক্ষরিত নোটিসে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ২৬ ধারায় অবসানকৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও ভাতাদি শ্রম আইন অনুযায়ী আজ সোমবার দুপুর আড়াইটা থেকে পরিশোধ করা শুরু হবে। এ সময় সবাইকে কোম্পানির আইডি কার্ড জমা দিতে হবে।

অন্য এক নোটিসে শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে চলমান সহিংসতা, বে-আইনি ধর্মঘট ও বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার স্বার্থে গতকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ থাকবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু বলেন, সকালে কারখানায় কাজে যোগ দিতে এসে মূল ফটকে বন্ধের নোটিস দেখে অবাক হয়ে যান। তবে ৬৩ শ্রমিককে কী কারণে ছাঁটাই করা হয়েছে, তা নোটিসে উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে গতকাল সকালে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার আল-মুসলিম অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকদের ওপর বহিরাগতদের হামলার প্রতিবাদে কারখানা ভাঙচুরসহ এক কর্মকর্তাকে মারধর করেছেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানাটি ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

আশুলিয়া শিল্প-পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, বর্তমানে শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় কারখানাগুলোয় শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করছেন। সকালে কয়েকটি দাবিতে আল-মুসলিম অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এক কর্মকর্তাকে মারধরসহ কারখানায় ভাঙচুর চালালে কারখানাটি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া জামগড়া এলাকার ফ্যাশনইট কোম্পানি লিমিটেড কারখানার ৬৩ শ্রমিককে ছাঁটাই করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

বকেয়া বেতন ও ছাঁটাই বন্ধ দাবিতে না.গঞ্জে বিক্ষোভ : নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতন পরিশোধ, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকালে জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলি এলাকার নেমকন ডিজাইন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করেন। পরে তারা নগরের চাষাঢ়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

কারখানা সূত্র জানায়, সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলি এলাকার নেমকন ডিজাইন লিমিটেড পোশাক কারখানায় ১ হাজার ৭০০ শ্রমিক কাজ করেন। সকালে তারা তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে এবং শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে তারা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যালয়ের সামনে যান।

শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটিতে তাদের তিন মাসের বেতন বকেয়া আছে। মালিকপক্ষ কথায় কথায় ছাঁটাই ও সন্ত্রাসীদের দিয়ে তাদের নির্যাতন করে। অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ, ছাঁটাই বন্ধ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের দাবি জানান তারা।

শ্রমিকদের অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৮ অক্টোবর ২০২৪। ২৩ আশ্বিন ১৪৩১। ৪ রবিউস সানি ১৪৪৬

'বিশ্ব শোভন কর্ম দিবস' উপলক্ষে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ করে কয়েকটি সংগঠন। ছবি : কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার। ৮ অক্টোবর ২০২৪

ধামরাইয়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

কালিয়াকৈর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঢাকার ধামরাইয়ে ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন একটি কারখানার শ্রমিকরা। এ ছাড়া কালিয়াকৈর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদে বিস্তারিত–

ধামরাই (ঢাকা) : ঢাকার ধামরাইয়ে বেতন বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক ছুটিসহ ৯ দফা দাবিতে একটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। গতকাল সোমবার সকাল ৬টা থেকে কারখানার সংলগ্ন মহাসড়কের বারবাড়িয়া এলাকায় আরিচাগামী লেনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

বিক্ষোভরত আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজের শ্রমিকদের ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে মাসিক বেতন সর্বনিম্ন ১৫ হাজার টাকা, বেতনের অর্ধেক উৎসব ভাতা, রাত্রিকালীন বিল দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের চিকিৎসার দায়ভার নেওয়া ইত্যাদি।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বেতনের দাবিতে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল সকালে উপজেলার চন্দ্রা এলাকার নায়গ্রা টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা ওই বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় শ্রমিকরা কারখানার পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

সাভার : আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার আল-মুসলিম অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় বেআইনিভাবে কর্মবিরতি, কারখানায় ভাঙচুর, স্টাফদের মারধর ও অরাজকতা সৃষ্টি করায় ১২৯ শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে কর্তৃপক্ষ। শিল্প পুলিশ জানায়, সারা দিনে কোথাও কোনো বিক্ষোভ বা শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেনি।

নারায়ণগঞ্জ : বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ১৮ দফা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শহরের চাষাঢ়ায় বিকেএমইএ কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এর আগে চাষাঢ়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে শ্রমিকদের একটি মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

আবারও নার্সদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর থেকে সব ক্যাডারকে প্রত্যাহার করে অভিজ্ঞ নার্সদের পদায়নের এক দফা দাবিতে আজ মঙ্গলবার থেকে আবারও কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন নার্সরা।

গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ অডিটরিয়ামে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দুই দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেন তাঁরা। ঘোষণা অনুযায়ী আজ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করবেন নার্সরা। আগামীকাল বুধবার তাঁরা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করবেন। এ সময় দাবি না মানলে আগামী দিনে কমপ্লিট শাটডাউনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, ইমার্জেন্সি ওটি, আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালিসিস, পিআইসিইউ লেবার ওয়ার্ডসহ ইউনিটগুলো কর্মবিরতির আওতামুক্ত থাকবে।

সংগঠনের নেতা বিশ্বজিৎ বড়ুয়া বলেন, 'প্রায় এক মাস ধরে আমরা এক দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমলা ও ক্যাডার অফিসারদের বাদ দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে আমাদের নার্সদের মধ্য থেকে এসব পদে পদায়নের দাবি জানাচ্ছি। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ফোন করেছিলেন। উনি আশ্বস্ত করেছিলেন দাবি মেনে নেবেন। আমরা কর্মবিরতি স্থগিতও করি, কিন্তু আমাদের দাবি এখন পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়নি।'

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার

২৪ আশ্বিন ১৪৩১, ৯ অক্টোবর ২০২৪

শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ১০২ ধারা অনুসমর্থনের দাবি

বিশ্ব শোভন কর্মদিবসে ওশি ফাউন্ডেশনের আলোচনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশ্ব শোভন কর্মদিবসে শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্যমজুরি, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, কাজের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও আইএলও কনভেনশন ১০২ অনুসমর্থনের দাবি জানিয়েছে 'ওশি ফাউন্ডেশন'। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বিল্ডিং এ সাসটেইনেবল লেবার সেক্টর ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের উদ্যোগে মিরপুর ওশি অফিসে অনুষ্ঠিত পৃথক মানববন্ধন ও আলোচনায় বক্তারা এসব দাবি জানান।

ওশি ফাউন্ডেশন আয়োজিত বাংলাদেশ সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যাডভোসি নেটওয়ার্ক-বিএসপিএএন প্রকল্পের উদ্যোগে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনতে হবে।

ওশি ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন সাকি রেজওয়ানা আইএলও কনভেনশন ১০২ অনুসমর্থনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সোশ্যাল প্রটেকশনে যে স্ট্যান্ডার্ড বলে দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে এই কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর নারী কমিটির সভাপতি ফরিদা আকতার তার বক্তব্যে বলেন, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে শ্রমিকদেরই আওয়াজ ওঠাতে হবে।

আলোচকরা বলেন, শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। অসুস্থতা, বার্ধক্য, এবং পেশাগত দুর্ঘটনা, আঘাত এবং মৃত্যু ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণে ও অবসরকালীন ভাতা ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকরা সবসময় আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তি আর্থিক নিরাপত্তা বাড়াবে ও আর্থিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে। এতে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ অক্টোবর ২০২৪

গাজীপুরে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে যমুনা ফ্যান কারখানায় গতকাল শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। হাজিরা বোনাস ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু দাবিতে সকাল ৮টার দিকে তারা বিক্ষোভ করে। একপর্যায়ে শ্রমিকরা কোনাবাড়ী-কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে। এতে ঐ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া জেলায় গতকাল বুধবার পর্যন্ত ছয়টি কারখানা বন্ধ ছিল।

জানা যায়, ঐ কারখানার শ্রমিকরা সকালে কারখানায় উপস্থিত হয়। তারা হাজিরা বোনাস বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় তারা উত্তেজিত হয়ে কোনাবাড়ী কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ভোগান্তিতে পড়েন অসংখ্য যাত্রী। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, কোনাবাড়ী থানা পুলিশ ও গাজীপুর শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বেলা ১২টার দিকে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। কোনাবাড়ী থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় মালিক-শ্রমিক পক্ষের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর ২০২৪

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গতকাল বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ■ দেশ রূপান্তর

শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ ১২ কারখানা

গাজীপুর-সাভার

- আশুলিয়ার শ্রমিকদের ১০ দফা দাবি
- গাজীপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

গাজীপুর ও সাভার প্রতিনিধি

হাজিরা বোনাস, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু দাবিতে গতকাল বুধবারও গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় একটি কারখানায় ও কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিচালা এলাকার পূর্বাণী গ্রুপের একটি কারখানায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। সেখানে গতকালও ৬টি কারখানা বন্ধ ছিল। এ ছাড়া শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় ১০ দফা দাবি আদায়ে কর্মবিরতি পালন করেছে মুরাদ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। ওই অঞ্চলেও গতকাল বন্ধ ছিল ছয় কারখানা। শ্রমিকরা উভয় এলাকার সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, গতকাল পূর্বাণী কারখানার শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় একই কম্পাউন্ডের ভেতরে থাকা যমুনা গ্রুপের যমুনা ডেনিম গার্মেন্টস অ্যান্ড ওয়াশিং ও যমুনা ফ্যান কারখানার শ্রমিকরা সকাল ৮টায় হাজিরা দিয়ে কাজে যোগ দেন। কিছু সময় পর কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান করে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে কোনাবাড়ী কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন ওই সড়কে চলাচলকারীরা। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী থানা পুলিশ ও গাজীপুর শিল্পপুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করে। পরে পুলিশ বেলা ১২টার দিকে আঞ্চলিক সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কোনাবাড়ী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, বেশ কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে যমুনা গ্রুপের শ্রমিকরা সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। কোনাবাড়ী কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করলে তাদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, কালিয়াকৈর উপজেলার পূর্বাণী কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা চলছে সমস্যার সমাধানের জন্য। মালিকপক্ষ আন্তরিক আছেন, আশা করি সমাধান হয়ে যাবে।

সাভার প্রতিনিধি জানান, শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় ১০ দফা দাবি আদায়ে কর্মবিরতি পালন করেছেন মুরাদ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। শ্রমিকদের ১০ দফা দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— সন্ধ্যা ৭টার পর ডিউটি হলে টিফিন বিল ৫০ টাকা দিতে হবে। রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ হলে নাইট বিল ১০০ টাকা দিতে হবে। হাজিরা বোনাস বাড়াতে হবে। শুক্রবার জেনারেল ডিউটি করানো যাবে না। বাৎসরিক ছুটির টাকা দিতে হবে। ওভারটাইম কাটা যাবে না। ৫-৭ তারিখের মধ্যে বেতন প্রদান করতে হবে। ফিনিশিং ম্যানেজার আজিজ, কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার মো. ইমরান ও অ্যাডমিন ম্যানেজার মো. জিয়াকে বরখাস্ত করতে হবে। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা পরিচালনা করতে হবে।

আশুলিয়া শিল্পপুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার বলেন, মুরাদ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকরা সকাল থেকেই ১০ দফা দাবি আদায়ে কর্মবিরতি পালন করেছেন। আমরা মালিকপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৫ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

শ্রীবরদীতে নার্স ও মিডওয়াইফদের কর্মবিরতি

■ শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা

এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শেরপুরের শ্রীবরদীতে কর্মবিরতি পালন করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্স ও মিডওয়াইফরা। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের আয়োজনে কর্মবিরতি পালন করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও রেজিস্ট্রার পদ থেকে প্রশাসন ক্যাডারদের অপসারণপূর্বক উক্ত পদগুলোতে উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ ও যোগ্য নার্স কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়নের ১ দফা দাবিতে তারা ঐ কর্মবিরতি পালন করেন। এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হলরুমে বক্তব্য রাখেন, শেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সহকারী জেলা পাবলিক হেলথ নার্স মো. শাহিনুর ইসলাম, সংস্কার পরিষদের সদস্য নার্সিং সুপারভাইজার রহিমা খাতুন; সিনিয়র স্টাফ নার্স বিথিসহ অন্যরা।

সংবাদ
বুধবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩১
Wednesday 9 October 2024

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, গাজীপুর

হাজিরা বোনাস বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে গাজীপুরের জিরানীতে রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ সময় শ্রমিকরা চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশ, সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর যান চলাচল শুরু হয়। দীর্ঘ সময় অবরোধ থাকায় বিপাকে পড়েন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটের যাত্রীরা।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিরানী এলাকা রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানা রয়েছে। ওই কারখানা গত সপ্তাহের প্রথম দিকে শ্রমিকরা হাজিরা বোনাস বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করে। ওই সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলেও মেনে নেয়নি বা তার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে শ্রমিকরা অভিযোগ করেন।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ৯ অক্টোবর ২০২৪,

কালিয়াকৈর ও সাভারে ৫ কারখানায় বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) ও সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেছে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পাশের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সাভারের আশুলিয়াতে গতকাল বেশিরভাগ কারখানা খুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি কারখনায় বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে শ্রমিকদের। তবে বেশিরভাগ কারখানার পরিবেশ শান্ত ছিল।

পোশাক শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিরচালা এলাকার পূর্বাণী লিমিটেড নামে তৈরি পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। কিছু দিন ধরে ওই পোশাক কারখানার শ্রমিকরা হাজিরা বোনাস, নাইট বিল, টিফিন ভাতা বৃদ্ধি, বিনা নোটিসে চাকরিচ্যুত না করাসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল সকাল ৯টার দিকে তাদের দাবি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে কারখানার মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে শ্রমিকরা পাশের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ রেখে বিক্ষোভ করে। এ সময় ওই মহাসড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পরিবহন শ্রমিক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ উঠিয়ে নিলে ওই মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, কারখানার শ্রমিকরা সকাল ৯টা থেকে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তবে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে গতকাল সকালে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকার শারমিন গ্রুপের তৈরি পোশাক শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করে কর্মবিরতি পালন করেন। শ্রমিকরা জানায়, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় টিফিন দেওয়ার কথা থাকলেও সোমবার ৭টার পরিবর্তে রাত ৮টায় টিফিন-দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় কারখানাটির শ্রমিকরা যথাসময়ে টিফিন প্রদানের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রাখলে কর্তৃপক্ষ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেন।

একইভাবে পার্শ্ববর্তী নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের ৫ তারিখে বেতন পরিশোধের কথা থ াকলেও এখনো বেতন না দেওয়ায় সকালে কারখানায় প্রবেশ করে বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করলে কর্তৃপক্ষ কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ ছাড়া ডেকো গ্রুপের শ্রমিকরা কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিতে কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ করেছে। পরে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হলে শ্রমিকরা বাড়ি চলে যায়। অন্যদিকে আশুলিয়ার গৌরিপুর এলাকার মুরাদ অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি না মানায় কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে শ্রমিকরা বাড়ি চলে যায়।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ ১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, শিল্পাঞ্চলের প্রায় সব কারখানা খুলে দেওয়ায় শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কারখানায় প্রবেশ করে কাজে যোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া শিল্প-কারখানার নিরাপত্তায় যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারখানাগুলোর সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি যৌথ বাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪,

বেতনের দাবিতে বেক্সিমকো শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল শনিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর সারাবো এলাকায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। তারা কারখানার সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

জানা গেছে, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ৫৫ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসে শ্রমিকদের বেতন আসে ৮০ থেকে ৮২ কোটি টাকা। আশপাশের বেশিরভাগ কারখানায় গত মাসের বেতন-ভাতা দেওয়া হলেও বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের এখন পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়নি। বকেয়া বেতনসহ আরও বেশকিছু দাবিতে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরে প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকরা বিক্ষোভ করতে করতে কারখানার সামনের এলাকা চক্রবর্তী চন্দ্রা নবীনগর সড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। সড়ক অবরোধের কারণে ওই সড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।

বেক্সিমকোর শ্রমিক ইকবাল হোসেন বলেন, 'এর আগের মাসেও অনেক আন্দোলন করে বেতন নিতে হয়েছে। এ মাসের ১২ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পায়নি। বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ নানা তালবাহানা করছে। বাধ্য হয়ে আমাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে।'

শ্রমিক আলিম উদ্দিন বলেন, 'বেতন চাইতে গিয়েছিলাম তখন এখানকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদের বলেন মালিকের ব্যাংক হিসাব সরকার বন্ধ করে রেখেছে, যার কারণে বেতন দিতে পারছি না। তারা নাকি সরকারের সঙ্গে কথা বলছে। সমাধান হলে বেতন দেবে। এসব কথা শুনে তো আর আমাদের সংসার চলবে না। আমরা কাজ করেছি, এখন বেতন দিতে হবে। তা ছাড়া আমাদের অন্যের কোনো পথ নেই।

এদিকে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ওই সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সফিকুল ইসলাম বলেন, বকেয়া বেতনসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে শ্রমিকরা দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতেও সড়কের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৪,

বকেয়া বেতন দাবি

মিরপুরে সড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর মিরপুরে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। ইউনিফর্ম নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এতে ঢাকা-ক্যান্টনমেন্টের কচুক্ষেতসংলগ্ন মিরপুর-১৪ এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

ভাসানটেক থানার ওসি শাহ মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন, ইউনিফর্ম নামে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ক্যান্টনমেন্ট-মিরপুর-১৪ এলাকার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। তিনি আরও বলেন, এ সময় মিরপুর-১৪ থেকে কচুক্ষেত পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। এরপরই আশপাশে আরও ছয়-সাতটি কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আজ মঙ্গলবার বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সাড়ে ১০টার দিকে অবরোধ তুলে নেন। পরে সড়কে স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল শুরু হয়।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৪।

মুন্সিগঞ্জে ২১ দফা দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ২১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৮টায় তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে মালিক পক্ষের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসে দুপুর সাড়ে ১২টায় অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

শ্রমিকরা জানান, সকাল ৮টায় কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এ সময় কোম্পানির পক্ষ থেকে কয়েকজন আন্দোলনকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করলে তাদের ধাওয়া দেন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোহিনূর আক্তার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

শ্রমিকরা আরো জানান, বিভিন্ন কারণে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এর মধ্যে ১০ অক্টোবর কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়। সরকারি ঘোষণা উপেক্ষা করে বন্ধের দিন কারখানা খোলা রাখা ও একজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ছুটি না দিয়ে খারাপ আচরণ করা হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তাকে হাসপাতালে না নিয়ে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। বিনা চিকিৎসায় মারা যান ওই শ্রমিক। এ ঘটনায় আরো ক্ষুব্ধ হন শ্রমিকরা।

ইয়াসিন ও হালিম মিয়া নামে দুই শ্রমিক বলেন, 'কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করে তা অমানবিক। সরকারি নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা করে না তারা। জোর করে শ্রমিকদের ওভারটাইম করতে বাধ্য করা হয়। অসুস্থ হলে হাসপাতালে যেতে দেয়া হয় না। আমাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে না পারলে বেতন কাটা হয়। ঈদের সময়ও আমরা ছুটি পাই না। এমন অমানবিক নিয়ম অন্য কোনো কোম্পানিতে আছে কিনা আমরা জানি না। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ থেকে আমরা বাধ্য হয়ে পথে নেমেছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক মাসুম মিয়া বলেন, 'জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে কর্মরত শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। এখন আন্দোলনের আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।'

গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোহিনূর আক্তার বলেন, 'শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নিয়েছেন। দুপুরের দিকে কাজে ফিরেছেন শ্রমিকরা।'

প্রথম আলো • রোববার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪,

বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

গাজীপুর

সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ করেন বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল শনিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর সারাবো এলাকায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় তাঁরা কারখানার সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করছিলেন।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০-২২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসে শ্রমিকদের বেতন আসে ৮০-৮২ কোটি টাকা। আশপাশের বেশির ভাগ কারখানায় গত মাসের বেতন-ভাতা দেওয়া হলেও বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের এখন পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়নি। বকেয়া বেতনসহ বেশ কিছু দাবিতে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরে কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করতে করতে কারখানার সামনের এলাকা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

অবরোধের কারণে ওই সড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন সেখানে চলাচলকারী যাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এ সময় তাঁরা শ্রমিকদের বেতন আদায় করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে বেলা দুইটার দিকে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও শ্রমিকেরা তাঁদের মুঠোফোনে বেতন-ভাতা পাওয়ার কোনো বার্তা না পেয়ে আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

> **এ মাসের ১২ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাইনি। বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে।**
>
> **কুরবান আলী**, শ্রমিক, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক

একপর্যায়ে উত্তেজিত শ্রমিকেরা চক্রবর্তী এলাকায় আবার সড়ক অবরোধ করেন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান করে বিক্ষোভ করছিলেন।

বেক্সিমকোর শ্রমিক কুরবান আলী বলেন, 'এর আগের মাসেও অনেক আন্দোলন করে বেতন নিতে হয়েছে। এ মাসের ১২ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাইনি। বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে। বাধ্য হয়ে আমাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সফিকুল ইসলাম বলেন, বকেয়া বেতনসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে শ্রমিকেরা দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁরা চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সফিকুল ইসলাম আরও বলেন, 'আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে গাজীপুরে শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন। গত মাসে জেলার অর্ধশতাধিক কারখানায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভের কারণে গাজীপুরে এখনো ছয়টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েক দিন শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ থাকার পর গতকাল আবারও বেক্সিমকো কারখানার শ্রমিকেরা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলেন।

সমকাল
রোববার। ১৩ অক্টোবর ২০২৪।

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের সারাবো এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। শনিবার দুপুরে তারা কারখানার সামনে থেকে বিক্ষোভ শুরু করে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

জানা যায়, ব্যস্ততম চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

শ্রমিকরা জানান, আশপাশের প্রায় সব কারখানায় গত মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে কর্মরত অন্তত দুই হাজার শ্রমিককে গত মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। বকেয়া বেতনের দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। শুধু এ মাসেই নয়, আগের মাসেও তারা আন্দোলন করে বেতন আদায় করেছেন।

আরমান আলী নামে এক শ্রমিক জানান, 'সারা মাস ঘাম ঝরিয়ে কাজ করি। আর মাস শেষ হলে বেতনের জন্য আমাদের রাস্তায় নামতে হয়। এটা কোনো জীবন হলো?'

আব্দুস সোবহান নামে আরেক শ্রমিক জানান, বকেয়া বেতন চাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলেন। তারা বলছে, মালিকের ব্যাংক হিসাব সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এ কারণে বেতন দিতে পারছে না। তারা নাকি সরকারের সঙ্গে কথা বলছে। সমাধান হলে বেতন দেবে।

এই শ্রমিক বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে দোকান থেকে বাকিতে মালপত্র কেনা, বাসা ভাড়া দেওয়া– সব মিলিয়ে তাদের অবস্থা ভালো নয়। সময়মতো বাসা ভাড়া দিতে না পারলে মালিক বের করে দিতে চায়। দোকানি বাকি দিতে চায় না। তারা এখন কী করবেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম বলেন, বেলা আড়াইটার দিকে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ অক্টোবর ২০২৪

নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের বিকেএমইএ কার্যালয় ঘেরাও

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতনসহ সব পাওনা পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিকেএমইএ কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছে ক্রোনী গ্রুপের ক্রোনী অ্যাপারেলস ও অবন্তি কালার টেক্স লিমিটেডের শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর চাষাড়ায় অবস্থিত বিকেএমইএর কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন তারা। ঐ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বিকেএমইএর প্রধান ফটক ভাঙচুরের চেষ্টা করলে শ্রমিক নেতারা তাদের নিবৃত্ত করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে শ্রমিক জাগরণ মঞ্চের জাহাঙ্গীর আলম গোলক বলেন, ১০ অক্টোবর ক্রোনী গ্রুপের মালিকপক্ষ প্রশাসনের উপস্থিতিতে কথা দিয়েছিল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করবে ও বন্ধ কারখানা খুলে দিবে। কিন্তু এখনো শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ না করেই মালিকপক্ষ গা-ঢাকা দিয়েছে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১১ অক্টোবর ২০২৪,

রাজধানীর কুড়িল

পোশাকশ্রমিকদের দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর প্রগতি সরণির কুড়িল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে প্রায় দুই ঘণ্টা বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। এ সময় কুড়িল বিশ্বরোড ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা পৌনে ২টা পর্যন্ত দুটি পোশাক কারখানার কয়েক শ শ্রমিক সড়কে নেমে আসেন। ইউরো জোন ও ফেরদৌস গার্মেন্টসের পোশাকশ্রমিকেরা এই অবরোধ করেন।

ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান বলেন, পরে তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, সড়ক অবরোধ করায় কুড়িল ফ্লাইওভার, বিমানবন্দর সড়কসহ বেশ কয়েকটি সড়কে গাড়ি আটকে ছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। তবে পোশাক কারখানার কর্মীরা সড়ক ছেড়ে দেওয়ার পর যানজটের তীব্রতা কমে আসে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ অক্টোবর ২০২৪

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্ণফুলী টানেল কর্মচারীদের বিক্ষোভ

■ চট্টগ্রাম অফিস

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছেন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা। গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত টানেলের আনোয়ারা প্রান্তের টোলপ্লাজা এলাকায় বিক্ষোভ করেন তারা। পরে টানেলের পতেঙ্গা প্রান্তে চায়না কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি) অফিসে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবি পেশ করেন। বিক্ষোভ চলাকালে টানেলে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

বিক্ষোভকারী শ্রমিক-কর্মচারীরা জানান, টানেলে ছয়টি সেকশনে কয়েক শ লোক কর্মরত আছেন। কারো ৫ শতাংশ আবার কারো ১০ শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছে। বেতন বৈষম্যের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। এই বৈষম্য দূর করতে তারা বিক্ষোভ করেছেন।

NEW AGE THURSDAY, OCTOBER 17, 2024,

Workers block highway for wage hike in Munshiganj

Our Correspondent · Munshiganj

WORKERS of JMI Industrial Park on Wednesday blocked the Dhaka-Chittagong highway at Gazaria in Munshiganj for about three and a half hours demanding higher and regular wages.

The workers blocked the highway from 8:00am till about 11:30am to press home their 21-point demand.

One of the protesting workers, Lipi Akter, said that they were protesting at poor working conditions and inadequate wages in the factory.

'There is discrimination against workers in terms of promotion and wages,' said Lipi.

Another worker, Swapan Mia, said, 'The way the company treats us is inhumane. They do not follow any government rules.'

'Workers are forced to do overtime. If we fall ill, we are not allowed to go to the hospital. We are left with no choice but to take to the streets with our 21 demands,' said Swapan.

Gazaria police station officer-in-charge Mahbubur Rahman said that they rushed to the spot in the morning and tried to calm the protesters.

'I assured the workers that I would speak to the owners and try to meet their legitimate demands if necessary, but they did not listen to me,' said the OC.

The protesting workers left the highway at about 11:30am as the company authorities assured them of meeting their demands.

During the protest, traffic came to a halt on both sides of the highway during the time, causing widespread disruption and a 10-kilometre tailback.

প্রথম আলো • সোমবার, ২১ অক্টোবর ২০২৪,

নারায়ণগঞ্জে ১২ দফা দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

বেআইনিভাবে ছাঁটাই বন্ধ, সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুরসহ ১২ দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। সড়ক অবরোধের কারণে ওই সড়কে আধা ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

গতকাল রোববার বেলা আড়াইটার দিকে নগরের চাষাঢ়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আইএফএস টেক্সওয়্যারের শ্রমিকেরা। আইএফএস টেক্সওয়্যার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুবপুর এলাকায় অবস্থিত।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুবপুর এলাকায় অবস্থিত আইএফএস টেক্সওয়্যারের শ্রমিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ ১২ দফা দাবিতে নগরীতে কয়েক শ শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা নগরের চাষাঢ়ায় সড়কে বসে অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে বেলা সোয়া তিনটার দিকে সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। পরে শ্রমিকদের পক্ষে ১০ জন প্রতিনিধি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাকিব আল রাব্বির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ১২ দফা দাবি তুলে ধরেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাকিব আল রাব্বি শ্রমিকদের সমস্যার কথা শোনার পর শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের দাবিদাওয়ার বিষয়টি মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-৪ পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা *প্রথম আলো*কে বলেন, আইএফএস শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষ আগেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা কবে থেকে তা বাস্তবায়ন করবে, তা ঘোষণা দেয়নি। এ কারণে শ্রমিকেরা সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁদের দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিলেন। পরে জেলা প্রশাসন বিষয়টি সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকেরা শান্ত হন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন শনিবার ॥ ১৯ অক্টোবর ২০২৪

নারায়ণগঞ্জে রিকশা র‍্যালি —বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারী শ্রমিকদের নিয়ে রিকশা র‍্যালি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে 'শোভন কর্ম পরিবেশের নিশ্চয়তা ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকার' স্লোগানে রিকশা র‍্যালি, শ্রমিক সমাবেশ ও আলোচনা সভা করা হয়। গতকাল বিশ্ব শোভন কর্ম দিবস উপলক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্ম পরিবেশ, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করতে পারলেই শোভন কর্মদিবস পালন সার্থক হবে। বক্তব্য রাখেন, নারগিস আক্তার, শিলা রানী, নদী খাতুন প্রমুখ।

প্রথম আলো • রোববার, ২০ অক্টোবর ২০২৪,

বকেয়া বেতনের দাবিতে বেক্সিমকোর শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরের বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা। গতকাল শনিবার সকালে সারাবো এলাকায় কারখানার সামনে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে পাশের চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা।

শ্রমিক ও শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে প্রায় ২২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসে বেতন দিতে হয় ৮০-৮২ কোটি টাকা। শ্রমিকেরা সেপ্টেম্বর মাসেও আন্দোলন করে আগের মাসের বেতন আদায় করেছেন। চলতি মাসেও সেপ্টেম্বরের বেতনের জন্য কয়েক দিন বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে ২৭ কোটি টাকা বেতন দেওয়া হয়। ফলে অনেক শ্রমিক এখনো বেতন পাননি। ওই শ্রমিকদের একটি অংশ গতকাল সকাল আটটায় প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক নজরুল ইসলাম বলেন, 'মাসের ১৯-২০ দিন চলে গেলেও বেতন পাচ্ছি না। বেতন না পাওয়ায় ঘরভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারছি না। প্রতি মাসে এই অবস্থা হলে আমাদের সংসার চালানো কষ্ট হয়ে যাবে।'

তবে সামান্য কারণে সড়ক অবরোধ করে মানুষকে দুর্ভোগে ফেলা হচ্ছে মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী কামাল হোসেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সমস্যা, কারখানায় আন্দোলন করুক। রাস্তায় কেন আসেন?

আন্দোলনের কারণে সড়কের গাড়ি নিয়ে বের হতে ভয় করে বলে জানান বাসচালক রহিম সরকার। তিনি বলেন, ভাঙচুর না হলেও দীর্ঘ সময় বসে থেকে সময় নষ্ট হয়, যাত্রীদেরও কষ্ট হয়।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. সারোয়ার আলম বলেন, শ্রমিকদের বেতনের বাকি টাকা দ্রুত পরিশোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৪ কার্তিক ১৪৩১, ২০ অক্টোবর ২০২৪

চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে গতকাল রাজধানীর শাহবাগ মোড় সাত ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে স্বাধীনতা আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ। বিকালে শাহবাগ ছাড়ার আগে সরকারকে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ১৫ দিন সময় বেঁধে দেয় পরিষদ —আব্দুল গনি

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ অক্টোবর ২০২৪

সাভারে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, আট ঘণ্টা যান চালাচল বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। কারখানাটির এক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে বরখাস্তের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের পলাশবাড়ী এলাকায় এই সড়ক অবরোধ করেন কানাডিয়ান মালিকানাধীন গিল্ডান অ্যাক্টিভওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেড (গ্যাব) কারখানার শ্রমিকরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, কয়েক দিন আগে বেশ কয়েকটি দাবিতে আন্দোলন করেছেন এই কারখানার শ্রমিকরা। এসময় শ্রমিকদের সব দাবি মেনে নেওয়ায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। কিন্তু কিছু দিন পরই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কারখানার কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইজুল ইসলামকে কাজে যোগদান করায়। এর আগে শ্রমিকদের দাবির মুখে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাই দুর্নীতিবাজ তাইজুল ইসলামকে স্থায়ীভাবে বরখাস্তের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছেন।

কারখানাটির অপারেটর মনির হোসেন বলেন, দুর্নীতিবাজ তাইজুল আমাদের ভাতা অর্ধেক করে দিতেন। এছাড়া যেসব স্টাফ তার কথামতো চলে তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। ঐ সিন্ডিকেটের সদস্য ও বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে শ্রমিদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বেশ কয়েক বার বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রায় আট ঘণ্টা ব্যস্ততম মহাসড়কটি অবরোধ করে রাখায় চরম দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ। এসময় মহাসড়কটির উভয়দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে সকাল ১০টার দিকে সড়ক অবরোধকারী দুই শতাধিক শ্রমিক কারখানার পিছনে কর্মকর্তা তাইজুলের ৯ তলা বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাইজুল ইসলাম অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা আমার বাড়ির গেট ভেঙে একটি প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি সদস্য ও কারখানার অন্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিকাল ৪টার পর অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৪

বকেয়া বেতন দাবিতে টেকনো ড্রাগসের কর্মীদের মানববন্ধন

যুগান্তর প্রতিবেদন

৮ মাস ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে টেকনো ড্রাগসের (হেলথ ডিভিশন) কর্মীরা। কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ইডি) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেও ১৮৩ জন কর্মীর বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে কোম্পানি নানা টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

সমকাল
শনিবার । ১৯ অক্টোবর ২০২৪

পেনশন ভোগান্তি বন্ধের দাবি সরকারি কর্মচারীদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজস্ব খাতে নিয়মিত করা কর্মচারীদের পেনশন ভোগান্তি, প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। দাবি পূরণে তারা প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দাবি আদায়ে আগামী ২৩ অক্টোবর অর্থ উপদেষ্টা, ২৭ অক্টোবর আইন উপদেষ্টা এবং ৩০ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেবে সংগঠনটি। এরপরও দাবি আদায় না হলে আগামী ২ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন, ৯ নভেম্বর সুধী সমাবেশ ও ১৭ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

সংগঠনের মহাসচিব নজরুল ইসলাম বলেন, অর্থ বিভাগের জারি করা দুটি চিঠির কারণে শত শত কর্মচারীর পেনশন ও আনুতোষিকের টাকা অমানবিক ও অন্যায়ভাবে কেটে নেওয়া হচ্ছে। বিতর্কিত চিঠি দুটি কর্মচারীদের পেশাগত ও অবসর জীবনকে অশান্ত ও হুমকির মুখে ফেলেছে।

তিনি বলেন, দুই চিঠির বিরুদ্ধে রিট করা হয়েছিল। তবে তা আজও নিষ্পত্তি হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধিতে আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বলতে কী কী বোঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যা আজও দেওয়া হয়নি। এমনকি আপিল বিভাগ, রিভিউ, ফারদার রিভিউয়ের সব ধাপ সম্পন্ন হলেও অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষিত অর্থ বিভাগের চিঠি দুটি আজও বহাল রয়েছে। এর ফলে সারাদেশের শত শত অবসর ও পেনশনমুখী কর্মচারীরা পেনশন ভোগান্তি ও হয়রানির মুখে পড়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ২১ অক্টোবর ২০২৪

নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে ছুটি ও নাইট বিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন আইএফএস টেক্সওয়্যার লিমিটেড নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার বেলা ২টার দিকে তারা শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে এই কর্মসূচি পালন করেন। অবরোধের কারণে সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে যান। দীর্ঘ আলোচনা শেষে বিকেলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মালিকের সঙ্গে কথা বলে আগামী মাস থেকে শ্রমিকদের সব দাবি মালিক মেনে নিয়েছেন বলে জানান।

শ্রমিকরা জানান, তাদের কোনো মাসের বেতন ভাতা বকেয়া নেই। তবে ছুটি ভাতা ও নাইট বিলের বকেয়াসহ ১২ দফা দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। তাদের প্রতিটি দাবি মানা না হলে তারা ভবিষ্যতে আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বলেন, শ্রমিকরা ছুটি ভাতা ও নাইট বিলের বকেয়া পরিশোধ করাসহ মোট ১২ দফা দাবি জানিয়েছেন। এ দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের ১০ জনের একটি টিম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। তখন মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। মালিক দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাব্বির আল রাব্বি বলেন, মালিকপক্ষ আগামী মাস থেকে শ্রমিকদের ছুটি ভাতা ও নাইট বিল পরিশোধ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আগামী মাস থেকে তাদের প্রতিটি দাবি পর্যায়ক্রমে মেনে নেওয়া হবে বলে মালিকপক্ষ জানিয়েছেন।

যুগান্তর

শুক্রবার ১৮ অক্টোবর ২০২৪
২ কার্তিক ১৪৩১

কর্মকর্তার অপসারণ দাবি

আশুলিয়ায় পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, সাভার

আশুলিয়া শিল্প এলাকার গিভেন অ্যাক্টিভওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেডের (গ্যাব) শাহরিয়ার গার্মেন্টের এক কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন কারখানার শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে এই কারখানার প্রায় ১২ হাজার পোশাক শ্রমিক এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বিকাল চারটার দিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসলে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে এসে কারখানার সামনে অবস্থান নেয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, কিছুদিন আগে আমরা দশ দফা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছি। এর মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল কারখানার কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইজুল ইসলামকে অপসারণ। ওই সময় কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে তাইজুল ইসলামকে অপসারণ করেন।

শুক্রবার ১১ অক্টোবর ২০২৪
২৬ আশ্বিন ১৪৩১

কালিয়াকৈরে নার্সদের কর্মবিরতি

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নার্সরা এক দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও রেজিস্ট্রার পদ হতে প্রশাসন ক্যাডারদের অপসারণ। তারা ওই পদগুলোতে উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ ও যোগ্য নার্স কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়নের এক দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করে। বুধবার সকালে কালিয়াকৈর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের আয়োজনে ওই কর্মবিরতি শুরু হয়, যা শেষ হয় বেলা ২টায়। কর্মবিরতি থাকায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়া রোগীদের জরুরি সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা ভোগান্তিতে পড়েন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সদের সূত্রে জানা যায়, এক দফা দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে সারাদেশে একযোগে কর্মসূচি চলমান আছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল ও অধিদপ্তরে বর্তমানে নন-নার্সিং প্রশাসন ক্যাডারের লোকজন কর্মরত।

THE BUSINESS STANDARD

WEDNESDAY 23.10.2024

Workers block Nabinagar-Chandra road over unpaid wages

UNREST - DHAKA

TBS REPORT

Workers of Generation Next, a garment factory in Ashulia, yesterday blocked the Nabinagar-Chandra road at the Baipayl intersection for a second consecutive day, demanding payment of their unpaid wages and benefits.

The protest began on Monday at 10am, bringing traffic to a standstill on the busy road, with the Baipayl-Abdullahpur route also affected.

Officer-in-Charge of Savar Highway Police Station Ayub Ali said, "There is no traffic jam on other roads except this one. Since the road is blocked, we are advising vehicles to take alternative routes."

Workers block Nabinagar

CONTINUED FROM PAGE 3

The protesting workers say they have not received their salaries and other benefits for the past three months. Despite several promises of payment, the factory management shut down operations without fulfilling their financial obligations.

Rakib, a factory worker, expressed the dire situation, saying, "It is hard to survive without a month's salary, and we haven't been paid for three months. The factory is closed. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association previously assured us, but no solution has been reached. We are going through a very difficult time. Unless the outstanding wages are paid, we won't leave."

An officer from the industrial police says, "The workers have maintained a continuous blockade since Monday. We have tried to negotiate with them, but they insist they won't leave the road until they receive their due wages. Discussions are ongoing with various parties to resolve the issue."

"The factory owners have fled, and the factory is closed. The workers are protesting for their unpaid wages. Since the owner is on the run, resolving the problem has been challenging. However, our law enforcement agencies are continuing their efforts," added Inspector (Investigation) Md Kamal Hossain of Ashulia police station.

The workers have made it clear that they will not withdraw the blockade until their dues are cleared.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৭ কার্তিক, ১৪৩১, ২৩ অক্টোবর ২০২৪

আশুলিয়ায় তৈরি পোশাক কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে বাইপাইল মোড়ে দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

আশুলিয়ায় পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ৩০ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে টানা ৩০ ঘণ্টা ঢাকা-টাঙ্গাইল ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে শ্রমিকরা। সোমবার সকাল থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত অবরোধের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা-টাঙ্গাইল, বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়কে যান চলাচল। আর এর প্রভাব পড়ছে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কেও। ফলে এসব মহাসড়কে দীর্ঘ যানযটের কারণে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে যাত্রীরা।

শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলেও শ্রমিকরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকায় শিল্প পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলের আশপাশে অবস্থান নেন। পরে জলকামানের মুখে ১ মিনিটের মাথায় মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে ধাওয়া খেয়ে পালানোর সময় বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে পুলিশের জলকামানের মুখে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ছেড়ে যায় শ্রমিকরা।

পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগে মধ্য দিয়ে পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। এরপরেই আশুলিয়ার ইয়ারপুর এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় মালিকানাধীন জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড নামক তৈরি পোশাক কারখানার শীর্ষ কর্মকর্তারা একে একে নিজ দেশে চলে যান। এরপর আর্থিক টানাপোড়েন ও রপ্তানি আদেশ কমতে থাকায় সংকটে পড়ে কারখানাটি। অনিয়মিত হয়ে পড়ে বেতন-ভাতা। গত সোমবার সকাল থেকে কারখানার সামনে জমায়েত হয়ে মিছিল নিয়ে শ্রমিকরা অবস্থান নেন বাইপাইল পয়েন্টে। রাত ১১টা পর্যন্ত টানা অবরোধ শেষে শ্রমিকরা ফিরে যান। গতকাল মঙ্গলবার সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো দাবি আদায়ে শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানায়, গত তিন মাস থেকে কোনো বেতন, বোনাস পায়নি তারা। বেতন না দিয়ে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে কয়েক বার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। বারবার আশ্বাস দিলেও তারা বেতন পরিশোধ করেনি। তিন মাস অতিবাহিত হলেও অধিকাংশ শ্রমিক বেতন, বোনাস পায়নি। কারখানার স্টাফদের বেতন বকেয়া আছে চার থেকে পাঁচ মাসের। এরপর বিজিএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ে গেলে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে এখন পর্যন্ত কারখানা খুলে দেয়নি, বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেনি মালিকপক্ষ। তাই বাধ্য হয়ে মহাসড়কে এসেছেন। বেতন না পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকবে বলেও জানান শ্রমিকরা।

এদিকে, বাইপাইল ত্রিমোড়ে অবরোধ করে রাখায় ঢাকামুখী ও উত্তরবঙ্গগামী লেনে কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। তবে স্থানীয় রিকশা-অটোরিকশা বাইপাইল থেকে চন্দ্রাগামী লেনে চলাচল করতে পারছে। এতে রিকশা অটোরিকশায় অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে জনগণকে। এছাড়া বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়কও বাইপাইলমুখী লেন বন্ধ রয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে ঐ দুটি সড়ক-মহাসড়ক দিয়ে চলাচলরত যাত্রীরা। কেউ কেউ আবার আঞ্চলিক সড়ক ব্যবহার করে গন্তব্যস্থলে যাচ্ছেন।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর এসপি মো. সারোয়ার আলম বলেন, শ্রমিকদের বিগত কয়েক মাসের বেতন পরিশোধ না করে জেনারেশন নেক্সট কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানা বন্ধ রেখেছেন। আমরা বিজিএমইএ, কলকারখানা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মাধ্যমে মালিকপক্ষের সঙ্গে বসে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের তাগিদ দিয়েছি। বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানা সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তি জানান, কারখানাটির প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক রয়েছে। কারখানার চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম পলাতক। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব শেট্টি ভারতীয় নাগরিক। তিনি দেশে ফিরে গেছেন। ফলে বিষয়টি এখনো সমাধান হয়নি।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এতে ওই মহাসড়কে উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

শিল্প পুলিশ জানায়, গাজীপুর মহানগরীর মোগরখাল এলাকার টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার বকেয়া বেতনের দাবিতে অনেক দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছিল। আন্দোলনের মুখে দীর্ঘদিন কারখানাটি বন্ধ রাখা হয়। সে সময় শ্রমিকরা আন্দোলন করলেও মালিকপক্ষ তাদের বেতন-ভাতা দেয়নি। কিছুদিন আগে বেতন পরিশোধ করার আশ্বাস দিয়ে কারখানা ফের খুলে দেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৯ কার্তিক ১৪৩১, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

গাজীপুর : শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগ পোহাতে হয় চালক ও যাত্রীদের —ইত্তেফাক

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিকদের অবরোধ, বিক্ষোভ

মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার যানজট, দুর্ভোগ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কলম্বিয়া এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে টিএন্ডজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে নানা স্লোগানে বিক্ষোভ করে। বেলা ২টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বিক্ষোভে মহাসড়কের উভয় দিকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দুপুরে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পরে না পেরে লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা। পরে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার শর্তে শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানার সামনে সমবেত হতে বলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। কথামতো শ্রমিকরা নগরীর বাসন থানার কলম্বিয়া মোগরখাল এলাকার বিজয় রোডের টিএন্ডজেট কারখানার সামনে অবস্থান নেয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নানা আশ্বাস দিলেও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি না মানা হলে আন্দোলন বেগবান করার কথা জানান আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা জানান, শ্রমিক ছাড়াও স্টাফদের অনেকের ছয় মাসের বেতন পাওনা রয়েছে। শ্রমিকদের দাবি কারখানাটির কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসেই এহেন টালবাহানা করে বেতন পরিশোধ না করে তাদের সঙ্গে অন্যায় করে আসছেন। কোনো মাসেই তারা নিয়ম মোতাবেক শ্রমিক ও স্টাফদের বেতন পরিশোধ করতে পারেন না। তাদের দাবি কারখানা চালাতে অপারগ হলে বকেয়া পরিশোধ করে বন্ধ করে দেওয়া হোক। নতুবা অন্য মালিকের কাছে মালিকানা হস্তান্তরেরও দাবি জানান তারা। মালিক না এসে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে সময় চেয়েছেন বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য। তবে শ্রমিকরা তা মানেননি। এ ঘটনার বিষয়ে মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি রাহেদুল ইসলাম জানান, সকাল থেকে টিঅ্যান্ডজেট কারখানার শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেছে। মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দুপুর ২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গাজীপুর শিল্পপুলিশের ইন্সপেক্টর মো. ফারুকুল আলম বলেন, আগামী ৩ নভেম্বর গত সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এবং ২০ নভেম্বর চলতি অক্টোবর মাসের বেতন পরিশোধে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

NEW AGE FRIDAY, OCTOBER 25, 2024,

Tea workers on strike for 4th straight day

Our Correspondent · Moulvibazar

THE tea workers of state-owned National Tea Company went on a strike demanding arrears of six weeks' wages.

The workers of 16 tea plantations of the NTC across the country went on strike on Monday.

The agitating workers said that they would not join their work if they did not get their wage arrears.

On Thursday, the tea workers of Madhabpur tea garden of Kamalganj upazila in Moulvibazar district observed the strike programme for the fourth consecutive day.

On the day, the workers formed a human chain and held a protest in front of the main gate of Madhabpur tea plantation factory at Kamalganj upazila.

They protested under the slogan 'We are going to starve, give us our wage arrears.'

Panchayat head of Madhabpur tea garden Babul Ahmed, panchayat members Kantilal, Balram Chasha and Suman, labour leaders Biplab Nunia and Nirmal Das, women leader Sonamani Rajbangshi, Jhumki Garh, Rekha Das, Kumari Nunia, Lalita Rajbhar and others spoke at the protest.

Malati Nunia, a woman worker of Madhabpur tea garden, said, 'We have been staging protest for four days. There is no food in our house. Neither is there any money.'

Dhana Bauri, president of Manu Valley of the Bangladesh Tea Workers Union, said, 'The workers have been staging the protest for four days. But the owner is not paying the wages. If the authorities do not meet our demands, we will go for a tougher programme.'

Former general secretary of Bangladesh Tea Workers Union Rambhajan Kairi said that the tea workers under the control of National Tea Company in Moulvibazar district were not going to work from Monday.

Workers in three other tea gardens of this company located in the Habiganj district are also not going to work for another three to four days, Rambhajan said, adding that six weeks' wage arrears have not been paid yet.

Workers are ready to go to work if the company authorities pay their wage arrears today, the workers' leader added.

General manager of the NTC, Emdadul Haque, said that they were making every effort to pay wages to the workers.

Due to the lack of complete restructuring of their board of directors, they are facing problems in getting loans from Bangladesh Agricultural Bank, the manager added.

The board of directors will be fully reconstituted soon, the GM said, adding that they will be able to pay the wages of the workers as soon as possible.

WEDNESDAY OCTOBER 23, 2024
KARTIK 7, 1431 BS
The Daily Star

Tea workers of 12 gardens on strike over arrears

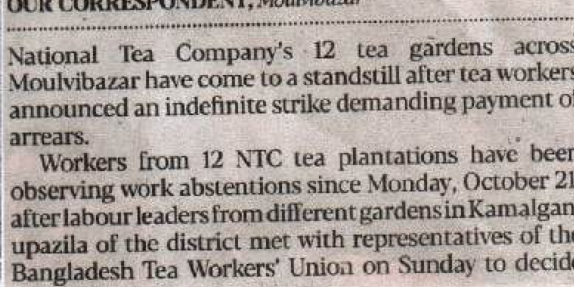

OUR CORRESPONDENT, *Moulvibazar*

National Tea Company's 12 tea gardens across Moulvibazar have come to a standstill after tea workers announced an indefinite strike demanding payment of arrears.

Workers from 12 NTC tea plantations have been observing work abstentions since Monday, October 21, after labour leaders from different gardens in Kamalganj upazila of the district met with representatives of the Bangladesh Tea Workers' Union on Sunday to decide on the strike.

"Our wages are pending for last five weeks, leaving us in severe financial distress. We will not return to work unless our outstanding wages are paid," said Minotee Bauri, a tea worker of Patrokhola Tea Garden.

NTC operates a total 16 tea gardens nationwide, employing around 17,000 workers, who have an additional 30,000 individuals relying on their earnings.

Nipen Paul, general secretary of the tea workers' union, said tea workers have neither been paid their wages for five or six weeks, nor their provident fund contributions being deposited.

Many tea workers, who are ill, have not been receiving necessary medical treatment, he said.

"Before the Durga Puja, discussions with NTC's management led to a bonus payment of Tk 5,360 to each worker. However, the management failed to keep its promise to pay arrears for four weeks after the festival," he also said, adding that the company now

Tea workers

owes more than Tk 6,000 in arrears to each worker.

Emdadul Haque, general manager of NTC, said efforts are underway to pay the workers but cited challenges in securing loans from the Krishi Bank due to incomplete restructuring of their board.

He expressed hope that a full management council would be established soon, which would enable them to resolve the crisis.

Haque warned that the strike could cause significant losses since the current production season is critical.

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৪

বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের, আলটিমেটাম

সিলেট অফিস ▷

বকেয়া বেতনের দাবিতে সিলেটের বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন লাক্কাতুরা চা-বাগানের শ্রমিকরা। মজুরি পরিশোধের জন্য তাঁরা দুই দিন সময় বেঁধে দিয়েছেন। তবে এই দুই দিন আন্দোলন কর্মসূচি না থাকলেও বাগানে কর্মবিরতি চলবে।

গতকাল রবিবার দুপুরে প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যস্ততম বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজট দেখা দেয়। পরে দুই দিনের আলটিমেটাম দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকরা। এ সময়ের মধ্যে বকেয়া মজুরি দেওয়া না হলে ফের আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেন তাঁরা।

আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানিয়েছেন, গত দুর্গাপূজার আগে থেকেই তাঁদের মজুরি ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পূজার সময় বোনাস দিলেও দেড় মাসের মজুরি বকেয়া রয়ে গেছে।'

সিলেটের দলদলি চা-বাগানের শ্রমিক সজিব মুণ্ডা বলেন, 'যে টাকা মজুরি পাই তা দিয়ে সংসারই চলে না। তার ওপর দেড় মাস ধরে মজুরি বন্ধ। আমরা খেয়ে বাঁচব কী করে?'

চা শ্রমিক ইউনিয়ন সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা বলেন, 'আমি নিজেও এনটিসির মালিকানাধীন লাক্কাতুরা চা-বাগানের শ্রমিক। দেড় মাস ধরে আমাদের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। ফলে লাখের বেশি শ্রমিক মানবেতর জীবন যাপন করছেন।'

লাক্কাতুরা চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আক্তার শহিদ বলেন, 'শ্রমিকদের মতো আমরা নিজেরাও সমস্যায় আছি। আমাদেরও বেতন বন্ধ হয়ে আছে। তবে শুনেছি শিগগিরই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

ন্যাশনাল টি কম্পানির মহাব্যবস্থাপক এমদাদুল হক বলেন, 'কম্পানির ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন হয়েছে। সে জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কিছুটা সময় লাগছে। আশা করছি, দু-এক দিনের মধ্যে চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে।'

মঙ্গলবার ২৯ অক্টোবর ২০২৪
১৩ কার্তিক ১৪৩১
যুগান্তর

নারীপক্ষের বিবৃতি

শ্রমিক হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন

বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিক হত্যার বিচার এবং হতাহত সব শ্রমিকের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে নারীপক্ষ। সোমবার নারীপক্ষের আন্দোলন সম্পাদক সাফিয়া আজীম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়। এতে বলা হয়, ২৩ অক্টোবর আশুলিয়ার নরসিংহপুরের গোরাট এলাকায় জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া এবং তাদের তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। এ সময় পুলিশ আন্দোলনরত শ্রমিকের ওপর কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলি চালায়। এতে ওই কারখানার সুইং অপারেটর চম্পা খাতুনসহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। ২৭ অক্টোবর সকালে গুলিবিদ্ধ শ্রমিক চম্পা খাতুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ন্যায্য মজুরি একজন শ্রমিকের অধিকার। যে শিল্প দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে, সেই শিল্পে বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকের ওপর সশস্ত্র হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করা অত্যন্ত নাক্কারজনক। নারীপক্ষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীর বিচার দাবি করছে। সেসঙ্গে নিহত চম্পা খাতুনের পরিবারকে শ্রম আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহত সব শ্রমিকের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে।

সময়ের আলো
শনিবার। ২৬ অক্টোবর ২০২৪

বকেয়া মজুরির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ চা শ্রমিকদের

● হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ন্যাশনাল টি কোম্পানির ১২টি চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা বকেয়া মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বাগানের শ্রমিকরা। ২ ঘণ্টাব্যাপী অবরোধকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দুপাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে তারা বাগান কর্তৃপক্ষের বাংলো ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন।

এ সময় শ্রমিকরা জানান, ৬ সপ্তাহ থেকে আমরা কাজ করি কিন্তু মজুরি পাই না, আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম কষ্টের মধ্যে আছি। ছেলেমেয়ের মুখে খাবার তুলে দিতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের বকেয়া মজুরি দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কাজে ফিরব না।

এদিকে গত ১ সপ্তাহ ধরে বাগান থেকে চা পাতা উত্তোলন না করায় বাগানের হাজার হাজার মণ চা পাতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। তারা বলছেন, মজুরি পরিশোধের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। চা পাতার নতুন কুঁড়ি সংগ্রহ না করার কারণে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

পঞ্চায়েত সভাপতি রঞ্জিত সরকার জানান, মজুরি না পেলে আমরা কীভাবে কাজ করব। আমাদের শ্রমিকরা না পেয়ে আর কতদিন কাজ করবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের বকেয়া মজুরি দেওয়া না হবে ততদিন আমরা কাজে যোগদান করব না। এদিকে বাগানের ব্যবস্থাপক সেলিমুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের মজুরি না দেওয়াতে তারা কাজ করছে না। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে মজুরি পরিশোধের জন্য।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ॥

শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে তিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা

সাভার প্রতিনিধি

সাভারে শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে তিনটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক বিপাকে পড়েছেন। গতকাল কারখানা তিনটির মূল ফটকে বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেন মালিকপক্ষ। শ্রমিকরা জানায়, কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন দাবি আদায়ে স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের হেমায়েতপুরের বাগবাড়ী এলাকার সামস স্টাইলিং ওয়্যারস লি., উলাইল এলাকার স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস ও কলমা এলাকার কাজীপুর ফ্যাশনের প্রায় ১৪ হাজার কারখানায় অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করছিল। মালিকপক্ষ এর কোনো সমাধান না করে কারখানা তিনটি বন্ধ ঘোষণা করেছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রমিকদের সার্বিক

নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে কারখানাগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছে। পরবর্তীতে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে কারখানা খোলার তারিখ নোটিসের মাধ্যমে জানানো হবে। বাগবাড়ী এলাকার সামস স্টাইলিং ওয়্যারস লিমিটেডের এজিএম মো. মুনজুর আলম বলেন, পরবর্তীতে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে কারখানা খোলার তারিখ নোটিসের মাধ্যমে জানানো হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৯ অক্টোবর ২০২৪ ।

শ্রমিকদের কর্মবিরতি পাঁচ কারখানা বন্ধ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সাভারে টিফিন বিল ও আয়রন ভাতা বৃদ্ধি, বিকাশ খরচ, ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল সকাল থেকে সাভার পৌরসভার উলাইল কর্ণপাড়া ও গেন্ডায় স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করেন। শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানান, স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস কারখানার শ্রমিকরা সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন। তারা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে টিফিন বিল ৫০ টাকা, অর্জিত ছুটির টাকা, আয়রন ভাতা বৃদ্ধি, বিকাশ খরচ, ছয় মাসে ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। দুপুর পর্যন্ত মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না জানানোয় শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া শ্রমিক অসন্তোষের জেরে নরসিংহপুরে আঞ্জুমান গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ রয়েছে। জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন, সিডকো গ্রুপ ও মাহমুদ ফ্যাশনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মো. সারোয়ার আলম বলেন, সাভারে স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিতে কারখানায় কর্মবিরতি পালন করেছেন। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ ও মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। চারটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য সব কারখানা চালু রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৩ কার্তিক ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 29 October 2024

ঘোড়াশালে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, পলাশ (নরসিংদী)

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল পৌর এলাকার ভাগদী গ্রামের রাজাব এলাকায় অবস্থিত কাপকেক এক্সপোর্ট লিমিটেডের পুতুল ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল সকাল ৮টা থেকে ফ্যাক্টরির সামনে ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়ক অবরোধ করেন তারা। এ সময় সড়কের উভয় পাশের ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা জানান, গত তিন মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না। চলতি মাসের আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু মাসের ২৮ তারিখ হয়ে গেলেও বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি। পাঁচ বছরের সার্ভিস চার্জ দেয়া হয়নি এখনও। তাই সকাল থেকেই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। বকেয়া বেতন পরিশোধ না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা পড়েছেন চরম দুর্ভোগে। সড়কের উভয় পাশে শত শত যান বাহন আটকে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা। সড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সড়ক অবরোধ করে এই আন্দোলন করা ঠিক হচ্ছে না তাদের। আর মালিকপক্ষকেও তাদের দাবি মেনে নেয়া উচিত।

এদিকে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সকাল ১০টার দিকে সরিয়ে দেন। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে ফ্যাক্টরির ভেতরে প্রবেশ করেন পুলিশ কর্মকর্তারা। এরপর থেকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

এ বিষয়ে কাপকেক এক্সপোর্ট লিমিটেডের এইচ আর কর্মকর্তা মো. আক্তারুজ্জামানের সঙ্গে মুঠোফোন একাধিকবার বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর
রোববার ২৭ অক্টোবর ২০২৪
E-mail: anandonagar@g

কালিয়াকৈরে হাজিরা বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার পূর্বচান্দরায় এপেক্স ল্যাঞ্জারি লিমিটেড নামে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও কারখানায় ভাঙচুর করেছেন। শনিবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শ্রমিকরা শনিবার প্রতিদিনের মতো কাজে যোগদান করে। দুপুরে টিফিনের সময় বাইরে যায়। টিফিন শেষে কারখানায় ফিরে এসে হাজিরা বোনাস দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত শ্রমিকরা বিকেল ৪টায় লাঠিসোঁটা নিয়ে কারখানার নিরাপত্তা গেট, সিসি টিভি, নিরাপত্তা গেটের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের বুঝাতে গেলে তারা উলটো ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এ সময় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি এবং লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ধাওয়া খেয়ে শ্রমিকরা চলে গেলে বিকাল সাড়ে ৫টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এ ব্যাপারে এপেক্স ল্যাঞ্জারি লিমিটেড কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা উজ্জল ভৌমিক বলেন, তাদের কারখানায় আগে ৬০০ টাকা বোনাস দেওয়া হতো। সরকার হাজিরা বোনাস বৃদ্ধি করলে এখন ৮২৫ টাকা করে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা দাবি করছিল ছুটিতে থাকলে তাদের হাজিরা বোনাস দিতে হবে। সেটিও আমরা মেনে নিয়েছি। তার পরও কেন আন্দোলন করল বুঝতে পারছি না।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৯ অক্টোবর ২০২৪
১৩ কার্তিক ১৪৩১

গ্যাস পাইপ স্থাপন

গাজীপুরে দেওয়াল ধসে প্রাণ গেল শ্রমিকের

জয়দেবপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলায় রিফাত এলুমিনিয়াম প্যাকেজিং লিমিটেড কারখানার গ্যাসের পাইপ স্থাপনের কাজ চলাকালে আরেক কারখানার দেওয়াল ধসে পড়ে। এতে দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিক সালাউদ্দিন মাঝি নিহত এবং আরও দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর ও রাজেন্দ্রপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় লাশ উদ্ধার করা হয়। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বনিয়ারচালা মেম্বারবাড়ি এলাকায় প্যারাগন পোলট্রি কারখানার দেওয়াল ধসে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সালাউদ্দিন মাঝি সদর উপজেলার মনিপুর নামাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বাবর উদ্দিন মাঝির ছেলে। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনের লাশ উদ্ধার করে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করলে মামলা করা হবে।

DHAKA MONDAY OCTOBER 28, 2024
KARTIK 12, 1431 BS
The Daily Star

Minimum Wage Board lacks data, transparency: experts

STAR BUSINESS REPORT

The Minimum Wage Board, a government regulatory agency responsible for recommending changes to the minimum wage in different sectors, operates with limited data, which could lead to a lack of transparency and fairness in the wage-setting process, according to labour rights activists and experts.

"The board's data limitation complicates assessments of employers' ability to pay and broader productivity issues," said Mostafiz Ahmed, associate professor of social work at Jagannath University.

"The regulatory agency should establish a dedicated research wing to address the issue," Ahmed said at an event, titled "Wage Determination Process of Minimum Wage Board: Scope, Challenges and Way Forward", organised by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) at The Daily Star Centre in Dhaka yesterday.

In his keynote presentation, Ahmed said that the wage-setting process may not have transparency and fairness without clear calculations and economic justifications.

This, he said, could lead to dissatisfaction among both workers and employers.

The Minimum Wage Board, the statutory body responsible for setting private sector wages under the Bangladesh Labour Act 2006, receives and reviews feedback on recommended wage rates for 42 sectors, adjusting them as necessary.

According to different labour rights organisations, there are around 6.50 crore workers in these sectors.

However, the highest employing sector in the country, agriculture, does not have a determined minimum wage. Wages in local farming are determined by the demand and supply of labour, while other sectors show substantial minimum wage gaps.

Ahmed pointed out that 20 of the 42 sectors have not seen regular wage increases for periods ranging from 6 to 40 years.

"Two sectors have seen no revision in the past 35 years, while wage revisions in eight sectors have been overdue for 10-15 years, and in 10 sectors for 6-9 years."

He called for revising sectoral wages every five years.

Experts pointed out that 20 of the 42 sectors have not seen regular wage increases for periods ranging from 6 to 40 years

Ahmed also highlighted that the Minimum Wage Board's workplace inspections lack a standardised format.

Without consistent guidelines, inspections may be less effective and the collected data might not provide a reliable foundation for decision-making, he added.

He also recommended expanding the board's human resources to enable more effective operations.

He proposed several reforms, including establishing a national minimum wage, democratising the selection of Minimum Wage Board representatives, setting criteria for independent members and improving sectoral representation and accountability.

Ahmed also recommended regular wage reviews, fixed meeting schedules and publishing proceedings on the board's website to keep workers and stakeholders informed.

He said that although the wage announcement is supposed to come within six months after the formation of the wage board, in this case it takes twice or thrice as long, or even more.

In this case, the question remains as to what kind of policy determines the selection of board members, he added.

Anwar Hossain, vice-chairman of the BILS, said that the attitude of depriving workers should be overcome, and their quality of life, economic empowerment, market conditions, price increases, and other factors should be taken into consideration.

Nazma Akter, a union leader in the garment sector for more than 35 years and now the president of the Sammilito Garment Sramik Federation, said workers cannot be deprived of fair wages in the name of protecting the industry's existence.

She said the government will have to come forward to fix a living wage, considering the participation of employers and workers in the country's economic development.

Mamunur Rashid, chairman of the Minimum Wages Board, said the board has to work within its limitations.

He said that workers cannot uphold their rights as strongly as owners and that owners should therefore be more worker-friendly.

সংবাদপত্রে বিল্‌স

সোমবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৪। ১২ কার্তিক ১৪৩১ **সময়ের আলো**

রাজধানীর একটি সম্মেলন কেন্দ্রে রোববার গবেষণা তথ্য তুলে ধরে বিলস ● সময়ের আলো

বিলসের গবেষণা তথ্য

বোর্ড গঠনের তিনগুণ সময়ের পরও চূড়ান্ত হয় না মজুরি

শ্রমিকের জীবন ধারণের মতো মজুরি নির্ধারণ করতে হবে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গবেষণায় দেখা যায়, মজুরি বোর্ড গঠনের পর ৬ মাসের মধ্যে মজুরির ঘোষণা আসার কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বা তিনগুণ সময় কিংবা তারও বেশি সময় লেগে যায়। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের সদস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এ ছাড়া বোর্ডের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সদস্যদের যোগ্যতা ও তাদের ভূমিকা নির্ধারণ, মজুরি হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ ও সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

মন্ডিয়াল এফএনভির সহযোগিতায় বিলসের উদ্যোগে সম্প্রতি সমাপ্ত 'বাংলাদেশে নিম্নতম মজুরি : প্রয়োগ ও কার্যকারিতার সন্ধানে' শীর্ষক গবেষণায় এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি সম্মেলন কেন্দ্রে এই গবেষণা তথ্য তুলে ধরা হয়।

মূলত চারটি সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে ভিত্তি ধরে এ গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়। গবেষণার বিবেচিত চারটি সেক্টর হচ্ছে–তৈরি পোশাক খাত, চা, ট্যানারি এবং চিংড়ি খাত। গবেষণাটির উদ্দেশ্য ছিল তৈরি পোশাক, চা, ট্যানারি এবং চিংড়ি খাতের মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কাঠামো, মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া, কৌশল এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের যথাযথ কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্য স্টেকহোল্ডারদের প্রধান ভূমিকা চিহ্নিতকরণ, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের যথাযথ কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

এ সময় বক্তারা বলেন, শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার দোহাই দিয়ে ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করা যাবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মালিক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সমতাকে বিবেচনায় রেখে জীবন ধারণের মতো মজুরি নির্ধারণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিলসের মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান এবং সূচনা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রম অধিদফতরের মহাপরিচালক এনামুল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদফতরের আইন কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ, আইএলওর প্রকল্প কর্মকর্তা নিরান রামজুঠান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিলস নির্বাহী পরিষদের সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ।

বক্তারা বলেন, শ্রমিককে বঞ্চিত করার মনোভাব কাটিয়ে তাদের জীবনমান ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বাজার পরিস্থিতি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। ঠিকাদারি ব্যবস্থার কারণে মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রমিকের যে হয়রানি হয় তার অবসান ঘটাতে হবে। তারা বলেন, সমীক্ষার মাধ্যমে শ্রমিকদের চাহিদা নিরূপণ করে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডকে মজুরি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়ন সঠিকভাব হচ্ছে কি না তা মজুরি বোর্ড পরিবীক্ষণ করলে সেটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তারা আশা করেন। এ ছাড়া মজুরি বোর্ডকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তারা বলেন, প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি বোর্ড গঠন না করে বরং তা প্রতি তিন বছর পর গঠন করলে সেটি সময়োপযোগী ও অধিক কার্যকরী হবে। এ ছাড়া বোর্ডের গঠন ও কার্যক্রমের সঙ্গে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। বক্তারা বলেন, তবে মালিকের সাধ্য এবং শ্রমিকের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে আইনগত ও যুক্তিসংগতভাবে মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মজুরি বোর্ডে ভারসাম্যমূলক প্রতিনিধিত্ব এবং সদস্যদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা দরকার। মজুরি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের অগ্রগতি পর্যালোচনায় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের জোরালো ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

NEW AGE BUSINESS
WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024,

Absence of legal framework hurting caregiving sector's potential: ILO

Staff Correspondent

BANGLADESH'S caregiving sector has the potential to create about seven million new jobs by 2035, but the sector has been facing significant challenges, including insufficient investment and an incomplete legislative framework for care work, according to an International Labour Organisation study.

It said that formally recognising care workers as legitimate workers through a systematic approach was crucial for empowering them to organise, engage in labour rights discussions, and advocate for improved working conditions.

The study identified that the caregiving sector was often characterised by gender disparities, with women disproportionately represented in low-paid and insecure roles.

Addressing these inequalities is essential for creating a more equitable workforce, as highlighted in the report presented on Tuesday during a discussion celebrating the International Day of Care and Support.

The ILO and the Bangladesh Institute of Labour Studies jointly organised the meeting on 'Decent work for care workers: context, challenges and way forward', at the Hotel Holiday Inn in the capital Dhaka.

Jagannath University associate professor Mustafiz Ahmed presented the findings of the study, which showed that temporary employment was the most common form in the country's caregiving sector, constituting 48.6 per cent of positions, while permanent employment followed, making up 38.2 per cent.

The survey was conducted in Dhaka and Chattogram, covering a sample size of 212 participants across various occupations, including domestic work, nursing, healthcare, childcare and eldercare.

The survey revealed that 75 per cent of workers were required to work longer hours without proper overtime provisions.

Among those who do receive overtime pay, 63.6 per cent work more than two extra hours, while 36.4 per cent are not compensated at the required twice the normal rate for overtime, the study found.

According to the report, approximately 39.6 per cent of workers reported experiencing job expulsion without prior notice, with domestic workers (45 per cent) and healthcare workers (52 per cent) particularly vulnerable to this issue.

In instances of job expulsion, 36 per cent of workers never receive their entitled benefits, while 33.3 per cent receive them only sometimes, it found.

The report also identified that workers encountered significant risk in the workplace, including exposure to diseases and viruses (57.[illegible] per cent), physical hazards (30.1 per cent) and potential injuries like burns (17.3 per cent).

Only 39.2 per cent of employers provided all workers with information about occupational risks, while 22 per cent did not, and 36.[illegible] per cent of workers were uncertain.

Personal protective equipment was provided to all workers by 50.9 per cent of employers, whereas 27.4 per cent did not offer PPE, and 17 per cent of workers was unaware of its availability, the report said.

It said that the key policies, such as the National

Absence of legal framework hurting

Continued from B1

Domestic Workers Protection and Welfare Policy, had not been fully enacted, leaving many workers, particularly domestic workers, without legal protections.

At the meeting, childcare worker Kohinur Akter stated that despite working for many years, her employers had not provided her with an appointment letter.

An elderly care worker Momin Uddin said that he was working over the years without any leave.

'If I took leave for two or three days due to personal reasons or illness, my employer deducted my wages for those days,' he said.

Sumaya Akter, a nurse, mentioned that she had been working for six years at a healthcare centre, where she worked from morning until night, but the authorities did not account for overtime for her extra hours.

Josna Akter, a home worker, said that they often faced harsh behaviour and even torture from their employers.

'Despite its societal importance, care work remains undervalued, frequently lacking fair wages, protections, and recognition, particularly for women who predominantly occupy these roles under informal and challenging conditions,' ILO country director Tuomo Poutiainen said.

He said that without adequate support from employers and the government — such as maternity leave, healthcare, and childcare — both worker productivity and household finances were adversely affected.

As care needs continue to expand and diversify, the care economy holds significant potential for generating employment in the coming years, Tuomo said.

According to the ILO findings, the share of women outside the labour force in Bangladesh due to care responsibilities decreased from 81 per cent in 2017 to 68 per cent in 2022.

Alongside increasing literacy rates, reducing maternal and child mortality, and improving gender parity in primary education, Bangladesh has prioritised achieving gender equality in labour force participation.

Women and children affairs ministry additional secretary Tania Khan acknowledged that care work should have a legal definition, along with legal provisions to protect care workers.

She said that care-related provisions should be integrated into the social protection framework for all workers, including care workers.

BILS executive director Syed Sultan Uddin Ahmed, SKOP leader Razekuzzaman Ratan, the National Coordination Committee for Workers' Education chairman Badal Khan and BILS director Nazma Yesmin, among others, spoke at the event.